

কাব্যপ্রকাশ

রীমানন্দ আচার্য

৯৭



মন্মট ভট্টের
কাব্যপ্রকাশ

[১ম থেকে ৬ষ্ঠ উল্লাস]
মূল, অনুবাদ, আলোচনা

ডঃ রামানন্দ আচার্য এম. এ. (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত)

অধ্যাপক, দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়



সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

Kāvyaprakāśa of Mammata :
A treatise on Sanskrit Poetics
Ed. by Dr. Ramananda Acharya

- প্রকাশক :
দেবশাস ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

© গ্রন্থকার

পঞ্চম সংস্করণ : ১৪২২

- মুদ্রক :

অমল ঘোষ ,

ইউনিক প্রিন্টার্স

কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

মাতামহ ও মাতামহী
স্বৰ্গত পূৰ্ণচন্দ্ৰ ও সরোজিনী চক্ৰবৰ্তীৰ
স্মৃতিৰ উদ্দেশ্যে—

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে নিবেদন

কাব্যপ্রকাশের প্রথম সংস্করণ ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক সমাজে সাদরে গ্রহণ করেছেন ভেবে ভাল লাগছে। বিগত কুড়ি বছরে বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশ্বায়নের ঢেউ এসে লেগেছে নন্দনতত্ত্বের নীতি-নির্ধারণের কূলে। 'গ্লোবাল-ইস্‌থেটিকস্'—বিষয়টিও উদ্ভাবিত হয়েছে। বিশ্ব-নন্দন-তত্ত্বের আলোকে 'কাব্যপ্রকাশ-সমীক্ষা'র প্রকাশ ঘটানোর দ্রুত চেষ্টা করে চলেছি।

কাব্যপ্রকাশের সংস্করণটির সবচেয়ে বেশি সমাদর করেছিলেন যে দুটি মানদণ্ড, তাঁরা আর ইহলোকে নেই। এঁরা হলেন আমার পিতৃদেব স্বর্গত রামাপদ কাব্যতীর্থ এবং বন্ধুদেব অধ্যাপক সুরেন দেব। ঠুঁদের এই মূহুর্তে স্মরণ করি।

সর্বোপরি যিনি আমার বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে নন্দনতত্ত্বের প্রবাহকে নিরন্তর সঞ্চারিত রেখেছেন, আমার পরমপূজ্য সেই অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুনোপাধ্যায়কে এই সুযোগে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

ইতি—

নীচুপটী

বোলপুর

রামানন্দ আচার্য

২১. ১. ১৮

প্রাক-কথন

কাব্য-প্রকাশের সংস্করণের ক্ষেত্রে প্রথম প্রেরণা প্রদেয় অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মল্লিকোপাধ্যায়। সুন্দর ইংরিজিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগদলিতে তিনি যখন সাহিত্যতত্ত্বের বক্তৃতা দিতেন, তখন আমি ছিলাম মন্থ শ্রোতা। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্বের নীতিগদলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়কে কতখানি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন—বোঝা যেত, ক্লাশ শেষ হওয়ায় মন্থত গদলিতে। একটি ক্লাশ মনে হত, একটি নিটোল 'রসানুভূতি'।

তখন থেকেই কাব্যপ্রকাশের প্রতি আকর্ষণ। এর পর 'আট বছর আগের একদিনে' কাব্যপ্রকাশের সংস্করণের প্রথম সূচনা। মাঝে মাঝে একাগ্রতার অভাবে কাজ বন্ধ।

কাব্য-প্রকাশের প্রকাশ-মুহুর্তে ডঃ মল্লিকোপাধ্যায়কে সম্বন্ধ প্রণাম জানাই। আমি তাঁর কাছে অপারিশোধ্য ঋণে ঋণী। প্রণাম জানাই অধ্যাপক স্বর্গত ডঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, অধ্যাপক সদাশিব চক্রবর্তী, অধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা বাসন্তী মল্লিকোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক জটাধারী মালাকার-কে। এঁরা সকলেই উৎসাহ দিয়েছেন নানাভাবে।

উৎসাহ দিয়েছেন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক সুরেন দেব ও অধ্যাপক অলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, বন্ধু-অধ্যাপক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকর্মী অধ্যাপক বিপদভঞ্জন পাল, অভয়পদ ভট্টাচার্য, দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত এবং সিরাজুল ইসলামের কাছে। এঁরা সকলেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন প্রতি মুহুর্তে।

শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের কাছে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার বাহুল্যমাত্র। তাঁর কাছেই আমার সংস্কৃত-শিক্ষা শুরুর। এই সুযোগে তাঁকেও প্রণাম জানাই।

বলিষ্ঠ ও সাহসী প্রকাশক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্যকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

নীচুপটী

বোলপুর

৯.৯.৭৮

}

ইতি—

রামানন্দ আচার্য

প্রকল্প-নোতি

১. যথাসম্ভব আধুনিক বাংলায় অনূবাদ করার চেষ্টা করেছি। যেখানে বাংলা-শব্দ বসানো সম্ভব হয় নি, সেখানে 'তৎসম' শব্দ বসাতে বাধ্য হয়েছি।
২. অনূবাদ আমার সামর্থ্যমত মূল-অনুসারী করার চেষ্টা করেছি। বাংলা এবং সংস্কৃতের বাক্য-গঠন-ভঙ্গী পৃথক বলে অনেক সময়েই কিছু নতুন শব্দ আমদানি করে অনূবাদের বাক্য সমাপ্ত করতে হয়েছে। আমদানি করা শব্দ-গুলিকে রাখা হয়েছে প্রথম বন্ধনীতে '()'।
৩. মূলে উদ্ভট সন্ধিগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
৪. মূলে যথাসম্ভব যতিচিহ্ন-ব্যবহার এবং অনুচ্ছেদ-বিভাগ করা হয়েছে।

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে অচ্যুত মন্মটকৃত 'কাব্যপ্রকাশ' একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া আছে। ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবর্তনিতা অচ্যুত আনন্দবর্ধন অনির্দিষ্ট কাব্য-সমালোচনার নীতিগুলি মন্থ্যতঃ মানিয়া লইলেও মন্মটচ্যুত তাহার 'কাব্যপ্রকাশে' নতুন চিন্তাধারার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন এবং পরস্পরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অচ্যুত ভাস্কর 'শব্দার্থে' সাহিত্যে 'কাব্যম্'—এই সংজ্ঞার সূত্র অবলম্বন করিয়া মন্মটচ্যুত 'শব্দার্থে' সাহিত্যকে কাব্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং কাব্যের বৈশিষ্ট্যসাধক ধর্মরূপে গুণ, অলংকার ও দোষের অভাবকে মানিয়া লইয়াছেন। মন্মটের মতে গুণ, অলংকার ও দোষ কাব্যের বহিরঙ্গের ধর্ম নয় : ইহারা কাব্যাত্মক রসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। কাব্যের মন্থ্য লক্ষ্য রস ; শব্দ, বাচ্যার্থ, ছন্দ, অলংকার—ইহার রস-পরিবেশনের উপায় মাত্র। মন্মটচ্যুত পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ হইতে কবিবাণী-নির্মিত জগতের পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া কাব্য-কলার গভীর রহস্যটিকে উন্মোচিত করিয়াছেন এবং বৈদিকবাক্য ও ইতিহাসের বাক্য হইতে কাব্যবাক্যের ভেদরেখাটিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। 'কাব্য-প্রকাশে' প্রথম উল্লাসের 'তদদোষো শব্দার্থে সগুণাবনলংকৃতী পদনঃ কাপি'—এই সংজ্ঞাটিই সামগ্রিক আলোচনার সোঁধের ভিত্তিভূমি। শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য, শব্দের অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যের বিচিত্র রূপ, রসচর্চণার প্রকারভেদ, ব্যঙ্গনার সবাতিশায়ী প্রাধান্য, দোষের আত্মপ্রকাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, গুণ ও অলংকারের রসপরিবেশনে কার্যকারিতা—ইহাদের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দ্বারা মন্মটচ্যুত পাঠকের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্ভুক্ত করিয়াছেন। ন্যায়দর্শন, বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ব্যাকরণপ্রস্থান এবং বৌদ্ধপ্রস্থানের সিদ্ধান্তের অবতারণা এবং সাহিত্য-মীমাংসার সূত্রগুলির সহিত উহাদের তুলনামূলক আলোচনা মন্মটচ্যুতের গ্রন্থটিকে দূরদূর করিয়া তুলিয়াছে। এই দূরবোধিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ইহার উপরে রচিত টীকার বাহুল্য। 'কাব্যপ্রকাশ' কৃত গৃহে গৃহে টীকা-স্তথাপোষ তথৈব দুর্গমঃ, অর্থাৎ গৃহে গৃহে কাব্যপ্রকাশের টীকা গ্রন্থিত হইয়াছে, তথাপি পূর্বেই উহা সাধারণ পাঠকের নিকট আয়াসগম্য হইয়া আছে,—এই প্রবাদবাক্যে গ্রন্থটির যে মূল্যায়ন করা হইয়াছে তাহার যথার্থতাকে মানিয়া লইতেই হয়।

কবি তাহার বাণীর দ্বারা যে জগৎ নির্মাণ করেন, তাহা পরিদৃশ্যমান বহির্জগতের অনুরূপমাত্র নহে ; উহা হইতে স্বতন্ত্র নিজস্ব সৃষ্টি। এই রাজ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মগুলি বস্তুসম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করে না : এখানে একমাত্র নিয়ামক অনুরূপিতার যুক্তি। তাই কাব্যজগতে নির্বিন্ধ্যা অভিসারিকা হইলেও এবং মেঘখণ্ড পর্বতশৃঙ্গকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেও সমুদ্রের মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয় না : তিনি ঐগুলিকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং উহাদের আম্বাদন হইতে

লোকোত্তর আহ্বান অনুভব করেন। কাব্যের আবেদন হৃদয়ের কাছে বলিয়াই এবং কাব্যজগৎ স্বয়ানুভূতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। এই যে কবিবাণ্য-নির্মিতি, ইহার প্রধান কারণ প্রতিভা। প্রতিভা শিল্পীকে চিরপুরাতনের মধ্যে নূতনের সন্ধান দেয়,—তাহার নিকট কাব্যসৃষ্টির উপযোগী শব্দ ও অর্থ, গদ্য ও অনংকার, রীতি ও চিত্রকল্পের অর্থ্য সাজাইয়া দেয়। প্রতিভা ছাড়া আরও দুইটি উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকেও মানিয়া লইতে হয়। ইহারা অভিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্য-প্রসূত ব্যাংপত্তি ও অভ্যাস। প্রতিভা, অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যাংপত্তি ও অভ্যাসের মিলিত রূপ যে কাব্য রচিত করে, তাহা ত্রিবিধ—বদন, গদ্যগীতব্যাঙ্গ ও চিত্র। বদনকাব্যে প্রতীক্ষমান অর্থের সর্বাংশই প্রাধান্য ও চারুত্ব; গদ্যগীতব্যাঙ্গো প্রকাশভঙ্গির অধিকতর রংগীরতা, আর চিত্রকাব্যে অনংকারের বর্ণচ্ছটার নিম্নে প্রতীক্ষমান অর্থের প্রকাশ কুণ্ঠিত। বদ্যার্থ কাব্যের অনুকরণমাত্র বলিয়াই বোধ হয়, ইহার নাম চিত্র।

কবিকে এই যে বাণীনির্মিতি গঠন করিতে হয়, ইহার প্রধান উপাদান শব্দ ও অর্থ। বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক ভেদে শব্দ ত্রিবিধ; বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্যভেদে অর্থও ত্রিবিধ। এই সমস্ত ভেদের মূলে আছে শব্দের শক্তিগত বা বৃত্তিগত ভেদ। বৈরাকরণ এবং উহাদের মতাবলম্বী আলাংকারিকদের সিন্ধুতে শব্দশক্তি ত্রিবিধ,—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। অভিধা শব্দের সাঙ্গাৎ সংকেতিত মূখ্যার্থটিকে বুঝায়,—লক্ষণা যেক্ষেত্রে মূখ্যার্থ গ্রহণ করিলে অস্বয়নিষ্পত্তি সম্ভব হয় না সেইক্ষেত্রে মূখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ অমূখ্য অর্থের প্রতীতি উৎপন্ন করে,—আর ব্যঞ্জনা সহস্রের সুপ্ত সংস্কারকে উদ্ধৃত করিয়া প্রতীক্ষমান অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয় এবং তাহাকে সর্বজনীন ভাবে উন্নীত করিয়া লোকোত্তর আহ্বানের আশ্বাদ গ্রহণের সুযোগ করিয়া দেয়। এই তিনটি শক্তি ছাড়া নৈরাসিক অস্বয়বোধের মূলভূত কারণরূপে আরও একটি শক্তিকে স্বীকৃতি দেন। ইহার নাম তাৎপৰ্যশক্তি। অভিধা অনান্বিত পদার্থকে বুঝাইয়া ক্ষণশক্তি হইলে তাহার পর তাৎপৰ্য্য ঐ অসংসৃষ্ট পদার্থের সংসর্গরূপ বাক্যার্থটিকে বুঝাইয়া দেয়। অভিধা, লক্ষণা এবং তাৎপৰ্য্যশক্তির ক্ষমতা সীমিত। অভিধা সংকেতিত মূখ্য অর্থটিকেই বুঝায়। লক্ষণাও মূখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এমন অমূখ্য অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়, যাহার প্রতীতি অস্বয়ের অনুপপত্তিকে দূর করিতে পারে। তাৎপৰ্য্যের শক্তিও সীমাবদ্ধ; ইহা পদার্থের সংসর্গরূপ বাক্যার্থটুকুকেই বুঝাইয়া দেয়। তাই কাব্যের ক্ষেত্রে আলাংকারিককে অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপৰ্য্য হইতে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাবৃত্তির কার্য্য-কারিতাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই যে লোকোত্তর কাব্যব্যাপার ‘ব্যঞ্জনা’, ইহার প্রাধান্য ও চারুত্ব অনস্বীকার্য্য। ইহার প্রভাবেই কাব্য শব্দ ও বাচ্যার্থের সঙ্কীর্ণ গাভী লঙ্ঘন করিয়া ঈঙ্গিতগম্য ভাবানুভূতির সর্বজনীন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এবং সহস্রের পরিমিত-অহংতা-বোধের পরিধি অতিক্রম করিয়া সাধারণ মানবিক ভাবে উন্নীত হন ও নির্ঝিলের সহিত আপনার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বিস্ময়ঘন

আনন্দের আশ্বাদ অনুভব করেন। সাধারণ সত্যায় উন্নীত সহৃদয় কতক সার্বিক পর্য্যায়ের রূপান্তরিত ভাবানুভূতির আশ্বাদগ্রহণকে যদি রসাস্বাদের প্রক্রিয়া বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে 'ব্যঞ্জনা'কে এই প্রক্রিয়ার মূলীভূত শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। সাহিত্য-মীমাংসকেরা বখন ব্যঞ্জনা'কে 'লোকোত্তর কাব্য-ব্যাপার' বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন উহার এই সীমাহীন শক্তির প্রতিই দ্বিষ্ট করেন। এই লোকোত্তর কাব্য-ব্যাপারই অরমণীয়কে রমণীয় করিয়া তুলে,—ব্যক্তিকে নগ্নটির স্তরে উন্নীত করে এবং সাধারণকে অসাধারণের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। তাই কাব্যের রাজ্যে ইহার সার্বভৌমত্ব।

মন্মটাচার্য তাঁহার কাব্য-প্রকাশে এই সমস্ত জটিল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। কাব্য-তত্ত্বের মর্মমূলে প্রবেশ করিবার জন্য বতগুণি সত্যের সন্ধান লইতে হয়, উহাদের সবগুলিরই তথ্যপূর্ণ আলোচনায় আচার্য মন্মট প্রথম পথিকৃৎ। বর্ধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীরামানন্দ আচার্য মন্মট-পরিবেশিত সত্য-গুলিকে সরলভাবে উপস্থাপিত করিবার সংকল্প লইয়া তাঁহার কাব্যপ্রকাশের নূতন সংস্করণের অধ্যাপক বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিতেছেন। ইহাতে সংযোজিত অনুবাদ ও আলোচনা, উভয়ই লেখকের প্রতিভা ও প্রকাশশক্তির স্বাক্ষর বহন করে। শ্রীআচার্য ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রবীণ। সর্বশাস্ত্রের প্রদীপস্থানীয় ন্যায়শাস্ত্রের উপর শ্রীআচার্যের অধিকার সাহিত্য-মীমাংসার কর্ণাশ নীতিগুলিকে তাঁহার নিকট প্রতিভাত করিয়া দিয়াছে। উহাদের সরস উপস্থাপনা এই সংস্করণটিকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছে। আমি সমালোচনা-সাহিত্যের সুসজ্জিত মন্ডপে এই সংস্করণটিকে স্বাগত জানাই-এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মহালয়া ১৩৮৫

* ২ প্রকাশিত তৎকালীন প্রতীক

গ্রন্থপরিচয়

ক. বিষয়বস্তু

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সাহিত্যতত্ত্ব। গ্রন্থ-কর্তার নাম মম্বট। গ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যা দশ। অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস। প্রথম ৫টি উল্লাসের বিষয়বস্তু সূচীপত্রে বিস্তৃত বলা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম অবধি বিষয়গুলি এরূপ :
৬ষ্ঠ—চিহ্নকাব্য এবং তার দুটি ভেদ।

৭ম—দোষের লক্ষণ, শব্দ অর্থ এবং বাক্য-দোষ, দোষের গুণগততা, রস-দোষ।

৮ম—গুণ ও অলংকারের লক্ষণ, গুণ-সংখ্যা (৩, ১০ নয়), বর্ণ-সংঘটনায় গুণের উদ্ভব।

✓ ৯ম—শব্দালংকার (৬), রীতি (৩)।

✓ ১০ম—অর্থালংকার (৬২)।

এক কথায়, নাট্যতত্ত্ব ছাড়া অলংকারশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন মম্বট।

খ. নামকরণ

অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস। উল্লাসের অর্থ হল বিচ্ছুরণ, চমক অথবা চমকানি। ‘উৎ—লস্’ ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া, দীপ্ত হওয়া। দশটি উল্লাস বলতে বোঝা যায় দশবার বিচ্ছুরণ। এই বিচ্ছুরণ হল কাব্য-চন্দ্রের আলোর। কাব্য এবং চন্দ্র - দুয়ে অভেদ-কল্পনা (রূপক) করে চন্দ্র-অংশটুকু লুপ্ত করা হয়েছে। আলোর প্রতিশব্দ ‘প্রকাশ’।

কাব্যমেব চন্দ্রঃ, তস্য প্রকাশঃ কাব্যপ্রকাশঃ। তস্য উল্লাসঃ।

অর্থাৎ প্রথম উল্লাস মানে হল কাব্য-রূপ চাঁদের আলোর প্রথম বিচ্ছুরণ। আলোর বিচ্ছুরণ (প্রকাশস্য উল্লাসঃ) যেমন প্রকট করে তোলে চাঁদকে; তেমনি গ্রন্থের এক একটি অধ্যায় (উল্লাস) স্বরূপ-উদ্ঘাটন করে কাব্যের (সাহিত্যের)।

নামকরণের ক্ষেত্রে ধন্য্যালোকের অনূসরণ স্পষ্ট। কেননা, কাব্য-প্রকাশের প্রতিশব্দ হল কাব্যালোক। আর ‘ধন্য্যালোক’কে কেউ কেউ বলেন কাব্যালোক।

মম্বটের ব্যক্তিপরিচয়

মম্বটের জন্ম কাশ্মীরের আনন্দপুরে*। খৃঃ একাদশ শতকের প্রথম-অর্ধে।

✓ মম্বটের ব্যক্তি পরিচয় পাওয়া যায় সুধাসাগর বা সুধোদধি নামে কাব্য-প্রকাশের একটি টীকায়। টীকাটি শেষ হয় ১৭০২ খৃঃ-এ। টীকাকারের নাম ভীমসেন দীক্ষিত। দীক্ষিতের মতে উবট মম্বটের ভাই। কিন্তু অনেকে এ তথ্য মানেন না। এঁরা বলেন—উবটের বাবার নাম বজ্রট, জৈয়ট নয়। অতএব উট মম্বটের ভাই নন।

বাবার নাম জৈয়ট। ছোট দুই ভাই-এর নাম—কৈয়ট এবং উবট। মন্মটের শিক্ষা-দীক্ষা বারাণসীতে। কাব্যপ্রকাশ এখানে বসেই লেখা। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'রাজানক' উপাধি পান। 'রাজানক' শব্দের অর্থ প্রায় রাজার মত (সার্বভৌম)।

ছোট ভাইয়েরা তাঁর কাছেই পড়াশুনো করেন। কৈয়ট বিশেষজ্ঞ ব্যাকরণে, উবট বেদে। কৈয়ট মহাভাষ্যের টীকা লিখেছেন। নাম প্রদীপ। উবট লিখেছেন শূদ্র-যজুর্বেদের ভাষ্য। উবট ভোজের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাস করতেন অবন্তী অথবা উজ্জয়িনীতে।

মন্মট যে কাশ্মীরী, তার স্বপক্ষে যুক্তি তিনটি। (১) অল্লট, উল্লট, উবট, কৈয়ট, জৈয়ট, ভল্লট, রুদ্রট, লোল্লট—প্রভৃতির মত মন্মট কাশ্মীরী নাম। (২) মন্মট বলেছেন : চিৎক শব্দটি অশ্লীল। আসলে চিৎক শব্দটি কাশ্মীরী ভাষাতেই অশ্লীল। অতএব অনুমান করা চলে—মন্মটের মাতৃভাষা কাশ্মীরী, মন্মট কাশ্মীরের অধিবাসী। (৩) 'রাজানক' একটি কাশ্মীরী উপাধি। কাশ্মীরী পাণ্ডিতদের মধ্যে এটি আদ্যও প্রচলিত।

মন্মটের অত্যাশ্রয় গ্রন্থ

মন্মটের লেখা বই-এর সংখ্যা দুই—(১) কাব্যপ্রকাশ এবং (২) শব্দব্যাপার-বিচার। দ্বিতীয়টির আলোচ্য বিষয় শব্দের বৃত্তি। ঔজ্জ্বল্য-এর মতে 'সংগীত-রত্নমালা'ও মন্মটের লেখা। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীতে আবার মন্মটের নামে একটি শ্লোক পাওয়া গেছে, যা উপরি-উক্ত বই তিনটিতে পাওয়া যায় না। তা থেকে অনেকে মনে করেন, মন্মটের বই-এর সংখ্যা চার।

মন্মটের কাল

অলংকারসর্বস্ব-কার রুদ্রাক্ষ মন্মটকে উদ্ধৃত করেছেন। অলংকারসর্বস্ব লেখা হয়েছে ১১৩৫ থেকে ১১৫৫ খৃঃ-এর মধ্যে। কাজেই মন্মট ১১৫৫ খৃঃ-এর পূর্ববর্তী।

আবার মন্মট উদ্ধৃত করেছেন অভিনবগুপ্ত (যাঁর সাহিত্যতত্ত্ব-সাধনাকাল ১১০-১০২০ খৃঃ) এবং ভোজের (১০০৫-১০৫৪ খৃঃ) নাম। উদ্ধৃতি দিয়েছেন নবসাহসাস্কচরিত (আঃ ১০২০ খৃঃ) থেকে। অতএব মন্মটকে খৃঃ একাদশ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন বললে ভুল হবে না।

মন্মটের পাণ্ডিত্য

অলংকারশাস্ত্র : মন্মট আলংকারিক। অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তাঁর পূর্ববর্তী আলংকারিক ভরত, ভামহ, দণ্ডী, উল্লট, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন, মদকুলভট্ট এবং অভিনবগুপ্তের গ্রন্থের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট পরিচিত। এঁদের গ্রন্থ থেকে কখনও উদাহরণ, কখনও আবার অবিকল বাক্য বা বাক্যাংশ নিয়ে কার্যিকা এবং বৃত্তি লিখেছেন। নির্ভরে সমালোচনা করেছেন—উল্লট, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন এবং মদকুলভট্টের।

সাহিত্য : সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে সাহিত্যতত্ত্ব বা অলংকারশাস্ত্রে গ্রন্থরচনা অসম্ভব। সেকালে প্রচলিত সব কাব্য নাটকের মর্ম উপলব্ধি করেছেন মম্মট। ৬০০ এর উপর উদাহরণ দিয়েছেন বিভিন্ন কাব্য নাটক থেকেই। কালিদাসের কাব্য-নাটক, ভবভূতি এবং শ্রীহর্ষের নাটক, বেণীসংহার এবং অমর-শতক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন বেশী।

ব্যাকরণ : প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যাকরণ দিয়ে সূর্য হত শিক্ষার্থীর পাঠ। মম্মট এর ব্যতিক্রম নন। সাধারণতঃ, আলংকারিকেরা বৈয়াকরণ-অনুসারী। অলংকার-শাস্ত্রের অনেক তথ্য-তত্ত্ব ব্যাকরণ থেকে নেওয়া। মম্মটেরও ব্যাকরণপ্রিয়তা, ব্যাকরণ জ্ঞান এবং বৈয়াকরণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা কাব্যপ্রকাশ (কা. প্র) এবং শব্দব্যাপারবিচারের (শ. বি) যেখানে সেখানে ছাড়িয়ে আছে। নীচের তথ্যগুলি তার প্রমাণ।

১. 'ধনিনব্দধৈঃ কথিতঃ (কারিকা ৪ ঘ)'—অংশের বৃত্তিতে 'ব্দধৈঃ' বলতে বৈয়াকরণ এবং আলংকারিক—দুইকেই ব্দবেছেন। যদিও কারিকার 'ব্দধৈঃ' = আলংকারিকৈঃ।
২. বৈয়াকরণদের মতে সংকেতিতার্থ চাররকম। মম্মটও 'কা. প্র. এর কা. ৩ ক. খ. তে তাই বলেছেন। অবশ্য মীমাংসকমতেরও উল্লেখ করেছেন কারিকায়। কিন্তু শ. বি. তে জ্ঞাতি-বাদ খণ্ডন করেছেন।
৩. বিরোধ-অলংকারের প্রসঙ্গে বলেছেন শব্দ চাররকম। বৈয়াকরণদের মতও তাই।
৪. বৈয়াকরণমতে ব্যস্ত (অ-সমাসবন্ধ) এবং সমস্ত (সমাসবন্ধ)—দুই-ই পদ। মম্মটের মতও তাই। সপ্তম উল্লাসে ক্রিষ্টপদের উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি বিরাত্ সমাসবন্ধ পদ উদ্ধৃত করেছেন। ন্যায়মতে কিন্তু সমাসে পদের শক্তি নেই।
৫. বৈয়াকরণমতে কারণ, হেতু এবং ক্রিয়া—সমার্থক। অর্থাৎ কারণ সব সময়ে ক্রিয়াপদার্থ। মম্মটও বিভাবনা অলংকারের লক্ষণে 'ক্রিয়া' শব্দটিকে কারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন : 'ক্রিয়ায়াঃ প্রতিযেধেহপি ফলব্যক্তিবিভাবনা'।
৬. মম্মট যুক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন পতঞ্জলির মহাভাষা এবং ভট্টহরির বাক্যপদীয়।

পূর্বমীমাংসা : বাক্যার্থের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে, অভিহিতাম্বয়বাদী এবং অম্বিতাভিধানবাদী—দুদল মীমাংসকের কথা বলেছেন। উদ্ধৃত করেছেন মীমাংসার জ্ঞাতিবাদ। উল্লেখ করেছেন অর্থাপত্তি প্রমাণের, দুটি বিভাগসহ। প্রতীতির ফল হিসেবে প্রকটতার কথাও এনেছেন। গোপী লক্ষণার প্রবর্তনা প্রসঙ্গে তৃতীয় মতের কথা বলতে গিয়ে কুমারিলের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। ব্যঞ্জনা-স্বীকার প্রসঙ্গে ৩.৩.১৪ সংখ্যক জৈমিনি সূত্রটিও উদ্ধৃত হয়েছে পঞ্চম উল্লাসে।

ন্যায়-বৈশেষিক : সূচি সম্পর্কে বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, কার্যকারণবাদ এবং জাতিবোধক সংগ্রহের কথা জানতেন মন্মট। ন্যায়মতে পদের অর্থ হল জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতীতির ফল হল সংবিত্তি। এগুলিও বলেছেন মন্মট।

সাংখ্য : সাংখ্যমতে সূচি হল সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ। মন্মটও ব্রহ্মসূচিকে তাই বলেছেন।

বৌদ্ধ : বৌদ্ধদের অপোহবাদের উল্লেখ করেছেন মন্মট।

বেদান্ত : বেদান্ত সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় যে মন্মটের ছিল, তা বোঝা যায় যখন তিনি রসাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তুলনা করেন।

সব মিলিয়ে মন্মটকে বলা হয়—‘নিখিল-বিপশিচ্ছবর্তিন্’।

কাব্যপ্রকাশ ও মন্মট

কারিকা, বৃত্তি এবং উদাহরণ—এই তিন নিয়ে কাব্যপ্রকাশ। উদাহরণগুলি মন্মট সংগ্রহ করেছেন অন্যদের লেখা থেকে। কিন্তু কারিকা এবং বৃত্তি—দুইই মন্মটের রচনা কিনা, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে দুটি মতবাদ।

ক. প্রথমদল বলেন : কারিকাগুলি ভরতের রচনা। মন্মট কেবল বৃত্তি লিখেছেন।

খ. দ্বিতীয় দল বলেন : কারিকা এবং বৃত্তি—দুইই মন্মটের লেখা। কিন্তু দশম উল্লাসের পরিকর অলংকার অবধি। বাকী অংশটুকু অল্পটের লেখা।

ক. মন্মট ও ভরত

ক. মতবাদের প্রবর্তক বাংলাদেশের দুই টীকাকার—মহেশ্বর ন্যায়ালংকার (১৭শ শতক) ও বলদেব বিদ্যাভূষণ (১৮শ শতক)। মতের স্বপক্ষে মহেশ্বরের যুক্তি তিনটি :

১. কাব্যপ্রকাশের কয়েকটি কারিকা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব কা. প্র.এর সব কারিকাই ভরতের।
২. বৃত্তির সূত্রতে মন্মট বলেছেন—গ্রহকৃৎ* পরাম্শতি। তিনি কারিকাকার হলে বলতেন—অহং পরাম্শামি।
৩. সমস্ত বস্তুবিষয় সঙ্গ রূপকের লক্ষণ-নির্ণায়ক কারিকায় ‘আরোপিত’ পদটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। বৃত্তিতে মন্মট বললেন : কারিকার বহুবচন অবিকৃত (দ্বিবচন বিবাক্ত)।

বৃত্তিকার যদি কারিকাকার হতেন, তাহলে তিনি পদটিকে দ্বিবচনে প্রয়োগ করতেন।

কিন্তু আসলে এই তিনটি যুক্তিই সহনীয় নয়। তিনটিকেই খণ্ডন করা যেতে পারে।

* = কারিকাকৃৎ

১. মোট ১৪২টি কারিকার মধ্যে ৪র্থ উল্লাসের মাত্র ৬টি কারিকা নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। এর থেকে প্রমাণ করা যায় না যে—ভরত সব কারিকার রচয়িতা। বরং বলা যায়, এই কারিকাগুলি মম্মট নাট্যশাস্ত্র থেকে নিয়েছেন। বস্তুতঃ, রস-সম্পর্কিত এই কারিকাগুলি নাট্যশাস্ত্র থেকে হুবহু উদ্ধৃত করাই স্বাভাবিক। কারণ, ভরত রস-প্রস্থানের প্রবর্তক। আর, কা. প্র. তে কেবল ভরতের কারিকাই দেখা যায় তা নয়; ভামহ, উদ্ভট, বামন, আনন্দবর্ধন—প্রভৃতি আলংকারিকেরও কারিকা বা কারিকা-অংশ হুবহু কা. প্র.-এ দেখা যাবে।
২. ভারতীয় গ্রন্থকারেরা বিনয়বশতঃ প্রায় কোন সময়েই উত্তম পুরুষ ব্যবহার করেন না। মম্মটও এর ব্যতিক্রম নন। তাই বৃত্তিতে প্রথম পুরুষের ব্যবহার থেকে কারিকাকার ভিন্ন ব্যক্তি মনে করার কোন কারণ নেই।
৩. কারিকা এবং বৃত্তি—দুয়ের মধ্যে মত-বৈষম্য লক্ষ্য করলেই বলা যাবে না, কারিকাকার এবং বৃত্তিকার ভিন্ন। কারণ মম্মটের শৈলী খুব সংহত নয়। কারিকার বক্তব্যকে অনেক স্থলেই সংশোধন করেছেন তিনি (যেমন ‘অনলংকৃতী পুনঃ ক্রাপি’র বৃত্তি)।
এছাড়া মম্মট যে বৃত্তি এবং কারিকা—দুয়েরই লেখক, তার স্বপক্ষে কয়েকটি স্বতন্ত্র যুক্তি আছে।
১. মম্মট বৃত্তিতে কোথাও বলেন নি—এই বৃত্তি ভরতের কারিকার উপর রচিত।
২. বৃত্তির সুরূপে কোন মঙ্গলশ্লোক নেই।
৩. চতুর্থ উল্লাসে ভরতের নাম করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন মম্মট। বলেছেন : উক্তং হি ভরতেন ‘বিভাবা……নিষ্পত্তিঃ’ ইতি। যদি তিনি ভরতের কারিকার উপরেই বৃত্তি লিখতেন, তাহলে আর ‘ভরত বলেছেন’—বলতেন না।
৪. মালারূপকের লক্ষণে বলা হয়েছে—‘মালা তু পূর্ববৎ’ কা. ১০/৮। পূর্ববৎ বলতে ‘মালোপমার মত’ বোঝায়। মালোপমা কিন্তু বৃত্তিতেই উল্লিখিত হয়েছে। অতএব কারিকাকার যে বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন, তা বোঝা যায়।
৫. মাণিক্যচন্দ্র (১১৫৯-৬০ খৃঃ), সরস্বতীতীর্থ (১২৪২ খৃঃ), সোমেশ্বর (১৩শ শতক), জয়ন্ত (১২৯৪ খৃঃ)—প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারেরা কারিকাকার এবং বৃত্তিকার—দুই ব্যক্তি তা বলেন নি। কমলাকরভট্ট (১৬১২) বলেছেন : স্বকৃতকারিকা-ব্যাচিখ্যাসুঃ আদ্যশ্লোকস্য অবতরিকামাহ।
তাই ভরতকে কারিকাকার বলা যেতে পারে না। মম্মটই কারিকাগুলির রচয়িতা।

খ-মত

খ-মতের স্বপক্ষে যুক্তি মূলতঃ চারটি।

১. কা.প্র.-এর টীকাকার রাজানক আনন্দ (১৬৬৫) বললেন : মম্মট পরিকর অবাধি (বৃত্তি + কারিকা) লিখেছেন। শেষ করেছেন অন্নট। ইনিই ঐ মতের প্রবর্তক।

২. মাণিক্যচন্দ্র প্রভৃতি টীকাকারেরা সাধারণভাবে এ মতের কথা বলেছেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে (১১৫৮) আছে ; কৃতী রাজানকম্মটালকয়োঃ ।
৩. রুয়াকের কাব্যপ্রকাশসংকলনের একটি পাণ্ডুলিপিও এক জায়গায় (দশম উল্লাসের শেষে) কাব্যপ্রকাশকে বলা হয়েছে—মম্মট এবং অল্পট, দুয়ের রচনা ।
৪. অজ্ঞানবর্মদেব (১৩শ শতক) মম্মট এবং অল্পকে ৭ম উল্লাস এবং সাধারণভাবে সমগ্র কাব্যপ্রকাশের যুগ্ম লেখক বলেছেন ।
যুক্তিগতলিকে সহজেই অসার বলে প্রতিপন্ন করা যেতে পারে । বিপক্ষে যুক্তি :
১. অল্পট (অলক) রুয়াকের অনংকারসর্বস্বের (১১৫০) উপর একটি টীকা লিখেছেন । সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে—১২০০ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না । ∴ মম্মটের সঙ্গে (১০৫০) তাঁর সাক্ষাৎকার সম্ভব নয় । আবার (১৩০) বছর পরে তিনি গ্রন্থটিকে শেষ করেন—একথাও সত্য নয় । কেননা, ইতিপূর্বে মাণিক্যচন্দ্র এবং রুয়াক (যাঁরা অল্পটের পূর্ববর্তী) —দুজনেই সমগ্র কাব্যপ্রকাশের উপর টীকা লিখেছেন ।
২. কতদূর মম্মট লিখেছেন—এ নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই ।
৩. অল্পটের ঘোষণা কোথাও নেই ।
৪. কাব্যপ্রকাশের সূর্য হতে শেষ—সর্বত্র রচনাশৈলী একরকম, কোন পার্থক্য নেই ।
৫. গ্রন্থের পরিশিষ্টগদ্যলি একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নয় ।
৬. ইত্যেয মাগো বিদুষাং বিভিম্নোহ-
প্যাভিন্নরূপঃ প্রতিভাসতে যৎ ।
ন তত্র বিচিৎরং যদমৃত সমাগ-
বিনির্মিতা সংঘটনৈব হেতুঃ ॥*—শ্লেকাটির ‘এষ মার্গঃ বিভিম্নোহপি’—
অংশের ব্যাখ্যায় যে বলা হয়েছে ‘অখালংকারপ্রতিপাদিত করার এই পদ্ধতি দূরকম হলেও’—তা দঃসহ । এই ব্যাখ্যা মাণিক্যচন্দ্র করেছেন এরকমও যথেষ্ট প্রমাণ নাই ।

উপসংহার

সব মিলিয়ে দেখা যাবে, মম্মটেই সমগ্র কাব্যপ্রকাশের (বৃত্তি এবং কারিকার) লেখক এবং সমস্ত উদাহরণের সংগ্রাহক ।

* ভরত, উত্তর, আনন্দবর্ধন—প্রভৃতি আলাংকারিকদের [গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনার] এই পথ পৃথক্ পৃথক্ হলেও [কাব্যপ্রকাশে] যে একত্রিত বলে মনে হচ্ছে তাতে বিচিৎর কিছু নাই । যেহেতু এখানে কারণ হল সুপারিকম্পিত সংযোজন ।

অভিন্ন = সুসংহত

মস্মট : দোষ-সুগ

গদ্য :

মস্মট জনপ্রিয় আলংকারিক। কাব্যপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে সব মহলেই। রম্যক-বিশ্বনাথের মত আলংকারিক; নাগোজি ভট্টের মত বৈয়াকরণ; জগদীশ, গদাধর, জয়রাম এবং নরসিংহ ঠাকুরের মত নৈয়ামিক; বাচস্পতি এবং কমলাকরভট্টের মত সন্ন্যাসী; বলাদেব বিদ্যাভূষণের মত বৈষ্ণব; সরস্বতীতীর্থের মত সন্ন্যাসী; গোকুলনাথের মত তান্ত্রিক; মাণিক্যচন্দ্রের মত জৈন—সকলেই কাব্যপ্রকাশের টীকা লিখেছেন। এঁরা সকলেই কেবল টীকাকার নন, বিভিন্ন মূল গ্রন্থেরও প্রণেতা। সব মিলিয়ে কাব্য-প্রকাশের টীকার সংখ্যা অসংখ্য—প্রায় ৭১।

জনপ্রিয়তার
কারণ

প্রশ্ন উঠবে : ইতিপূর্বে হাজার বছর ধরে আলোচিত. হয়েছে অলংকারশাস্ত্র, তাহলে মস্মটই এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন কেমন করে? উত্তর সহজ। এর আগে অলংকারশাস্ত্রে গড়ে উঠেছে

(১) আলোচনার
সংহতি

অসংখ্য মতবাদ, প্রচুর তত্ত্ব। জড়ো হয়েছে বিপুল তথ্য। অন্য আলংকারিকেরা এক একটি প্রকরণ নিয়ে (Topic) নিয়ে এক একটি বই লিখেছেন। মস্মটই প্রথম সমস্ত প্রকরণগুলিকে একত্রিত করে, সুসংহত ভঙ্গীতে একটি বই-এ আলোচনা করলেন। 'Text-book' এর প্যারে এসে দাঁড়াল কাব্যপ্রকাশ; সঙ্গে সঙ্গে দারুণ জনপ্রিয় হল।

(২) বাস্তব
দৃষ্টিভঙ্গী

দ্বিতীয়তঃ, মস্মটের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাস্তব। তত্বেসার কোন তথ্য তিনি পরিবেশন করতে চান নি। বিশ্বনাথ লক্ষণার প্রকার দেখিয়েছেন ৮০টি। কিন্তু এতগুলি প্রকার দেখানোর বোধহয় প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এদের অনেকগুলিরই উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে, মস্মট লক্ষণাকে ভাগ করেছেন মাত্র ৬টি ভাগে। উদাহরণগুলিও স্পষ্ট, যদিও এই বিভাজন নিঃসৃত-ভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। কাব্যের লক্ষণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মস্মটের কাব্যের লক্ষণটি আমাদের খাঁধা লাগার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠে।

খ. মস্মটের
স্বাভাব্য

কাব্যপ্রকাশ রচনার ক্ষেত্রে মস্মট প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন প্রাচীন আলংকারিকদের। এঁরা হলেন : ভরত, ভামহ, দণ্ডী, উম্মট, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ষন, মকুলভট্ট এবং অভিনবগুপ্ত। অবশ্য মস্মটের স্বাভাব্যও যথেষ্ট। প্রাচীনদের মতের সমালোচনা করেছেন প্রয়োজন মত। বিশেষতঃ, ভামহ, উম্মট, বামন, রুদ্রট,

আনন্দবর্ধন ও মদকুলভট্টের সমালোচনা অনেক জায়গাতেই চোখে পড়ে।

মম্মটের আলোচনার ধীতি এবং নীতিতে প্রভাবিত হয়েছেন পরবর্তীকালের অসংখ্য আলংকারিক। বিশ্বনাথ এঁদের অগ্রগণ্য।

দোষ :

মম্মটের দোষও প্রচুর। প্রথমতঃ, শব্দচয়নের ক্ষেত্রে ইনি খুব সতর্ক নন; দ্বিতীয়তঃ, বিষয়গুলির আলোচনা খুব সংহত নয়। বিশেষতঃ, কোন বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস বা বিভাগ, উপবিভাগ-গুলি দেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি বলেন নি—বস্তুটির বিভাগ এতগুলি। বরং সরু করেছেন উপবিভাগ দিয়ে। পরে বিভাগ-গুলি বলছেন। এইজন্যেই ‘লক্ষণা’র বিভাগ-উপবিভাগ নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠেছে।

‘ব্যঞ্জনা’র বিভাজনের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তৃতীয়তঃ, উদাহরণগুলির একটিও নিজে রচনা করতে পারেন নি। সবই অন্যথান থেকে নেওয়া।

চতুর্থতঃ, অসংখ্য সর্বনাম ব্যবহার করেছেন কারিকা এবং বৃত্তিতে। কিন্তু এদের বিশেষ্যগুলি হয় বেশ দূরবর্তী, আর না হয় অনূর্লিখিত। যেমন, কারিকা ২/১১ তে ‘নাপ্যত্র বাধঃ’—অংশটুকুতে ‘অত্র’র প্রয়োগ, ‘ন প্রয়োজনমেতস্মিন্’ অংশটুকুতে ‘এতস্মিন্’র প্রয়োগ বেশ দুঃখজনক। ‘এতস্মিন্’র অর্থ তাও বৃত্তিতে কিছুটা বলেছেন, (যদিও অস্পষ্ট)। কিন্তু ‘অত্র’, বৃত্তিতেও ‘অত্র’। কারিকা ১/৪ এর প্রথম পদ ‘তৎ’ এর বিশেষ্য যে ১/২ এর ‘কাব্যাম্’ তা বৃদ্ধি দিয়ে বন্ধতে হয়। এখানে ‘তৎ কাব্যাম্’ বলালেই ভাল হত।

মম্মটের বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য

বৃত্তি = সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ বৃত্তিতে কারিকাস্থ শব্দগুলির প্রতিশব্দ বসানো হয়, দূর্বোধ্য সমাসগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। মম্মট এগুলি করেছেন। আবার বোঝার জন্য কিছুটা অংশ জুড়ে দিয়েছেন।

একটি সাধারণ উদাহরণ দিলে মম্মটের ‘বৃত্তি’র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। তৃতীয় কারিকাটিকে ধরা বাক্।

‘শক্তিঃ’—পদের বৃত্তি হল—‘শক্তিঃ……স্যাৎ’। এখানে ‘শক্তিঃ’র প্রতিশব্দ ‘কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ’। আর বোঝার সুবিধের জন্যে ‘যাং বিনা……স্যাৎ’—অংশটুকু।

‘লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ নিপুণতা’—অংশের বৃত্তি হল : “লোকস্যা……ব্যাপ্তিঃ”। এখানে সমাস ভাঙা হয়েছে। ‘অবেক্ষণাৎ’-এর প্রতিশব্দ ‘বিমর্শনাৎ’

গ্রন্থপরিচয়

আর 'নিপদগতা'র হল 'বৃৎপত্তিঃ'। কিন্তু লক্ষণীর : 'শক্তিঃ' পদের বৃদ্ধি করতে গিয়ে 'শক্তিঃ' পদটিকে আবার বসিয়েছেন বৃদ্ধিতে কিন্তু 'অবেক্ষণাৎ' এবং 'নিপদগতা'—এদুটিকে বসান নি।

'কাব্যজ্ঞশিক্ষয়া'র বৃদ্ধি হল : 'কাব্যং কতুং...তদুপদেশেন'। 'অভ্যাসঃ' এর বৃদ্ধি : 'করণে.....প্রবৃদ্ধিঃ'। এখানে 'অভ্যাসঃ' এর প্রতিশব্দ 'পৌনঃপুন্যেন প্রবৃদ্ধিঃ' আর 'করণে যোজনে চ' অংশটুকু বাড়তি—বোঝানোর জন্যে। ইতি-শব্দটি যেমনকার তেমনি আছে।

তদুভবে = তস্য কাব্যস্যোদভবে নিমাণে সমুদ্রাসে চ। 'হেতুঃ' পদের একবচনের তাৎপর্য বলতে গিয়ে বৃদ্ধিতে বলেছেন : গ্রন্থঃ সমুদিতাঃ ন তু ব্যস্তাঃ...তস্য...হেতুর্ন তু হেতবঃ।

কখনও কখনও মন্মট কারিকায় যে মত পোষণ করেছেন, বৃদ্ধিতে তাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ৪র্থ কারিকার প্রথম লাইন নেওয়া যেতে পারে। কারিকায় বলেছেন : কখনও কখনও অলংকার না থাকলেও সাহিত্য হয় (অনলংকৃতী পুনঃ কাপি)। বৃদ্ধিতে কিন্তু বক্তব্যটিকে সংশোধন করলেন। বললেন : অলংকার একেবারে না থাকলে নয়, তবে স্পষ্ট অলংকার না থাকলেও সাহিত্য হয় (স্ফুটালংকার-বিরহেহপি ন কাব্যত্বহানিঃ)।

মন্মট-পূর্ব এবং পরবর্তী আলংকারিক

মন্মটের আবির্ভাব-কাল খৃঃ একাদশ শতক। মন্মট-পূর্ববর্তী আলংকারিকদের মধ্যে রয়েছেন : ভরত, দণ্ডী, ভামহ, বামন, উশভট, আনন্দবর্ধন, রুদ্রট, রাজশেখর, মদকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, কুন্তক, অভিনবগুপ্ত এবং মহিমভট্ট। তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছেন ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন। এছাড়া অন্য আলংকারিকদের মত উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে, সমালোচনাও করেছেন যথেষ্টভাবে।

পূর্বতন আলংকারিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে।

ভরত

খৃষ্ট জন্মের কাছাকাছি সময়ের নাট্যতত্ত্ববিদ। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রথম যুগে তাঁর আবির্ভাব। গ্রন্থের নাম নাট্যশাস্ত্র। রস-তত্ত্বের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্যতত্ত্বে রস-প্রস্থানের জনক। রস-তত্ত্বের প্রসঙ্গে মন্মট উদ্ধৃত করেছেন ভরতের সূত্র।

দণ্ডী এবং ভামহ

ষষ্ঠ শতকের শেষ এবং সপ্তম শতকের সুরুতে দুজনের আবির্ভাব। দুজনে প্রায় সমসাময়িক। দণ্ডীর গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ, ভামহের গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। সাহিত্যের লক্ষণ, উপকরণ, সাহিত্যপাঠের প্রয়োজন—ইত্যাদি বিষয়গুলিও

সুবিদ্যাক্রমে প্রথম এই দুজনের গ্রন্থে আলোচিত হয়। সাহিত্যের কারণ-ইত্যাদি প্রসঙ্গে দণ্ডীর প্রভাব মন্মঠের উপর লক্ষণীয়।

বামন এবং উদ্ভট

বামনের আবির্ভাবকাল খৃঃ অষ্টম শতকের শেষ ভাগ। গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার-বৃন্তি। তাঁর মতে, রীতি হল সাহিত্যের প্রাণ (রীতিরাত্মা কাব্যাস্য) এবং সাহিত্য গ্রহণযোগ্য হয় অলংকারের ফলে; অবশ্য তাঁর মতে 'অলংকার' শব্দের অর্থ—সৌন্দর্য। ইনি সাহিত্য-প্রস্থানে রীতি-বাদী।

উদ্ভটের আবির্ভাব নবম শতকের সূর্য্যতে। কাব্য-তত্ত্বে ইনি রস-বাদী ছিলেন বলেই অনেকের ধারণা। (বঙ্গভাষা-তত্ত্ব-সংগ্রহ-১২)

আনন্দবর্ধন

সাহিত্যতত্ত্বে ইনি ধর্মান-প্রস্থানের জনক। ব্যঞ্জনা-বৃন্তির সমর্থক। গ্রন্থের নাম ধন্যালোক। মন্মঠ ধন্যালোকের অনুসরণেই কাব্য-প্রকাশ রচনা করেন। নবম শতকের শেষভাগ হল আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবকাল।

রুদ্রট

আবির্ভাবকাল নবমের চতুর্থ পাদ থেকে দশমের প্রথম দশক। গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। রস-তত্ত্বের প্রথম বিশদ আলোচনা করেন রুদ্রট।

রাজশেখর (৮৮০-৯২০ খৃঃ)

গ্রন্থের নাম 'কাব্যমীমাংসা'। রাজশেখর কাব্যতত্ত্বে রসবাদী এবং এ বিষয়ে রুদ্রটের মত ভরতপন্থী।

মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, কুন্তক

এঁরা সকলে দশম শতকের আনংকারিক। মুকুল ইন্দুরাজের গুরু এবং 'অভিধাবৃন্তিমাতৃকা' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ধর্মানবাদের কঠোর সমালোচক। মুকুল-শিষ্য ইন্দুরাজ অভিনবগুপ্তের গুরু।

ভট্টনায়ক ধর্মান-বাদের বিরোধী। গ্রন্থের নাম হৃদয়-দর্পণ। গ্রন্থটি আজও অনাবিস্কৃত। রসতত্ত্বে ইনি ভুক্তিবাদী।

কুন্তক 'বক্তোক্তিজীবিত' গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর মতে সাহিত্যের প্রাণ হল বক্তোক্তি।

অভিনবগুপ্ত

আবির্ভাবকাল দশম শতকের শেষ বিংশক থেকে একাদশ শতকের প্রথম বিংশকের মধ্যে। অপূর্ব মনীষায় ইতি প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মানবাদ।

গ্রন্থপরিচয়

মহিমমণ্ড

মধ্য-একাদশ শতকে যে মনীষী ধর্মান্বাদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করলেন, তাঁর নাম 'মহিমমণ্ড'। গ্রন্থের নাম 'ব্যক্তি-বিবেক'। ন্যায়দর্শনের পথ ধরে প্রমাণ করলেন, সর্বকম ধর্মান্বই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। কাব্য-প্রকাশের পঞ্চম উল্লাসে প্রমাণগুলির সারমর্মের উল্লেখ করা হয়েছে।

মহিমমণ্ড-পরবর্তী আলংকারিকদের মধ্যে রয়েছেন রূপাক, বিদ্যাসুন্দর, বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ, অপায়-দীক্ষিত এবং জগন্নাথ। এঁদের অনেকেই মহিমমণ্ড-প্রভাবিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি
১৯৫৬ খ্রিঃ
১৯৫৬ খ্রিঃ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

প্রথম উল্লাস

১. মঙ্গল-শ্লোক	১, ৪৩, ৯৯
২. কাব্য-প্রয়োজন	১, ৪৩, ১০২
৩. কাব্য-হেতু	১, ৪৪, ১০৪
৪. কাব্য-স্বরূপ	২, ৪৪, ১০৬
৫. কাব্যের ভেদ	২, ৪৪, ১১০

দ্বিতীয় উল্লাস

১. শব্দের ভেদ	৩, ৪৬, ১১৬
২. অর্থের ভেদ	৩, ৪৬, ১১৭
ক. অভিহিতান্বয়বাদ	৩, ৪৬, ১১৭
খ. অন্বিতাভিধানবাদ	৩, ৪৬, ১১৮
৩. অর্থসমূহের ব্যঞ্জকতা	৩, ৪৬, ১১৯-১২০
৪. বাচকশব্দের লক্ষণ	৪, ৪৭, ১২০

৫. সংকেতিত অর্থের প্রকার :

৪, ৪৭, ১২১-১২৬

ব্যক্তিবাদ ৪

উপাধিবাদ ৪

জাতিবাদ ৫

অপোহবাদ ৫, ৪৮, ১২৫

৬. অভিধা ৫, ৪৮

৭. লক্ষণা :

লক্ষণ বিভাগ ৫, ৪৮, ১২৬

—(i) শব্দ ৫, ৬

ক. উপাদান ৫, ৪৯

খ. লক্ষণ ৫, ৪৯

গ. সারোপ ৫, ৫০

ঘ. সাধ্যবসান ৫, ৫০

(ii) গোণ

৬, ৫১

ক. সারোপ

খ. সাধ্যবসান

৮. লক্ষণার ভিন্ন প্রকৃতির ভেদ ৬

(i) অব্যঙ্গ্য ৬, ৫২

(ii) সব্যঙ্গ্য

ক. গদ্যব্যঙ্গ্য

খ. অ-গদ্যব্যঙ্গ্য

৯. প্রয়োজনবিশিষ্ট লক্ষণাখণ্ডন

এবং ব্যঙ্গনা-স্বীকারের

যৌক্তিকতা ৭, ৫৩-৫৪

১০. ব্যঙ্গনার ভেদ

ক. শাস্ত্রী

(i) লক্ষণামূল ৭, ৮, ৫৫

(ii) অভিধামূল ৮, ৫৫-৫৬

তৃতীয় উল্লাস

১০. খ. আর্থী ৯, ৫৭

—বক্তা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-

বশতঃ ব্যঙ্গার্থের প্রতীতি ৯

১১. অর্থব্যঞ্জকতায় শব্দের

সহকারিতা ১১, ৫৯

চতুর্থ উল্লাস

১২. ধ্বনি-কাব্যের ভেদ

ক. অবিবক্ষিতবাচ্য ১১, ৫৯

(i) অর্থান্তরসংক্রমিত

(ii) অত্যন্ততিরস্কৃত

খ. বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ১২, ৬০

(i) অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য

(ii) লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য

	পৃষ্ঠা	পঞ্চম উল্লাস	
১৩. রস	১২, ৬০	০০. গদ্যীভূতব্যঙ্গের আটরকণ	
ভট্টলেল্লাটের মত	১২	ভেদ	০০, ৮২
শঙ্কুক	১০, ৬৯	উপভেদ	০৪, ৮৬
ভট্টনায়ক	১০, ৬২	০১. ধ্বনির সংক্ষিপ্ত ভেদ	
অভিনবগদ্য	১০, ৬২	ক. বাচ্যতাসহ পঞ্চাঙ্ক	২০
১৪. রসের ভেদ	১৪, ৬৪	খ. অবিচিত্র	
১৫. স্থায়ীভাব	১৬, ৬৬	গ. বিচিত্র	
১৬. ব্যভিচারী	১৬, ৬৬	০২. ব্যঙ্গের অনাভিধেয়তা :	
১৭. শাস্তরস নিরূপণ	১৭, ৬৭	অভিহিতান্বয়বাদে	০৪-০৫, ৮৬
১৮. ভাব-লক্ষণ		অন্বিতাভিধানবাদে	০৫, ৮৭-৯০
১৯. ভাবাতাস		০৩. বাচ্যার্থ ও ব্যাঙ্গ্যার্থের	
২০. ভাব প্রশম প্রভৃতির	১৯, ৬৯	পার্থক্য	০৫-০৭, ৯০
কখন কখনও প্রাধান্য		০৪. লক্ষ্যার্থ ও ব্যাঙ্গ্যার্থের	
২২. লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য-ধ্বনি-ভেদ		পার্থক্য	০৭-০৮, ৯২
(i) শব্দশক্ত্যর্থ		০৫. ব্যাঙ্গ্যার্থের অনন্বয়েয়তা	
(ii) অর্থশক্ত্যর্থ	২০, ৭০		০৮-০৯, ৯০
(iii) উভয়শক্ত্যর্থ	২২, ৭০	ষষ্ঠ উল্লাস	
২৩. রসধ্বনি একপ্রকার		০৬. অধমকাব্যনিরূপণ	০১, ৯৪
২৪. বাচ্য-প্রকাশিত			
উভয়ান্দভব ধ্বনি	২০, ৭০		
২৫. পদ-প্রকাশিত অন্য ধ্বনি			
২৬. প্রবন্ধস্থ অর্থশক্ত্যর্থভব ধ্বনি			
	২৬, ৭৭		
২৭. পদ, পদ্যাংশ প্রভৃতিতে রস			
	২৭, ৭৭		
২৮. ধ্বনির শব্দ-ভেদ-প্রসঙ্গের			
উপসংহার	২৯, ৮০		
২৯. মিশ্রণের ফলে ভেদ	০০, ৮০		

অনুবাদ আলোচনা

প্রথম উল্লাস	৪০	৯৯
দ্বিতীয় উল্লাস	৪৬	১১৬
তৃতীয় উল্লাস	৫৭	
চতুর্থ উল্লাস	৫৯	
পঞ্চম উল্লাস	৮২	
ষষ্ঠ উল্লাস	৯৪	

কলি: হুদি:
জিহ্বাত: হুদি:

কাব্যপ্রকাশঃ

প্রথম উজ্জাসঃ

মঙ্গলম্

গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিধাতায় সমুদ্রচৈতন্যদেবতাং গ্রন্থকং পরাম্শতি :

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্যাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রান্ ।

নবরসরূচিরাং নির্মিতমাদধতী ভারতী কবেজয়তি ॥১॥

নিয়তিশক্ত্যা নিয়তরূপা, সুখদুঃখমোহম্বভাবা, পরমাণবাদ্যুপাদান-কমাদিসহ-
কারিকারণপরতন্ত্রা, ষড়্‌রসা, ন চ হৃদ্যৈব তৈঃ, তাদৃশী ব্রহ্মণো নির্মিতির্নিমাণম্ ।
এতদ্বিলক্ষণা তু কবিবাঙ্ নির্মিতিঃ । অতএব জয়তি । জয়তার্থেন চ নমস্কার
আক্ষিপ্যতে ইতি তাং প্রতি অস্মি প্রণত ইতি লভ্যতে ।

ইহাভিধেয়ং সপ্রয়োজনমিত্যাহ

কাব্যং মশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষভয়ে ।

সদ্যঃ পরিনিবৃত্তয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজ্ঞে ॥২॥

কালিদাসাদীনামিব বশঃ, শ্রীহর্ষাদেধবিকাদীনামিব ধনম্, রাজাদিগতোচিতাচার-
পরিজ্ঞানম্, আদিত্যাদেম্বরাদীনামিবানর্থনিবারণম্, সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং
সমনস্তরমেব রসাস্বাদনসমুদভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দং, প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধান-
বেদাদিশাস্ত্রেভ্যঃ সূক্ষ্মসম্মিতার্থতাৎপৰ্যবৎপদরাগাদীতিহাসেভ্যশ্চ শব্দার্থযোগদুর্গ-
ভাবেন রসাস্তভূতব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণং যৎ কাব্যং লোকোত্তরবর্ণনানিপুণ-
কবিকর্ম, তৎ কান্তেব সরসতাপাদনেনাভিমুখীকৃত্য, রামাদিবদ্বর্তিতব্যং ন
ব্রাবণাদিবদিত্যুপদেশং চ যথাযোগং কবেঃ সহৃদয়স্য চ করোতীতি সর্বথা তত্র
যতনীয়ম্ ।

এবমস্য প্রয়োজনমুত্তরা কারণমাহ :

শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ ।

কাব্যজ্ঞশিক্ষাভ্যাস ইতি হেতুস্তদন্তবে ॥৩॥

শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ । যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ প্রসৃতং
বোপহসনীয়ং স্যাৎ । লোকস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকলোকবৃন্তস্য, শাস্ত্রাণাং ছন্দো-
ব্যাকরণাভিধানকোশকলাচতুর্বর্গগজতুরঙ্গখঙ্গাদিলক্ষণগ্রন্থানাং । কাব্যানাং চ মহাকবি-
সংবন্ধিনাম্, আদিগ্রন্থাদিতিহাসাদীনাম্ চ বিমর্শনাদ্ ব্যুৎপত্তিঃ । কাব্যং কতুং
বিচারয়িতুং চ যে জানান্ত তদুপদেশেন করণে যোজনে চ পৌনঃপুন্যেন প্রবৃ্ত্তিরিতি
তন্ত্রঃ সমুদিতাঃ, ন তু ব্যস্তাঃ, তস্য কাব্যস্যোপভবে নির্মাণে সমুদ্রাসে চ হেতুঃ ন তু
হেতবঃ ।

এবমস্যা কারণমুত্তরা স্বয়ং সমাহঃ

তদমোদো নন্দাধো সগদগবিনলংকৃতি পদমঃ কাপি ।

দোষগুণালংকারা বক্ষ্যন্তে । কাপীত্যনেনৈতদাহ—সং সর্বত্র সালংকারো, কচিৎ স্মৃটোলংকারবিরহেহপি ন কাব্যবহানিঃ । যথা—

যঃ কোমারহরঃ, স এব হি বরভা এব চৈত্য়ক্ষপা-
স্তে চোশ্মীলিতমালতীসদ্রভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি, তথাপি তত্র সদ্রতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোখসি বেতসীতরুতলে, চেতঃ সমদ্বংকঠতে ॥১॥

অত্র স্মৃটো ন কচিদলংকারঃ । রসস্য হি প্রাধান্যাম্মালংকারতা ।

তশ্চেদান্ ক্রমেণাহ :

ইদমদ্ব্যমতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনিবদ্বৈঃ কথিতঃ ॥৪॥

ইদমিতি কাব্যম্ । বদ্বৈবৈয়াকরণেঃ প্রধানভূতক্ষেপাটরূপব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকস্য শব্দস্য ধ্বনি-
রীতি ব্যবহারঃ কৃতঃ । ততস্তম্মতানুসারিতরন্যোরপি, ন্যগ্ভাবিতবাচ্যব্যঙ্গ্যব্যঞ্জন-
ক্ষমস্য শব্দার্থযুগলস্য । যথা—

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং, নির্মৃষ্টরাগোহধরো,
নেত্রে দূরমনঞ্জে, পল্লিকিতা তম্বী তবেয়ং তনুঃ ।
মিথ্যাবাদিনি দদতি, বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে,
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ; ন পুনস্তস্যাদমস্যাস্তিকম্ ॥২॥

অত্র তদস্তিকমেব রস্তুং গতাসীতি, প্রাধান্যেনাধমপদেন ব্যজ্যতে ।

অতাদর্শি গুণীভূতব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যং তু মধ্যমম্ ।

অতাদর্শি বাচ্যাদনতিশায়িনি । যথা—

গ্রামতরুণং তরুণ্যা নববজ্রলমঞ্জরীসনাথকরম্ ।
পশ্যন্ত্যা ভবতি মদুর্নিতরাং মলিনা মদুচ্ছায়া ॥৩॥

অত্র বজ্রললতাগৃহে দত্তসংকেতা নাগতেতি ব্যঙ্গ্যং গুণীভূতং, তদপেক্ষয়া বাচ্যস্যৈব
চমৎকারিত্বাৎ ।

শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যং হুবরং স্মৃতম্ ॥৫॥

চিত্রমিতি গুণালংকারযুক্তম্ । অব্যঙ্গ্যমিতি স্মৃটপ্রতীক্ষমানার্থরহিতম্ ।
অবরম্, অধমম্ । যথা—

স্বচ্ছন্দো-চ্ছলদ-চ্ছ-কচ্ছ-কুহর-চ্ছাতেতরা-স্ব-চ্ছটা-
মচ্ছ-ন-মোহ-মহষি-হষ-বিহিত-স্নানাহিকাহার বঃ ।
ভিদ্যাদদ্যদদারদদ-রদরী দীর্ঘাদিরিত্তম-
দ্রোহোদ্রেকমহোর্মিমেদুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্ ॥৪॥

বিনির্গতঃমানদমাপ্রমাদিরাদ্
ভবতাপশ্রুত্য যদৃচ্ছ্যাপি যম্ ।
সসংভ্রমেন্দ্রদ্রুতপাতিভাগলা
নির্মীলিতাক্ষীৰ ভিয়ামরাবতী ॥৫

ইতি কাব্যপ্রকাশে কাব্যস্য প্রয়োজন-কারণ-স্বরূপ-বিশেষ-নির্ণয়ো নাম প্রথম
উল্লাসঃ ॥

দ্বিতীয় উল্লাসঃ

ক্রমেণ শব্দার্থয়োঃ স্বরূপমাহ—

স্যাৎ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোহত্র ব্যঞ্জকস্তিষ্ঠা ।

অত্রৈতি কাব্যে । এষাং স্বরূপং বক্ষ্যতে ।

বাচ্যদয়ন্তদর্থঃ স্যঃ

বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ ॥

তাৎপর্যার্থোহপি কেয়ুচিৎ ॥১॥

আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-সম্বন্ধি-বশাদ্ বক্ষ্যমাণস্বরূপাণাং পদার্থানাং সমস্বয়ে,
তাৎপর্যার্থো বিশেষবদ্রপদার্থোহপি বাক্যার্থঃ সমুদ্রসতীত্যভিহিতাস্বয়বাদিনাং
মতম্ । এতচ্চ ব্যাক্যোক্তে মিত্যুক্তং তেতিহিতাং তদার্থোহপি
বাচ্য এব বাক্যার্থ ইত্যন্বিতাভিধানবাদিনঃ ॥১॥

সর্বেষাং প্রায়শোহর্থানাং ব্যঞ্জকত্বমপীষতে ।

তত্র বাচ্যস্য যথা—

মাএ ঘরোবঅরণং অজ্জ হু গাথি তি সাহিঅং তুমএ ।

তা ভণ কিং করণিঅজ্জং এমেঅ গ বাসরো ঠাই ॥১

অত্র স্বেবিহারার্থিনীতি ব্যজাতে ।

লক্ষ্যস্য যথা—

সাহেস্তী সাহি সুহঅং ঋণে ঋণে দুস্মিআসি মজ্জ্বকএ ।

সব্ভাবণেহকরণিঅজ্জসারিসঅং দাব বিরইঅং তুমএ ॥২

১। মাতর্গদোপকরণমদ্য খলু নাশ্তীতি, সাধিতং ত্বয়া ।

তদ্ ভণ, কিং করণীয়মেবমেব ন বাসরঃ স্থায়ী ॥

২। সাহেস্তী সাহি, সুভগং ঋণে ঋণে দুনাহস মৎকৃতে ।

সম্ভাবনেনহকরণীয়সদৃশকং তাবদ্ বিরচিতং ত্বয়া ॥

অত্র মৎপ্রিয়ং সময়ন্ত্যা ত্বয়া শব্দস্বমাচরিতমিতি লক্ষ্যম্ । তেন চ কামদকবিষয়ঃ
সাপরাধত্বপ্রকাশনং বাজ্যম্ ।

বাক্যস্য যথা—

উঅ নিচলনিপ্পন্দা ভিসিণীপত্তিস্মি রেহই বলাআ ।

নিম্মলমরগঅভাঅণপরিটিঠআ সংখসদ্বিস্তিব ॥৩

অত্র নিপ্পন্দকেন আশ্বস্তত্বম্ । তেন চ জনরহিতত্বম্ । অতঃ সংকেতস্থানমোতদিত্তি
ক্স্যাচিৎ কংচিৎপ্রত্যুচ্যতে অথবা মিথ্যা বদসি ন ত্বমগ্রাগতোহভূরিতি ব্যজ্যতে ॥

বাচকাদীনাং ক্রমেণ স্বরূপমাহ—

সাক্ষাৎসংকেতিতং যোহর্থমভিধন্তে স বাচকঃ ॥২॥

ইহাগৃহীতসংকেতস্য শব্দস্যার্থপ্রতীতেরভাবাৎ সংকেতসহায় এব শব্দোহর্থবিশেষঃ
প্রতিপাদয়তীতি যস্য যথাব্যবধানেন সংকেতো গৃহ্যতে স তস্য বাচকঃ ॥২

সংকেতিতত্বতুভেদো জাত্যাদিজ্ঞাতিবের বা ।

যদ্যপ্যর্থক্রিয়াকারিতয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তিযোগ্যা ব্যক্তিরেব তয়া প্যানন্ত্যাদ্ ব্যভিচারাজ্চ
তত্র সংকেতঃ কতুং ন যদজ্যত, ইতি গোঃ শব্দক্ৰশলো ডিথ ইত্যাদীনাং বিষয়বিভাগো
ন প্রাপ্নোতীতি চ । তদুপাধাবের সংকেতঃ ।

উপাধিষ্ট দ্বিবিধঃ—বস্তুরধর্মো বস্তৃযদচ্ছাসন্নিবেশিতশ্চ । বস্তুরধর্মোহপি দ্বিবিধঃ
—সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ । সিদ্ধোহপি দ্বিবিধঃ—পদার্থস্য প্রাণপ্রদো বিশেষাধারহেতুশ্চ ।
তত্রাদ্যো জ্ঞাতিঃ । উক্তং হি বাক্যপদীয়ে—‘ন হি গোঃ স্বরূপেণ গোর্নাপ্যাগোঃ ।
গোস্থ্যভিসম্বন্ধাত্ত্ব গোঃ’ ইতি । দ্বিতীয়ো গুণঃ । শব্দাদীনাং হি লব্ধসত্ত্বকং বস্তুর
বিশিষ্যতে । সাধ্যঃ পূর্বাপরীভূতাবয়বঃ ক্রিয়ারূপঃ । ডিথাদিশব্দানামন্ত্যবুদ্ধি-
নিগ্রাহ্যং সংস্কৃতক্রমং স্বরূপং বস্তুরা যদচ্ছয়া ডিথাদিষ্বথেষু উপাধিষ্টেন সন্নিবেশ্যত
ইতি সোহয়ঃ সংজ্ঞারূপো যদচ্ছাত্ত্বক ইতি ।

‘গোঃ শব্দক্ৰশলো ডিথ ইত্যাদৌ চতুষ্টিয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ’ ইতি মহাভাষ্যকারঃ ।
পরমাণবাদীনাং তু গুণমধ্যপাঠাৎ পারিভাষিকং গুণত্বম্ । গুণক্রিয়াযদচ্ছানাং বস্তুরত
একরূপাণামপ্যাশ্রয়ভেদাদ্ ভেদ ইব লক্ষ্যতে, যথৈকস্য মধস্য খজা-মদুকুর-তৈলাদ্যা-
লব্ধবনভেদাৎ ।

হিমপয়ঃশব্দাদ্যাশ্রয়েষু পরমার্থতো ভিন্নেষু শব্দাদিষু যদ্বশেন শব্দঃ শব্দ
ইত্যাদ্যভিন্নাধানপ্রত্যয়োৎপত্তিস্তং শব্দক্ৰাদি সামান্যম্ । গুড়ত-ডুলাদিপাকাদিষ্বেবমেব
পাকাদি । বালবুদ্ধশব্দাদ্যাদীর্ণিতেষু ডিথাদিশব্দেষু চ, প্রতিক্ষণং ভিদ্যমানেষু
ডিথাদ্যর্থেষু বা, ডিথাদ্যন্তীতি সর্বেষাং শব্দানাং জ্ঞাতিবের প্রবৃত্তিনিমিত্ত-

৩ । পশ্য, নিচলনিপ্পন্দা বিসিণীপত্তে রাজতে বলাকা ।

নির্মল-মরকত-ভাজনপরিহিতা শব্দশব্দান্তিরিব ॥

মিতান্যো । তদ্বান্ অপোহো বা শস্বার্থঃ কৈশ্চিদন্ত ইতি গ্রহগৌরবচর্যাং প্রকৃতান্দ-
পযোগাক্ষ ন দর্শিতম্ ।

স মদ্ব্যোহর্থঃ স্তত্র মদ্ব্যো ব্যাপারোহস্যান্তিমোচ্যতে ॥৩৥

স ইতি সাক্ষাৎসংকেতিতঃ । অসৌতি শব্দস্য ।

মদ্ব্যার্থবাধে তদ্ব্যোগে রুচিতোহর্থ প্রয়োজনাৎ ।

অন্যোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥৪॥

'কর্মণি কুশলঃ' ইত্যাদৌ দত্ত'গ্রহাদ্যযোগাৎ 'গঙ্গায়্যাং ঘোষঃ' ইত্যাদৌ গঙ্গাদীন্যং
ঘোষাদ্যধিকরণস্বাসত্ত্বাৎ মদ্ব্যার্থস্য বাধে, বিবেচকত্বাদৌ সামীপ্যে চ সম্বন্ধে,
রুচিতঃ প্রসিদ্ধে, তথা 'গঙ্গাতটে ঘোষ' ইত্যাদেঃ প্রযোগাৎ যেষাং ন তথা প্রতিপত্তিঃ
তেষাং পাকনত্বাদীন্যং ধর্মাণাং তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ প্রয়োজনাচ্চ, মদ্ব্যেন অমদ্ব্যোহর্থো
লক্ষ্যতে যৎ স আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ সান্তরার্থনিষ্ঠো লক্ষণা ।

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ, পরার্থঃ স্বসম্পর্কম্ ।

উপাদানং লক্ষণং চেতুস্তা শব্দেষু বা দিবা ॥৫॥

'কুস্তাঃ প্রবিশন্তি' যন্তয়ঃ প্রবিশন্তি' ইত্যাদৌ কুস্তাদিভিরাগ্ননঃ প্রবেশনিক্যার্থঃ স্বসং-
যোগিনঃ পুরুষা আক্ষিপ্যন্তে, তত উপাদানেনেরং লক্ষণা ।

'গৌরনন্দবন্দ্যঃ' ইত্যাদৌ শ্রুতিচোদিতমনুস্বন্দনং কথং মে স্যাদ্ ইতি জাত্যা
ব্যক্তিরাক্ষিপ্যাতে, ন তু শব্দেনোচ্যতে 'বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছের ক্রীণশক্তির্বিশেষণে'
ইতি ন্যায়াদ্ ইতুপাদানলক্ষণা তু নোদাহর্তব্য । ন হ্যত্র প্রয়োজনম্ভি । ন বা
রুচিরিয়ম্ । ব্যক্ত্যবিনাভাবিত্বাৎ তু জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যাতে, যথা ক্রিয়তামিত্যত্র
কর্তা, কুর্বিত্যত্র কর্ম । 'প্রাবিশ' 'পিভীম' ইত্যাদৌ 'গৃহম্' 'ভক্ষয়' ইত্যাদি চ ।

'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্কতে' ইত্যত্র চ রাগিভোজনং ন লক্ষ্যতে । শ্রুতার্থা-
পত্তেরথাপত্তেবা তস্য বিষয়ত্বাৎ । 'গঙ্গায়্যাং ঘোষঃ' ইত্যত্র তটস্য ঘোষাধিকরণত্বসিদ্ধয়ে
গঙ্গাশব্দঃ স্বার্থমপরিণতি ইত্যেবমাদৌ লক্ষণেনৈবা লক্ষণা উভয়রূপা চেয়ং শব্দা ।
উপচারেণামিশ্রিতত্বাৎ ।

অনয়োভেদয়োর্লক্ষ্যস্য লক্ষকস্য চ ন ভেদরূপং তাটস্থ্যম্ । তটাদীন্যং গঙ্গাদি-
শব্দৈঃ প্রতিপাদনে তত্ত্বপ্রতিপত্তৌ হি প্রতিপাদয়িত্বপ্রয়োজনসংপ্রত্যয়ঃ । গঙ্গা-
সম্বন্ধমাত্র-প্রতীতৌ তুগঙ্গাতটে ঘোষ ইতি মদ্ব্যশব্দাভিধানাং লক্ষণায়াঃ কো ভেদঃ ?

সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা ।

আরোপামাণঃ আরোপবিষয়ঃ চ যত্রানপহু তভেদৌ সামান্যধিকরণেন নির্দিশ্যেতে সা
লক্ষণা সারোপা ।

বিষয়ান্তঃকৃতেহন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা ॥৬॥

বিষয়িণারোপ্যামাণেনান্তঃকৃতে নিগীর্ণে অন্যস্মিন্নারোপবিধয়ে সাত সা সাধ্যবসানা
স্যাৎ ।

ভেদোন্মীচো চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতত্বাৎ ।

গৌণো শব্দো চ বিশেষ্যো

ইমাবারোপাখ্যবসানরূপো সাদৃশ্যাহেতু ভেদো 'গৌবাহীকঃ' ইত্যত্র গৌরয়ম্ ইত্যত্র চ ।

অত্র হি স্বার্থসহচারিণো গুণা জ্ঞাত্যামাদ্যাদয়ো লক্ষ্যমাণা অপি গোশব্দস্য পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনিমিত্তমুপখ্যাস্তি ইতি কেচিৎ । স্বার্থসহচারিগুণাজ্ঞেদেন পদার্থগতা গুণা এব লক্ষ্যন্তে ন তু পরার্থোহভিধীয়তে ইত্যন্যো । সাধারণগুণা-শ্রয়ত্বেন পরার্থ এব লক্ষ্যতে ইতাপরে । উক্তং চান্যত্র—'অভিধেয়াবিনাভূতপ্রতীতি-লক্ষণোচ্যতে । লক্ষ্যমাণগুণৈরযোগাদ্ বস্তুরিষ্টা তু গৌণতা' ইতি ।

অবিনাভাবোহত্র সম্বন্ধমাগ্নং, ন তু নাস্তরীয়কত্বম্ । তৎস্বৈ হি 'মন্তাঃ ক্রোশন্তি' ইত্যাদৌ লক্ষণা স্যাৎ । অবিনাভাবে চাক্ষেপেণৈব সিদ্ধৈলক্ষণায় নোপযোগ ইত্যুক্তম্ । 'আয়ুর্ধৃতম্' 'আয়ুর্বেদম্' ইত্যাদৌ সাদৃশ্যাদন্যৎ কার্য-কারণ-ভাবাদি সম্বন্ধান্তরম্ এবমাদৌ চ কার্য-কারণভাবাদিলক্ষণপূর্বে আরোপাখ্যবসানে ।

অত্র গৌণভেদয়োভেদেহপি তাদৃশ্যপ্রতীতিঃ সর্বথৈবভেদাবগমশ্চ প্রয়োজনম্ । শব্দভেদয়োস্তদ্ব্যবহারেণ অব্যভিচারেণ চ কার্য-কারিত্বাদি ।

কচিৎ তাদর্থ্যাদুপচারঃ । যথা, ইন্দ্রার্থী সূত্রা, ইন্দ্রঃ । কচিৎ স্বস্বামিভাবা-ভাবাৎ । যথা, রাজকীয়ঃ পুরুষো, রাজা । কচিদবয়বাবয়বিভাবাৎ । যথা, অগ্রহস্ত ইত্যত্র অগ্রমাত্রৈববয়বে, হস্তঃ । কচিৎ তাৎকর্ম্যাৎ । যথা অতক্ষা তক্ষা ।

লক্ষণা তেন ষড়্বিধা ॥৭॥

আদ্যভেদাভ্যাং সহ । সা চ

বাক্যেন রহিতা রূঢ়ো, সহিতা তু প্রয়োজনে ।

প্রয়োজনং হি ব্যঞ্জনব্যাপারগম্যমেব ।

তচ্চ গদ্যমগদ্যং বা

তচ্চৈতি ব্যঙ্গ্যম্ । গদ্যং যথা—

মুখং বিকসিতস্মিতং, বশিতবিক্রম প্রেক্ষিতং,

সমুচ্ছলিতবিভ্রমা গতিরপান্তসংস্থা মতিঃ ।

উরো মুকুলিতস্তনং, জঘনমংসবন্ধোদ্ধরং

বতেন্দুবদনাতনো তরুণিমোদগমো মোদতে ॥৮॥

অগদ্যং যথা—

শ্রীপরিচয়াজ্জড়া অপি ভবন্ত্যভিজ্ঞা বিদম্ভচারিতানাম্ ।

উপদিশতি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি ॥৯॥

অত্র 'উপদিশতি' ইত্যত্র অনায়াসেন শিক্ষাদানম্, অভিধেয়বৎ স্মৃটং প্রতীয়তে ।

ভদ্রেণ কথিতা ত্রিষা ॥১০॥

অব্যক্তা, গদ্যবাহ্যা, অগদ্যব্যক্তা চেতি ।

তদ্ভূতাক্ষিকঃ

শব্দ ইতি সম্ব্যতে । তদ্ভূতাপ্রাঃ ।

তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ ।

কুত ইত্যাহ—

যস্য প্রতিতিমাধাতুং লক্ষণা সমুপাস্যতে ॥১০॥

ফলে শব্দৈকগমোহত্র ব্যঞ্জনান্নোপরা ক্রিয়া ।

প্রয়োজনপ্রতিপাদয়িষ্যা যত্র লক্ষণয়া শব্দপ্রয়োগস্তত্র নান্যতন্তৎপ্রতীতিঃ, অপি তু তস্মাদেব শব্দাৎ । ন চাত্র ব্যঞ্জনাদ্ভেদেনো ব্যাপারঃ ।

তথা হি—

নাভিযা সময়াভাবাৎ

গঙ্গায়াং ঘোষঃ ইত্যাদৌ যে পাবনত্বাদয়ো ধর্ম্মান্তটাদৌ প্রতীয়ন্তে, ন তত্র* গঙ্গাদিশব্দাঃ সংকেতিতাঃ ।

হেতুভাবান্ন লক্ষণা ॥১০॥

মুখ্যার্থবাখ্যাদিত্রয়ং হেতুঃ । তথা চ,

লক্ষ্যং ন মুখ্যং, নাপ্যত্র বাধো, যোগঃ ফলেন নো ।

ন প্রয়োজনমেতন্মিন্, ন চ শব্দঃ স্থলদগতিঃ ॥১১॥

যথা গঙ্গাশব্দঃ স্রোতসি সবাধ ইতি তটং লক্ষয়তি, তদ্বৎ যদি তটেহপি সবাধঃ স্যাৎ, তৎ প্রয়োজনং লক্ষয়েৎ । ন চ তটং মুখ্যোহর্থঃ । নাপ্যত্র বাধঃ । ন চ গঙ্গা-
শব্দার্থস্য তটস্য পাবনত্বাদৌ লক্ষণীয়ৈঃ সম্বন্ধঃ । নাপি প্রয়োজনে লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ
প্রয়োজনম্ । নাপি গঙ্গাশব্দন্তটমিব প্রয়োজনং প্রতিপাদয়িতুমসমর্থঃ ।

এবমপানবস্থা স্যাৎ, যা মূলক্ষয়কারিণী ।

এবমপি প্রয়োজনং চেল্লক্ষ্যতে, তৎ প্রয়োজনান্তরেণেতি, তদপি প্রয়োজনান্তরেণ, ইতি
প্রকৃতাপ্রতীতিকং অনবস্থা ভবেৎ ।

ননু পাবনত্বাদি-ধর্ম্মযুক্তমেব তটং লক্ষ্যতে, 'গঙ্গায়াস্তটে ঘোষঃ,' ইত্যতোহধি-
কসার্থস্য প্রতিতিশ্চ প্রয়োজনমিতি বিশিষ্টে লক্ষণা । তৎ কিং ব্যঞ্জনয়েত্যাহ—

প্রয়োজনেন সাহিতং লক্ষণীয়ং ন যুজ্যতে ॥১২॥

কুত ইত্যাহ—

জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যনাঃ, ফলম্যনাদ্ভাবতম্ ।

প্রত্যক্ষাদেন্দ্রিয়াদিবিষয়ঃ, ফলং তু প্রকটতা সংবিত্তিবা ।

* তত্র = তেব, পাবনত্বাদিষু ধর্ম্মেষু ।

বিশিষ্টে লক্ষণা নৈবম্

নিগদেনৈব ব্যাখ্যাতম্ ।

বিশেষাং সূক্তং লক্ষিতে ॥১০॥

তটাদৌ যে বিশেষাঃ পাবনাদয়স্তে চাভিধা-ভাৎপর্য-লক্ষণাভ্যো ব্যাপারান্তরেণ গম্যাঃ ।
তচ্চ ব্যঞ্জন-ধ্বনন-দ্যোতনাদিশব্দবাচ্যমবশ্যমেষিতব্যম্ । এবং লক্ষণামূলং ব্যাখ্যক-
মুত্তম্ ॥

অভিধামূলং হ্যহ—

অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়মিত্বং ।

সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃতং ব্যাপ্তিরঞ্জনম্ ॥১৪॥

“সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্যং বিরোধিতা ।

অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যাস্য সমিধিঃ ॥

সামর্থ্যমোচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ ।

শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষমুদ্রতিহেতবঃ ॥”

ইত্যুক্তির্দিশা

সশব্দচক্রো হরিঃ, অশব্দচক্রো হরিরিত্যুচ্যতে । রামলক্ষ্মণাবিতি দ্যশব্দার্থো ।
রামাঙ্কর্দনগতিস্তরোরিতি ভাগবকাতবীর্ষয়োঃ । স্থানং ভজ ভবচ্ছিদ্বে ইতি হরে ।
সর্বং জানাতি দেব ইতি যদ্ব্যদর্থঃ । কুপিতো মকরধ্বজ ইতি কামে । দেবস্যা
পুত্ররাতোরিতি শস্ত্রো । মধুনা মন্তঃ কোকিল ইতি বসন্তে । পাতু বো দয়িতাম্-
মিতি সান্মুখ্যে । ভাত্যত্র পরমেশ্বর ইতি রাজধানীরূপাদ দেশাদ্ রাজনি । চিত্র-
ভানুবিভাতীতি দিনে রবৌ, রাত্রৌ বহৌ । মিত্রং ভাতীতি সন্ধাদি, মিত্রো ভাতীতি
রবৌ । ইন্দ্রশতুরিত্যাদৌ বেদে এব, ন কাব্যে, স্বরোহর্ষবিশেষপ্রতীতিকৃৎ ।
আদিগ্রহণাৎ

এন্দহমেত্তর্থগিতা এদ-দহমেত্তেহি অচ্ছিবত্তেহিং ।

এন্দহমেত্তাবথা এদ-দহমেত্তেহিং দিঅএহিং ॥৬

ইত্যাদাবভিনয়াদয়ঃ ।

ইখং সংযোগাদিভিরর্থান্তরাভিধায়কত্বে নিবারিতেহপ্যনেকার্থস্য শব্দস্য যৎ কচিদর্থান্তর-
প্রতিপাদনং তত্র নাভিধা, নিয়মনাং তস্যাঃ । ন চ লক্ষণা, মুখ্যার্থবাধাদ্যভাবাৎ ।
অপি ব্জ্ঞনং ব্যঞ্জনমেব ব্যাপারঃ । যথা—

ভদ্রাত্মনো দুর্যধিরোহতনোর্বিশাল-

বংশোন্নতোঃ কৃতশিলীমুখসংগ্রহস্য ।

যস্যানুপপ্লুতগতঃ পরবারগস্য

দানাম্বদেকসুভগঃ সততং করোহভুং ॥ ৭ ॥

৬. এতাবস্মাগ্র-প্তনিকা এতাবস্মাগ্রাভ্যামকিপ্তাগ্রাভ্যাম্ ।

এতাবস্মাগ্রাবস্থা এতাবস্মাগ্রৈর্দিবসৈঃ ॥

দ্বিতীয় উল্লাসঃ

তদ্বদন্তো ব্যঙ্গকঃ শব্দঃ

তদ্বদন্তো ব্যঙ্গনযুক্তঃ ।

যৎ সৌহৃদ্যন্তরয়দক্ তথা ।

অর্থোহপি ব্যঙ্গকস্তত্র সহকারিতয়া মতঃ ॥১৫॥

তথোতি ব্যঙ্গকঃ ।

ইতি কাব্যপ্রকাশে শব্দার্থ-স্বরূপ-নির্ণয়ো নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ ।

তৃতীয় উল্লাসঃ

অর্থাঃ প্রোক্তাঃ পদরা ভেষাম্

অর্থাঃ বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যাঙ্গ্যঃ । তেষাং বাচক-লাক্ষণিক-ব্যঙ্গকানাং ।

অর্থব্যঙ্গকতোচ্যতে ।

কবীদৃশীত্যাহ—

বক্তৃ-বোধবা-কাকূনাং বাকা-বাচ্যা-ন্যসন্নিধেঃ ॥ ১ ॥

প্রস্তাব-দেশ-কালাদে-বৈশিষ্ট্যাং প্রতিভাজ্জুযাম্ ।

যোহর্থস্যান্যার্থসীহেতুর্ব্যাপারো ব্যক্তিরেব সা ॥ ২ ॥

বোধবাঃ প্রতিপাদ্যাঃ । কাকূদর্শনবিকারঃ । প্রস্তাবঃ প্রকরণম্ । অর্থস্য বাচ্যলক্ষ্য-
ব্যাঙ্গ্যঙ্গনঃ । ক্রমেণোদাহরণানি—

অইপিহুলং জলকুংহং ঘেৎতুণ সমাগদাস্মি সহি তুরিঅম্ ।

সমসেঅ-সলিলণী-সাসণীসহা বীসমামি ঋণম্ ॥

অত্র চৌষরিত-গোপনং গমতে ।

ওল্লিসন্দং দোষলং চিংতা অলসত্তণং সণীসসিঅম্ ।

মহ মন্দভাইণীএ কেয়ং সহি তুহ বি অহহ পরিহবই ॥ ২ ॥

অত্র দৃত্যান্তকামকোপভোগো ব্যজ্যতে ।

তথাভূতাং দৃষ্টনা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াং

বনে ব্যাধেঃ সার্থং সূচিরমৃষিতং বক্কলধরৈঃ ।

১. অতিপৃথুলং জলকুংহং গৃহীত্বা সমাগতাস্মি সহি, ঝরিতম্ ।

শ্রমশ্বেদ-সলিল-নিঃস্বাস-নিঃসহা বিশ্রাম্যামি ঋণম্ ॥

২. ওল্লিসন্দং দৌর্বল্যং চিন্তালসত্ত্বং সনিঃস্বসিতম্ ।

মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃতে, সহি, ঝামপ্যহহ পরিভবতি ॥

বিরাতস্যাবাসে স্থিতমনচিত্তাৱহাতিভূতঃ

গদরঃ খেদঃ খিমে ময়ি ভজতি নাদ্যপি কুরদয় ॥ ৩

অত্র ময়ি ন যোগ্যঃ খেদঃ, কুরদয় তু যোগ্য ইতি কাক্য প্রকাশ্যতে । ন চ বাচ্যসিদ্ধাঙ্গ
মত্র কাকুরিতি গদগীভূতব্যাসাখ্যং শঙ্ক্যম্ । প্রথমাপ্যেণাপি কাকোবিশ্রান্তেঃ ।

তইআ মহ গংডখল-গিমিঅং দিট্ঠিৎ ৭ গেসি অগন্তো ।

এণ্হিং সছেঅ অহং, তে অ কবালা, ৭ সা দিট্ঠী ॥ ৪

অত্র মৎসখীং কপোল-প্রতিবিস্মিতাং পশ্যতস্তে দৃষ্টিৱনৈবাবুৎ, চলিতায়াং তু তস্যা-
মন্যৈব জাতা ইত্যহো প্রচ্ছন্নকামকঙ্কয়া তে ইতি ব্যজ্যতে ।

উদ্দেশোহয়ং সরস-কদলী-শ্রেণি-শোভাতিশায়ী

কুঞ্জোৎকর্ষাকুরিত-রমণীবিলমো নর্মদায়াঃ ।

কিং চৈতস্মিন্ সদ্রতসদ্বদন্তি, তে বাস্তি বাতা

যেষামগ্রে সৱতি কলিতাকাডকোপো মনোভুঃ ॥ ৫ ॥

অত্র রতার্থং প্রবিশেতি ব্যঙ্গ্যম্ ।

গোঞ্জেহ অগোল্লমণা অভা মং ঘরভরন্মি সঅলন্মি ।

খণমেত্তং জই সংজ্জাই হোই ৭ ব হোই বীসামো ॥ ৬*

অত্র সম্ভ্যা সংকেতকাল ইতি, তটস্থং প্রতি কয়াচিৎ দ্যোত্যতে ।

সদ্ব্বেহ, সমাগমিস্ সদি তুজ্জ্ব পিও অজ্জ পহরমেত্তেণ ।

এমে অ কিস্তি চিট্ঠসি ? তা সহি, সজেজসু করণিজ্জম্ ॥ ৭ ॥

অত্রোপপত্তিঃ প্রত্যভিসর্ভুং প্রস্তুতা ন যুক্তমিতি কয়াচিন্নিবর্ততে ।

অন্যত্র যদয়ং কুসুমাচায়াং কুরদ্বনমত্রাস্মি করোমি সখ্যাঃ

ন্যহং হি দরং স্মিতুং সমর্থা প্রসীদতায়ং রচিতোহঞ্জলিবঃ ॥ ৮ ॥

অত্র বিবিক্তোহয়ং দেশ ইতি প্রচ্ছন্নকামকঙ্কয়া অভিসার্যতামিত্যশ্বভাং প্রতি
কয়াচিন্নিবেদ্যতে ।

৪. তদা মম গংডখলনিমগ্নাং দৃষ্টিং ন নয়স্যন্যত ।

ইদানীং সৈবাহং, তৌ চ কপোলৌ, নচসা দৃষ্টিঃ ॥

৬. নন্দতানাদ্রমণাঃ শ্বশ্রুমাং গৃহভরে সকলে ।

ক্ষণমাত্রং যদি সম্ভায়াং ভবতি, ন বা ভবতি বিশ্রামঃ ॥

* কবিতাগদলি ব্যঞ্জনা-ময় । লক্ষণীয় হল : সংস্কৃত-নন্দনতত্ত্বে-প্রাকৃত
কবিতাগদলিকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্থান দিতে কোন সংকোচ দেখা
যায় নি ।

৭. প্রয়তে, সমাগমিষ্যতি তব প্রিয়োহদ্য প্রহরমাত্রেন ।

এষমেব কিমিতি তিষ্ঠসি ? তৎ সখি সজ্জয় করণীয়ম্ ॥

গুরুদ্বয়পরবশ পিঅ কিং ভগামি তুহ মন্দভাইণী অহকম্ ।

অজ্ঞ পবাসং বচ্চসি, বচ্চ, সঅং জেস্ব সূগসি করণিঞ্জম্ ॥১৥

অত্রাদ্য মধুসময়ে যদি বচ্চসি, তদাহং তাবম্ ভবামি, তব তু জনামি গতিমিতি
বাজ্যতে । আদি গ্রহণাচ্ছেদ্যাদেঃ । তত্র চেষ্টয়া যথা—

দ্বারোপাস্তানিরন্তরে ময়ি, তয়া সৌন্দর্যসারাশ্রয়া

প্রোম্বাস্যোবদুগং পরস্পরসমাসক্তং সমাসাদিতম্ ।

আনীতং পদরতঃ শিরোংহংশকমধঃ ক্ষিপ্তে চলে লোচনে,

বাচস্তত্র নিবারণং প্রসরণং, সংকোচিতে দোলতে ॥১০৥

অত্র চেষ্টয়া প্রচ্ছন্নকান্তবিষয় আকৃতবিশেষো ধন্যতে । নিরাকাক্ষপ্রতিপত্তয়ে
প্রাপ্তাবসরতয়া চ পুনঃ পুনরুদাহিত্যতে । বক্তাদীনাং মিথঃসংযোগে বিকাদিভেদেন ।
অনেন ক্রমেণ লক্ষ্যব্যাক্যয়োশ্চ ব্যঞ্জকত্বমুদাহাৰ্যম্ ।

শব্দপ্রমাণ বেদ্যোহর্থো বানজ্যার্থস্তরং যতঃ ।

অর্থস্য ব্যঞ্জকত্বে তচ্ছব্দস্য সহকারিতা ॥৩৥

শব্দেতি । ন হি প্রমাণান্তরবেদ্যোহর্থো ব্যঞ্জকঃ ।

ইতি কাব্যপ্রকাশেহর্থব্যঞ্জকতানির্ণয়ো নাম তৃতীয়োল্লাসঃ ॥

চতুর্থ উল্লাসঃ

যদ্যপি শব্দার্থয়োনির্ণয়ে কৃতে দোষ-গুণা-লংকারাণাং স্বরূপমভিধানীয়ং,
তথাপি ধর্মিণি প্রদর্শিতে ধর্মিণাং হেয়োপাদেয়তা জায়ত, ইতি প্রথমং কাব্য-
ভেদানাহ—

অবিবাক্তিত্বাচ্যো যন্তত্র বাচ্যং ভবেদ্ ধনো

অর্থান্তরে সংক্রমিতমজ্ঞাতং বা তিরস্কৃতম্ ॥১৥

লক্ষণামূল-গুণবাক্যপ্রাধান্যে সত্যেব অবিবাক্তিত্বং বাচ্যং যত্র স, 'ধনো' ইত্যনুবাদাৎ
ধর্নিরীতি জ্ঞেয়ঃ । তত্র চ বাচ্যং ক্রটিদনুপযুক্ত্যমানত্বাদ্ অর্থান্তরে পরিণমিতম্ ।
যথা—

ভ্রামস্মি বচ্চমি, 'বিদুষাং সমবায়োহত্র তিস্ততি ।

আজ্ঞীয়াং যতিমাস্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ' ॥১৥

১. গুরুজনপরবশ প্রিয় কিং ভগামি তব মন্দভাগিন্যহকম্ ।

অদ্য প্রবাসং বচ্চসি, বচ্চ, স্বয়মেব শ্রোষ্যসি করণীয়ম্ ॥

অত্র বচনাদি, উপদেশাদিরূপতয়া পরিণমতি*। কচিদনুপপদ্যমানতয়া যতাক্ত
তিরস্কৃতম্**। যথা—

উপকৃতং বহু, তত্র কিমুচ্যতে? সৃজনতা প্রথিতা ভবতা পরম্।

বিদধদীদৃশমেব সদা, সখে, সর্গিতমাস্ব ততঃ শরদাং শতম্ ॥২॥

এতদ্ অপকারিণং প্রতি বিপরীতলক্ষণয়া কচিদ্ বস্তু।

বিবাক্তং চান্যপরং বাচ্যং যত্রাপরম্ভ সঃ।

অন্যপরং ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠম্। এষ চ

কোহপ্যলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো, লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমঃ পরঃ ॥২॥

অলক্ষ্যোতি। ন খলু বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসঃ। অপি তু রসভেদে ইত্যান্তি
ক্রমঃ। স তু লাঘবান্ন লক্ষ্যতে। অত্র

রস-ভাব-তদাভাস-ভাবশাস্ত্রাদি-রসমঃ।

ভিশ্রো রসাদ্যলংকারাদ্, অলংকার্যতয়া স্থিতঃ ॥৩॥

আদিগ্রহণাদ্ ভাবোদয়-ভাবসন্ধি-ভাবশবলম্বানি। প্রধানতয়া যত্র স্থিতো,
রসাদিভগ্নালংকার্যঃ; যথোদাহরিষ্যতে। অন্যত্র তু প্রধানে বাক্যার্থে যত্রাপরম্ভতো
রসাদিভগ্ন গুণীভূতব্যঙ্গ্যো, রসবৎ-প্রেম-উজ্জ্বল-সমাহিতাদয়োহলংকারাঃ। তে চ
গুণভূতব্যঙ্গ্যাভিধানে ঽ উদাহরিষ্যন্তে।

তত্র রসম্বরূপমাহ—

কারণান্যথ কার্ষাণি সহকারীণি যানি চ।

রত্নাদেঃ স্থায়িনো লোকে, তানি চেষ্টাট্যকাব্যায়োঃ*** ॥৪॥

বিভাবা অনুভাবান্তঃ ঽ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।

বাক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ ॥৫॥

উক্তং হি ভরতেন “বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসানুপপত্তি” ইতি।

✓ এতদ্বিবৃদ্ধতে—“বিভাবৈললনোদ্যানাদিভিরালম্বনোদীপন-কারণৈঃ রত্নাদিকো
ভাবো জ্ঞানিতঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষভূজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কাৰ্ষ্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ,

* বলহি = উপদেশ দিচ্ছি = পরামর্শ দিচ্ছি।

** বাচ্যের ‘অর্থান্তর-পরিণাম’ এর কারণ, [বাচ্যের] ‘অনুপপদ্যমানত্ব’।

বাচ্যের ‘অন্ত্যস্ত-তিরস্কার’ এর কারণ [বাচ্যের] ‘অনুপপদ্যমানতা’। লঘু
= সূক্ষ্ম। লাঘব = সূক্ষ্মতা।

ঽ পঞ্চম উল্লাসে।

*** কাব্য-শব্দ এখানে সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ কবিতা অর্থে ব্যবহৃত। সাহিত্য-
অর্থে নয়।

ঽ তৎ = তাহলে।

ব্যভিচারিভিনিবেদাদিভিঃ সহকারিভিরূপচিত্তো, মদ্যয়া বৃত্তা রামাদাবনকাযে
তদ্রূপসম্বন্ধান্নবর্তকেহপি প্রতীয়মানো রসঃ" ইতি ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়ঃ ।

✓ "রাম এবায়ম্" 'অয়মেব, রাম' ইতি, 'ন রামোহয়ম্' ইত্যোত্তরকালিকে বাধে
'রামোহয়মিতি', 'রামঃ স্যাদা ন বায়মিতি', 'রামসদৃশোহয়মিতি' চ সম্যগ্-মিথ্যা-
সংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণয়া চিত্ততুরগাদিন্যায়েন 'রামোহয়মিতি'-প্রতিপত্ত্যা
গ্রাহ্যে নটে

'সেয়ং মমাক্ষেপ্ স্ধারসচ্ছটা, স্ধপদ্রকপদ্রশলাকিকা দৃশোঃ ।
মনোরথশ্রীম্নসঃ, শরীরিণী, প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরংগতা ॥ ৩৥
দৈবাদহমদ্য তয়া চপলায়তনেয়য়া বিষদুঃশ্চ ।

অবিবলবিবোলজলদঃ কালঃ সমুদ্রপাগতশ্চায়ম্ ॥ ৪ ॥

ইত্যাদিকাব্যানুসন্ধান-বলাচ্ছিক্কাভ্যাস-নিবর্তিত-স্বকাব্য-প্রকটনেন চ নটেনৈব
প্রকাশিতৈঃ কারণকাব্যসহকারিভিঃ কৃত্রিমৈরপি তথানভিমন্যমানৈবিভাবাদিশব্দ-
ব্যাপদৈশ্যৈঃ, সংযোগাৎ গমা-গমক-ভাবরূপাৎ, অনন্মীয়মানোহপি বস্ত্তসৌন্দর্যবলাদ্
রসনীয়ত্বেনান্যান্যনন্মীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সম্ভাব্যমানো রত্যাদিভাবস্ত্রাসনপি
সামাজিকানাং বাসনয়া চৰ্য্যমাণো রস" ইতি শ্রীশঙ্করকঃ ।

✓ "ন তাটস্থেন নাক্ষগতত্বেন রসঃ প্রতীয়তে নোৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে অপি তু
কাব্যে নাট্যে চাভিধাতো দ্বিতীয়েন বিভাবাদি-সাধারণীকরণাত্মনা ভাবকত্ব্যাপারেন
ভাব্যমানঃ স্থায়ী, সত্ত্বেনাদ্রেক-প্রকাশানন্দময়-সংবিদ-বিশ্রাস্তিসতত্ত্বেন ভোগেন
ভূজ্যতে" ইতি ভট্টনায়কঃ ।

"লোকে প্রমদাভিঃ স্থাধ্যনুমানৈভ্যাসপাটেববতাং কাব্যে নাট্যে চ তৈরেব কারণ-
ত্বাদিপরিস্ফুটনেন বিভাবনাদিব্যাপারবস্ত্বাদ্ অলৌকিক-বিভাবাদি-শব্দব্যবহার্যৈঃ,
মমৈবৈতে শত্রোরবৈতে, তট্টস্থসৈবৈতে, ন মমৈবৈতে, ন শত্রোরবৈতে, ন তট্টস্থসৈবৈতে'
ইতি সম্বন্ধবিশেষস্বীকারপরিস্ফুটননিয়মানুযায়ী সাধারণ্যেন প্রতীতৈরাভিধাতুঃ
সামাজিকানাং বাসনাত্ময়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো, নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন স্থিতোহপি
সাধারণ্যোপায়বলাৎ তৎকালবিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃভাব-বশোন্মিষিত-বেদ্যান্তর-
সম্পর্কশূন্যাপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা সাধারণ্যেন স্বাকার
ইবাভিমোহপি গোচরীকৃতচৰ্য্যমাণতৈকপ্রাণো বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ পানকরস-
ন্যায়েন চৰ্য্যমাণঃ, পদ্র ইব পরিপ্লবন-স্রদয়মিব প্রবিশন-স্বাক্ষীণমিবালিসন- অন্যৎ
সর্বমিব তিরোদটৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভবন- অলৌকিকচমৎকারকারী শঙ্করাদিকো
রসঃ । স চ ন কার্যঃ । বিভাবাদিবিবোধেহপি তস্যাসম্ভবপ্রসঙ্গাৎ । নাপি জ্ঞাপ্যঃ,
সিদ্ধস্য তস্যাসম্ভবাৎ । অপি তু বিভাবাদিভাব্যজিতচৰ্য্যমাণঃ । কারক-জ্ঞাপকা-
ভ্যামন্যৎ ক দৃষ্টমিতি চঃ ন কচিদদৃষ্টমিত্যালৌকিকসিদ্ধেভূষণমেতন্ দূষণম্ ।
চৰ্য্যগানিষ্পত্ত্যা তস্য নিষ্পত্তিরূপচরিতোতি কাব্যোহপদ্যতাম্ লৌকিকপ্রত্যক্ষাদি-
প্রমাণ-তাট্টস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞান-বেদ্যান্তরসংস্পর্শরহিতস্বাত্মমাত্রপৰ্ববাসিত-
পরিমিতেতরযোগিসংবেদন-বিলক্ষণ-লোকোত্তরস্ব-সংবেদনগোচর ইতি প্রত্যোয়োহ-

প্যাতিধীয়তাম্ । তদ্গ্রাহকং চ নিবিকল্পকং, বিভাবাদি-পরামর্শ-প্রধানত্বাৎ ।
নাপি সবিকল্পকং, চর্যমাণস্যালৌকিকানন্দময়স্য স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ । উভয়াভাব-
স্বরূপস্য চোভয়াত্মকত্বমপি পূর্ববল্লোকোত্তরতামেব গময়তি, ন তু বিরোধমি"-তি
শ্রীমদাচাৰ্য্যভিনবগুপ্তপাদাঃ ॥*

ব্যাসাদয়ো বিভাবা ভয়ানকস্যেব বীরাদ্ভূতরৌদ্রাণাম্, অশ্রুপাতাদয়োহিন্দুভাবাঃ
শৃঙ্গারস্যেব করুণভয়ানকয়োঃ, চিন্তাদয়ো ব্যাভিচারিণঃ শৃঙ্গারস্যেব বীরকরুণভয়ান-
কানামিতি পৃথগনৈকাস্তিকত্বাৎ সূত্রে মিলিতা নির্দিষ্টাঃ ।

বিয়দলিমলিনাম্বু গভমেঘং
মধুকর-কোকিল-কুজিতৈর্দিশাং শ্রীঃ ।
ধরণিরভিনবাকুরাংকটঙ্কা
প্রণতিপরে দয়িতে প্রসীদ মনুশ্বে ॥৫॥

ইত্যাদৌ

পরিমূদিত-মৃগালীশ্লানমঙ্গং প্রবৃন্তিঃ
কথমপি পরিবারপ্রার্থনাভিঃ ক্রিয়াসু ।
কলয়তি চ হিমাংশোনির্শকলঙ্কস্য লক্ষ্মী-
মভিনবকরি-দন্তুচ্ছেদকাস্তঃ কপোলঃ ॥৬॥

ইত্যাদৌ

দূরাদুৎসুকমাগতে বিবলিতং সঙ্ঘাষিণি স্ফারিতং
সংশ্লিষ্যত্যরুণং গৃহীতবসনে কিঞ্চিন্তিতল্লতম্ ।
মানিন্যাশ্চরণানতিব্যতিকরে বাত্পাম্বুপূর্ণেক্ষণং
চক্ষুর্জাতিমহো প্রপঞ্চতুরং জাতাগসি প্রেমসি ॥৭॥

ইত্যাদৌ চ

যদ্যপি বিভাবান্যমান্দুভাবান্যমৌৎসুক্য ব্রীড়া-হর্ষ-কোপাসুহৃৎ-প্রসাদানাং চ ব্যাভি-
চারিণাং কেবলনামগ্র স্থিতিঃ, তথাপ্যেতেষামসাধারণত্বমিত্যন্যতমদ্বয়াক্ষেপকত্বে সতি
নানৈকাস্তিকত্বমিতি ।

তদ্বিশেষানাহ—

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ ।

বীভৎসাম্ভূতসংজ্ঞো চেত্যন্তো নাটো রসাত্মকঃ ॥৮॥

তত্রশৃঙ্গারস্য দ্বৌ ভেদৌ । সন্তোগো বিপ্রলঙ্ঘ্যচ । তত্রাদ্যঃ পরস্পরাবলোকনালিপ্সনা-
ধরপানপরিচুস্বনাদানন্তবাদপরিচ্ছেদ্য এক এব গণ্যতে । যথা—

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য, শয়নাদুখায় কিঞ্চিচ্ছনৈ-
নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্যসুচিরং নিবর্ণ্য পত্ন্যমর্শম্ ।

* অভিনবগুপ্তের গদ্য (গৌরব) বোঝাবার জন্য বহুবচন । 'বহুবচন' ব্যব-
হারের ফলে মনে হতে পারে, এটিই মশ্যট সমর্থন করেন ।

বিস্ময়ং পরিচুম্ব্য, জ্ঞাতপদলকামাদোক্য গণ্ডস্থলীং,
লজ্জানয়নমুখী প্রিয়েন হসতা বালা চিরং চুম্বিতা ॥৮॥

তথা

‘ঐ মদুখাঙ্কি, বিনৈব কণ্ঠলিকয়া ধ্বংসে মনোহারিণীং
লক্ষ্মী-মিত্যাভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীটিকা-সংস্পর্শি ।
শয্যোপাস্তানিবিষ্ট-সম্মিত-সখী-নেত্রোৎসবানন্দিতো ।
নিযাতিঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ ॥ ৯ ॥

অপরস্তু—অভিলাষ-বিরহেহা-প্রবাসশাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ ।

ক্রমেণোদাহরণম্—

১. প্রেমাদ্রাঃ প্রণয়স্পর্শঃ পরিচয়াদুদগাঢ়রাগোদয়া-
স্তাস্তা মদুখদৃশো নিসর্গমধুরাশ্চেষ্টা ভবেয়দুর্ময়ি ।
যাম্বন্তঃকরণস্য বাহ্যকরণ-ব্যাপার-রোধী কণা-
দাশংসাপরিকল্পিতাস্বপি ভবত্যানন্দসান্দ্রো লয় ॥ ১০ ॥
২. ‘অন্যত্র ব্রজতীতি কা খলু কথা ? নাপ্যস্য তাদৃক সুসুন্দ-
রো মাং নেচ্ছতি, নাগতশ্চ ! হহহা কোহয়ং বিধেঃ প্রক্ৰমঃ !’
—ইত্যপ্যেতরকল্পনাকবলিতস্বাস্তা নিশাস্তাস্তরে
বালা বৃন্তবিবর্তনব্যতিকরা নাপ্লোতি নিদ্রাং নিশি ॥ ১১ ॥

এষা বিরহোৎকর্ষিতা ।

৩. সা পত্ন্যঃ প্রথমপরাধসময়ে সাথ্যোপদেশং বিনা
নো জ্ঞানতি স বিলম্বাঙ্গবলনাবক্রোস্তিসংস্ফূটনম্ ।
স্বচ্ছৈরচ্ছকপোলমূলগলিতৈঃ পর্ষ্যন্তনেত্রোৎপলা
বালা কেবলমেব রোদিতি লুঠল্লোলালকৈরশ্রুভিঃ ॥ ১২ ॥
৪. প্রস্থানং বলয়েঃ কৃতং, প্রিয়সখৈরমৈরজস্রং গতং,
ধৃত্য ন ক্ষণম্যাসিতং, ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পদরং ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্তুতা ;
গন্তব্যে সতি, জীবিত, প্রিয়-সুসুখ-সার্থঃ কিমু ত্যজ্যতে ? ॥ ১৩ ॥
৫. ত্রামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাআনং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্ ।
অস্নৈত্তাবন্ মদুহরুপচিঁতৈর্দর্শিটরালপ্যতে মে
ক্লুরল্লস্মিমাংপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতাস্তঃ ॥ ১৪ ॥

হাস্যাদীনাং ক্রমেণোদাহরণম্

১. আকৃণ্ড্য পাণিমশদাচিং মম মদুখা বেষ্যা
মন্ত্রাস্তসাং প্রতিপদং পৃষট্ভঃ পবি

তারস্বনং প্রথিতং কদাং প্রহারং
হাহা হতোহহমিতি রোদিতি বিষ্ণুশর্মা ॥ ১৫ ॥

২. 'হা মাতস্বরি তাসি কুত্র ? কিমিদং ? হা দেবতাঃ ক্রাশিষঃ ?
ধিক্ প্রাণান্ ! পতিতোহশনিহৃতবহস্তেহস্বেদ ! দশে দৃশো !'
—ইৎং ঘর্ষ'রমথ্যরুদ্ধকরুণাঃ পৌরাঙ্গনানাং গির-
শিচগ্রস্থানাপি রোদয়ন্তি, শতধা কদ্বন্তি ভিত্তীরাপি ॥ ১৬ ॥
৩. কৃতমনমতং দৃষ্টং বা যৈরিদং গুরুপাতকং
মনজপশুভিনির্মষ্যাদৈর্ভবন্তিরদায়ুধৈঃ ।
নরকরিপুণা সাক্ষ্যং তেষাং সভীমকিরীটিনা-
মন্নমহমসৃঙমেদোমাংসৈঃ করোমি দিশাং বলিহ্ম ॥ ১৭ ॥
৪. ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহত হরয়ঃ, ক্ষুদ্রশক্রেভকদম্বতা
যুগ্মদেহেষু লজ্জাং দধতি পরমমী সায়কা নিষ্পতন্তঃ ।
সৌমিত্রে তিষ্ঠ, পাত্রং ত্বমসি ন হি রুষাং, নন্বহং মেঘনাদঃ
কিঞ্চিদ্ভ্রাতঙ্গলীলানিরমিতজলধিঃ রামমন্বেষয়ামি ॥ ১৮ ॥
৫. গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মৃহরনুপতিতি স্যান্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ
পশ্চাধেন প্রবিষ্টঃ শয়পতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্ ।
দর্ভৈর্ধাবলীচৈঃ শ্রমবিবৃতমুখশ্চংশিভিঃ কীর্ণবজ্রা
পশ্যোদগ্রপ্রতস্থাবির্যিতি বহুতরং শ্লোকমদ্ব্যাং প্রযাতি ॥ ১৯ ॥
৬. উৎকৃত্যোৎকৃত্য ক্রুতিং প্রথমমথ পৃথুৎসেধভূয়াংসি মাংসা-
ন্যাস্ফিক্পৃষ্ঠাপি ভাদ্যবয়বসুলভান্যগ্রপৃষ্ঠানি জগ্ধনা ।
আন্তঃ পৰ্যন্তনেগ্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরজ্জ্বলঃ করজ্জ্বা-
দংকস্থাদস্থিসংস্থং স্থপদুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমন্তি ॥ ২০ ॥
৭. চিত্রং ! মহানেষঃ বতাবতারঃ ! ক কাস্তিরেষাভিনবৈব ভঙ্গিঃ ।
লোকোত্তরং ধৈর্য্যগহো প্রভাবঃ ! কাপ্যাকৃতির্নতন এষ সর্গঃ ! ॥ ২১ ॥

এষাং স্থায়িভাবানাহ—

ক্লতির্হাস্যশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহো ভয়ং তথা ।
জগদুৎসাহা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৭ ॥

সপটম্ ।

ব্যভিচারিণো ব্রূতে—

নির্বেদগ্লানিপংকাখ্যাস্থ্যাসন্নামদপ্রমাঃ ।

আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিত্তা মোহঃ স্মৃতিধ্বংসিতঃ ॥ ৮ ॥

১৫ । হাস্য ১৬ । করুণ ১৭ । রোদ ১৮ । রীর ১৯ । ভয়নক ২০ । বীভৎস
২১ । অদ্ভুত ।

স্বীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা ।
গর্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপম্মার এব চ ॥৯॥
সুপ্তং প্রবোধোদয়শ্চাপ্যাবীহয়মধোগ্রতা ।
মতিব্যাহিষ্টখোদ্গাদস্তথা মরণমেব চ ॥১০॥
চাসশৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যাভিচারিণঃ ।
চয়ান্ত্রিশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতান্ত নামতঃ ॥১১॥

নির্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য প্রথমমুদ্যোগপাদেবৈবপদ্যপাদানং ব্যাভিচারিণ্যপি স্থায়িতা-
ভিধানার্থম্ । তেন

নির্বেদস্থায়িতাবোহপি শাস্তোহপি নবমো রসঃ ।

যথা,

অহৌ বা, হারে বা, কুসুমশয়নে বা, দূষদি বা,
মণৌ বা, লোণেষ্ট্র বা, বলবতি রিপৌ বা, সুহৃদি বা,
তুণে বা, সৈন্যে বা, মম সমদৃশো শাস্তি দিবস্যাঃ
ক্ৰীচং পদ্যায়ণ্যে 'শিব শিব শিব'তি প্রলপতঃ ॥১২॥

রতিদেব্যাদিবিষয়া ব্যাভিচারী তথাক্রিতঃ ॥১২॥

ভাবঃ প্রোক্তঃ

আদিশব্দান্‌মুনিগদরূপপদ্যাদিবিষয়া । কাস্তাবিষয়া তু ব্যক্তা শৃঙ্গারঃ ।

উদাহরণং—

ক'ঠকোণবিনিবিস্টমীশ, তে কালকটমপি মে মহামৃতম্ ।
অপদ্যপাত্তমমৃতং ভবদ্বপদভেদবৃন্তি যদি মে ন রোচতে ॥২০॥
হরত্যঘং সম্প্রতি, হেতুরেষ্যতঃ শূভস্য, পদবাচিরিতৈঃ কৃতং শূভৈঃ ।
শরীরভাজাং ভবদীয়দর্শনং ব্যনক্তি কালপ্রিতয়েহপি যোগ্যতাম্ ॥২৪॥

এবমন্যদপদ্যদাহাষ'ম্ ।

অঞ্জিতব্যভিচারী যথা,

জানে কোপ-পরাক্রমদ্বখী প্রিয়তমা স্বপ্নেহদ্য দৃষ্টা ময়া,
'মা মা সংস্পৃশ পাণিনে'-তি রুদতী গস্তদং প্রবৃন্তা পদরঃ ।
নো যাবৎপরিব্রজ্য চাটুশতকৈরাশ্বাসয়ামি প্রিয়াং
হ্রাতস্তাবদহং শঠেন বিধিনা নিদ্রাদারিদ্রীকৃতঃ ॥২৫॥

অত্র বিধিং প্রত্যসুয়া ।

তদাভাসা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতাঃ ।

তদাভাসা রসভাসা ভাবভাসাশ্চ ।

তত্ত্ব রসভাসো যথা

স্তম্ভঃ কং যামাঙ্কি, ক্ষণমপি বিনা যং ন রসসে ?
বিলেভে কং প্রাণান্ রণমথমুখে যং মৃগয়সে ?
সদৃশ্যে কো জাতঃ শশিমুখি, যমালিঙ্গসি বলাৎ ?
তপঃশ্রী কসৌষা মদননগরি, ধ্যায়সি তু যম্ ? ২৬ ॥

অগ্রানেক-কামদুক-বিষয়মভিলাষং তস্যাঃ স্তম্ভ ইত্যাদ্যানুগতং বহুব্যাপারোপাদানং
ব্যানস্তি ।

ভাবভাসো যথা,

রাকা-সুধাকর-মুখী তরলায়তাক্ষী
সা শ্বেত-যৌবন-তরঙ্গিত-বিভ্রমাজী ।
তং কিং করোমি ? বিদধে কথমত্র মৈত্রীং ?
তৎস্বীকৃতিব্যতিকরে ক ইবাভ্যুপায়ঃ ? ২৭ ॥

অত্র চিন্তা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতা । এবমনোহপদ্যদাহার্যাঃ ॥

ভাবস্য শাস্তিরূপদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা তথা ॥১৩॥

ক্ৰমেণোদাহরণম্—

‘তস্যাঃ সান্দ্রবিলেপনস্তনতটপ্রশ্লেষমুদ্রাঙ্কিতং
কিং বক্ষ্যচরণানতিব্যতিকরব্যাজেন গোপাষ্যতে’ ?
—ইত্যুক্তে ‘ক তদি’তুদীয়’ সহসা তৎ সংপ্রমার্জুং ময়া
সাপ্লিষ্টা রভসেন, তৎসুখবশাৎ তস্য চ তদ্বিস্মৃতম্ ॥২৮॥

অত্র কোপস্য ।

একস্মিৎ শয়নে বিপক্ষরমণীনামগ্রহে মূৰ্ছয়া
সদ্যো মানপরিগ্রহগ্রপিতয়া চাটুর্নি কুবলপি ।
আবেগাদবধীরিতঃ প্রিয়তমস্তৃষ্ণীং স্থিতস্তৎক্ষণং
মা ভুং সুপ্ত ইবেত্যমদবলিতগ্রীবং পুনরীক্ষিতঃ ॥২৯ ॥

অত্রোৎসুক্যস্য ।

উৎসিক্তস্য তপঃপরাক্রমনিধেরভ্যাগমাদ্ একতঃ
সৎসঙ্গপ্রিয়তা চ বীররভসোৎফালচ মাং কষতঃ ।
বৈদেহীপরিরম্ভ এষ চ মদহর্ষেচতন্যামামীলয়ন্
তানন্দী হরিচন্দনেন্দশিশিরস্নিগ্ধো রূপক্যান্যতঃ ॥৩০॥

অত্রাবেগহর্ষয়োঃ

কাকার্যং ? শশলক্ষণঃ ক চ কুলং ? ভূয়োহপি দৃশ্যেত সা !
দোষানাং প্রশমায় ন শ্রুতমহো কোপেহপি কাস্তং মূখম্ !

২৮ । কোপস্য শাস্তিঃ । ২৯ । উৎসুক্যস্যোদয়ঃ ।

৩০ । আবেগহর্ষয়োঃ সন্ধিঃ ।

কিং বক্ষ্যন্ত্যপকম্যাঃ কৃতিধিয়ঃ ? স্বপ্নেহপি সা দল্লভা ।

চেতঃ, স্বাশ্ব্যমুপৈহি ; কঃ খলু যদ্বা ধনোহধরং ধাস্যতি ! ৩১॥

অত্র বিতর্কেইন্দুক্যমতিস্মরণশংকাদৈন্যধূতিচিন্তানাং শবলতা । ভাবস্থিতিস্ফূট
উদাহতা* ৮ ।

মুখ্যে রসেহপি তেহাঁদ্বিহং প্রাপ্তবান্ধি কদাচন ।

তে ভাবশাস্ত্যাদয়ঃ । অসিদ্ধং রাজানদুগতিবিবাহপ্রবৃত্তভূত্যবৎ ॥

অনুস্বানভ-সংলক্ষ্যক্রমবান্ধ-স্থিতিস্তু যঃ ॥১৪

শব্দার্থোভয়শক্ত্যর্থান্ধিধা স কথিতো ধনিঃ ।

শব্দশক্তিমূলানুরণন-রূপ-ব্যঙ্গ্যঃ, অর্থশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যঃ, উভয়শক্তিমূলানাং
রূপরূপব্যঙ্গ্যশ্চেতি ত্রিবিধঃ ।

তত্র

অলংকারোহথ বস্ত্রব শব্দাদ যত্রাবভাসতে । ১৫

প্রধানত্বেন স জ্ঞেয়ঃ শব্দশক্ত্যাদ্ভবো দ্বিধা ॥

বস্ত্রোতি, অনলংকারং বস্ত্রমাত্রম্ । আদ্যো যথা,

উল্লাস্য কাল-করবাল-মহাম্বদ্বাহং

দেবেন যেন জরঠোজির্জিতগর্জিতেন ।

নিবাপিতঃ সকল এব রণে রিপুণাং

ধারাজলৈশ্চিহ্নজগতি জ্বলিতঃ প্রতাপঃ ॥৩২॥

অত্র বাক্যস্যাসম্বন্ধাথাভিধায়কত্বং মা প্রসাঙক্ষ্যদিতি প্রাকরণিকাপ্রাকরণিকয়োরাপ-
মানোপমেয়ভাবঃ কল্পনীয় ইত্যত্রোপমালংকারো ব্যঙ্গ্যঃ ।

তিগ্ধমরুচিরপ্রতাপো, বিধুরনিশাকৃদ্, বিভো, মধুরলীলঃ ।

মতিমানতত্ত্ববৃত্তিঃ, প্রতিপদপক্ষাগ্রণীবিভাতি ভবান্ ॥৩৩॥

অত্রৈকৈকস্য পদস্য দ্বিপদত্বে বিরোধাভাসঃ ।

অমিতঃ সমিতঃ প্রাপ্তৈরুৎকর্ষৈর্হৃদ প্রভো ।

অহিতঃ সহিতঃ সাধুষ্যশোভিরসতামসি ॥৩৪॥

অত্রাপি বিরোধাভাসঃ ।

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্মতে ।

জগচ্চিহ্নং নমস্তস্মৈ কলাম্রাঘ্যায় শূলিনে ॥৩৫॥

অত্র ব্যতিরেকঃ । অলংকারস্যাপি স্বাক্ষণশ্রমণন্যায়েনালংকারতা ।

৩১ । বিক্রমোর্বশীয় ৪।৪ * শ্লোক ২৫

শ্লোক ৩২—৩৫ এ শব্দশক্তি-জ অলংকারধনির উদাহরণ । ৩৬, ৩৭ এ শব্দ-
শক্তি-জ বস্ত্রধনির উদাহরণ ।

বস্ত্রনাট্যং যথা,

পঞ্চিখ, ৭ এখ সখরম্মিখ মগং পখরখলে গ্রামে ।

উন্নতপওহরং পেখখিউগ, জই বসসি তা বসসু ॥৩৬॥

অত্র বদ্যাপভোগক্ষমোহসি তদা আস্বেতি ব্যজ্যতে ।

শনিরশনিচ তমুচৈনিহন্তি, কুপ্যসি নরেন্দ্র যস্মৈ স্বম্ ।

যত্র প্রসাদসি পদনঃ স ভাতাদারোহনদারশ্চ ॥৩৭॥

অবিবরদ্ধাবপি স্বদনবর্তনার্থমেকং কার্যং কুরত ইতি ধন্যতে ।

অর্থশক্ত্যদভবোহ্যর্থো ব্যঞ্জকঃ সম্ভবী স্বতঃ । ১৬

প্রৌঢ়োক্তিমাত্রাং সিস্থো বা কবেন্তেনোন্মিতস্য বা ।

বস্ত্র বালংকৃতির্বেতি স্বভূভেদোহসৌ বানক্তি সৎ ॥ ১৭

বস্ত্রলংকারমথবা তেনায়ং দ্বাদশাস্তকঃ ।

স্বতঃসম্ভবী ন কেবলং ভগ্নিতিমাত্রনিষ্পন্নো যাবদ্ বহিরপ্যোচিতেন সম্ভাব্য-
মানঃ । কবিণা প্রতিভামাত্রাণ বহিরসম্মাপি নির্মিতঃ কবিনিবন্ধেন বক্ত্রেতি বা
দ্বিবিধোহপর ইতি ত্রিবিধঃ । বস্ত্র বালংকারো বাসাবিতি ষোড়া ব্যঞ্জকঃ । তস্য বস্ত্র
বালংকারো বা ব্যঙ্গ্য ইতি দ্বাদশভেদোহর্থশক্ত্যদভবো ধ্বনিঃ ।

ক্রমেণোদাহরণম্—*

‘অলসশিরোমণি, ধূতগণং অগ্গিমো, পদন্তি, ধনসমিক্রিয়ণ্ড’ ।

—ইঅ ভগ্নিএণ নঅঙ্গী পপ্ফুল্লবিলোঅণা জাআ ॥৩৮

অত্র মমৈবোপভোগ্য ইতি বস্ত্রনা বস্ত্র ব্যজ্যতে ।

ধন্যাসি, যা কথ্যসি প্রিয়সঙ্গমেহপি

বিস্তম্ভচাটুকশতানি রতাস্তরেষু ।

নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ

সখ্যঃ, শপাং যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি ॥৩৯॥

অত্র স্বাধন্যা, অহং তু ধন্যোতি ব্যতিরেকালংকারঃ ।

দপাংধ-গম্ধ-গজ-কুম্ভকপাট-কট্ট-সংক্রান্তি-নিম্নবনশোণিতশোণশোচিঃ ।

বীরৈব্যালৌকি যদ্বি কোপকষায়কাস্তিঃ কালীকটাক্ষ ইব যস্য করে কৃপাণঃ

॥৪০॥

৩৬. পঞ্চিখ, নাট প্রস্তরমস্তি মনাক্ প্রস্তরস্থলে গ্রামে ।

উন্নতপমোদরং প্রেক্ষ্য, যদি বসসি তদা বস ॥

৩৭. ধ্বনিটি অনেকটা হেঁমালীর মত ।

* ৩৮-৪৯ সংখ্যকেষু শ্লোকেষু উদাহরণানি হি দ্বাদশবিধস্য অর্থশক্ত্যদভবনৈঃ ।

৩৮. ‘অলসশিরোমণিধূতানামাগ্রিঃ পদন্তি, ধনসমিক্রিয়ণ্ড’ ।

—ইতি ভগ্নিভেন নতঙ্গী প্রতুল্লবিলোচনা জাআ ॥

অত্রোপমাংকারেণ সকলরিপদ্বলক্ষণঃ ক্ষণাৎ করিয়াতে ইতি বস্তু ।

গাঢ়কাস্তদশনকৃত-ব্যথাসংকটাদ্ অরিবধ্জনস্য যঃ ।

ওষ্ঠবিদ্রুদদলান্যামোচয়ন্ নিদর্শন্ যদুধি রুদ্রা নিজাধরম্ ॥৪১॥

অত্র বিরোধালংকারেণাধরনিদর্শনসমকালমেব শত্রবো ব্যাপাদিতা ইতি তুল্যযোগিতা
মগ ক্ষতাপ্যন্যস্য ক্ষতিনিবর্ততামিতি তদ্বদ্বিক্ররংপ্রেক্ষ্যতে ইত্যুৎপ্রেক্ষা চ ।

এষদাহরণেষু* স্বতঃসম্ভবী ব্যঞ্জকঃ ।

কৈলাসস্য প্রথমশিখরে বেগুসংঘর্ছনাভিঃ

শ্রুত্বা কীর্তিৎ বিবুধরমণীগীয়মানাং যদীয়াম্ ।

ম্রস্তাপাদাঃ সরস-বিসিনীকাড-সজাতশংকা

দিঙ-মাতঙ্গা শ্রবণপদলিনে হস্তমাবর্তয়ন্তি ॥৪২॥

অত্র বস্তুনা যেসামপার্থাধিগমো নাশ্চি, তেষামপ্যেবমাদিবদ্বিক্রজনেন চমৎকারং করোতি
অংকীর্তিরিতি বস্তু ধন্যতে ।

কেসেসু বলামোড়িত তেণ অ সমরস্মি জঅসিরী গহিআ ।

জহ কন্দরাহিং বিহুরা তস্ স দৃঢ়ং কণ্ঠঅস্মি সংঠবিআ ॥৪৩॥

অত্র কেশগ্রহণাবলোকনোদ্দীপিতমদনা ইব কন্দরাস্তদ্বিধুরান্ কণ্ঠে গহুন্তি ইত্যুৎ-
প্রেক্ষা । একত্র সংগ্রামে বিজয়দর্শনাং তস্যারয়ঃ পলায্য গৃহাসু তিষ্ঠন্তীতি কাব্য-
হেতুরলংকারঃ । ন পলায্য গতাস্তদ্বৈরিণোহপি তু ততঃ পরাভবং সম্ভাব্য তান্
কন্দরা ন ত্যজন্তীত্যপহুতিশ্চ ।

গাঢ়ালিংগগরহসুজঅস্মি দইএ লহু সমোসরই ।

মাগংসিগীণ মাণো পীলগভীঅ স্ব হিঅআহিং ॥৪৪

অত্রোৎপ্রেক্ষয়া প্রত্যালিঙ্গনাদি তত্র বিজ্ঞম্ভতে ইতি বস্তু ।

ত্রা ঠেরংস্ব হসন্তী কইবঅগব্দরুহ-বদ্ধবিণিবেসা ।

দাবেই ভূঅগমডলমন্নং বিঅ জঅই সা বাণী ॥৪৫

অত্রোৎপ্রেক্ষয়া চমৎকারৈককারণং নবং নবং জগৎ অজডাসনস্থা নির্মিমীত ইতি
ব্যতিরেকঃ । এষু কবি-প্রৌঢ়োক্ত-মাত্র-নিষ্পন্নো ব্যঞ্জকঃ ।

জে লংকারিগরিমেহলাসু খলিআ সম্ভোগিখমোরই

ফারুপ্ ফুল্লফণাবলীকবলণে পস্তা দরিন্দন্তণং ।

৪৩. কেশেষু বলাংকারেণ তেন চ নবরে জয়শ্রীগৃহীতা ।

যথা কন্দরাভিবিধুরাশ্চস্যা দৃঢ়ং কণ্ঠে সংস্থাপিতা ॥

৪৪. গাঢ়ালিঙ্গনরভসোদ্যতে দয়িতে লঘু সম্পসরতি ।

মনস্বিন্যাঃ মানঃ পীড়নভীত ইব স্তদয়াং ॥

৪৫. যা স্থানিরমিবি হসন্তী কবিবদনাম্বরুহ-বদ্ধবিণিবেশা ।

দর্শয়তি ভুবনমডলমনাদিব জয়তি সা বাণী ॥

* ৩৮—৪১ সংখ্যকেষু শ্লোকেষু ।

তে এহং মলানিলা বিরহিণীসাসসংপর্কিণো
 জ্ঞাতা কৃতি সিস্কুণে বি বহলা তারুণ্যপদমা বিঅ ॥ ৪৬
 অত্র নিম্বাসৈঃ প্রাণৈশ্চ বারবঃ কিং কিং ন কুবন্তীতি বস্ত্রনা বস্ত্র বজ্রাতে ।
 সর্পি বিরহিউণ মানস্ স মজ্জ্ব ধীরকুণেন আসাসং ।
 পিঅদংসর্পবিহংখলেক্খগম্মি সহসতি তেণ ওসরিঅং ॥ ৪৭ ॥
 অত্র বস্ত্রনাকুতেহপি প্রাণে প্রসম্বোতি বিভাবনা, প্রিয়দর্শনস্য সৌভাগ্যবলং
 কৈর্হেণ সোচ্চং ন শক্যতে ইত্যংপ্রেক্ষা বা ।
 ওজ্জ্বল-করঅ-রঅখ-এহি তুহ লোঅণেসু মহ দিগং ।
 বস্ত্রসুওং পসো কোবেণ পদো ইমে ণ অক্কমিআ ॥ ৪৮
 অত্র কিমিতি লোচনে কুপিতে বহসি ইতি উত্তরালংকারেণ ন কেবলমাত্র নথক-
 তানি গোপারিস হাবং তেষামহং প্রসাদপাঠং জ্ঞাতেতি বস্ত্র ।
 মহিলা-সহস্-ভরিএ তুহ হিঅএ সুহঅ সা অগাঅন্তী ।
 অণুদিগমণরুসমা অঙ্গং তণুঅং বি তণুএই ॥ ৪৯ ॥
 অত্র হেতুংকারেণ তনোন্তনুকরণেহপি তব হৃদয়ে ন বর্ততে ইতি বিশেষোক্তিঃ ।
 এহু কবির্নিবন্ত-বস্ত্রপ্রোড়োত্তিমাট্রনিপ্পনশরীরো ব্যঞ্জকঃ । এবং দ্বাদশ ভেদাঃ ॥
 শব্দার্থেভিষ্ণুরেকঃ
 অতনু-চন্দ্রাভরণা সমুদ্রদীপিতমম্বথা ।
 তারকাতরলা শ্যামা সানন্দং ন করোতি কিম্ ? ৫০ ॥

অত্রোপমা ব্যাখ্যা ।

ভেদা অষ্টাদশাস্য তৎ ॥ ১৮

অন্যোতি ধনৈঃ ।

ননু ব্রসাদীনাং বহুভেদেহেন কথমষ্টাদশেত্যত আহ—

ব্রসাদীনামনন্তরান্ ভেদ একো হি গণ্যতে ।

৪৬. যে লঙ্কারিগিরিমেখলাসু স্থলিতাঃ সম্ভোগাখিনোরগীক্ষারোৎফুল্ল-ফণা-
 বলী-কবলনে প্রাপ্তা দরিদ্রতম ।

ত ইদানীং মলানিলা বিরহিণী-নিঃস্বাস-সম্পর্কিণো জ্ঞাতা কৃতিতি
 শিগুহেহপি বহলাস্তারুণ্যপদমা ইব ॥

৪৭. সর্পি বিরচয়া মানস্য মম ধীরকুণেনাশ্বাসম্ ।

প্রিয়দর্শন-বিশংখল-কণে সহসেতি তেনাপসুতম্ ॥

৪৮. আদ্রাষ্ট-করজ-রদন-কঠৈশ্চ লোচনয়োর্মম দত্তম্ ।

বস্ত্রাংগুণং প্রসাদঃ কোপেন পুনরিমে নাক্রান্তে ॥

৪৯. মহিলা-সহস্র ভরিতে তব হৃদয়ে, সুভগ, সা অমাস্তী ।

অনুদিন-মনন্যবমা অঙ্গং তনুকমপি তনয়তি ॥

অনন্তাদিতি । তথা হি, নব রসাঃ । তত্র শব্দারস্য দ্বৌ ভেদৌ । সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ । সম্ভোগস্যাপি পরস্পরাবলোকনালিঙ্গন-পরিচূষনাদিকদৃশ্যমোক্ষ-
জলকেলিস্বয়্যাপ্তময়চন্দ্রাদয়ষড়্-ঋতুবর্ণনাদয়ো বহবো ভেদাঃ । বিপ্রলম্ভস্যাবিলাষা-
দয় উক্তাঃ । তয়োরাপি বিভাবানুভাববাভিচারিণৈচিত্র্যম্ । তত্রাপি নায়কয়োঃ রক্তম-
মধ্যমাধমপ্রকৃতিভঙ্গম্ । তত্রাপি দেশকালবন্ধাদিভেদা ইত্যেকস্যৈব রসস্যানন্ত্যম্ ।
কা গণনা অন্যোষাম্ ? অসংলক্ষ্যক্রমঞ্চ তু সামান্যমাপ্রিত্য রসাদিধ্বনিভেদ এক এব
গণ্যতে ॥

বাক্যে ধ্বংসঃ

ধ্বংস ইতি শব্দার্থোভয়শক্তিমূলঃ ॥

পদেহপ্যন্যে

অপি শব্দাদ্ বাক্যেহপি । একাবয়বস্থিতেন ভূষণেন কামিনীবি পদদ্যোতোন
বাস্ত্যেন বাক্যব্যঙ্গ্যাপি ভারতী ভাসতে । তত্র পদপ্রকাশ্যে ক্রমেণোদাহরণানি—

১. যস্য মিত্রাণি মিত্রাণি, শত্রবঃ শত্রবস্তথা ।

অনুকম্প্যাহনুকম্প্যশ্চ, স জাতঃ স চ জীবতি ॥৫১॥

অত্র দ্বিতীয়মিত্রাদিশব্দা আশ্বস্তত্বনিয়ন্তরীয়ত্বেন হপাত্তাদিসংক্রমিতবাচ্যাঃ ।

২. খলববহারা দীর্ঘাঙ্গি দারুণা জহবি, তহবি ধীরাগাং ।

হিঅঅবঅস্-সবহুমা গ হু ববসাআ বিমুজ্জ্বলন্তি ॥৫২॥

অত্র বিমুহ্যন্তীতি ।

৩. ক. লাঘবাং তদসৌ কান্তিচন্দ্রপং স বচঃক্রমঃ ।

তদা সুধাস্পদমভূদধুনা তু জরো মহান্ ॥৫৩॥

অত্র তদাদিপদৈরনুভবৈকগোচরা অর্থাঃ প্রকাশ্যন্তে । যথা বা

খ. 'সুশ্লেষ, সুশ্লথতয়েব নেতুমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে ?

মানং ধংস্ব, ধূতিং বধান, ঋজুতাং দূরে কদরু প্রয়সি' ।

—সখ্যেবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতাননা,

—'নীচৈঃ শংস, হৃদি স্থিতো হি ননু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোযতি' ॥৪৪॥

অত্র ভীতাননেতি । এতেন হি নীচৈঃশংসনবিধানস্য যুক্ততা গম্যতে । ভাবাদীনাং
পদপ্রকাশ্যেহধিকং ন বৈচিত্র্যমিতি ন তদুদাহ্রিয়তে ।

৪. রুধির-বিসর-প্রসাধিতকরবালকরালরুচিরভূজপরিধঃ ।

কটিতি শূককটিবিটিকিতললাটেপটৌ বিভাসি, নৃপ ভীম ॥৫৫॥

অত্র ভীষণীয়স্য ভীমসেন উপমানম্ ।

৫২ । খলবাবহারা দৃশ্যন্তে দারুণা যদিপি, তথাপি ধীরাগাম্ ।

সুদয়-বয়স্য-বহুগতা ন খলু ব্যবসায় বিমুহ্যন্তি ॥

৫. ভূতিমুদিতকুদেকান্তসমাদেশনতৎপরঃ ।

কস্য নানন্দনিসান্দং বিদধাতি সদাগমঃ ? ॥৫৬॥

কাচিং সংকেতদায়িনমেবং মূখ্যয়া বৃত্ত্যা শংসতি ।

৬. সায়ং স্নানমুপাসিতং, মলয়জেনাসং সমালোপিতং,

যাতোহস্তাচলমৌলিমবরমণিবিম্বমদ্রাগতিঃ ।

আশ্চর্যং তব সৌকুমার্যমভিতঃ ক্রান্তাসি যেনাধুনা

নেত্রদ্বন্দ্বমমীলনব্যতিকরং শক্লোতি তেনাসিতুম্ ॥৫৭॥

অত্র বস্তুনা কৃতপদরূপরিচয়া ক্রান্তাসীতি বস্তুরাধুনাপদদ্যোত্যং বাজাতে ।

৭. তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ।

তচ্ছিন্তাবিপদলাহরাদক্ষীণপদ্যচয়া তথা ॥৫৮॥

চিন্তয়ন্তী জগৎসৃতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্

নিরুদ্ধনাসতয়া মূর্ত্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥৫৯॥

অত্র জন্মসহস্রৈরুপভোক্তব্যানি দৃষ্টকৃত-সৃষ্টকৃত-ফলানি বিয়োগ-দুঃখ-চিন্তনাহলা-
দাভ্যামনুভূতানীভূতম্ । এবং চাশেষচয়পদদ্যোত্যো অতিশয়োক্তী ।

৮. ক্ষণদাসাবক্ষণদা, বনমবনং, বাসনমব্যাসনম্ ।

বত বীর, তব দ্বিষতাং পরাঙমুখে স্থয়ি পরাঙমুখং সর্বম্ ॥৬০॥

অত্র শব্দশক্তিমূলবিরোধাজ্জেনার্থান্তরন্যাসেন “বিধিরপি স্বামনুবর্ততে” ইতি
সর্বপদদ্যোত্যং বস্তু ।

৯. ‘তুহ বঙ্গহসস গোসাম্ম আসি অহরো মিলাণ কমল-দলো’ ।

—ইঅ গববহুআ সোউণ কুণই বঅণং মহিসম্‌মহং ॥ ৬১

অত্র রূপকেন জ্ঞাস্য মূহুর্‌মূহুঃ পরিচুবনং তথা কৃতং যেন গ্লানস্বমিতি মিলাপাদি-
পদদ্যোত্যং কাব্যলিঙ্গম্ । এষ স্বভাসম্ভবী ব্যঞ্জকঃ ।

১০. রাইসু চন্দ্রধবলাসু ললিতমপ্‌ফালিউণ জো চাবং ।

একচ্ছত্তং বিঅ কুণই ভূঅণরজ্জং বিজ্জংভংতো ॥ ৬২

অত্র বস্তুনা যেবাং কামিনামসৌ রাজ্ঞা স্মরণভোজ্যো ন কচ্চিদপি তদাদেশপরাঙমুখ
ইতি জাগ্রদ্‌ভিরূপভোগপরৈরেব তৈর্নিশাতিবাহ্যতে ইতি ‘ভূঅণরজ্জ’-পদদ্যোত্যং
বস্তু প্রকাশ্যতে ।

১১. নিশিত-শর-ধিরাপয়তানসো-

দংশি সুদংশঃ স্ববলং, বরসারালে ।

৬১। ‘তব বঙ্গভঙ্গ্য প্রভাত আসীদধরো গ্লানকমলদলম্’ ।

ইতি নববধুঃ শ্রদ্ধা করোতি বদনং মহীসম্মুখম্ ॥

৬২। রাতিষু চন্দ্রধবলাসু ললিতমাম্‌ফাল্য যচ্চাপম্ ।

একচ্ছত্রমিব করোতি ভুবনরাজ্যং বিজ্জম্ভমাণঃ ॥

দিশি নিপতিত যত্ৰ. সা চ তত্ৰ

ব্যতিক্রমে-। সমুন্মিষস্ত্যবহাঃ ॥ ৬০

অত্র বস্তুনা যদুপদবহাঃ পরস্পরবিবর্তনো অপি প্রভবন্তীতি ব্যতিরেক-পদদ্যোত্যা
বিরোধঃ ।

১২. ব্যতিরিক্তস্তো বি পূণো সম্ভাবকদ্বিগুণ হিঅএণ ।

অনহরবঅসুসএণ বিসম্বদ্ধজাই ৭ চলই সে হারো ॥ ৬৪

অত্র বিশুদ্ধজাতিত্বলক্ষণাহত্বলংকারেণ হারোহনবরতং কম্পমান এবান্তে ইতি ৭ চলই-
পদদ্যোত্যাং বস্তু ।

১৩. সো মদুসামলংগো ধমিল্লো কলিঅলিঅণিঅদেহো ।

তাইএ ঋধাহি বলং গহিঅ সরো সুব্রতসংগরে জয়ই ॥ ৬৫

অত্র রূপকেন মদুসামলংগো ধমিল্লো তথা দেশপাশঃ স্কন্ধয়োঃ প্রাপ্তো, যথা রীতিবিবর্তা-
বপানিবৃত্তাভিলাষঃ কামুকোহভূনিত ঋধ-পদদ্যোত্যা বিভাবনা । এষ, কবি-
প্রোক্তোত্তিমাগ্নিশিখরীঃ ॥

১৪. এব-পূর্ণিমা-মংগাসু সূহস্ব কো তং সি ভগসু মহ সচ্চং ।

কা সোহগুং-সমগুংগা পওসর অণি য় ভুহ অচ্চ ॥ ৬৬

অত্র বস্তুনা ময়ীবান্যস্যামপি প্রথমদনরক্তস্বঃ ন তত ইতি 'নবে'-ত্যাদি-'পওসে'-
ত্যাди-পদদ্যোত্যাং বস্তু বাজ্যতে ।

১৫. সাহি, এব-পূর্ণিমা-সমর-স্মি অংকবালীসহীএ গিবিড়াএ ।

হারো গিবারিও বিঅ উচ্ছেরস্তো তদো কহং রমিঅং ? ॥ ৬৭

অত্র বস্তুনা হারচ্ছেদানন্তরমনাদেব রতমবশামভূং তৎকথং কীদৃগীতি ব্যতিরেকঃ
'কহং'-পদগম্যঃ ।

১৬. ক. প্রবিসংতী ঘরবারং বিবলিঅ-বঅগা বিলোইউণ পহং ।

যংখে ঘেস্তুগ ঘড়ং 'হা হা নট্টো'তি রুঅসি সাহি কিংতি ॥ ৬৮

৬৪ । ব্যাখ্যাণোহপি পুনঃ সস্তাপ-কদর্পিভেন স্তদয়েন ।

স্তনভর-বয়স্যেন বিশুদ্ধজাতির্ন চলত্যস্যা হারঃ ॥

৬৫ । স মদুসামল্যাদো ধমিল্লঃ কলিত-ললিত-নিজদেহঃ ।

তস্যাত স্কন্ধাদ্ বলং গৃহীত্বা স্মরঃ সুব্রতসংগরে জয়তি ॥

৬৬ । নব-পূর্ণিমা-মংগাসু সূভগ, স্কন্ধসি ভগ যম সত্যম্ ।

কা সৌভাগ্যসমগ্রা প্রদোষ-রজনীবি তবাদ্য ॥

৬৭ । সাহি, নব-নিখবন-সমরেহ স্কপালী-সখ্যা নিবিড়্যা ।

হারো নিবারিত এবোচ্ছিন্নমাগন্ততঃ কথং রমিতম্ ?

৬৮ । প্রবিশন্তী গৃহদ্বারং বিবলিতবদনা বিলোকা পশ্চানম্ ।

স্কন্ধে গৃহীত্বা ঘটং 'হা হা নট্ট' ইতি রোদিষি সাহি, কিমিতি ?

অত্র হেতুসংকারণে 'সংকেত-নিকেতনং গচ্ছন্তং দৃষ্টবান যদি তত্র গন্তুমিচ্ছসি, তদা
অপরং ঘটে গৃহীত্বা গচ্ছে'-তি বস্তু 'কিংতি'-পদ-দ্যোতায়ম্ । যথা বা

খ. বিহলংখলং তুমং সহি, দট্টুণ কুডেণ তরলতরদিট্ঠিৎ ।

বারপ্-ফংস-মিসেণ অ অংপা. গরুওত্তি পাডিঅ বিহিগো ॥ ৬৯

অত্র নদীকূলে লতাগহনে কৃতসংকেতমপ্রাপ্তং গৃহপ্রবেশাবসরে পশ্চাদাগতং দৃষ্টবান
পুনর্নদীগমনায় দ্বারোপঘাতব্যাঞ্জে বুদ্ধিপূর্বং ব্যাকুলতয়া ত্রয়া ঘটে স্ফোটিত ইতি
ময়া চিহ্নিতং তং কিমিতি নান্ববিসিষি তৎসমীহিতসিদ্ধয়ে ব্রজ, অহং তে শ্বশ্রুনিকটে
সর্বং সমর্থয়িষ্যে, ইতি দ্বারস্পর্শনব্যাঞ্জেনেত্যপহৃত্য বস্তু ।

১৭. জোহংগাইং মহরসেণ অ বিইয়-তারুউৎসু-অমণা সা ।

বুড়্ঢাবি গবোঢ়িঅ পরবহুআ অহহ হরই তুহ হিঅঅং ॥ ৭০

অত্র কাব্যলিঙ্গেন বৃদ্ধাং পরবধুং অস্মান্দুজ্জ্বলিতাভিজবসীতি স্বদীরমাচরিতং বস্তুং
ন শক্যমিত্যাক্ষেপঃ 'পরবহু'-পদপ্রকাশ্যঃ ।

এষ* কবিনিবদ্ধ-বস্তু-প্রোড়োক্তি-মাত্র-নিপেন্নশরীরঃ । বাক্যপ্রকাশ্যে তু পূর্বম্
(১-২ শ্লোকয়োঃ) উদাহৃতম্ ॥

শব্দার্থোভয়শব্দ্যভবন্ত পদপ্রকাশ্যো ন ভবতীতি পণ্ডিতংশদভেদাঃ ।

প্রবন্ধেহপার্থশক্তিভূঃ ॥১৯॥

যথা গৃধ্ণগোমায়ুসংবাদাদৌ ।

অলং স্থিত্বা শ্মশানেহস্মিন্ গৃধ্ণ-গোমায়ু-সংকূলে ।

ককালবহলে ঘোরে সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করে ॥

ন চেহ জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ ।

প্রিয়ো বা যদি বা দৈব্যাঃ প্রাণিনাং গতিরীদৃশী ॥৭২॥

ইতি দিবা প্রভবতো গৃধস্য পুরুষাবিসর্জনপরমিদং বচনম্ ।

আদিত্যোহয়ং স্থিতো মৃঢ়াঃ স্নেহং কুরুত সাম্প্রতম্ ।

বহুবিঘ্নো মহত্তোহয়ং জীবদপি কদাচন ॥৭৩

অমরং কনকবর্ণাভং বালমপ্রাপ্তমৌবনম্ ।

গৃধ্রবাক্যং কথং মৃঢ়াস্ত্যজধর্মবিশত্বিকতাঃ ? ৭৪॥

ইতি নিশি বিজ্ঞানভ্রমণস্য গোমায়োজ্জনবাবর্তননিষ্ঠং চ বচনমিতি প্রবন্ধ এব
প্রথমে । অন্যে একাদশ ভেদা গ্রন্থবিস্তরভয়ামোদাহৃত্যঃ, স্বয়ং তু লক্ষণতোহনু-
সৃতব্যঃ । অপি-শব্দাঃ পদবাক্যয়োঃ ।

৬৯ । বিশংখলাং আং সখি দৃষ্টবান কুটেন তরলতর-দৃষ্টিম্ ।
দ্বারস্পর্শমিষণে চাত্মা গরুও ইতি পাভয়িত্বা বিভিন্নঃ ॥

৭০ । জোহংগাইং মহরসেন চ বিতীর্ণ-তারুণ্যোৎসুকমনাঃ সা ।
বুদ্ধাপি নলোড়ৈব পরবধুরহহ হরতি তব হৃদয়ম্ ॥

* ৬২-৭০ সংখ্যাক্ষেপ প্রোক্ষেপ ।

পদৈকদেশ-রচনাবর্ণেৎপি* রসাদয়ঃ ।

তন্ন প্রকৃত্যা যথা

১. ক. রইকেলি-ইহাণিবসণ-করকিসলস-রুদ্রনয়নজু-অলস্‌স ।

রুদ্রস্‌স তইঅণঅণং পশ্বদৈ-পরিচুশ্বিতং জঅই ॥৭৫

অথ ভয়তীতি ন তু শোভতে ইত্যাদি । সমানেহপি হি হৃগল-ব্যাপারে
লোকান্তরেণৈব ব্যাপারেণাস্য পিধানমিতি তদেবোৎকৃষ্টম্ ।

যথা বা,

খ. প্রেয়ান্ সোহয়গপাকৃতঃ সশপথং পাদানতঃ কান্তয়া

স্থিরাণ্যেব পদানি বাসভবনাদ্ যাবন্ন যাতুন্মনাঃ ।

তাবৎ প্রত্যুত পাণিসম্পদগলন্ নীবিবিনবন্ধং ধৃতো

ধাবিত্তেব কৃতপ্রণামকমহো, প্রেয়ো বিচিত্রা গতিঃ ! ৭৬॥

২. তিঙ্‌সুপোষ্যথা,

ক. পথি পথি শকচন্দ্রচারু-রাভাঙ্কুরাণাং

দিশি দিশি পবমানো বীরুধাং লাসকশ্চ ।

নরি নরি কিরতি দ্রাক্ সাম্বকান্ পদ্পদম্বা

পদরি পদরি বিনিবৃত্তা মানিনী-মান-চর্চা ॥৭৭॥

অত্র কিরতীতি বিবরণস্য সাধাগানঞ্চ নিবৃত্তেতি, নিবর্তনস্য সিদ্ধত্বং, তিঙা সুগা
চ ভগ্নাপি ক্ত-প্রত্যয়েনাভীতং দ্যোভ্যতে ।

যথা বা,

খ. লিখনান্তে ভূমিং বহিরবনতঃ প্রাণদয়িতো

নিরাহারঃ সখ্যঃ সতত-রুদিতোচ্ছ্বন-নয়নাঃ ।

পরিভ্রমং সর্বং হৃসিতপঠিতং পঞ্জরশুকৈঃ

তবাবস্থা চেয়ং বিসৃজ্য কঠিনে মানমধুনা ॥৭৮॥

অত্র লিখমিতি ন তু লিখতীতি, তথা আন্তে ইতি ন তু আসীত ইতি, অপি
তু প্রসাদপৰ্য্যন্তমান্তে ইতি, ভূমিমিতি ন তু ভূমাবিতি, ন হি বুদ্ধিপূর্বকমপরাং
কিঞ্চিল্লিখতীতি তিঙ্‌সুপুণ্ডিতানাং ব্যঙ্গ্যম্ ।

* অপি=পদেষু, বাক্যেষু, প্রবন্ধেষু চ । পদৈকদেশানাং ব্যঙ্গকত্বমুদাহৃতম্

৭৫-৮৮ শ্লোকেষু । বর্ণরচনানাং ব্যঙ্গকত্বমুদাহৃতম্ অষ্টমে উল্লাসে ।

৭৫. রতিকেলি-হৃতনিবসন-করকিসলয়-রুদ্রনয়নযুগলস্য ।

রুদ্রস্য তৃতীয়নয়নং পার্বতী-পরিচুশ্বিতং জয়তি ।

৩. সম্বন্ধস্য যথা

গামারদুহস্মি, গামে বসামি, গঅরট্ঠিইং গ জাগামি ।

গঅরিআণং পইণো হরেমি, জা হোমি সা হোমি ॥৭৯

অত্র নাগরিকাগামিস্তি ষষ্ঠ্যাঃ ।

৪. 'রমণীয়ঃ কৃত্রিয়কুমার আসীৎ' ইতি কালস্য ।

এষা হি ভগ্ন-মহেশ্বরকামদুকং দাশরথিং প্রতি কুপিভস্য ভাগবস্যোক্তিঃ ।

৫. বচনস্য যথা,

ভাণ গুণগ্রহণাণং, ভাণদুঃখাণং তস্ম পেম্মস্স ।

ভাণ ভণিআণং সুন্দর এরিসিঅ জাঅমবসাণং ॥৮০

অত্র গুণগ্রহণাদীনাং বহুত্বং প্রেম্নশ্চৈকত্বং দ্যোত্যতে ।

৬. পুরুষব্যত্যয়স্য যথা,

রে রে চণ্ডললোচনাণ্ডিতরুচে চেতঃ, প্রমুচ্য হির-

প্রেমাণং মহিমান-মেগনয়নামালোক্য কিং নৃত্যসি ?

কিং, মন্যো বিহরিষ্যসে, বত, হতাং মৃগাস্তরাণাভিমাম্,

এষা কণ্ঠতটে কৃত্য খলু শিলা সংসারবারাংনিধৌ ॥৮১॥

অত্র প্রহাসঃ ।

৭. পূর্বনিপাতস্য যথা

যেষাং দোর্বলমেব দুর্বলতয়া তে স্মৃত্যনৈবপি

প্রায়ঃ কেবলনীতিরীতিশরণেঃ কাষং কিমুদ্বীষবরৈঃ ?

যে ক্ষমাশক্ত, পুনঃ পরাক্রম-নয়-স্বীকার-কাস্তক্ৰমা-

স্তে সূদনৈব ভবাদৃশা-স্ফিগ্ৰগতি বিগ্রাঃ পবিগ্রাঃ পরম্ ॥৮২॥

অত্র পরাক্রমস্য প্রাধান্যমবগম্যতে ।

৮. বিভক্তি-বিশেষস্য যথা,

প্রথনাধ্বনি ধীরধনুর্ধ্বনিভূতি বিধুট্টে-রষোধি তব দিবসম্ ।

দিবসেন তু নরপ ভবানযদু বিধিসিদ্ধসাধুবাদপদম্ ॥৮৩॥

অত্র দিবসেনেত্যপবর্গতৃতীয়া ফলপ্রাপ্তিং দ্যোতয়তি ।

৯. ভ্রমো ভ্রুয়ঃ সবিধ-নগরী-রথায়্যা পর্যটন্তঃ

দৃষ্টো দৃষ্টো ভবনবলভী-তুঙ্গবাতায়নস্থা ।

সাক্ষাৎকামং নবমিব রত্নমালতী মাধবং যং

গাঢ়োৎকণ্ঠা-সদলিতলদলিতৈরঙ্গকৈস্তাম্যতীতি ॥৮৪॥

৭৯. গ্রামরুহস্মি, গ্রামে বসামি, নগরস্থিতিং ন জানামি ।

নাগরিকাগাং পতীন্ হরামি ; যা ভবামি সা ভবামি ॥

৮০. তেষাং গুণগ্রহণানাং, তাসামুৎকণ্ঠানাং, তস্য প্রেম্নঃ ।

তাসাং ভণিতানাং, সুন্দর, উদ্যম জাতমবসানম্ ॥

অত্যানুকম্পাবৃত্তেঃ করূপ-তত্ত্বিতস্য ।

১০. পরিচ্ছেদাতীতঃ সকলবচনানা-মবিষয়ঃ

পুনর্জন্মনাম্মননভবপথং যো ন গন্তবান্ ।

বিবেক-প্রধঃমাদ্ উপচিত-মহামোহগহনো

বিকারঃ কোহপাস্তজ্জড়্যাতি চ তাপং চ কুরুতে ॥৮৫॥

অত্র প্রশংসাস্যোপসর্গস্য ।

১১. কৃতং চ গবতিমদ্বং মনস্বয়া

কিমন্যদেবং নিহতাশ্চ নো দ্বিষঃ ।

তমাংসি তিষ্ঠন্তি হি তাবদংশুমান্

ন যাবদায়াত্বাদয়াদ্ভিমৌলিতাম্ ॥৮৬॥

অত্র তুল্যযোগিতা-দ্যোতকস্য 'চ' ইতি নিপাতস্য ।

১২. রামোহসৌ ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ প্রাপ্তঃ প্রসিদ্ধিঃ পরা-

মঙ্গদ-ভাগ্য-বিপর্ষ্যাদ্ যদি পরং দেবো ন জানাতি তন্ম ।

বন্দীবৈষ যশাংসি গায়তি মরুদ্ যস্যৈকবাণাহতি-

শ্রেণীভূতবিশালতালবিবরোদগুণৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভিঃ ॥৮৭॥

অত্রাস্যবিতি ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ সর্বনামপ্রতিপাদিকবচনানাং ন হৃদিতি ন
মদিতি, অপি অস্মদিত্যস্য সর্বাঙ্কেপিণঃ ভাগ্যবিপর্ষ্যাদ্ ইত্যন্যথাসম্পত্তিমুখেন ন
সভাবমুখেনাভিধানস্য ।

১৩. তরুণির্মান কলয়তি কলাম-নৃমদনধন-বর্ধ্বোঃ পঠত্যগ্রে ।

অধিবসতি সকল-ললনা-মৌলিমিয়ং চকিত-হরিণ-চলনয়না ॥৮৮॥

অত্র ইমনিজ-ব্যয়ীভাব-কর্মভূতাদ্বারাণাং স্বরূপস্য তরুণ্যে, ইতি ধনুঃ সমীপে,
ইতি মৌলৌ বসতীতি স্বাদিভিস্তলো, এষাং বাচক্যে, অস্তি কশিচৎ স্বরূপস্য বিশেষো
যশচমৎকার-কারী স এব ব্যঞ্জকঃ প্রাপ্নোতি ।

এবান্যোষামপি বোদ্ধব্যম্ ।

বর্ণ-রচনানাং ব্যঞ্জকঃ গুণ-স্বরূপনিরূপণে** উদাহরিষ্যতে ।

অপি-শব্দাং প্রবন্ধে নটকাদিষু ।

এবং রসাদীনাম্ পূর্বগণিতভেদাত্মাং সহ ষড়্ভেদাঃ ।

ভেদান্তদেকপঞ্চাশৎ

ব্যখ্যাতাঃ ।

তেষাং চান্যান্যবোধনে ॥২০

সংকরেণ তিরুপেণ সংস্কৃত্য চৈকরূপয়া ।

* অন্যোষাম্ পদৈকদেশানাং ব্যঞ্জকমপি এবং বোদ্ধব্যম্ ।

** স্পষ্টমোদ্যাসে ।

ন কেবলং শব্দা এবৈকপাশদভেদা ভবন্তি । যাবৎ তেষাং স্বপ্রভেদৈরেক-
পাশতা, সংগয়াস্পদেষু অনগ্রাহকতয়া একব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন চৈতি ত্রিবিধেন
সংকরেণ পরস্পরনিরপেক্ষরূপৈকপ্রকারয়া সংসৃষ্ট্যা চৈতি চতুর্ভির্গুণেন ।

বেদ-খান্ধ-বিয়চ্ছদ্রাঃ

শব্দভেদৈঃ সহ

শরেষু-মদগ-বেদবঃ ॥২১॥

তত্র দিঙ্-মাগ্রমুদাহ্রিতে ।

খণ-পাহর্গিআ, দেঅর, জাআএ সুহঅ কিংপি দে ভগিআ ।

রুঅই পডোহর-বলহী-ঘরস্মি অগুণিগুউ বরাঈ ॥৮৯

অগ্রানুনয়ঃ কিমুপভোগ-লক্ষণেহথাস্তরে সংক্রমিতঃ, কিমনূরগনন্যায়েনোপভোগে
এব ব্যঙ্গ্যে ব্যঞ্জক ইতি সন্দেহঃ ।

স্নিগ্ধ-শ্যামল-কাস্তি-লিপ্ত-বিয়তা বেল্লদ্বলাকা ঘনাঃ

বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদসুহৃদামানন্দকেকাঃ কলাঃ ।

কামং সমুদ্রং কঠোরহৃদয়ো রামোহস্মি সর্বং সহে

বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হ হা হা দেবি ধীরা ভব ॥৯০॥

অত্র লিপ্তেতি পয়োদসুহৃদামিতি চ অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যয়োঃ সংসৃষ্টিঃ । তাভ্যাং
সহ রামোহস্মীত্যাস্তর-সংক্রমিতবাচ্যস্যানগ্রাহকভাবেন রামপদলক্ষণৈকব্যঞ্জকানু-
প্রবেশেন চাখ্যস্তিরসংক্রমিতবাচ্যরসধরন্যোঃ সংকরঃ । এবমন্যদপ্যদাহার্ম্ ।

ইতি কাব্যপ্রকাশে ধর্মানিনির্ণয়ো নাম চতুর্থ উল্লাসঃ ॥

পঞ্চম উল্লাসঃ

এবং ধরনৌ নির্ণীতে গুণীভূতব্যাঙ্গ্যপ্রভেদানাং—

অগুঢ়মপরস্যাঙ্গং বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গমক্ষুটম্ ।

স্নিগ্ধতুল্যপ্রাধান্যে কাক্ষাঙ্কিতমসুন্দরম্ ॥১

ব্যাঙ্গ্যমেবং গুণীভূতব্যাঙ্গ্যাস্টৌ ভিদাঃ স্মৃতাঃ ।

কামিনীকুচকলশবৎ গুঢ়ং চমৎকরোতি । অগুঢ়ং তু ক্ষুটতয়া বাচ্যায়মানমিতি
গুণীভূতমেব ।

১. অগুঢ়ং যথা

ক, যস্যাসুহৃৎ-কৃত-তিরস্কৃতিরেতা, তপ্ত-

সুচীবাধব্যতিকরেণ যদনন্তি কর্ণৌ ।

৮৯ ক্ষণ-প্রাঘর্গিকা, দেবর, জায়য়া সুভগ কিমপি তে ভগিতা ?

রৌদ্রিতি গৃহপশ্চাদ্ভাগ-বলভীগৃহেহনুনীয়তাং বরাণী ॥

কাণ্ডীগুণগুণনভাঙ্গনমেঘ সোহাগি ;
জীবায় সম্প্রতি ভবামি কিমাবহামি ॥১৫॥

অত্র জীবমিত্যখ্যাতরসস্তেমিতবাচ্যস্য ।

খ. উমিষ্ম-কোকনদ-রেণু-পিপাসিতাসা
গাম্ভীৰ্য্য মজ্জা মধুপা গৃহদীর্ঘিকাসু ।
এতচ্চকাস্তি চ রবেন'ববন্ধুজীব-
পদ্পচ্ছদাভমদমাচলচুম্বি বিম্বম্ ॥১৬॥

অত্র চুম্বনস্যাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যস্য ।

গ. অগ্রাসীং ফণি-পাশ-বন্ধনবিধিঃ ; শত্ৰুভবদ্বেদবরে
গাঢ়ং বক্ষসি তাড়িতে হনুমতা দ্রোণাদিরগ্রহতঃ ।
দিবৈরিম্ভজিহ্ব দক্ষিণশরৈলোকাস্তরং প্রাপিতঃ
কেনাপ্যত্র মৃগাশ্চি, রাক্ষসপতে: কৃতা চ কণ্ঠাটবী ॥১৭॥

অত্র কেনাপ্যত্রেত্যর্থশক্তিগুণানন্দরগনরূপস্য । 'তস্যাপ্যত্র' ইতি যুক্তঃ পাঠঃ ।

২. অপরস্য রসাদেবাচ্যস্য বা (বাক্যার্থভূতস্য) অঙ্গং,—রসাদি অনুরগনরূপং
বা । যথা

ক. অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমদ'নঃ
নাভ্য-রু-জঘন-স্পর্শা নীবীবিপ্রংসনঃ করঃ ॥১৮॥

অত্র শৃঙ্গারঃ করুণস্য ।

খ. কৈলাসা-লয়-ভাল-লোচন-রুচা নিব'তি'তালত্ক-
ব্যক্তিঃ পাদ-নখ-দ্যুতিগিরিভূবঃ সা বঃ সদা শ্রায়তাম্ ।
স্পর্ধাবন্ধসমুদ্রয়েব সুদৃঢ়ং রুচা যয়া নেত্রয়োঃ
কাস্তিঃ কোকনদান্দকারসরসা সদ্যঃ সমুৎসার্যতে ॥১৯॥

অত্র ভাবিস্য রসঃ ।

গ. অত্যাচ্চাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি গিরয়ঃ, স্ফারান্তথাস্তোদয়-
স্তানেতানপি বিম্বতী কিমপি ন ক্রান্তাসি, তুভ্যং নমঃ ।
আশ্চর্যেণ মূহমূহঃ স্তুতিমিতি প্রস্তোমি যাবদ্ ভুব-
স্তাবদ্ বিম্বদিমাং স্মৃতস্তব ভূজো, বাচস্ততো মাদ্বিতাঃ ॥২০॥

অত্র ভাবিষ্যো রত্যাখ্যো ভাবো রাজবিষয়স্য রতিভাবস্য ।

ঘ. বন্দীকৃত্য নৃপ, দ্বিষাং মৃগদংশস্তাঃ পশ্যাতাং প্রেয়সাং
শ্রিযান্তি প্রণমন্তি স্যান্তি পরিতচ্ছবন্তি, তে সৈনিকাঃ ।
অস্মাকং সুকৃতেদর্শোনিপততোহসৌচিত্যবারাংনিধে
বিধবস্তা বিপদোহখিলান্তদিত তৈঃ প্রত্যখিভিঃ স্তুত্বসে ॥২১॥

অত্র ভাবস্য রসাস্তাস-ভাবান্তাসৌ প্রথামধ্ব-দ্বিতীয়াদ্যোত্যৌ ।

৩. অবিরল-করবাল-কম্পনৈন্দ্র-কুটি-তজ্জ-ন-গজ্জ-নৈন্দ্র-হঃ ।

দদৃশে তব বৈরিণাং মদঃ, স গতঃ হ্যপি তবেক্ষণে ক্ষণাৎ ॥৮৯॥

অত্র ভাবস্য ভাবপ্রশমঃ ।

৮. সাকং কদরঙ্গকদৃশা মধুপানলীলাং

কতুং সদৃশ্চিহ্নরিপি বৈরিণি তে প্রবৃন্তে ।

অন্যাভিধায়ি তব নাম বিভো, গৃহীতং ।

কেনাপি তত্র বিষমামকরোদবস্থাম্ ॥৯০॥

অত্র গ্রাসোদয়ঃ ।

৯. অসোঢ়া তৎকালোল্লসদসহভাবস্য তপসঃ

কথানাং বিশ্রান্তেত্ব চ রসিকঃ শৈলদাহিতুঃ ।

প্রমোদং বো দিশ্যাৎ কপটবটুবেষাপনয়নে

স্বরা-শৈথিল্যাভ্যাং যদুগপদভিযুক্তঃ স্মরহরঃ ॥৯০॥

অত্র আবেগ-ঐধর্যোঃ সন্ধিঃ ।

১০. 'পশ্যেৎ কশিচৎ ! চল চপল রে । কা স্বরা ? অহং কুমারী ।

হস্তালম্বং বিতর । হ হ হা বদ্যংক্রমঃ ! কাসি ? যাসি ?'

—ইং, পৃথবীপরিবৃট, ভবদ্বিধিষোহরণ্যবৃন্তেঃ

কন্যা কংচিৎ ফলকিসলয়ান্যাদদান্যভিধন্তে ॥৯১॥

অত্র শঙ্কাসূর্যাদিত্যস্মৃতিপ্রমদৈন্যবিবোধাৎসূক্যানাং শবলতা । এতে চ রসবদাদ্যা-
লংকারাঃ । যদ্যপি ভাবোদয়-ভাবসন্ধি-ভাবশবলতানি নালংকারতরা উক্তানি, তথাপি
কশিচৎ সূর্যাদিত্যেবমুক্তম্ ।

যদ্যপি স নাস্তি কশিচদ্বিষয়ঃ যত্র ধনি-গুণীভূতব্যঙ্গ্যয়োঃ স্বপ্রভেনাদিভিঃ সহ
সংকরঃ সংসৃষ্টীর্বা নাস্তি, তথাপি 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশো ভবন্তী'-তি কশিচৎ কেনচিদ-
ব্যবহারঃ ।

১১. জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃক্ষাশ্চিত্তিহিয়া

'বচো বৈদেহী'-তি প্রতিপদমদশ্চ প্রসপিভম্ ।

কৃতালংকাভত্ব'ব'দনপরিপাটীষ্মটনা

ময়াপ্তং রামস্বং, কদম্বলবসুতা ন অধিগতা ॥৯২॥

অত্র শব্দশক্তিমূলানুগুনরূপো রাঘবেন সহোপমানোপমেয়ভাবো বাচ্যাক্রতাং নীতিঃ ।

১২. আগতা সম্প্রতি বিয়োগবিসংল্লাঙ্গী-

মন্তোজিনীং, কচিদপি ক্ষপি ত্রিধামঃ ।

এতাং প্রসাদয়তি, পশ্য, শনৈঃ প্রভাতে,

ভবন্তি । পাদপতনে সহস্ররশ্মিঃ ॥৯৩॥

অত্র নান্যকবৃত্তান্তোহর্থশক্তির্মলো বস্তুরূপো নিরপেক্ষরবিকমলিনীবৃত্তান্তাধ্যারোপে-
নৈব স্থিতঃ ।

খ. বাচ্যসিদ্ধাসং যথা,

ক. স্মিম, -রতিম, -লসহৃদয়তাং, প্রলয়ং, মৃচ্ছা, তমঃ, শরীরসাদম্ ।
মরণং চ জলদ-ভুজগজং প্রসহ্য কদরূতে বিষং বিষোগিনীনাম্ ॥

অত্র হলাহলং ব্যঙ্গ্যং ভুজগরূপস্য বাচ্যস্য সিদ্ধিকং ।

যথা বা

খ. গচ্ছাম্যচ্যুত ; দর্শনেন ভবতঃ কিং তৃপ্তিরূপদ্যতে ?

কি শুভং বিজ্ঞনশ্চয়োহ'তজনঃ সম্ভাবয়ত্যান্যথা ।

—ইত্যামন্ত্রণ-ভঙ্গি-সূচিত-বৃথাবস্থান-খেদালসা-

মাশ্লিষ্যন্ পূলকোৎকরাণ্ডিত-তনুগেপিং হরিঃ পাতু বঃ ॥১৫॥

অগ্রাচ্যুতাদি-পদ-ব্যঙ্গ্যামন্ত্রণেত্যাদিবাচ্যস্য । এতচ্চৈকত্র একবক্তৃগতত্বেন অপূর্ণ
ভিন্নবক্তৃগতত্বেন তানয়োভেদঃ ॥

৪. অক্ষুটং যথা

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা, দৃষ্টে বিচ্ছেদভীরুতা ।

নাদৃষ্টেন ন দৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সূতম্ ॥১৬॥

অগ্রাদৃষ্টো যথা ন ভবসি, বিষোগভয়ং চ যথা নোৎপদ্যতে, তথা কদা ইতি ক্লিষ্টম্ ॥

৫. সন্দিগ্ধপ্রাধান্যং যথা

হরন্তু কিঞ্চিং-পরিবৃত্তধৈর্য'চন্দ্রোদয়ারন্ত ইবাম্বদরাশিঃ ।

উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারায়ামাস বিলোচনানি ॥১৭॥

অত্র পরিচুম্বিতুমৈচ্ছাদিতি কিং প্রতীয়মানং কিং বা বিলোচন-ব্যাপারং বাচ্যং প্রধান-
মিতি সন্দেহঃ ॥

৬. তুল্যপ্রাধান্যং যথা,

ব্রাহ্মণাভিক্রমত্যাগো ভবতামেব ভূতয়ে ।

জামদগ্ন্যস্তথা মিত্রমন্যাথা দূর্ম'নায়তে ॥১৮॥

অত্র জামদগ্ন্য : সর্বেষাং ক্ষত্রিয়ানামিব রক্ষসাং ক্ষণাং ক্ষয়ং করিষ্যতীতি ব্যঙ্গ্যসা
বাচ্যস্য চ সমং প্রাধান্যম্ ॥

৭. কার্কাক্ষপ্তং যথা,

মথ্যামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাং

দঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যরন্তঃ ।

সংচূর্ণ'য়ামি গদয়া ন সূযোধনোরু

সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন ॥১৯॥

অত্র মথ্যাম্যেবেত্যাদি ব্যঙ্গ্যং বাচ্যানিষেধসহভাবেন স্থিতম্ ॥

৮. অসদ্ব্যবস্থা,

বাণীর-কুঞ্জ-উড়ীণ-সউণি-কোলাহলং সদৃশংতীএ ।

ঘরকম-বাবডাএ বহুএ সীঅস্তি অংগাইং ॥২০

অত্র দত্তসংকেতঃ কশিচল্লতাগহনং প্রবিষ্ট ইতি ব্যঙ্গ্যং সীদন্ত্যঙ্গানীতি বাচ্যং
সচমৎকারম্ ।

এথাং ভেদা যথাযোগং বৌদিতব্যশ্চ পদবৎ ॥২১

যথাযোগমিতি

“ব্যজ্যন্তে বস্তুমাত্রেন যদালংকৃতয়ন্তদা ।

ধ্বং ধন্যঙ্গতা তাসাং কাব্যবৃন্তেন্দ্রদাগ্রয়াং ॥”

ইতি ধ্বনিকরোক্তাদিশা বস্তুমাত্রেন যত্রালংকারো ব্যজ্যতে, ন তত্র গুণীভূত-
ব্যঙ্গ্যম্ ।

সালংকারৈর্ধ্বনৈস্তৈশ্চ যোগঃ সংসৃষ্টিসংকরৈঃ ।

সালংকারৈরিতি তৈরেবালংকারৈঃ অলংকারষট্শ্চ তৈঃ । তদন্তঃ ধ্বনিকৃতা

“স গুণীভূতব্যাঙ্গ্যঃ সালংকারৈঃ সহ প্রভেদৈঃ স্বেঃ ।

সংকর-সংসৃষ্টিভ্যাং পুনরপ্যুদ্ভ্যাততে বহুধা ॥” ইতি ।

অন্যোন্মোহযোগাদেবং স্যাদ্ ভেদসংখ্যাতিভূয়সী ॥৩১

এবমেনে প্রকারেণ অবাস্তর-ভেদগণনেতি প্রভূততরা গণনা । অথাহি—শঙ্কর-
সৈব ভেদপ্রভেদগণনায়ামানন্ত্যম্ । কা গণনা তু সর্বেষাম্ ।

সংকলনে পুনরস্য ধ্বনেন্দ্রয়ো ভেদাঃ । ব্যঙ্গ্যস্য ত্রিরূপত্বাৎ । তথা হি—
কিঞ্চিদ্ বাচ্যতাং সহতে, কিঞ্চিং স্বন্যথা । তত্র বাচ্যতাসহম্, অবিচিত্রং, বিচিত্রং
চৈতি । অবিচিত্রং বস্তুমাত্রং, বিচিত্রং স্বলংকাররূপম্ । যদ্যপি প্রাধান্যেন তদ্ অলং-
কার্যং, তথাপি স্বাক্ষরগণনায়ামন্যে তথোচ্যতে । রসাদিলক্ষণস্বার্থঃ স্বপ্নেহপি ন
বাচ্যঃ । স হি রসাদিশব্দেন শঙ্করাদিশব্দেন বাভিধীয়তে । ন চাভিধীয়তে ।
তৎপ্রয়োগেহপি বিভাবাদ্যপ্রয়োগে তস্যাপ্রতিপত্তেঃ, তদপ্রয়োগেহপি বিভাবাদি-
প্রয়োগে তস্য প্রতিপত্তেঃ চত্যবয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিভাবাদ্যভিধানদ্বারেণৈব প্রতীয়তে
ইতি নিশ্চীয়তে ।

তেনাসৌ ব্যঙ্গ্য এব । মূখ্যার্থবোধাদ্যভাবান্ন পুনর্লক্ষণীয়ঃ । অথাস্তরসংক্রমিতা-
ত্যস্ততিরস্কৃতবাচ্যারোবস্তুমাত্ররূপং ব্যঙ্গ্যং বিনা, লক্ষণৈব ন ভবতীতি প্রাক্ প্রতি-
পাদিতম্ । শব্দগতিমূলে তু অভিধায়া নিরশ্রণেনানভিধেয়স্যাধাস্তরস্য বস্তুমাত্রস্য
তেন সহোপমাদেবংলংকারস্য চ নির্বিবাদং ব্যঙ্গ্যম্ ।

অর্থশক্তিমূলেহপি বিশেষে সংকেতঃ কন্তুং ন বৃজ্যতে ইতি সামান্যরূপাণাং

২০. বাণীর-কুঞ্জোস্তীন-শকুনি-কোলাহলং শব্দবন্ত্যাঃ ।

গৃহকর্মব্যাপ্ততয়া বধনাঃ সীদন্ত্যঙ্গানি ॥২০॥

পদার্থানামাকাংক্ষা-সংনিধি-যোগ্যতাবশাৎ পরস্পরসংসর্গো যথাপদার্থোহপি বিশেষ-
রূপো বাক্যার্থস্তথাভিহিতান্বয়বাদে কা বাস্তা বাস্তাস্যাভিধেয়তায়াম্ ? যেহপ্যাহঃ ।

“শব্দবুদ্ধ্যভিধেয়াংশ্চ প্রত্যক্ষেণাত পশ্যতি ।

শ্রোতৃশ্চ প্রতিপন্নত্বমনুমানেন চেষ্টয়া ॥১॥

অন্যথানুপপত্ত্যা তু বোধেচ্ছত্তিং দ্বয়াধিকাম্ ।

অথাপত্ত্যা-ববোধেত সম্বন্ধং ত্রিপ্রমাণকম্ ॥২॥

ইতি প্রতিপাদিতদিশা ‘দেবদত্ত গামানয়’ ইত্যাদ্যুক্তম-বুদ্ধবাক্যপ্রয়োগাদ-
দেশাদ্ দেশান্তরং সামান্যাদিমন্তমর্থঃ মধ্যমবুদ্ধে নয়তি সতি, অনেনাস্মাদ্-বাক্যা-
দেবংনিধৌহর্থঃ প্রতিপন্ন ইতি তচ্চেষ্টয়ানুমান তয়োরখণ্ডবাক্যবাক্যার্থস্মোরখা-
পত্ত্যা বাচ্যব্যাক্তভাবলক্ষণং সম্বন্ধমবধার্য বালন্ত্য বদ্যপদ্যতে । পরতঃ, চৈত্র,
গামানয়,’ ‘দেবদত্ত, অশ্বমানয়,’ ‘দেবদত্ত, গাং নয়’ ইত্যাদিবাক্যপ্রয়োগে তস্য
তস্য শব্দস্য তং তমর্থমবধারয়তীতি অন্বয়-ব্যতিরেকাত্যাং প্রবৃ্ত্তিনিবৃ্ত্তিকারি
বাক্যমেব প্রয়োগযোগ্যমিতি বাক্যস্থিতানামেব পদানামিবিতৈঃ পদার্থৈর্নিস্বিতানামেব
সংকেতো গৃহ্যতে ইতি বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ ।

ন তু পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যম্ ।

যদ্যপি বাক্যান্তরপ্রযুক্ত্যমানান্যপি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়েন তান্যেবৈতানি পদানি
নিশ্চীয়ন্ত ইতি পদার্থান্তরমাত্রেনান্বিতঃ পদার্থঃ সংকেতগোচরঃ । তথাপি সামান্যা-
বচ্ছাদিতো বিশেষরূপ এবাসৌ প্রতিপদ্যতে, ব্যতিরেকজানাং পদার্থানাং তথাভূতবাদ্
ইত্যান্বিতাভিধানবাদিনঃ ।

তেষামপি মতে ‘সামান্যবিশেষরূপঃ পদার্থঃ সংকেতবিষয়’ ইত্যতিবিশেষভূতো
ব্যাক্যার্থান্তর্গতঃসংকেতিতত্বাদ্ অবাচ্য এব যত্র পদার্থঃ প্রতিপদ্যতে, তত্র দূরে
অর্থান্তরভূতস্য ‘নিঃশেষচ্যুতে’-ত্যাদৌ বিখ্যাদেশচর্চা ।

অন্বিতোহর্থোহিভিহিতান্বয়ে, পদার্থান্তরমাত্রেনান্বিতাভিধানে; অর্থবিষয়শেষ-
বাচ্য এব ইত্যুভয়নয়েহপ্যপদার্থ এব বাক্যার্থঃ ।

যদপদ্য্যতে নৈমিত্তিকানুসারেণ নিমিত্তানি কল্প্যন্তে ইতি । তত্র নিমিত্তত্বং
কারকত্বং জ্ঞাপকত্বং বা শব্দস্য । প্রকাশকত্বান্ন কারকত্বম্ ; জ্ঞাপকত্বং তু অজ্ঞাতস্য
কথম্ ? জ্ঞাতত্বং চ সংকেতেনৈব, স চান্বিতমাত্রো । এবং চ নিমিত্তস্য নিয়ত-
নিমিত্তত্বং যাবন্ন নিশ্চিতং তাবন্মৈমিত্তিকস্য প্রতীতির্যেব কথম্ ? ইতি নৈমিত্তিকানু-
সারেণ নিমিত্তানি কল্প্যন্তে ইত্যবিচারিতাভিধানম্ ।

যে ভূভিধতি ‘সৌহৃদ্যমিষোরিব দীর্ঘ-দীর্ঘ’তরো ব্যাপার’ ইতি ‘সংপন্নঃ শব্দঃ স
শব্দার্থঃ’ ইতি বিধিরেবার বাচ্য ইতি, তেহপ্যতাৎপৰ্যজ্ঞাতত্বপৰ্য্যবচ্যাত্তেদে’বানাং
প্রিয়াঃ । তথাহি, ‘ভূতভব্যসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যাক্ষোপদিশ্যতে’ ইতি কারকপদার্থঃ
ক্রিয়াপদার্থো’নান্বীয়মানাঃ প্রধানক্রিয়া-নিবর্তক-স্বক্ৰিয়্যভিসম্বন্ধাৎ সাধ্যায়মানতাং
প্রাপ্নবন্তি । ততচ্চাদশ্বদহনন্যায়েন বাবদপ্রাপ্তং তাবদ্ বিধীয়তে । যথা স্বাক্ষিক-
প্রচরণে প্রমাণান্তরাং সিক্তে “লোহিতোক্ষীষা স্বাক্ষিকঃ প্রচরন্তি” ইত্যত্র লোহিতোক্ষীষত্ব-
প্রচরণে প্রমাণান্তরাং সিক্তে “লোহিতোক্ষীষা স্বাক্ষিকঃ প্রচরন্তি” ইত্যত্র লোহিতোক্ষীষত্ব-

মাত্রং বিধেয়ং ; হবনস্যানাতঃ সিন্ধেঃ “দধা জুহোতি” ইত্যাদৌ দধ্যাদেঃ করণত্বমাত্রং বিধেয়ম্ ।

কর্চিদুভয়বিধিঃ, কর্চিৎ ত্রিবিধিরপি ; যথা ‘রক্তং পটং বয়ঃ’ ইত্যাদৌ একবিধিঃ ‘বিধিস্ত্রিবিধিঃ’ । ততশ্চ ‘ষদেব বিধেয়ং তত্রৈব ত্বাৎপৰ্যম্’ ইত্যুপান্তস্যৈব শব্দসাম্যার্থে ত্বাৎপৰ্যং, ন তু প্রতীতমাত্রং । এবং হি ‘পূর্বো ধাবতি’ ইত্যাদাব-পরাদ্যর্থোহপি কর্চিৎ ত্বাৎপৰ্যং স্যাৎ ।

যন্তু ‘বিষং ভক্ষয়, মা চাস্য গৃহে ভুঙ্ক্ষুথাঃ’ ইত্যত্র ‘এতদ্গৃহে ন ভোক্তব্যম্’ ইত্যত্র ত্বাৎপৰ্যমিতি স এব বাক্যার্থ ইতি, উচ্যতে তত্র চকার একবাক্যতাসূচনার্থঃ, ন চাখ্যাতবাক্যয়োঃ যোরঙ্গাঙ্গিভাব ইতি বিষভক্ষণবাক্যস্য সূত্রবাক্যত্বেনাঙ্গতা কল্পনীয়েতি ‘বিষভক্ষণাদপি দৃষ্টমেতদ্গৃহে ভোজনমিতি সৰ্বথা মাস্য গৃহে ভুঙ্ক্ষুথাঃ’ ইতি, উপান্তশব্দার্থে এব ত্বাৎপৰ্যম্ ।

যদি শব্দশ্রুতেরনন্তরং যাবানর্থো লভ্যতে, তাবতি শব্দস্যাভিধেব ব্যাপারঃ, ততঃ কথং ‘ব্রাহ্মণ পুত্রস্তে জাতঃ, ব্রাহ্মণ কন্যা তে গর্ভিণী’ ইত্যাদৌ হর্ষশোকাদীনামপি ন বাচ্যত্বম্ ? কস্মাচ্চ লক্ষণা ? লক্ষণীয়ৈহপ্যর্থো দীর্ঘদীর্ঘতরাভিধাব্যাপারেনৈব প্রতীতিসিদ্ধেঃ । কিমিতি চ শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থানসমাখ্যানাং পূর্বপূর্ব-বলীয়স্ত্বম্ ? ইত্যান্বিতাভিধানবাদেহপি বিধেরপি সিদ্ধং ব্যঙ্গ্যত্বম্ ।

কিং চ ‘কুরু বৃচিম্’ ইতি পদয়োর্বৈপরীত্যে কাব্যাস্তবর্তিতিনি কথং দৃষ্টত্বম্ ? ন হ্যগ্রাসভ্যোহর্থঃ পদার্থান্তরৈরন্বিতঃ ইত্যন্বিধেয় এবতি, এবমাদি, অপরিত্যাজ্যং স্যাৎ ।

যদি চ বাচ্যবাচকব্যতিরেকেণ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবো নাভ্যুপেয়তে তদামাধুত্বাদীনাং নিত্যদোষত্বং কণ্ঠত্বাদীনামনিত্যদোষত্বমিতি বিভাগকরণমনুপপন্নং স্যাৎ । ন চানুপপন্নং সর্বসম্যকবিভক্ততয়া প্রতিভাসাৎ । বাচকভাবব্যতিরেকেণ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকতা-শ্রয়ণে তু ব্যঙ্গ্যস্য বহুবিধত্বাৎ কর্চিদেব কস্যাচিদেবোচিত্যেনোপপদাতে ইতি বিভাগব্যবস্থা ।

‘দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং সমাগমপ্রাং নহা কপালিনঃ’ ।—ইত্যাদৌ পিনাক্যাদি-পদবৈলক্ষণেন কিমিতি কপাল্যাदिপদানাং কাব্যানুগুণত্বম্ ?

অপি চ বাচ্যোহর্থ সর্বান্ প্রতিপত্ত্বান্ প্রতি একরূপ এবতি নিহতোহসৌ । ন হি ‘গতোহস্তমকঃ’ ইত্যাদৌ বাচ্যোহর্থঃ কর্চিদন্যথা ভবতি । প্রতীক্ষমানস্ত তৎতৎপ্রকরণবক্তৃপ্রতিপত্ত্বাদিাবশেষসহায়তা নানাঞ্চ ভজতে । তথা চ ‘গতোহস্তমকঃ’ ইত্যতঃ সপক্ষং প্রত্যবস্কন্দনাবসর ইতি অভিসরণমুপক্রম্যতামিতি প্রাপ্তপ্রায়স্তে প্রেরানিতি কর্মকরণাশ্রিবর্তমহে ইতি সাম্বেদ্যা বিধিরূপক্রম্যতামিতি দূরং মা গা । ইতি সুরভয়ো গৃহং প্রবেশান্তামিতি সন্তাপোহধুনা ন ভবতীতি বিক্রেয়বস্তূনি সংহ্রয়ন্তামিতি নাগতোহদ্যপি প্রেরানিত্যাদিরনববিধব্যঙ্গ্যোহর্থঃ তত্র তত্র প্রতিভাতি ।

বাচ্যব্যাক্যয়োঃ নিঃশেষেত্যাদৌ নিষেধবিধ্যাৎন্য

‘মাৎসব’মৎসাব’ চিচায়’ কাষ’মা-যাঃ সমর্থানন্দাহরন্ত ।

সেব্যো নিভম্বাঃ কিম্ ভূধরাগাম্ভূত স্মর-স্মর-বিলাসিনীনান্ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদৌ সংগম-শাস্ত্রশাস্ত্রাষ’স্বরগ’নিশ্চয়রূপেণ,

‘কথমবনিপ, দপো যন্নিগাতাসিধারা-

দলনগজিতগুণা বিধিষাং স্বীকৃতা শ্রীঃ ।

ননু তব নিহতারেরপ্যাসৌ কিং ন নীতা

ত্রিদিবমপগতাইব’ল্লভা কীর্তি’রৈভিঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যাদৌ নিন্দাস্ততিবপুষা স্বরূপস্য ।

পূর্ব’পশ্চাদ্ভাবেন প্রতীতেঃ কালস্য, শব্দাশ্রয়েন শব্দ-তদেকদেশতদর্থ’বর্ণ-
সংঘটনাশ্রয়েন চ আশ্রয়স্য, শব্দানুশাসনজ্ঞানেন প্রকরণাদিসহায়-প্রতিভানৈম’ল্য-
সহিতেন তেন চাবগম ইতি নিমিত্তস্য, বোদ্ধৃমাগ্ৰবিধ্যাপদেশয়োঃ প্রতীতিমাত্র’মৎ-
কৃত্যোচ্চ করণাৎ কাষ’স্য, ‘গভোহন্তমকঃ’ ইত্যাদৌ প্রদর্শিতনয়েন সংখ্যায়াঃ

কস্’স ব ন হোই রোসো, দট্’ঠুং পিআই সস্বগং অহরং ।

সভমর-পডম’ধাইগি বারিসবামে সহস্’ এংহিং ॥ ২৩ ॥

ইত্যাদৌ সখী-তৎকাস্তাদিগতত্বেন বিষয়স্য চ ভেদেহপি যদ্যেকত্বম্, তৎ কনিচদপি
নীল-পীতাদৌ ভেদো ন স্যাৎ । উক্তং হি ‘অয়মেব হি ভেদো ভেদহেতুবা যদ’বিরুদ্ধ-
ধর্মাদ্যাসঃ কারণভেদঃ’ ইতি ।

বাচকানামর্থাপেক্ষা, ব্যঞ্জকানাং তু ন তদপেক্ষা’মিতি ন বাচকত্বমেব ব্যঞ্জকত্বম্ ।
কিং চ ‘বাণীরকুড়ং—’ ইত্যাদৌ প্রতীয়মানমর্থ’মভিব্যক্ত্য বাচ্যং স্বরূপ এব যত
বিশ্রাম্যতি তত্র গুণীভূতব্যক্তোহতাৎপর্ষ’ভূতোহপার্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ঃ প্রতীতিপঞ্চম-
বতরনু কস্য ব্যাপারস্য বিষয়তামবলম্বতামিতি ?

ননু ‘রামোহস্মি সর্বং সহ’ ইতি ‘রামেণ প্রিয়জীবিতেন তু কৃতং প্রেম’গঃ প্রিয়ে
নোচিতম্’ ইতি ‘রামোহসৌ ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ প্রাপ্তঃ প্রসিক্তিং পরাম্’ ইত্যাদৌ
লক্ষণীয়োহপ্যর্থো নানাৎ ভজতে, বিশেষ্যাপদেশহেতু’চ ভবতি । তদবগম’চ
শব্দার্থান্তঃ প্রকরণাদিসব্যাপেক্ষ’চ ইতি কোহয়ং নূতনঃ প্রতীয়মানো নাম ?

উচ্যতে—১. লক্ষণীয়স্যার্থ’স্য নানাৎহেপি অনেকার্থ’শব্দাভিধেয়বিস্ময়ত্বমেব ।
২. ন খলু মুখ্যোনার্থো’নানিরতসম্বন্ধো লক্ষ্যিতুং শক্যতে । প্রতীয়মানস্ত
প্রকরণাদি-বিশেষবশেন নিরতসম্বন্ধঃ অনিরতসম্বন্ধঃ সংবন্ধসম্বন্ধ’চ দ্যোত্যাতে ।

৩. ন চ

‘অস্তা এখ গিম’জ্জই এখ অহং দিঅহএ পলোএহি ।

মা পহিগ রত্তিঅ’ম্ভঅ সেজ্জাএ মহ গিম’জ্জইহিসি ॥ ২৪ ॥

২৩. কস্য বা ন ভবতি রোসো, দট্’ঠু প্রিয়ায়া সস্বগমধরম্ ।

স-ভমর-পডম’ধাইগি বারিসবামে সহস্বেদানীম্ ?

২৪. স্বশব্দ’র নিম’জ্জতি, অত্রাহং দিবসকে প্রলোকয় ।

মা পথিক রাত্র্য’ম্ভক, শয্যায়ামাবয়োন’ম’ম্ভ’ ক্যসি ॥

ইত্যাদৌ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে ধননৌ মন্থ্যার্থবাধঃ । তৎ কথমন্ত লক্ষণা ?

৪. লক্ষণায়ামপি ব্যঞ্জনমবশ্যামাশ্রয়িতবামিতি* প্রতিপাদিতম্ ।

৫. যথা চ সময়-সব্যাপেক্ষা অভিধা তথা মন্থ্যার্থবাধাদিষ্টর-সময়বিণেষস-
ব্যাপেক্ষা লক্ষণা** । অতএবাভিধাপদচ্ছত্বতা স্যেত্যাহঃ ।

৬. ন চ লক্ষণাত্মকমেব ধননং তদনুগমেন তস্য দর্শনাৎ । ন চ তদনুগতমেব
অভিধানলম্বনেনাপি তস্য ভাবাৎ । ন চোভয়ানুসাৰে'ব অবাচকবর্ণনানুসারেণাপি
তস্য দৃষ্টেঃ । ন চ শব্দানুসাৰে'ব অশব্দাত্মক-নেত্রগ্রিভাগাধলোকনাদিগতত্বেনাপি
তস্য প্রসিদ্ধেঃ ।

ইতি অভিধা-তাৎপৰ্য'-লক্ষণাত্মকব্যাপারতয়াতিবর্তী ধননাদিপৰ্যায়ো ব্যাপারোহন-
পল্বনীয় এব ॥

তত্র 'অস্তা এখ' ইত্যাদৌ নিয়তসম্বন্ধঃ 'কস্ স ব ন হোই রোসো' ইত্যাদৌ
অনিয়তসম্বন্ধঃ ।

'বিপরীতরএ লক্ষী বম্ হং দট্ঠুণ নাহিকমলট্ঠং ।

হরিণো দাহিগণঅণং রসাউলা ঋতি ঢকেই ॥২৫

ইত্যাদৌ সম্বন্ধসম্বন্ধঃ । অত্র হি হরিপদেন দক্ষিণ-রনস্য সূচ্যাত্মকতা ব্যজ্যতে ।
তন্নিমীলনেন সূচ্যাত্মকঃ । তেন পক্ষস্য সংকোচঃ । ততো বন্ধনঃ স্থগনম্ । তত্র
সতি গোপ্যাক্সস্যাদর্শনেন অনির্ঘন্ত্রণং নিধুবনবিলসিতমিতি ।

'অখ'ডব্ধি'জিনিগ্রাহ্যো বাক্যার্থ' এব বাচ্যঃ, বাক্যমেব চ বাচকম্' ইতি স্বেতপ্যাহঃ,
তৈরপ্যবিদ্যাপদপতিতৈঃ পদপদার্থ'কপনা কত'ব্যাবেতি তৎপক্ষেইবশ্যমুদ্বোদা-
হরণাদৌ বিখ্যাতিবাস্ত্য এব ।

ননু বাচ্যাদসম্বন্ধঃ তাবন্ম প্রতীয়তে, যতঃ কুতশ্চিদ্ যস্য কস্যাচিদর্থস্য প্রতীতে:
প্রসঙ্গাৎ । এবং চ সম্বন্ধাৎ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবোহপ্রতিবন্ধেইবশ্যং ন ভবতীতি ব্যাপ্তত্বেন
নিয়তধর্ম'নিষ্ঠত্বেন চ ত্রিরূপাল্লিঙ্ঘাল্লিঙ্গজ্ঞানমনুমানং যৎ তদ্রূপঃ পৰ্য'বস্যাতি ।
তথাহি—

'ভম ধম্মিঅ বীসঙ্কো সো সূণও অজ্জ মারিও ভেণ ।

গোলাগইকচ্ছকুডংগবাসিণা দরিঅসীহেণ' ॥২৬

অত্র গৃহে 'ব-নিবৃত্ত্যা স্মরণং বিহিতং, গোদাবরীতীরে সিংহোপলম্বেরস্মরণ--

২৫. বিপরীতরতে লক্ষ্মীর'মাণং দৃষ্টনা নাভি-কমলম্ ।

হরৈর্দক্ষিণনয়নং রসাকুলা ঋটিতি স্থগয়তি ॥

* দ্বিতীয়ে উল্লাসে প্রতিপাদিতম্ ।

** বিবৃতং দ্বিতীয়ে উল্লাসে ।

২৬. ভম ধর্মিক'বিস্তম্বঃ, স শব্দকোহদ্য মারিতস্তেন ।

গোদানদী-কচ্ছ-কুঞ্জবাসিনা

দৃষ্টসিংহেন ॥

মনুমাপয়তি । বদ্ বদ্ ভীরুস্বয়ং তংতদ্ ভয়কারণনিবৃত্ত্যপলম্বিপূর্বকং,
গোদাবরীতীরে চ সিংহোপলম্বিরিতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলম্বিঃ ।

অত্রোচ্যতে—১. ভীরুরপি গুরোঃ প্রভোবা নিদেশেন প্রিয়ানুরাগেণ অন্যে
ঐবংভূতেন হেতুনা, সত্যপি ভয়কারণে স্মৃতীত্যনৈকান্তিকো হেতুঃ, ২. শুনো
বিভানপি বীরুদেন সিংহাস্ত্র বিভেতীতি বিরুদ্ধোহপি, ৩. গোদাবরীতীরে সিংহ-
সম্ভাবঃ প্রত্যক্ষাদনুমানায়া ন নিশ্চিতঃ । অপি তু বচনাৎ । ন চ বচনস্য
প্রামাণ্যম্ভি । অর্থেনাপ্রতিবন্ধাদ্ ইত্যসিদ্ধচ । তং কথমেবংবিধাঙ্কেতোঃ
সাম্যসিদ্ধিঃ ?

তথা 'নিঃশেষচ্যুত—' ইত্যাদৌ গমকতয়া যানি চন্দন-চ্যবনাদীন্যপাত্তানি তানি
কারণাস্তরতোহপি ভবন্তি । অতশ্চাত্রেব স্মানকার্ষ্যেনোক্তানীতি নোপভোগে এব
প্রতিবন্ধানীত্যনৈকান্তিকানি ।

ব্যক্তিবাচিনা চাধমপদসহায়ানামেষাং ব্যঞ্জঃ ভ্রমঃ । ন চাত্তাধমত্বং প্রমাণপ্রতি-
পন্নমিতি কথমনুমানম্ ? এবংবিবাদার্থাদেবংবিধোহর্থ উপপত্ত্যানপেক্ষেহপি প্রকাশতে
ইতি ব্যক্তিবাচিনঃ পুনঃপ্রদূষণম্ ॥

ইতি কাব্যপ্রকাশে ধ্বনি-গুণীভূতব্যাঙ্গ-সংকীর্ণ-ভেদনির্ণয়ো নাম পঞ্চম
উল্লাসঃ ॥

ষষ্ঠ উল্লাসঃ

শব্দার্থচিত্রং যৎপূর্বং কাব্যদ্বয়মুদাহৃতম্ ।

গুণপ্রাবান্যতন্তর স্থিতিচিহ্নার্থশব্দয়োঃ ॥১॥

ন তু শব্দচিত্রে অর্থস্যাচ্চিত্তমর্থচিত্রে বা শব্দস্য ।

তথা চোক্তম্

‘রূপকাদিরলংকারস্তস্যান্যৈব’হুখোদিতঃ ।

ন কাস্তমপি নিভূষং বিভাতি বনিতাননম্ ॥

রূপকাদিমলংকারং বাহ্যমাচক্ষতে পরে ।

সূপাং ভিঙাং চ বদ্যংপস্তুং বাচাং বাহ্যভাঙ্গকৃতিম্ ॥

ভদেতদাহুঃ সৌশল্যং, নাথ’ব্যংপস্তুরীদৃশী ।

শব্দাভিধেয়ালংকারভেদাদ্ ইষ্টং দ্বয়ং তু নঃ ॥ ইতি ।

শব্দচিত্রং যথা

‘প্রথমমরুণচ্ছায়স্তাদং ততঃ কনকপ্রভঃ,

ভদনু বিরহোক্তাম্যংতস্বীকপোল তলদ্যতিঃ ।

উদয়তি ততো ধ্রুস্বধঃসকমঃ স্বগদামুখে

সরস-বিসিনী-কন্দ-চ্ছেদ-জ্বিম্, গলাহনঃ ॥২॥

অর্থচিত্রং যথা

তে দৃষ্টিমাত্রপতিতা অপি কস্য নাত্

ক্ষোভায় পক্ষ্মলদশামলকাঃ খলাশ্চ ?

নীচাঃ সदैব সবিলাসমলীকলগ্না

ষে কালতাং কুটিলতামিব ন ত্যজন্তি ॥২॥

যদ্যপি সর্বত্র কাব্যোহন্ততঃ বিভাবাদিরূপতয়ৈব পর্যবসানং তথাপি স্ফুটস্য রসস্যানু-
পলম্ভাদব্যঙ্গ্যমেতৎকাব্যদ্বয়মুত্তমং । অত্র চ শব্দার্থলিংকারভেদাদ্ বহুবো ভেদাঃ ।
তে চালংকারনির্ণয়ে নির্ণেয়ান্তে ।

ইতি কাব্যপ্রকাশে শব্দার্থ-চিত্র-নিরূপণং নাম ষষ্ঠ উল্লাসঃ ॥

অনুবাদ



প্রথম উল্লাস

বিষ্ণু-ধ্বংসের জন্য গ্রন্থকার স্মরণ করছেন উপযুক্ত ইচ্ছাসমতাকে :

[অর্চন] এক বস্তু সৃষ্টি করে জন্মী হয়ে ওঠে কবি-ভারতী । যে বস্তু
বিধাতা-সৃষ্টি নিয়মের বাহিত, যা কেবল আনন্দের আধার, কোন কিছুর উপর যা
নির্ভরশীল নয়, আর নয়টি রসের অস্তিত্বে যা মনোহর ॥১॥

ব্রহ্মের নির্মিতি বা সৃষ্টি হল এরকম : নির্যতির বলে রূপ এর নির্দিষ্ট, সুখ-
দুঃখ এবং মোহে ভরপূর, পরমাণু-প্রভৃতি উপাদানকারণ আর বর্ম-প্রভৃতি সহকারী
কারণের উপর নির্ভরশীল এবং ছয় রসযুক্ত—[যে রসগুলির] সবার দ্বারা [ব্রহ্ম-
সৃষ্টি] মনোহর নয় ।

কবির বাক্-সৃষ্টি (= বাক্-গিষ্ণু) এর থেকে (= ব্রহ্মসৃষ্টি হতে) ভিন্ন । তাই
জন্মী হয় (= শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন হয়) । 'জয়তি'-র অর্থের দ্বারা 'নমস্কার'-অর্থ
প্রতীর্ণমান হয় । এভাবে 'তাকে' (= বাক্কে বা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে) আমি
প্রণাম জানাই—এরকম অর্থ বোঝা যায় ।

বিষয়বস্তুর এখানে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই [গ্রন্থকার] বলছেন :

কাব্য যশের জন্য, অর্থলাভের জন্য, [সামাজিক] রীতি-নীতি জানার জন্য,
অনন্দল ধ্বংসের জন্য, অবিলম্বে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট আনন্দের জন্য আর কাব্য-ভুল্য
উপদেশ পাওয়ার জন্য ॥২॥

অলৌকিক বর্ণনায় দক্ষ কবির সৃষ্টি বা কাব্য, শব্দ ও অর্থের গৌণতা এবং
রসের প্রাধান্যের ফলে, শব্দপ্রধান ও প্রকৃত্য বৈদ প্রভৃতি শাস্ত্রের থেকে [ভিন্ন] ;
এবং অর্থপ্রধান ও বস্তুভুল্য পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির থেকেও পৃথক । তা (= সেই
কাব্য) যোগ্যতা-অনুসারে কবি এবং সহৃদয়কে কালিদাস প্রভৃতির মত বশ, শ্রীহর্ষের
কাছ থেকে [পাওয়া] বাণ প্রভৃতির মত সম্পদ, রাজকীয় আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত
জ্ঞান, আর সব প্রয়োজনের সেবা [প্রয়োজন] আনন্দ দিয়ে থাকে । এই আনন্দ
[কাব্যবোধের] ঠিক পরমহুতে রসান্বাদ হতে উদ্ভূত এবং অন্য সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের
সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ।

[আর সেই কাব্য] সূর্যাদি কর্তৃক ময়ুর প্রভৃতির মত অনর্থ নির্বৃতি করে, এবং
প্রিয়র মত আনন্দসৃষ্টির মাধ্যমে [নিজের দিকে] আকৃষ্ট করে উপদেশ দেয় এরকম
—'রাম প্রভৃতির মত ব্যবহার করা উচিত, রাবণ প্রভৃতির মত নয়' ।

তাই সমস্তভাবে সেই [কাব্যরচনা এবং বোধে] যত্ন করা উচিত ।

এভাবে প্রয়োজন বলার পর এর (= কাব্যের) কারণ বলছেন :

১ কবির বাক্ বা বাণী । অথবা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।

তার (= কাব্যের) উৎপত্তিতে কারণ হল : । স্বাভাবিক । প্রতিভা, জগৎ শাস্ত্র এবং কাব্য প্রকৃতি নিরীক্ষণের ফলে উৎপন্ন নৈপুণ্য, আর কাব্যানিদের শিক্ষণের দ্বারা (= আওতায়) অনুশীলন ॥৩৥

শক্তি [হল] একরকম 'জগৎ অনুভূতি' এবং কবিদের উৎস, যা ছাড়া কাব্য উৎপন্ন হয় না, আর উদ্ভূত হলেও উপহাসের বস্তু হয় । নৈপুণ্য আসে অনুশীলনের ফলে । [আর অনুশীলন হল]—জগতের অর্থাৎ স্থান-অস্থানব্রহ্ম জগতের গতি-প্রকৃতির ; শাস্ত্রসমূহের অর্থাৎ ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান*, কলা, চতুর্বিধ, হাতী, ঘোড়া, খজা প্রকৃতি বিষয়ের গ্রন্থগুলির ; কাব্যসমূহের অর্থাৎ মহাকাব্য-ব্রিচি নিবন্ধগুলির, এবং আদিগ্রন্থের ফলে ইতিহাস প্রকৃতির । কাব্য লিখতে এবং সমালোচনা করতে দ্বারা জানন, তাই উপদেশে লেখা আর সমালোচনার দ্বারা যাতে যে চেষ্টা, [তার নাম অভ্যাস] । এই তিনটি যৌথভাবে—[অর্থাৎ] পৃথক পৃথক ভাবে নয়—ঐ কাব্যের উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টি এবং উৎকর্ষের কারণ ।

এরূপে কাব্যের কারণ বলার পরে [কাব্যের] প্রকৃতি বলছেন :

তা (= কাব্য) হল—দোষবিহীন, গুণযুক্ত আর কখনও বা অনলংকৃত শব্দার্থ । দোষ, গুণ অলংকারের [স্বরূপ পরে] বলা হবে । 'কখনও কখনও'—এই অংশের মাধ্যমে [গ্রন্থকার] বললেন :

যদিও [কাব্য-উৎপাদক শব্দ এবং অর্থ] সর্বত্র অলংকারযুক্ত, তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান অলংকারের অভাবে কাব্যের হানি হয় না ।

যিনি [আমার] কোমার্য কেড়ে নিয়েছিলেন, তিনিই [আমার] স্বামী । সেই চৈতী রাতও রয়েছে] । প্রফুল্ল মালতীর সৌরভে ভরপুর, মন্দের সেই কদম-হাওয়াও [বইছে] । আর সেই আমিও আছি । তা সত্ত্বেও বেবাতীরে বেতে ছাওয়া গাছের নীচে সেই মিলন-কুড়ির বিষয়ে মন [হয়ে উঠছে] উৎকণ্ঠিত ॥১৥

এখানে কোন অলংকার স্পষ্ট নয় । রসের প্রাধান্যের ফলে [রসের] অলংকার হয় নাই* । [এবার] তার (= কাব্যের) বিভাগগুলিকে ক্রমশঃ বলছেন :

বাচ্যার্থের থেকে ব্যঙ্গার্থ বেশী সুন্দর হলে, কাব্য হয় উত্তম । । আর এই কাব্য পণ্ডিতদের দ্বারা 'ধর্নি' নামে অভিহিত হয় ॥৪৥

'ইদম্ (ইহা)' শব্দের অর্থ কাব্য ।

পণ্ডিতদের দ্বারা অর্থাৎ বৈয়াকরণদের দ্বারা, বাঙ্গা এবং মৃদুস্বরূপে পরিগণিত স্ফোটের প্রকাশক শব্দকে 'ধর্নি' এই অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । তাই তাঁদের (= বৈয়াকরণদের) মত অনুসরণকারী অন্য পণ্ডিতগণকর্তৃকও, শব্দ এবং অর্থ—

২ অভিধান-কোশ = শব্দ-কোশ = অভিধান

* (অর্থাৎ রস 'রসবৎ' অলংকার হয়নি)

[এই] দূরের আখ্যা দেওয়া হয়েছে ধনি । এই শব্দ এবং অর্থ, প্রকাশ করে সেই ব্যঙ্গার্থকে, [যে ব্যঙ্গার্থ] অপ্রধান-রূপে প্রতিপন্ন করে ব্যাচ্যার্থকে । যেমন :

মিথ্যাবাদিনী দূতী, বন্দুর মনের জ্বালা ছুঁমি লোকা নাই । [তাই] এগান থেকে দীর্ঘিতে গিয়েছিলে স্নানের অন্য । আর সেই অধমের কাছে [ছুঁমি] গাও নাই । [কারণ] তোমার এই ক্ষীণ দেহ হয়ে উঠেছে রোমাণ্ডিত । চোখ দুটো পুরোপুরি কাজল-হারা । নিঃশেষে মূছে গিয়েছে শুন-চন্দন । একেবারেই উঠে গিয়েছে অধরের [তাম্বুল-] রক্তমা ॥২॥

এখানে 'রমণের জন্য তার কাছেই গিয়েছিলে'—এ রকম অর্থ অধমপদের দ্বারা প্রধান-ভাবে ব্যঞ্জিত হয় ।

(অথবা প্রধানতঃ 'অধম' পদের দ্বারা, 'রমণ করতে তার কাছেই গিয়েছিলে'—অর্থ ব্যঞ্জিত হয় ।)

ব্যঙ্গার্থ সেরকম না হলে কাব্য হয় গুরুদ্রুতব্যাঙ্গ এবং মধ্যমশ্রেণীর ।

'সেরকম না হলে'র অর্থ হল : ব্যাচ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর না হলে । যেমন : হাতে যার নতুন অশোকমঞ্জরী, এমন গ্রাম্যদ্রবকে বার বার দেখতে দেখতে ভীষণ-ভাবে বিবর্ণ হয়ে এল তরুণীর মুখ ॥৩॥

[আগের থেকে] সংকেত দিয়েও অশোকলতাকুঞ্জে [যুবতী] যায় নি'—এরকম ব্যঙ্গার্থ এখানে গৌণ ।

[ব্যঙ্গার্থ গৌণ হল] তার চেয়ে (= ব্যাচ্যার্থের চেয়ে) ব্যাচ্যার্থের রমণীয়তার জন্যে ।

ব্যঙ্গার্থহীন শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র (= ব্যাচ্যার্থচিত্র) [কাব্য] কিন্তু অধম-শ্রেণীর । 'চিত্র' বলতে বোঝায়, দৃশ্য এবং অলংকারযুক্ত ।

পৃঃ ৩

'অব্যঙ্গ্য' শব্দের অর্থ : স্পষ্ট-ব্যঙ্গার্থ-শূন্য (= ব্যাচ্যার্থ যাতে স্পষ্ট নয়) । [শব্দচিত্র] যেমন :

মন্দাকিনী দ্রুত তোমাদের মৃত্যুতা দূর করুক । এমন মন্দাকিনী, যেখানে হর্ষভরে স্নান-আহ্নিক করছেন মহর্ষিরা ; যাদের (= যে মহর্ষিদের) অস্বস্তা নষ্ট করেছে তীরের গত'গুলিতে স্বচ্ছন্দ-উচ্ছল বেগবান্ আর স্বচ্ছ [মন্দাকিনীর] স্রোতের দীপ্তি । [এমন মন্দাকিনী, যার] গত'গুলিতে রয়েছে বড় বড় কম্পমান ব্যাঙ । [এমন মন্দাকিনী, যার] গর্ব অসীম, দীর্ঘ আর সমৃদ্ধ গাছগুলি পড়ে রয়েছে বলে ॥৪॥

[অর্থ চিত্র] :

[শত্রুর] মান-অপহারী যাকে স্বেচ্ছায় নিজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে শূনে-ই সভয়ে ইন্দ্র দ্রুত খিল এঁটে দিলেন [অমরাবতীর], মনে হল—ভয়ে বদ্বি চোখ বন্ধ করল অমরাবতী ॥৫॥

—এই হল কাব্যপ্রকাশের প্রথম উল্লাস নাম যার কাব্যের প্রয়োজন কারণ এবং স্বরূপ-উল্লেখ্যাক ।

দ্বিতীয় উল্লাস

ক্রম অনুসারে শব্দ এবং অর্থের স্বরূপ বলছেন [মশমট] :

এখানে শব্দ তিন প্রকার : বাচক, লক্ষ্যার্থক এবং ব্যঙ্গক ।

এখানে = কাব্যে । এদের (= বাচক প্রভৃতি শব্দ সমূহের) স্বরূপ [পরে]
বলা হবে ।

তাদের (= বাচকাদিশব্দের) অর্থগুণি হল বাচ্য প্রভৃতি ।

[বাচ্য প্রভৃতি বলতে] বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ ।

কারও কারও মতে আবার তাৎপৰ্য [বলে আর একটি চতুর্থ] অর্থ আছে ॥১॥

[বাক্যের অর্থ বিষয়ে] অভিহিতান্বয়বাদীদের মত হল :

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং সন্নিধির অস্তিত্ববশতঃ পদরাজির অর্থসমূহ [যাদের
স্বরূপ পরে* বলা হবে] সম্বন্ধ হলে, বাক্যের অর্থ প্রতিভাত হয় । পদরাজির
অর্থসমূহের থেকে পৃথক এবং [বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ থেকে] ভিন্ন এ
বাক্যার্থ হল তাৎপর্যার্থক ।

অন্বিতাভিধানবাদীরা [বলেন] : বাচ্যার্থই^১ বাক্যার্থ ।

সাধারণতঃ সমস্ত অর্থেরই ব্যঙ্গকত্ব স্বীকৃত হয় ।^২

তার মধ্যে বাচ্যার্থের [ব্যঙ্গকত্ব] যথা : মা, তুমি বললে—আজ বাড়ীর জিনিষ-
পত্র (= চাল, ডাল, নুন, তেল) নেই । কাজেই [বেলা থাকতে] বল—কি
করণীয় । দিন (= বেলা) নিশ্চয়ই এভাবে স্থায়ী নয় ॥১

এখানে “[বস্তা নাটিকা] যথেষ্ট বিহার চায়”—এরকম অর্থ ব্যঞ্জিত হয় ।

লক্ষ্যার্থের [ব্যঙ্গকত্ব] যেমন :

সখী, ভাগ্যবানকে খুশী করতে গিয়ে তুমি প্রতিমহাতে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে আমার
জন্মে । সম্ভাব আর স্নেহের ফলে যা করার মত, তা তুমি

পৃঃ ৪

করেছ ॥২

‘আমার প্রিয়জনকে বরণ করে তুমি শত্রুতাচরণ করেছ’—এটি এখানে লক্ষ্যার্থ ।
আর এই [লক্ষ্যার্থের] দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়—‘প্রেমিকনিষ্ঠ অপরাধের প্রকাশ’-রূপ
অর্থ ।

১ আগে শব্দ, পরে অর্থ ।

২ ০ ক. খ. কারিকার ।

২ বাচ্য = প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য সব অর্থই ।

৩ সমস্ত অর্থই ব্যঙ্গক হতে পারে ।

ব্যঙ্গার্থের [ব্যঙ্গকণ্ঠ] যেমন :

দেখ, স্বচ্ছ মরকত-পাত্রে শব্দ-শব্দটির মত, পদ্মপাতায় নিশ্চল-নিশ্পন্দ এক বলাকা [শোভমান] ॥০

এখানে নিশ্পন্দতার দ্বারা [বকের] আশ্বস্ততা [ব্যঞ্জিত হয়]।

আর তার মাধ্যমে (= আশ্বস্ততার দ্বারা) [ব্যঞ্জিত হয় স্থানটির] জন-শূন্যতা। তাই এই হল সংকেতস্থান—কোন এক স্ত্রীলোক বলল একটি লোককে।

অথবা, “মিথো বলছ, তুমি এখানে আস নাই”—এরকম [অর্থ] ব্যঞ্জিত হয়। [ব্যঙ্গার্থের উদ্দেশ্য লোকটি, বক্তা স্ত্রীলোকটি]।

ক্রমশঃ বাচক প্রভৃতি [শব্দ-সমূহের] স্বরূপ বলছেন :

প্রত্যক্ষভাবে সংকেতিত অর্থকে প্রকাশ করে যে [শব্দ], তার নাম বাচক [শব্দ] ॥২॥

ইহজগতে সংকেত গৃহীত হয় নি, এমন শব্দের অর্থবোধ হয় না বলে, শব্দ সংকেত-যুক্ত হলেই কোন এক অর্থ প্রকাশ করে। তাই প্রত্যক্ষভাবে যেখানে (= যে অর্থ) দ্বারা (যে শব্দের) সংকেত গৃহীত হয়, সেই [শব্দ] সেই [অর্থের] বাচক হয়।

সংকেতের বিষয় (বা অর্থ) জ্ঞাতি প্রভৃতি (গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা) চারপ্রকার, অথবা কেবল জ্ঞাতিই।

যদিও প্রয়োজন মেটাতে পারে বলে একমাত্র ব্যক্তিই আমাদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির [বিষয়] হবার যোগ্য, তবুও আনন্দ ও ব্যভিচার দোষের জন্য ব্যক্তিতে সংকেতগ্রহণ করা ঋত্তিযুক্ত নয়। আর তার ফলে^৪ ‘ডিখ [নামক] শব্দবর্ণের ষাড় চলমান’ ইত্যাদি শব্দসমূহের বিষয়^৫ ভিন্ন ভিন্ন হয় না। অতএব তার (= ব্যক্তির) উপাধিতেই^৬ সংকেত [স্বীকার]। উপাধি (= ভেদক ধর্ম) দূরকম : বস্তুর স্বকীয় ধর্ম এবং বস্তুর ইচ্ছানুযায়ী আরোপিত ধর্ম। বস্তুগত ধর্ম আবার দূরকম : সিদ্ধ এবং সাধ্য। সিদ্ধ বস্তুধর্ম আবার দূরকম : বস্তুর প্রাণপ্রদ এবং বস্তুর বৈশিষ্ট্যস্থাপক। তার মধ্যে প্রথমটি (= প্রাণপ্রদ সিদ্ধবস্তুধর্ম) হল জ্ঞাতি।

‘বাক্যপদীয়’তে বলা হয়েছে—“গরু (= গোব্যক্তি) স্বরূপতঃ গরুঃ^৫ (itself = ব্যক্তিরূপের দ্বারা = জ্ঞাতিশূন্যব্যক্তিরূপের দ্বারা) গরু বলে প্রতীত হয় না, আবার [স্বরূপতঃ] ‘গরু নয়’ বলেও প্রতীত হয় না। কিন্তু, গো-গোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়ার জন্যই (= গো-রূপ-শ্রেণী-ধর্মযুক্ত হওয়ায়) গরু বলে প্রতীত হয়।

৪ ব্যক্তিতে সংকেতগ্রহণ করলে

৫ বিষয় = প্রবৃত্তিনিমিত্ত (Connotation)

৬ তস্যঃ উপাধৌ = তদুপাধৌ

দ্বিতীয় [সিদ্ধ বস্তুধর্ম] হল গুণ। সম্ভাব্যান্ বস্তু (= প্রাপ্যবস্তু হওয়ার পরে) শব্দ প্রভৃতি গুণের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমান হয়।

সাধ্যধর্ম হল ক্রিয়া—যার অবয়বগুলির (parts) কোনটি পূর্ণরূপে অবস্থিত, কোনটি আবার পরবর্তী ক্ষণে অবস্থিত। শেষবর্ণের প্রতীতির ফলে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ক্রমশঃ ডিম্বাদিশব্দের স্বরূপ, আপন ইচ্ছানুসারে বস্তু কতক ডিম্ব প্রভৃতি বস্তুতে ভেদকধর্মরূপে আরোপিত হয়। তাই 'সংজ্ঞা' নামক এই ধর্ম বস্তুর খুশীর উপর নির্ভরশীল। 'ডিম্ব' নামে সাদা যাঁড় চলমান—ইত্যাদির মত শব্দের ব্যবহার (= প্রচলন) চারপ্রকারে হয়।—বলেছেন মহাভাষ্যকার।

[২৪ টি] গুণের মধ্যে উক্ত হওয়ার জন্যে পরমাণু প্রভৃতির গুণকে কেবল পারিভাষিক (Technical) [রূপে বোধ্য]। গুণ, ক্রিয়া এবং যদৃচ্ছা (proper name)—বস্তুতঃ যদিও একই, তবুও [এদের] আধারের ভিন্নতাবশতঃ এরা ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়। যেমন : খজা, আয়না, তেল—প্রভৃতি আশ্রয়ের ভিন্নতাহেতু একই মূখের [ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষিত হয়]।

অন্যেরা বলেন : জাতিই সমস্ত শব্দের প্রবর্তিনিমিত্ত (connotation) (=ব্যবহারের কারণ)। বরফ, দুধ, শাঁখ—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে শব্দতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও যার ফলে প্রতিটি বস্তুই 'শব্দ', 'শব্দ'—এরকম অভিন্ন উক্তি এবং প্রতীতির জন্ম হয়, সেই শব্দ প্রভৃতি ধর্ম সামান্য। [যা এই জাতীয় প্রতিটি শব্দেই আছে।]

এরকম গুড়, চাল প্রভৃতি পাকক্রিয়ায় [রয়ে গিয়েছে] 'পাক' প্রভৃতি [সামান্য]। আর বালক, বৃদ্ধ, শব্দ প্রভৃতি কতক উচ্চারিত ডিম্ব প্রভৃতি শব্দ; অথবা প্রতিমূহুর্তে পরিবর্তমান ডিম্ব প্রভৃতির অর্থে, রয়ে গিয়েছে ডিম্বাদি [সামান্য]।

তাই [মীমাংসকরা বলেন] সমস্ত শব্দের ব্যবহারের কারণ একমাত্র জাতিই।

কেউ বলেন : জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শব্দের অর্থ। অথবা (কেউ বলেন) শব্দের অর্থ হল অপোহ। এভাবে গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এবং প্রসঙ্গের অনুরূপ যোগ্য হওয়ায় সবগুলি ব্যাখ্যাত হল না।

তা হল মূখ্য অর্থ। এখানে (মূখ্যার্থে) এর (= বাচক শব্দের) মূখ্য ব্যাপারকে বলা হয় অভিধা ॥৩

'তা'-এর মানে হল প্রত্যক্ষভাবে সংকেতিত অর্থ। 'এর' বলতে বোঝায় শব্দের (= বাচক শব্দের)।

মূখ্যার্থ বাধাগ্রস্ত হলে, তার সঙ্গে (= মূখ্যার্থের সঙ্গে আর একটি অর্থের)

সম্বন্ধ থাকলে, প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজনবশতঃ, [শব্দের] যে [শক্তির দ্বারা*] অন্য এক অর্থ লক্ষিত হয়, [শব্দের] সেই আরোপিত শক্তিকে বলা হয় লক্ষণা ॥৪॥

‘কমে’ কুশল’ ইত্যাদি বাক্যে [কমে’র সঙ্গে] কুশল্লেখনাদিরূপ অর্থের কোন সম্বন্ধ না থাকায় মদুখ্যার্থ বাধাগ্রস্ত হয় কিন্তু বিবেচনাদি [সাধন্য-] সম্বন্ধ থাকায়, রূঢ়ি অর্থাৎ প্রসিদ্ধিবশতঃ, যে [ব্যাপারের মাধ্যমে] মদুখ্যার্থ কর্তৃক অমদুখ্যার্থ লক্ষিত হয়, সেই আরোপিত ব্যবধানযুক্ত অর্থ অবস্থিত* শব্দশক্তির নাম লক্ষণা ।

আর ‘গঙ্গাগর্ভে ঘোষপল্লী’ ইত্যাদি বাক্যে গঙ্গা গর্ভ প্রভৃতি, ঘোষপল্লী প্রভৃতির আধার হতে পারে না বলে মদুখ্যার্থ বাধিত হয় কিন্তু নৈকট্য-সম্বন্ধের অস্তিত্বের ফলে, শীতলতা পবিত্রতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ-রূপ প্রয়োজনের জন্য, যে [ব্যাপারের দ্বারা] মদুখ্যার্থ কর্তৃক অমদুখ্যার্থ লক্ষিত হয়, ব্যাখ্যার্থনিষ্ঠ সেই ব্যাপারের নাম লক্ষণা । ‘গঙ্গাতটে ঘোষ’—এরকম প্রয়োগের ফলে শীতলতা পবিত্রতা প্রভৃতির সেরকম প্রতীতি হয় না ।

[বাক্যার্থ-বিষয়ে] নিজের^{১১} অব্যয়সিদ্ধির জন্য অন্যের^{১২} গ্রহণ, এবং অন্যের জন্য^{১৩} ত্যাগকে [যথাক্রমে] বলা হয় উপাদান [লক্ষণা] এবং লক্ষণ [লক্ষণা] । এইভাবে সেই শব্দলক্ষণা দুই প্রকারে উক্ত হয় ॥৫॥

‘বর্শাগুলি প্রবেশ করছে’, ‘লাঠিগুলি প্রবেশ করছে’ ইত্যাদি প্রয়োগে নিজেদের প্রবেশরূপ অর্থসিদ্ধির জন্য, বর্শা প্রভৃতি শব্দ নিজেদের সঙ্গে যুক্ত পদরূষরূপ অর্থ গ্রহণ করে^{১৪} । এইভাবে [পদরূষ-রূপ অন্য অর্থের] গ্রহণ সমেত এই লক্ষণা

প্ৰবর্তিত হয় । ‘বলদ হনন করা উচিত’ এই বাক্যে, ‘বেদের বিধান’^{১৫} অনুসারে আমার^{১৬} হনন কিভাবে সম্ভব’—এরকম ভেবে জ্ঞাতি^{১৭} লক্ষিত করে ব্যক্তিকে । [এখানে] কিন্তু এমন মনে করা উচিত নয় যে—শব্দ [জ্ঞাতিকে অভিহিত করার পরে আবার ব্যক্তিকে] অভিহিত করে ।

৯ শক্তি, ব্যাপার, ক্রিয়া, বৃত্তি—সমার্থক শব্দ

১০ অব্যবধানেন...র বিপরীত ।

১১ মদুখ্যার্থের ।

১২ অন্য অর্থের = লক্ষ্যার্থের ।

১৩ অন্যের জন্য = বাক্যার্থবিষয়ে অন্য অর্থের অব্যয় সিদ্ধির জন্য ।

১৪ সূচিত করে, লক্ষিত করে ।

১৫ জ্যোতিষোন্ময় যজ্ঞে ‘গৌরনন্দন্যঃ’ এই বেদবাক্য অনুসারে একটি বলদ বলি দেওয়া হত ।

১৬ জ্ঞাতির

১৭ বলদ-এ জ্ঞাতি

কেননা নিয়ম রয়েছে—‘বিশেষণ বোঝাতে গিয়ে শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায়, অভিধা আর বিশেষ্যকে বোঝাতে পারে না’। [এভাবে মকদ্দলভট্টের মতে, ‘বজ্রদ হনন করা উচিত’—বাক্যে উপাদান লক্ষণা, কিন্তু মন্মট বলেন:] একে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ বলা ঠিক নয়। এখানে (=এই লক্ষণায়) কোন প্রয়োজন নেই। এই [লক্ষণা] রূঢ়িতও নয়^{১৮}। ব্যক্তির সঙ্গে [জাতির] নিয়ত সম্বন্ধের ফলেই জাতি কতৃক ব্যক্তি অনর্দমিত হয়। যেমন, ‘করা হোক’ বাক্যে কর্তা, এবং ‘কর’ বাক্যে ‘কাজ’ অনর্দমিত হয়। ‘প্রবেশ কর’, ‘পিণ্ডকে’—ইত্যাদি বাক্যে যেমন ‘গৃহে’, ‘খাও’ ইত্যাদি অনর্দমিত হয়। ‘স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে খায় না’—স্থূলে ‘রাগিতে খায়’ [এরকম অর্থ] লক্ষিত হয় না। কারণ এরকম বাক্যার্থ, প্রত্যর্থাপত্তি বা দৃষ্টার্থাপত্তির বিষয়, [লক্ষণার বিষয় নয়]।

‘গঙ্গায় ঘোষপল্লী’^{১৯} এই বাক্যে ঘোষপল্লীর অধিকরণরূপে [নিজেকে] জানানোর জন্য গঙ্গা শব্দ আপন অর্থ (মুখ্যার্থ) পরিত্যাগ করে। এরকম ক্ষেত্রে লক্ষণের দ্বারা* এই লক্ষণা [প্রবর্তিত হয়]। উপচারের সঙ্গে মিশ্রিত না হওয়ায় এই দূরকম লক্ষণাই শব্দ।

[শব্দ লক্ষণার] এই দুই ভেদে (=উপাদান এবং লক্ষণলক্ষণায়) লক্ষ্য (লক্ষার্থ) এবং লক্ষকের (বাচ্যার্থের) যে ঔদাসীনা^{২০}—যা ভেদের নামান্তর, তা নেই।

গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ কতৃক তর্কাদি অর্থের [লক্ষণার মাধ্যমে] প্রতিপাদনের সময় [তর্ক প্রভৃতির] গঙ্গাদিভ-রূপে প্রতীতি হলেই, প্রতিপাদ্য প্রয়োজনের বোধ হয়। কিন্তু যদি কেবল গঙ্গার [প্রবাহের] সঙ্গে [তটের] সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তাহলে—‘গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী’-তে যেমন শব্দের মুখ্য অভিধান (= অভিধা), তার থেকে [‘গঙ্গায় ঘোষ’—এ আশ্রিত] লক্ষণার পার্থক্য কি থাকল?

‘সারোপা’ নামে আর একরকম লক্ষণা হয়, যেখানে (= যে লক্ষণায়) বিষয়ী (= আরোপ্যমাণ বস্তু = যা আরোপিত হয়) এবং বিষয় (আরোপের বস্তু = যার উপর আরোপ করা হয়)—দুইই উল্লিখিত হয়।

যার আরোপ করা হয়—সেই বস্তুটি এবং যাতে আরোপ করা হয়—সেই বস্তুটি যেখানে একই বিভক্তিতে উল্লিখিত হয় এবং যেখানে দুয়ের ভেদ নির্দিষ্ট থাকে না (= স্বীকৃত হয়)—সেখানে লক্ষণা সারোপা।

১৮ এখানে লক্ষণা প্রয়োজনভিত্তিক বা প্রসিদ্ধিভিত্তিক নয়।

১৯ ঘোষ শব্দের বাচ্যার্থ ঘোষপল্লী।

* স্বার্থ-সমর্পণের মাধ্যমে।

২০ ঔদাসীন থাকা অর্থাৎ না মেশা, ভিন্ন (আলাদা) থাকারই নামান্তর। ঔদাসীন্যের অর্থ তাই ভিন্নতা বা ভেদ। ∴ বলা হয়—ভেদরূপে তাটঙ্কম।

অন্যটি (=বিষয়) বিষয়ীর দ্বারা গ্রহণ হলে, তা (=লক্ষণা) হয় সাধ্যবসানা ॥৬॥

আরোপ্যমান বিষয়ীর দ্বারা অন্যটি অর্থাৎ আরোপের বিষয় অন্তঃকৃত অর্থাৎ গ্রহণ হলে, সেই [লক্ষণা] হ' সাধ্যবসানা ।

সাদৃশ্য সম্বন্ধ এবং [সাদৃশ্যভিন্ন] অন্য সম্বন্ধের ফলে উদ্ভূত [লক্ষণার] এই ভেদ দুটি^{২১}, গোণ এবং শব্দ—দুপ্রকারে জানবে ।

সাদৃশ্যের জন্য উদ্ভূত, সারোপা এবং সাধ্যবসানা [লক্ষণা] যথাক্রমে 'ভার-বাহী ব্যক্তিটি একটি গরু' এবং 'এটি একটি গরু'—এই বাক্যদুটিতে রয়েছে ।

কেউ কেউ বলেন : এখানে মদুখ্যার্থের সহচারী জড়তা, মদুতা প্রভৃতি গুণগদাল, লক্ষ্যমাণ হলেও অন্য অর্থের (বাহীকের) অভিধান-বিষয়ে গো-শব্দের কারণ হয় ।

অন্যেরা বলেন : মদুখ্যার্থের সহচারী গুণগদালির সঙ্গে অভেদবশতঃ পরার্থ-গত^{২২} গুণগদালি লক্ষিত হয় । পরার্থ কিন্তু অভিহিত হয় না ।

অপরেরা বলেন : [মদুখ্যার্থ' এবং লক্ষ্যার্থ'—উভয়ে] সাধারণ গুণগদালির আশ্রয় হয় বলে পরার্থই লক্ষিত হয় । (= এইটিই মস্মটের মত । সমর্থন করেছেন কুমারিলের উদ্ভৃতি দিয়ে ।)

অন্যত্রও বলা হয়েছে : অভিধেয়ের^{২৩} সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর প্রতীতিকে বলা হয় লক্ষণা । লক্ষ্যমাণ অর্থের^{২৪} গুণগদালির সঙ্গে সম্বন্ধহেতু, বৃ্ত্তির গোণতা প্রতীত হয় ।

অবিনাভাব মানে কেবল সম্বন্ধ, নিয়ত সম্বন্ধ নয় । নিয়ত সম্বন্ধ হলে 'মাটা-পুঃ ৭ গুর্নি : কাদিছে'—ইত্যাদিতে লক্ষণা হত না ।

[মদুখ্যার্থ' এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে] ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকলে অনুমানের দ্বারা লক্ষ্যার্থের সিদ্ধি হত, লক্ষণার কোন উপযোগিতা থাকত না ।

'যি হল আয়ু' 'এই হল পরমায়ু' ইত্যাদি উদাহরণে সম্বন্ধ হল, সাদৃশ্য-সম্বন্ধের থেকে ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ । আর এইরকম ক্ষেত্রে আরোপ এবং অধ্যবসান কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় ।

এখানে গোণীলক্ষণার দুই ভেদে প্রয়োজন হল [যথাক্রমে আরোপ্যমাণ এবং আরোপবিষয়ের মধ্যে] অভেদ প্রতীতি এবং পূর্ণমাত্রার অভেদ প্রতীতি ; যদিও [দুয়ের^{২৫} মধ্যে] ভেদ বর্তমান ।

২১ সারোপ এবং সাধ্যবসান-রূপ ভেদ দুটি ।

২২ বাহীকগত ।

২৩ মদুখ্যার্থের

২৪ বাহীকের

২৫ = বৃ্ত্তিটিকে গোণী বলা হয় ।

২৬ আরোপ্যমাণ (বিষয়ী) এবং আরোপবিষয়ের (বিষয়ের) মধ্যে ।

শব্দলক্ষণায় ভেদ দুটিতে [প্রয়োজন হল মধ্যম্যে] অন্যের থেকে পৃথক^{২৭} এবং নিয়ত সম্পদগত্ব নামক আরিতা । কখনও [আবার] তাৎপর্যের ফলে উপচার হয় । যেমন, ইন্দ্রের জন্য যে হাড়িকাঠ—তাৎপর্য নাম ইন্দ্র । কখনও উপচার হয় স্বম্বামিত্যব-সম্বন্ধের ফলে । যেমন রাজকীর পদরূপকেও বলা হয় রাজা । কখনও বা অবয়ব-অবয়বী সম্পদের ফলে । যেমন—অগ্নিশব্দ^{২৮} শব্দে হস্ত-শব্দ কেন্দ্রবস্ত্র হাতের আগাটুকু লোকায় । কখনও তাৎকর্ম্য-সম্বন্ধের ফলে । যেমন—অনুগ্রহাদি বলা হয় স্ত্রধার [যদি স্ত্রধারের কাজ করে ।]

অতএব আগের ভেদগুলি সহ লক্ষণা হয় প্রকার ৥৭৥

সেই [লক্ষণা] আবার—

বৃত্তিতে^{২৯} [লক্ষণা] বাদ্যশব্দ্য, আর প্রয়োজনে^{৩০} বাদ্যমুত । কারণ, প্রয়োজন বাদ্যনা-বৃত্তি-গন্য । তা হতে পারে গুঢ় অথবা অগুঢ় ।

তা বলতে বাদ্য বদ্বতে হবে । গুঢ় ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ :

মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, চাহনি আয়ত্ত করেছে বাক্তিমা, চোয় উছলে উঠেছে বিলাস, শৈব^{৩১} হারিয়েছে বদ্বি, শুন মরুজিত হরে উঠেছে বকে, অন্ন-পরিপূর্ণ^{৩২} ফলে জম্বা হয়ে উঠেছে [বনপের] উপবৃত্ত । ওঃ হো, চাঁদমুখীর তবী তনুতে যৌবন-সমাগম খুশী করে তোলে [সকলকে] ৥৪৥

নীচের কবিতায় ব্যঙ্গ্য অগুঢ় :

সম্পদের সঙ্গে পরিচয় হলে জড়েরাও বিদ্বানদের চরিত্র সম্পর্কে অভিন্ন হয় । যৌবনমকতা কামিনীদের ছন্দাক্ষা উপদেশ দেয় ৥৫৥

এখানে উপদেশ দেয়—এই শব্দের সাহায্যে অন্যরাসে 'শিক্ষা দেয়' এই অর্থ বাচ্যার্থের মত পরিবৃষ্টি হতে পারে ।

তাই বলা হয়েছে—লক্ষণা তিন ভাগে [বিভক্ত] ৮ ॥

অব্যঙ্গ্য^{৩৩} গুঢ়ব্যঙ্গ্য আর অগুঢ়ব্যঙ্গ্য—[এই ৩ ভাগে] ।

লক্ষণার আশ্রয় যে শব্দ তা লাক্ষণিক । 'শব্দ'—পদটি এখানে উহ্য বলে বকেতে হবে । 'তৎকৃত্য' শব্দের অর্থ 'তাৎ আশ্রয়' । সেখানে (লাক্ষণিক পদ ৮ শব্দ)^{৩৪} বাদ্যনা নামে একটি বৃত্তি থাকে । 'কখন থাকে'—র

২৭ অর্থাৎ অপরের থেকে প্রোতরূপে প্রতিষ্ঠাত ।

২৮ তালু, চেলী ।

২৯ বৃত্তি বা প্রসিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষণায় ।

৩০ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষণায় ।

৩১ অব্যঙ্গ্য—বৃত্তিলক্ষণা । গুঢ়ব্যঙ্গ্য এবং অগুঢ়ব্যঙ্গ্য—প্রয়োজনমূল্য লক্ষণা ।

৩২ প্রয়োজনমূল্য লক্ষণায় শব্দ ।

আধাত্ম—উৎপাদনিত্ব ।

উত্তরে [গ্রন্থকার] বলছেন : যাকে^{৩৩} বোঝানোর জন্য লক্ষণা আশ্রিত হয়, [সেই] ফল একমাত্র [লাক্ষণিক] শব্দ-গম্য হওয়ার এই ক্ষেত্রে^{৩৪} [বৃত্তিটি] ব্যঞ্জনা ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নয়। ৯ + ১০ই। প্রয়োজন বোঝানোর ইচ্ছায় যেখানে লক্ষণায়ত্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেখানে অন্য কোন তিচ্ছর মাধ্যমে (= অন্য কোন প্রমাণের^{৩৫} মাধ্যমে) তার (= প্রয়োজনের) প্রতীতি হয় না। কিন্তু কেবল সেই শব্দ (= লাক্ষণিক শব্দ) থেকেই^{৩৬} [প্রয়োজনের প্রতীতি হয়]। এখানে (লাক্ষণিক শব্দে) ব্যঞ্জনা ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নেই, [যা প্রয়োজনের প্রতীতি ঘটায়]।

ব্যাখ্যানক্রমে :

[লাক্ষণিক শব্দের] অভিধা নয়, কারণ প্রয়োজন [অবধি ওর] সংকেত নেই।

‘গঙ্গায় ঘোষপল্লী’ ইত্যাদিতে পবিত্রতা প্রভৃতি যে ধর্মগুণি তটাদিতে প্রতীত হয়, সেই ধর্মগুণিতে গঙ্গা প্রভৃতি শব্দের সংকেত নেই।

শর্তগুণির অভাববশতঃ [ঐ বৃত্তি] লক্ষণাও নয় ॥১০॥

শর্ত বলতে, মূখ্যার্থবাধ প্রভৃতি তিনটি শর্ত। যেমন,

লক্ষ্যার্থ^{৩৭} মূখ্যার্থ নয়। এখানে^{৩৮} মূখ্যার্থের^{৩৯} বাধও নেই। ফলের^{৪০} সঙ্গে [মূখ্যার্থের^{৪১}] সম্বন্ধও নেই। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রয়োজনও নেই^{৪২}। আর [গঙ্গা] শব্দটি পবিত্রতাদি অর্থ বোঝাতে অক্ষমও নয় ॥১১॥

যেমন গঙ্গা-শব্দ প্রবাহ-রূপ অর্থে^{৪৩} [ঘোষপল্লীর সঙ্গে] অম্বিত হতে পারে

৩৩ যে ফল-টিকে বোঝার জন্যে।

যে ফলকে = যে প্রয়োজনকে = পাবনত্বাদি ধর্মকে।

৩৪ অত্র = এই ক্ষেত্রে = প্রয়োজনকে বোঝানোর ক্ষেত্রে।

ক্রিয়া = বৃত্তি = ব্যাপার = প্রক্রিয়া।

৩৫ শব্দেতরপ্রমাণ থেকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান থেকে।

৩৬ শব্দ-প্রমাণ থেকেই।

৩৭ গঙ্গাতট—এই অর্থ।

৩৮ এই ক্ষেত্রে = প্রয়োজনকে লক্ষ্যার্থ বলা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে। ‘অত্র’ এবং ‘এস্মিন’-র অর্থ একই।

৩৯ দ্বিতীয়লক্ষণাবাদী-কর্তৃক প্রভাবিত মূখ্যার্থের। এই মূখ্যার্থকে ব্যঞ্জনা-বাদী কিন্তু বলেন লক্ষ্যার্থ।

৪০ ফল = [দ্বিতীয়লক্ষণবাদী প্রভাবিত] দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ। পাবনত্বাদি।

৪১ প্রথম লক্ষণার (গঙ্গাশব্দের লক্ষ্যার্থনিষ্ঠ লক্ষণার) প্রয়োজন (পাবনত্ব) ২য় লক্ষণাকর্তৃক : গঙ্গা-শব্দের লক্ষ্যার্থ তটনিষ্ঠ লক্ষণাকর্তৃক) লক্ষিত হয়। কাজেই ২য় প্রয়োজনের কথা মনে আসে না।

৪২ মূখ্যার্থে

না বলে তট-কে লক্ষিত করে, তেমনি [ঘোষণার সঙ্গে সম্বন্ধ হতে গিয়ে] যদি তট-রূপ অর্থেও অযোগ্য^{৪৩} হত, তবেই 'প্রয়োজন'^{৪৪}কে লক্ষিত করত। কিন্তু 'তট' এখানে মধ্যার্থ নয়। মধ্যার্থ-বাধও এখানে হয় নি আর [দ্বি. ল. বা.-র মতে ২য়-] লক্ষণা কতক প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য 'পবিত্রতা প্রভৃতি' অর্থের (∴ লক্ষ্যার্থের সঙ্গে গঙ্গাশব্দের তটরূপ অর্থের^{৪৫} কোন সম্বন্ধও নেই। আর প্রয়োজন লক্ষণা-প্রতিপাদ্য হয়ে যাওয়ার কোন [দ্বিতীয়] প্রয়োজনও থাকে না আবার গঙ্গা শব্দ যেমন [তিনটি শর্ত না থাকলে] তটকে বোঝাতে পারে না—তেমনভাবে এখানে গঙ্গাশব্দ প্রয়োজন (পাবনত্বাদি) বোঝাতে পারে না—এমন নয়।

এইভাবে অনবস্থার সৃষ্টি হবে, যা মূল বিষয়বস্তুর [প্রতীতি থেকে] উচ্ছেদের কারণ।

এইভাবে অর্থাৎ [১ম] প্রয়োজন যদি লক্ষিত হয় তাহলে তা (১ম প্রয়োজন), আবার অন্য (২য়) প্রয়োজন সহ লক্ষিত হবে, [২য় প্রয়োজন] আবার আর এক (৩য়) প্রয়োজন সহ লক্ষিত হবে এবং [মূল] বিষয়কে যা বন্ধতে দেয় না, সেই অনবস্থার সৃষ্টি হবে।

এখন [বিশিষ্ট লক্ষণাবাদী] যদি [বলেন] : পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্মবস্তু হলেই 'তট' লক্ষিত হয় এবং [এইরকম লক্ষণার স্থলে] 'গঙ্গাতীরে ঘোষণা-পল্লী'—এই অর্থ ছাড়া, যে বাড়তি অর্থের প্রতীতি হয়, তা হল প্রয়োজন। আর এইভাবে [পবিত্রতাদি] বিশিষ্ট [তট্টেই] লক্ষণা হয়। অতএব ব্যঙ্গনার কি দরকার?

তাহলে [গ্রন্থকার] বলবেন :

প্রয়োজন^{৪৬} বিশিষ্ট লক্ষ্যার্থ [স্বীকার] যুক্তিযুক্ত নয় ॥১২॥

পঃ ৯

কেন?—উত্তরে বলবেন :

[জ্ঞান থেকে। জ্ঞানের বিষয়। যেমন। ভিন্ন, [জ্ঞানের। ফলও। তেমনি] ভিন্ন। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় হল নীল প্রভৃতি, ফল হল প্রকটতা অথবা সংবিদ্ধি। এইভাবে বিশেষণযুক্ত বস্তুতে লক্ষণা [প্রযুক্ত হতে পারে। না^{৪৭}।
ব্যাক্যের প্রয়োজন নেই।

৪৩ সবাধঃ = বাধাপ্রাপ্তঃ। তট-রূপ অর্থে ঘোষণার সঙ্গে সম্বন্ধ হতে গিয়ে গঙ্গা শব্দ যদি বাধা পেল।

৪৪ পবিত্রতাদি-কে।

৪৫ তট, ২য় লক্ষণাবাদীর প্রস্তাবিত মধ্যার্থ।

৪৬ এখানে প্রয়োজন—পাবনত্বাদি, পাবনত্বাদিপ্রতীতি নয়।

৪৭ বিশেষণ বা ধর্মসহ বস্তুকে লক্ষণাবৃত্তি বোঝাতে পারে না। অর্থাৎ বিশেষণগুলি লক্ষ্য নয় কিন্তু ব্যঙ্গ্য।

কিছু লক্ষ্যার্থে^{৪৮} বৈশিষ্ট্য- (বিশেষণ-) গুলি [অন্য বৃত্তির^{৪৯} দ্বারা বোধ্য] হয় ॥১৩০॥

তট প্রভৃতিতে পবিত্রতা প্রভৃতি যে বৈশিষ্ট্যগুলি [রয়েছে বলে বোঝা যায়], সেগুলি অভিধা, তাৎপৰ্য^{৫০}, এবং লক্ষণ হতে ভিন্ন অন্য বৃত্তির দ্বারা বোধ্য। আর ব্যঞ্জন, ধ্বনন, দ্যোতন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত সেই [বৃত্তি] অবশ্য স্বীকার্য^{৫১}।

এইভাবে লক্ষণামূল ব্যঞ্জনার [স্বরূপ] বলা হল।

অভিধামূল [ব্যঞ্জনার স্বরূপ] বলছেন :

অনেকার্থক শব্দের অভিধা, সংযোগ প্রভৃতির ফলে [একটি অর্থে] নিয়ন্ত্রিত হলে^{৫২} [ঐ শব্দের] যে ব্যাপার বাচ্যার্থ-ভিন্ন অন্য অর্থের প্রতীতি ঘটায় তাই ব্যঞ্জনা ॥১৩১॥

[অনেকার্থক] শব্দের অর্থের [প্রতীতিতে সংশয়^{৫৩} উপস্থিত হলে, প্রাসঙ্গিক অর্থ-প্রতীতির কারণ হয়—সংযোগ^{৫৪}, বিরোধ^{৫৫}, সাহচর্য, বিরোধিতা, প্রয়োজন, প্রসঙ্গ, বিশেষ চিহ্ন, অন্য শব্দের সান্নিধ্য, সামর্থ্য, ঔচিত্য, স্থান, কাল, লিঙ্গ^{৫৬}, স্বর প্রভৃতি।

‘শংখচক্রযুক্ত হরি’, ‘শংখচক্রহীন হরি’—[এই দুই স্থলে] ‘হরি’ শব্দের অর্থ [সংযোগ এবং বিপ্রয়োগের দ্বারা] ‘বিষ্ণু’ অর্থে [নিয়ন্ত্রিত হয়]। ‘রাম এবং লক্ষণ’—এখানে ‘দশরথের পুত্রে’ [নিয়ন্ত্রিত হয় রাম শব্দের বাচকত্ব]।

‘তাদের দুজনের সম্বন্ধ^{৫৭} হল রামাঙ্গুনের মত’—এখানে ‘পরশুরাম এবং কাতবীষাঙ্গুনের অর্থ’ নিয়ন্ত্রিত হয় বিরোধিতার মাধ্যমে []। ‘পাথিবী অস্তিত্ব ছেদনের জন্য স্থানকে ভজনা কর’—বাক্যে ‘স্থান’, ‘হর’ অর্থে [নিয়ন্ত্রিত]। ‘দেব ! [আপনি] সমস্ত জানেন’—এখানে [‘দেব’ নিয়ন্ত্রিত হয়] ‘আপনি’ অর্থে।

৪৮ লক্ষ্যার্থে = লক্ষিতে অর্থে = লক্ষ্যার্থে। তটাদৌ।

৪৯ ব্যঞ্জনার দ্বারা।

৫০ এই তাৎপৰ্য বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করতে পারে না ; কারণ তাৎপৰ্য শব্দ পদের অর্থগুলির অর্থ প্রতিপাদন করে। তাৎপৰ্যের এই পৃথক উল্লেখ প্রমাণ করে—মুদ্রাট তাৎপৰ্য বৃত্তি মেনে নিয়েছেন।

৫১ নিয়ন্ত্রণের ১৫টি কারণ নাটকের দুটি কারিকার উল্লেখ করা হয়েছে।

৫২ অনবচ্ছেদ = সংশয়।

৫৩ প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ।

৫৪ অভাব।

৫৫ ব্যক্তি = লিঙ্গ, Gender.

৫৬ গতি = সম্বন্ধ।

‘মকরধ্বজ রক্ষ’—এখানে [মকরধ্বজ] ‘কামদেব’ [অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়]। ‘মধুর প্রভাবে কোকিল মন্ত’—নাকো ‘মধু’ [নিয়ন্ত্রিত হয়] বসন্তে। ‘নগরশত্রু দেবের’—বাক্যে [‘দেব’ নিয়ন্ত্রিত হয়] শিবে। ‘প্রিয়ানু মদ্য তোমাদের রক্ষা করুক’—এখানে ‘মদ্য’ ‘অনুকূলতা’য়। ‘পরমেশ্বর এখানে’^{৫৭} রয়েছে—এখানে পরমেশ্বর রাজা-রূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয় রাজধানীরূপ ‘স্থানে’র প্রভাবে। ‘চিত্র-ভানু শোভমান’—এখানে ‘চিত্রভানু’ দিনে সূর্যরূপ অর্থে, রাত্ৰিতে অগ্নিরূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়। ‘মিত্র (ক্রী) শোভমান’—‘মিত্র’ (ক্রী) ‘বন্ধু’তে। ‘মিত্র (পুং) শোভমান’—এখানে মিত্র সূর্যে। ইন্দ্রশত্রু—ইত্যাদির [দ্র রক্ষ] স্বর বেদে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, কাব্যে করে না। আদি বলতে অভিনয় প্রভৃতি বুঝতে হবে। যেমন :

পাপড়ির মত এততো বড় বড় দুটো চোখ নিয়ে, এততো বড় বড় স্তনওয়ালা মহিলা এই কয়েক দিনের মধ্যে এই অবস্থায় [এসে পৌঁছেছে !] ৬

এইভাবে সংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে অনেকাংশে শব্দের, অন্য অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা

পৃঃ ১০

নিবারণিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন কোন জায়গায় যে অন্য অর্থের প্রতিপাদন লক্ষ্য করা যায়, সেখানে বৃত্তি অভিধা নয়। কারণ তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছে। মদ্যার্থবাধ প্রভৃতি না থাকায়

লক্ষণাও নয়। এখানে বৃত্তি হল অজান অর্থাৎ ব্যঞ্জনা। যেমন :

দান-বারি^{৫৮} বর্ষগের মাধ্যমে তারি হাত সব সময়ের জন্য হয়ে উঠত রমণীয়। যার আত্মা মহান, যার দেহ আক্রমণের অযোগ্য, বংশ মর্যাদা যার অসীম, শরসংগ্রহ যার [অসংখ্য], গতি যার অবাধ, যিনি শত্রুর নিবারণক ॥৭॥

[ব্যঙ্গ্যার্থ :] দান-বারি^{৫৯} বর্ষগের মাধ্যমে সেই শ্রেষ্ঠ হাতীর শৃঙ্গ রমণীয় হয়ে উঠত সব সময়ের জন্য। যা ‘ভদ্র’ [নামে হস্তীগোষ্ঠীর] অন্তর্ভুক্ত, যার দেহ আরোহণের পক্ষে কষ্টকর, যার উচ্চতা বিরাট বাঁশের মত, অসংখ্য মৌমাছিকে যে আকৃষ্ট করেছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে যে চলে না ॥৭॥

তদ্ব্যুত । শব্দ । ব্যঙ্গক শব্দ ।

তদ্ব্যুত = ব্যঞ্জন্যুত ।

যেহেতু অন্য অর্থ-যুত^{৬০} হয়েই সেই । শব্দ । সেরকম (= ব্যঙ্গক) হয়, [তাই । এখানে অর্থও^{৬১} সহকারীরূপে ব্যঙ্গক ॥১৫॥

সেরকম = ব্যঙ্গক ।

এখানে ‘শব্দার্থ’ স্বরূপ-নির্ণয় নামে কাব্য প্রকাশের ২য় উল্লাস সমাপ্ত ।

৫৭ এখানে = রাজধানীতে ।

৫৮ ‘বারি’র মত দান (gift) । উপমের দান, উপমান বারি ।

৫৯ দানাস্ব, অথবা দানবারি = মদবারি ।

৬০ অন্য অর্থ = বাচ্যার্থ

৬১ অর্থ = এই

তৃতীয় উল্লাস

তাদের (তিন রকমের শব্দের) অর্থগুণি আগে বলা হয়েছে ।

অর্থগুণি = বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ ।

তাদের = বাচক, লাক্ষণিক এবং ব্যঙ্গক শব্দের ।

অর্থের ব্যঙ্গক বলা হচ্ছে ।

[অর্থী ব্যঙ্গনা] কেমন, তাই বলছেন :

বস্তা বোম্বা স্বরভঙ্গী বাক্য বাচ্য অপরের সামিখ্য প্রসঙ্গ স্থান কাল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বশতঃ, [তিন রকম] অর্থের যে বৃত্তি, সহৃদয়দের অর্থান্তর-প্রতীতির কারণ হয়, সেই [বৃত্তির] নাম ব্যঙ্গনা* ॥১, ২॥

বোম্বাব্য = যাকে কিছু বলা হবে, এমন ব্যক্তি ।

লাকু = ধর্মনির বিকার ।

প্রস্ত ব = প্রকরণ, প্রসঙ্গ ।

অর্থের = বাচ্য, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গা—তিন রকম অর্থের ।

যথাক্রমে উদাহরণ :

সখী, একটু বিশ্রাম নই । বিরাট এক জলের কলসী নিয়ে তাড়াহুড়ো করে এলাম আমি । পরিশ্রমের ঘাম আর হোস্‌ফোসানি—সইতে পারছি না ॥১
এখানে 'গোপন মিলনের গোপনতা' ব্যঞ্জিত হচ্ছে ।

হায় সখী, দুর্ভাগা আমার জন্যে তোমাকে পীড়িত করেছে—বিনিদ্রতা, দুর্বলতা,
প. ১১ উদ্বেগ, আলস্য আর দীর্ঘশ্বাস ॥২

এখানে সেই কামরূপ-কর্তৃক । বস্তার প্রেমিক-কর্তৃক । দূতীর উপভোগ ব্যঞ্জিত হয় ।

রাজসভায় দ্রোপদীকে এরকমভাবে [অপমানিত] দেখে, বঙ্কল পরে শিকারীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছি—মনে করে, বিরাটের বাড়ীতে অনুপযুক্ত কাজ করতে করতে অজ্ঞাতবাস করেছি—ভেবে, ক্রুদ্ধ আমার উপরেই শ্রম্ভাজন তিনি** ক্রুদ্ধ হইলেন !—আর কৌরবদের উপর আজও ক্রুদ্ধ হলেন না । ॥ ৩ ॥

এখানে 'আমার উপরে ক্রোধ উপযুক্ত নয়, কৌরবদের উপরেই উপযুক্ত'—এরকম অর্থ স্বরভঙ্গীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । এখানে কারুণ্যসিদ্ধিতে সহায়ক হওয়ার একে 'শ্লোকটিকে' গুণীভূতব্যঙ্গ বলে আশঙ্কা করা উচিত নয় । কারণ, কেবল প্রশ্ন ব্যঞ্জিত করাই স্বরভঙ্গী বিরত হয় ।

তখন আমার গালে ডুবে যাওয়া তোমার দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরাও নি । এখনও

* ব্যঙ্গনা = অর্থী ব্যঙ্গনা (ব্যক্তি) ।

** তিনি = বদ্বিষ্টিত ।

সেই আমিই আছি, সেই গাল দুটোও আছে, কিন্তু তোমার সেই [ছন্দ যাওয়া] দৃষ্টি নাই ॥ ৪

[আমার] গালে প্রতিফলিত আমার সখীকে দেখতে দেখতে দৃষ্টি তোমার অন্যরকম হয়েছিল। সে (সখী) চলে গেলে দৃষ্টি একেবারে অন্যরকম হয়েছে। হায়, এতেই তোমার গোপন কামকষ ব্যঙ্গ হচ্ছে।

নর্মদা-তীরের এই জায়গাটুকু সরস কলাগাছের সারিতে অত্যন্ত শোভন। কুঞ্জের উৎকর্ষের জন্য মহিলাদের বিম্বাস্তি সৃষ্টি হয় এখানে। তবু, আবার এখানে মিলনের অনুরূপ হাওয়াও বইছে; যার পুরোভাগে রয়েছেন কামদেব— যিনি ক্ষেপে ওঠেন হঠাৎ ॥ ৫ ॥

‘মিলনের জন্য প্রবেশ কর’—এখানে এই অর্থ ব্যঙ্গ্য।

কঠোর শাসনুড়ী সব গৃহকাষে আমাকে নিয়োগ করেন। বিশ্বাস যদি মেলে, তা [সন্ধ্যায়, [আর] মৃদুহৃৎের জন্য, অথবা মেলেই না ॥ ৬

উদাসীন প্রেমিকের প্রতি কোন এক প্রেমিকা-কর্তৃক দ্যোতিত হচ্ছে এরকম অর্থ :
পদ : ১১ সন্ধ্যা হল সংকেত-সময়।

শুনলাম : আজ তোমার স্বামী আসবেন এক প্রহরের মধ্যে। এরকম করে রয়েছে কেন? তাহলে বন্ধ করণীয়গুলি কর ॥ ৭

এখানে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়—বুঝিয়ে কোন এক বাস্তবী নিবৃত্ত করছে।

বাস্তবীগণ, তোমরা অন্যত্র গিয়ে ফুল তোল। এখানে আমি তুলি। আমি দূরে যেতে পারব না। প্রসন্ন হও। এই জোড় হাত করছি তোমাদেরকে ॥ ৮ ॥

এখানে বাস্তবীকে নাসিকা বোঝাতে চাইছে : এই জায়গাটি নির্জন, প্রচলিত কাম প্রেমিককে তুমি এখানে পাঠাও।

মৃদুজনের উপর নির্ভরশীল প্রিয়! হতভাগিনী আমি তোমাকে আর কি বলব? আজ প্রবাসে বেরোচ্ছ? যাও, নিজেকে জিজ্ঞেস কর—কি করণীয় ॥ ৯ ॥

এখানে ব্যঙ্গার্থ এরকম : আজ অর্থাৎ এই বসন্তে যদি বেরোও, তাহলে আমি আর থাকব না (বাঁচব না); আর তোমার কি হবে, তা বুঝতে পারছি না।

আদি বলতে চেষ্টা প্রভৃতির। তার মধ্যে চেষ্টার [বৈশিষ্ট্য] যেমন :

আমি দোরগোড়ায় দাঁড়ালে, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের অধিকারিণী সে উরু দুটো প্রসারিত করে পরে আবার একত্রিত করল। সামনে ঘোমটা টানল। চপ্পল চোখ দুটো নামাল। বন্ধ করল কথাবার্তা। লতার মত হাত দুটো গুটিয়ে ফেলল ॥ ১০ ॥

[জিজ্ঞাসার] আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তির জন্যে আর, প্রসন্ন আসন্ন, আবার পরে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বক্তা প্রভৃতির পরস্পর সংযোগবশতঃ [বক্তা এবং বোধব্যবহার বৈশিষ্ট্যের একই ক্ষেত্রে অস্তিত্বের ফলে অর্থী ব্যক্তনার যে উদ্ভব—এরকম] দুই এর

বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেদ এবং এরকম [নিজে নিজে]* (তিনের, চারের) ভেদের (-type এর) ব্যঞ্জকতা উদাহরণীয় ।

শব্দ প্রমাণের মাধ্যমে জেয় অর্থ অন্য অর্থ ব্যঞ্জিত করে বলেই অর্থের ব্যঞ্জনাশ শব্দের সহকারিতা [লক্ষ্য করা যায়] ॥৩০॥

‘শব্দ—’ ইত্যাদির ফলে বুঝতে হবে : অন্য প্রমাণের মাধ্যমে (= প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমান-প্রমাণের মাধ্যমে) যে সমস্ত অর্থ জানা যায়, সেই অর্থ ব্যঞ্জক হতে পারে না ।

আর্থী ব্যঞ্জনা নামে কাব্যপ্রকাশের তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত ।

চতুর্থ উল্লাস

যদিও শব্দ এবং অর্থের [স্বরূপ-] নির্ণয়ের পরে দোষ, গুণ এবং অলংকারের প্রকৃতি বলা উচিত ; তবুও ধর্মী প্রকৃতি হইলেই ধর্মসমূহের বর্জনীয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা জানা যায়—এ রকম মনে করে [গ্রন্থকার] প্রথমে কাব্যের বিভাগগুলি বলছেন :

পঃ ১০

ধ্বনির^১ মধ্যে যা অবিবক্ষিতবাচ্য, তাতে বাচ্য^২ [কখনও] পর্যবসিত হয় অন্য অর্থে, [কখনও] বা অস্বীকৃত হয় একেবারেই ॥১০॥

লক্ষ্যাব উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিগূঢ় ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য হওয়ার ফলেই বাচ্য যেখানে অবিবক্ষিত, ‘ধ্বনো—’ এই পদের পুনরাবৃত্তির ফলে তাই [অবিবক্ষিত বাচ্য] ধ্বনি—এরকম জানতে হবে ।

তার মধ্যে বাচ্যার্থ কখনও কখনও উপযুক্ত হয় না বলে^৩ অন্য অর্থে পর্যবসিত হয় । যেমন,

তোমাকে বলছি—‘পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছে এখানে । সুতরাং নিজের মনঃসংযোগ করে এখানে থাক’ ॥১১॥

এখানে বলা ইত্যাদি, উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি অর্থে রূপান্তরিত হয় ।

কোথাও বোকা যায় না বলে [বাচ্যার্থ] একেবারেই অস্বীকৃত হয় । যেমন—

‘আপনি অনেক উপকার করেছেন এবং যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছেন । সুতরাং

* এই ক্রমে লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থের ব্যঞ্জকতা উদাহরণীয় ।

১ উপবিভাগগুলি

২ ধ্বনিকাব্যের

৩ বাচ্যার্থ

৪ অনুপপদ্যমানতা = inapplicability অর্থাৎ [সমগ্র বিবক্ষিত অর্থের সঙ্গে]

খাপ খায় না বলে ।

এ ব্যাপারে আর কি-ই বা বলার আছে। সব সময়ে এই রকম করেই, বন্ধ, একশ বছর ধরে সুখে থাক' ॥২॥

বিপরীত লক্ষণের মাধ্যমে অপকারীকে [বন্ধ] এরকম বলছেন।

তা' হল আর একরকম, বাচ্য যেখানে বিবক্ষিত কিন্তু অন্য প্রধান।

অন্যপ্রধান = ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠ = ব্যঙ্গ্যপ্রধান।

এই [বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধরনের] আবার কোনটি অলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্য, কোনটি লক্ষ্যব্যাঙ্গ্যক্রম ॥২॥

‘অলক্ষ্য-’ কথাটি ব্যাখ্যাত হচ্ছে :

বিভাব, অনুভাব, এবং ব্যভিচারী ভাব রস নহে।

কিন্তু এদের দ্বারা রস [উদ্ভূত হয়]। অতএব [রসের কারণ এবং রস—
দুয়ের মধ্যে] ক্রম বিদ্যমান। কিন্তু ক্রিপ্রভাবশতঃ তা লক্ষিত হয় না।

আর অলক্ষ্যক্রম রস ভাব রসভাস ভাবভাস ভাবোপশম ইত্যাদি, রসবৎ [প্রের
উজ্জ্বল সমাহিত] প্রভৃতি অলংকার হতে পৃথক এবং [ওগদলি] অলংকার্য হয়ে
থাকে ॥৩॥

[ভাবশাস্ত্রাদিতে] আদি দ্বারা ভাবোদয়, ভাবসম্বন্ধ এবং ভাবসম্বন্ধ
বোঝায়। রস প্রভৃতি, যেখানে যেখানে গদ্য, সেখানে সেখানে সেগদলি অলংকার্য।
পৃঃ ১৪ এর উদাহরণ দেওয়া হবে। আর অন্য যেখানে বাক্যার্থ মধ্য

হওয়ায় রস প্রভৃতি গোণ, সেই গদ্যীভূতব্যাঙ্গ্য কাব্যের স্থলে
[রস] হয় রসবৎ, প্রের, উজ্জ্বলী, সমাহিত ইত্যাদি অলংকার। গদ্যীভূত-ব্যাঙ্গ্য-
কাব্যের বিবরণপ্রসঙ্গে অলংকারগদলি উদাহৃত হবে।

এখন রসের প্রকৃতি বলছেন [মম্বট] :

লৌকিক জগতে অনুরাগ প্রভৃতি সেগদলি [মধ্য] কারণ, কার্য এবং সহকারী
কারণ ; সেগদলি যদি নাটক এবং কাব্যের জগতের হয়, তাহলে সেগদলি বিভাব,
অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব নামে অভিহিত হয়। আর সেই বিভাবাদির দ্বারা,
স্থায়ীভাব অভিহিত হয়ে ‘রস’ নামে জ্ঞাত হয় ॥৪ + ৫॥

ভরতও বলেছেন : ‘বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের
উৎপত্তি’। একে (ভরতের সূত্রটিকে) ভট্টলোচন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেছেন
এভাবে :

বিভাব সমূহের দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গনা প্রভৃতি আলম্বন এবং উদ্যান প্রভৃতি

৫ তা = ধনি।

৬ শিষ্যের জগতের = নাটক এবং কাব্যের জগতের = অলৌকিক জগতের।

৭ রস সব সময় ব্যঞ্জনা-প্রতিপাদ্য। আভাষা, লক্ষণা অথবা তাৎপর্য ‘রস’কে
প্রকাশিত করতে পারে না। ‘রসাদিলক্ষণস্বার্থঃ স্বপ্নেহপি ন বাচ্যঃ।’

উদ্দীপক কারণ সমূহের দ্বারা রূতি ইত্যাদি ভাব উৎপাদিত হয়, অনুভাবসমূহের দ্বারা অর্থাৎ কটাক্ষ বাহু-প্রাণিন প্রভৃতি কার্যসমূহের দ্বারা জানার উপযুক্ত হয়, ব্যভিচারীসমূহের দ্বারা অর্থাৎ নিবেদ প্রভৃতি সহকারী কারণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় রস। প্রধানভাবে অস্তিত্ববশতঃ, রাম প্রভৃতি অনুকরণযোগ্য চরিত্রে এবং শেষ পর্যন্ত রাম প্রভৃতির রূপের অনুকরণের ফলে অভিনেতাতেও যা প্রতীয়মান হয়।

শংকুক বলেন :

সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য [—এই চাররকম] জ্ঞানের থেকে ভিন্ন, চিত্রাংগিত অশ্বকে অশ্ব বলে জানার মত একরকম জ্ঞানের সাহায্যে [সহৃদয়] নটকে গ্রহণ করে। [যথাক্রমে উক্ত চাররকম জ্ঞানের আকার হল] এরকম : [রামের সম্পর্কে] ‘রামই ইনি, ইনিই রাম’—এরকম জ্ঞান, এমন জ্ঞান বা অ-রামকে ‘ইনি রাম’ বলে জানা যাচ্ছে, ‘ইনি রাম হতেও পারেন, নাও পারেন’ এরকম জ্ঞান, এবং ‘ইনি রামের মত’ এরকম জ্ঞান।

[চিত্রভূরগন্যায় গৃহীত] নট সাহিত্যের নিবিড় অধ্যয়ন, শিক্ষা এবং অনুশীলনের সাহায্যে সম্পন্ন কোরে অভিনয় [এবং অভিনয়ের] মাধ্যমে উপস্থাপিত করে—কারণ কার্য ও সহকারী, বাদের অভিহিত করা হয় বিভাব [অনুভাব] প্রভৃতি শব্দ দিয়ে ; যেগুলি কৃত্রিম হলেও সেরকম (= কৃত্রিম বলে) মনে হয় না। সাহিত্য [বা নাটকীয় সংলাপের নিদর্শন] হল এরকম :

‘আমার (= রামের) জীবন-নিয়ন্তা তিনি (= সীতা) আমার দৃষ্টিপথে এসেছিলেন। যিনি আমার অঙ্গে অঙ্গে অমৃতের প্রবাহ, দুই চোখে যিনি সষষ্টি-সঞ্চিত কপূরের শলাকা, আর চিত্তে যিনি মৃত অভীষিত সম্পৎ ॥৩॥

আবার, দুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘ আর চঞ্চলনের তাঁর কাছ থেকে আজ আমি বিযুক্ত। আর [এই মূহুর্তেই] প্রকাশমান এবং ঘন মেঘে ঢাকা সময়ও (বর্ষাকাল) এসে হাজির ॥৪॥

বিভাব প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ অথবা গম্য-গমকসম্বন্ধ থাকার [নটনিষ্ঠরূপে] অনুমিত হয় রূতি প্রভৃতি স্থায়িত্ব। অনুমিত হলেও এগুলি অন্য অনুমিত [বস্তুর] থেকে পৃথক্, কারণ এরা এদের চমৎকারিত্বের জন্য [অত্যন্ত] আশ্বাদ্য।

ঐ স্থায়িত্বগুলি নটে না থাকলেও সহৃদয় সংস্কারের মাধ্যমে [নটনিষ্ঠরূপে] ওগুঁ কে] চর্চণ করতে থাকে। চর্চমাণ ওগুঁলির নাম রস।

৮ যা = ২স

* শূলাক্ষর অংশগুলিকে একত্রিত করে একটি বাক্য করে নিয়ে পরে অন্য অংশ-গুলিসহ দেখা যেতে পারে।

৯ অনুমানের বিষয়।

১০ বস্তু = স্থায়িত্ব। স্থায়িত্বের সৌন্দর্যহেতু।

ভট্টনায়ক বলেন :

রস প্রতীত হয় না, না পরগত-রূপে, না আত্মগত-রূপে। রস উপমণ্ডল হয় না, অথবা অভিযুক্তও হয় না। বস্তুতঃ, কাব্য এবং নাটকে অভিধা^{১১} হতে ভিন্ন 'ভাবকত্ব' নামে দ্বিতীয় একটি বৃত্তির দ্বারা^{১২} স্থায়ী অনুভূতি^{১৩}, ভাব্যমান^{১৪} হয় এবং 'ভোজকত্ব'^{১৫} নামক ব্যাপারের মাধ্যমে উপভুক্ত হয়। বিভাব প্রভৃতি^{১৬} সার্বজনীন করে তোলা এই বৃত্তির^{১৭} স্বরূপ। আর [ভোজকত্ব] ব্যাপারটি^{১৮} সত্ত্বগুণের আভিবেশ^{১৯} ফলে প্রকাশ এবং আনন্দময় জ্ঞানের অস্তিত্বাত্মক।

আচার্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা হল এরকম :

লৌকিক জগতে স্ত্রীলোক [মনোরম উদ্যান] প্রভৃতির সাহায্যে, অনুশীলনবশে স্থায়ীভাব-অনুভবে পুঁ সামাজিকের, রতি [হাস] প্রভৃতি স্থায়ীভাব যখন বিভাব [অনুভাব] প্রভৃতি হেতুগুণ দ্বারা অভিযুক্ত হয় এবং প্রমাতা-কর্তৃক জ্ঞাত ও সরবতের মত আশ্বাদিত হতে থাকে, তখন তার (স্থায়ীভাবের) নাম হয় রস।

[লৌকিক জগতের] সেই হেতুগুণ কাব্য এবং নাটকে হেতুবৈশিষ্ট্য ছেড়ে বিভাবন প্রভৃতি ক্রিয়াযুক্ত হওয়ায়, অলৌকিক এবং বিভাব প্রভৃতি শব্দ-অভিধেয় হয়। বিভাব প্রভৃতি সার্বজনীন রূপে প্রতীত হলে বাসনার আকারে অবস্থিত সন্দেহের স্থায়ীভাব অভিযুক্ত হয়।

'এগুণি আমার, এগুণি শত্রুর, এগুণি নিরপেক্ষের, এগুণি আমার নয়, এগুণি শত্রুর নয়, এগুণি নিরপেক্ষের নয়'—এরকম বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ গ্রহণ অথবা বর্জনের নিয়মের প্রতীতি না হওয়ায়^{২০} বিভাব প্রভৃতি সার্বজনীন-রূপে জ্ঞাত হয়। সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার বলে স্থায়ীভাব, প্রমাতা-কর্তৃক সাধারণ ভাবে (=বিশেষভাবে নয়) জ্ঞানের বিষয় হয়; যদিও নিজের সঙ্গে নিজের আকারের মত, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয় এই স্থায়ীভাব, অভিন্ন। ঐ স্থায়ীভাব

১১ অভিধা বলতে লক্ষণাকেও বুঝতে হবে। অভিধাতঃ দ্বিতীয়ন=অভিধা এবং লক্ষণা থেকে ভিন্ন অন্য বৃত্তির দ্বারা। অভিধা+তসিল্।

১২ ব্যাপার=শব্দশক্তি=বৃত্তি

১৩ লীন বা অবচেতন স্তরে অবস্থিত অনুভূতি।

১৪ চেতনার স্তরে আসে=ভাবনার বিষয় হয়।

১৫ ভোজকত্ব=ভোগ (তৃতীয় বৃত্তি)। বৃত্তিটি হল সন্দেহচিন্তার।

১৬ প্রভৃতি=অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাব।

১৭ এই বৃত্তির=ভাবকত্ব বৃত্তির।

১৮ ভোজকত্ব ব্যাপারটি।

১৯ এবং অন্যগুণের তিরোভাবের ফলে।

২০ বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ অপ্রতীত হওয়ায়।

সীমিত সন্দেহগত হলেও [সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার বলে] সাধারণভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় প্রমাতার। এই প্রমাতা সমস্ত সন্দেহের সঙ্গে ঐক্য-রক্ষাকারী এবং অসীমের বোধ-সম্পন্ন।

বিভাব-প্রভৃতিতে জানার মূহুর্তে প্রমাতার সীমিতবুদ্ধি দ্রবীভূত হওয়ায় উদ্ভূত হয় অসীম বুদ্ধি। অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কশূন্য বলে এ বুদ্ধি অসীম।

আস্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ^{২১}। বিভাব-প্রভৃতির অস্তিত্ব-অবধি রসের অস্তিত্ব। যেন সামনে [রয়েছে], এমন ভাবে রস প্রকাশিত হয়। যেন প্রতিটি বস্তুকে [ব্যাপ্ত করল], এমনভাবে রস ব্যাপ্ত করে। যেন বাকী সবগুলিকে [আচ্ছন্ন করল], এমনভাবে রস আচ্ছন্ন করে। রস অনুভব করায়, যেন বন্ধ-আস্বাদ [অনুভব করাল]। [এভাবে] অসাধারণ আনন্দ সৃষ্টি করে [রস]। তা কার্য নয়। অন্যথায় বিভাব-প্রভৃতির বিনাশের পরেও তার অস্তিত্বের প্রসঙ্গ আসবে। [তা] সিদ্ধবস্তু নয় বলে জ্ঞাপ্যও নয়। আসলে বিভাব প্রভৃতি, [রসকে] ব্যঞ্জিত করে এবং [রস হল] 'চব'গার যোগ্য একটি বস্তু। কেউ বলতে পারেন, কারক এবং জ্ঞাপক ছাড়া অন্য আর কোন বস্তু কোথায় দেখা যায়? উত্তরে বলা হবে—না কোথাও দেখা যায় নি। আর এই উত্তর^{২২} [রসের] অসাধারণত্ব-সিদ্ধির বেলায় গণ্যরূপ (=সদ্যুক্তি), দোষের কিছু নয়। 'চব'গার উৎপত্তি রসের উৎপত্তিকে লক্ষিত করে—অর্থে [রসকে] কার্যও বলা যায়।

রসকে জ্ঞেয়ও বলা যায়। [কারণ] [রস] অলৌকিক স্বসংবেদনের বিষয়। এই সংবেদন (=জ্ঞান) লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রভৃতি [জ্ঞান] থেকে পৃথক্, অপরিণত যোগীর জ্ঞানের থেকেও পৃথক্, যিনি [চোখ প্রভৃতি লৌকিক] প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই জ্ঞান আহরণ করেন। [এই স্বসংবেদন] জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন, স্বস্বরূপ এবং আত্মমাত্রাবিশয়ক পরিণত যোগীর জ্ঞান থেকেও ভিন্ন।

রস-গ্রাহক জ্ঞান নির্বিকল্পক নয়, বিভাব প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ মূখ্য বলে। সর্বিকল্পকও নয়, অসাধারণ আনন্দময়-রূপে আস্বাদিত হতে থাকা রস স্বকীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল বলে। উভয়-ভিন্ন হয়েও [রসের মধ্যে] উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকা, আগের মত [রসের] অলৌকিকত্বই প্রমাণ করে; কোন বিরোধ [প্রতিপন্ন করে] না।

বাঘ প্রভৃতি, ভয়ানক রসের মত বীর, অশ্রুত এবং রৌদ্ররসের বিভাব [হতে পারে]। অশ্রুমোচন প্রভৃতি, শৃঙ্গার রসের মত, করুণ এবং ভয়ানক রসের অনুভাব [হতে পারে]। উদ্বেগ প্রভৃতি, শৃঙ্গারের মত, বীর করুণ এবং ভয়ানক রসের ব্যতিক্রমী ভাব [হতে পারে]। এভাবে বিভিন্ন রসের সাধারণ

২১ প্রাণ = সত্তা, অস্তিত্ব অর্থাৎ আস্বাদ্যমানতাই রসের চরম অস্তিত্ব।

একঃ = চরমঃ

২২ ইতি = এই উত্তর।

কারণ (common cause) হওয়ায় 'ভরতের' সূত্রে এগুলি উল্লিখিত হয়েছে একত্র।

মোমাছির মত কালে। জলভরা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। চারিদিকে সৌন্দর্য [সৃষ্টি হয়েছে] সময়ের গঞ্জন আর কোকিলের কুহুতানে। নতুন অঙ্কুর [এখন] ধরণী-কোড়ে পাথরকাটা ছেনি। [এমনি সময়ে] মৃত সখী, তোমার কাছে হার মেনেছে যে দায়িত্ব, তার উপর প্রসন্ন হও ॥৫॥

তার অঙ্গ মর্দিত মৃণালের মত স্নান, [তবুও] পরিবারবর্গের ইচ্ছাতেই কোন রকমে কর্মে প্রবৃত্তি [হচ্ছে]। আর তার নতুন হাতীর দাঁতের মত সুন্দর গালে এখন নিষ্কলংক চাঁদের বাহার ॥৬॥

প্রিয়ের কাছে স্বার অপরাধ হয়েছে, মানিনীর সেই চোখ দুটো নানান রূপে চতুর হয়ে উঠল। দূরে রইলে উৎসুক, কাছে এলে কোঁচকানো, কথা বললে উজ্জ্বল, জড়িয়ে ধরলে অরুণ-বরণ, কাপড়ে টান মারলে গর লতার মত মৃদু হয় কুণ্ঠিত, আর পায়ে বার বার নতিস্বীকার চলতে থাকলে অন্ধিগোলক হয় অপ্রদূর্ণ ॥৭॥

যদিও [উদাহরণ ৫এ] উল্লেখ [রয়েছে] কেবল বিভাবের, [উদা. ৬এ] কেবল অনুভাবের, আর [৭এ] উৎসুকা লজ্জা আনন্দ রাগ দীর্ঘা এবং প্রসন্নতারূপ কেবল ব্যাভিচারী; তবুও এরা [কেবল] অসাধারণ-রূপে বোধ্য।^{২৩} এইরূপ [প্রত্যক্ষ-ভাবে উল্লিখিত] যে কোন একটির দ্বারা অন্য দুটির অনুমান হতে পারে। তাই [ভরত-সূত্রের] ব্যাভিচার হল না।

রসের ভেদগুলি বলা হচ্ছে :

নাটকে (=সাহিত্যে) রস আট রকম—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত—এই নামে ॥৮॥

তার মধ্যে শৃঙ্গারের ভেদ দুটি : সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ব। তার মধ্যে প্রথমটির ভেদ,—পারস্পরিক চাওয়াচাওয়ি, আলিঙ্গন, অধর-পান, চুম্বন—প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার হওয়ায় বিভাগ না করে, [প্রথমটিকে] এক রূপে পরিগণিত করা হয়।

যেমন ?

বাস গৃহ শূন্য দেখে, শয্যা ছেড়ে আস্তে আস্তে কিছুটা উঠে, ঘরের অহিলায় শূন্যে থাকা স্বামীর মৃদু দীর্ঘক্ষণ লক্ষ্য করে, বিশ্বাসভরে চন্দ্র দিয়ে, গণ্ডদেশ পূর্নকিত দেখে লজ্জায় মৃদু নীচু করল আর সহাস্য প্রিয়-কর্তৃক অকক্ষণ ধরে চুম্বিত হতে থাকল ॥৮॥

২৩ প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত এগুলি অসাধারণ উপাদান বলেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যগুলিকে এদের মাধ্যমে তাই অনুমান করে নিতে হবে।

পৃঃ ১৭

‘মুখ্যাকি, কাঁচলী ছাড়াই মন্যাতানো সৌন্দর্য ধারণ করেছে তুমি’—এই বলে প্রিয়তম কাঁচলীর বঁধনে যেই হাত দিল, জমনি শয্যাপ্রান্তে বসে থাকা বাম্ধবীর দল, গুচ্চকি মূচ্চকি হাসতে থাকা সখীর চোখে খশীর নাচন দেখে বিষয় না থাকলেও কথা বলতে বলতে আশ্তে আশ্তে বেরিয়ে এল ॥১১॥*

আর অপরটি (= বিপ্রলম্ব শৃঙ্গার) ৯ রকম : অভিলাষজ বিরহজ ঈর্ষান্বিত প্রবাসজ এবং শাপজ । উদাহরণ যথাক্রমে :

১. ‘মুখনয়ন মালতীর স্বভাবমধুর সেই সেই চাহনি আমার ক্ষেত্রে [সঞ্জীবিত] হোক । যে চাহনি প্রেমে ভেজা, প্রণয়স্পর্শী, মেলামেশায় অনুরাগ-প্রগাঢ় । আশাভরে যেগুনি কেবলমাত্র মনে করলেই চিত্ত আনন্দমগ্ন হয় ; বহির্নির্মিত-গুনি হয় নিশ্চল ॥১০॥

২. ‘অন্য কোথাও যাবে, এ কেমন কথা । তার এমন কোন বন্ধু নাই, যে আমাকে পছন্দ করে না । কিন্তু—তা সত্ত্বেও [সে] এল না । বিধাতার যে কি পরিহাস !’—মন এরকম অজস্র কল্পনার কবলে পড়ে ঘরের মধ্যে বারবার ওলট পালট করতে লাগল যুবতী ॥১১॥

বিরহে উৎকণ্ঠিত নায়িকার উদাহরণ : (= কাজেই বিরহজ বিপ্রলম্বের উদা.)

৩. স্বামীর প্রথম অপরাধের মূহুর্তে (= অন্য নায়িকা আসার মূহুর্তে) স্বীর উপদেশ ছাড়া স-বিলাস অঙ্গ-ভঙ্গী এবং চতুর সংলাপ ব্যবহার করতে পারেন না কোন [তরুণীই] । ক্ষুধনের তরুণী [তখন] কেবলই কাদিতে থাকেন । কপোলমূল বেয়ে স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু ঝরতে থাকে আলদলায়িত কেশগুচ্ছে ॥১২॥

৪. বলয় প্রস্থান করেছে । তোমার প্রিয়বন্ধু ভয়গুনি চলে গেছে । ধৈর্য মূহুর্তের জন্য থাকে না । মন সামনে চলে যাবার জন্যে স্থিরসংকল্প । প্রিয়তম যেদিন চলে যেতে মনস্থির করেছেন, সেদিন আমার সবই চলে গিয়েছে । [তাই বলি] জীবন, তুমি আর [তোমার] প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছ কেন ? [তোমার] ত যাওয়াই উচিত ॥১৩॥

৫. যতবার পাথরে ধাতু-রং দিয়ে প্রণয়-কুপিত তোমাকে একে নিজেই আকিতে চাই তোমার পায়ের তলায়, ততবারই মূহুর্তের মধ্যে উপচে-পড়া অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয় আমার দৃষ্টি । নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা চিত্রেও আমাদের মিলন সহ্য করতে পারেন না ॥১৪॥

হাস্য প্রভৃতি রসের যথাক্রমে উদাহরণ :

১. ‘মন্তপুত জলকণায় সর্বাংশে গবিত্ত আমার মাথায় অশ্রুচি হাত দুটো গুটিয়ে তারম্বরে চিৎকার করে আর শতু ছিটিয়ে, আঘাত করল

পৃঃ ১৮

বেশ্যা । হায়, হায়, এই আমি মারা গেলাম ।’—বলে বিকুশমা

কাদিতে লাগল ॥১৫॥

* শ্লোক ৮ এবং ৯ যথাক্রমে নায়িকা-আরম্ভ এবং নায়ক-আরম্ভ সম্ভোগের উদাহরণ ।

২. 'হার মা, এত শিগ্গির কোথায় চললে! একি! হে দেবকুল, কোথায় তোমাদের আশিস? মা, অগ্নিবজ্র তোমারই দেহে পড়ল! ধিক্ প্রাণ, দৃষ্টি দম্ব হল।' —পদ্রস্ত্রীদের এরকম ঘর্ষর, অস্তঃরুদ্ধ আর করুণ ক্রন্দনধ্বনি চিত্রা-পিতাকেও কাঁদায়; ভিত্তিকেও শতচ্ছিন্ন করে ॥১৬॥

৩. যে মানুষ-পশুর দল মর্ষাদা-হীন অস্ত্র তুলে এই মহাপাপ সাধন করেছে, অনুমোদন করেছে এবং দেখেছে; নরক-শত্রু সেই কৃষ্ণ ভূমি এবং কিরীটির রক্ত মাংস আর মেদ দিয়ে দিক্-সমূহকে বালি দিতে চলেছি এই আমি ॥১৭॥

৩. ওরে ক্ষুদ্র বানরের দল, ভয় ছেড়ে দে। ইন্দ্রহস্তীর কপাল ভেদ করার পরে [আমার] বাণ তোদের দেহে পড়তে গিয়ে লজ্জা পায়। লক্ষ্মণ, তুমিও বিচলিত হয়ো না। আমার রোষের পাত্র তুমি নও,—আমি মেঘনাদ। আমি খুঁজছি রামকে—ছোট ভদ্রঙ্গীর খেলায় যিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সাগরকে ॥১৮॥

৫. সুন্দর ভঙ্গীতে গলা বাকিয়ে, পেছনে ছুটে আসা রথের দিকে বার বার তাকিয়ে, দেহের পিছনের অংশ বহুলাংশে সামনের দিকে নিয়ে এসে, ক্রান্তিতে খুলে পড়া মূখ থেকে খসে পড়া অর্ধ-লীট কুণ্ঠে রুদ্ধগতি হয়ে, বিরাট্ বিরাট্ লাফ দিয়ে ছুটে চলল [হরিণ]। দেখ, ও বেশীরভাগ সময় রয়েছে শূন্যে, অল্পসময় মাটিতে ॥১৯॥

৬. ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে প্রথমে চামড়া খেয়ে, তারপর কাঁধ নিতম্ব পিঠ পিঁড প্রভৃতি অঙ্গগুলিতে সুদৃঢ় উৎকটগন্ধী মাংস মহানন্দে খেয়ে, ভয়ঙ্কর প্রেত, চারিদিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে, দাঁত খিঁচিয়ে, কোলে রাখা প্রেতের শরীর থেকে হাড়ের উপরের এবং ভিতরের মাংস খেতে লাগল কোনরকম ব্যগ্র না হয়েই ॥২০॥

৭. আশ্চর্য! এই মহাপদ্রুষ যেন অবতার। কোথায় এমন দীপ্তি, আর অভিনব ভঙ্গী। অশ্রুত প্রভাব—ধৈর্য অসাধারণ। কী অশ্রুত আকৃতি, ইনি [যেন বিধাতার] নতুন সৃষ্টি ॥২১॥

পদ ১১ এদের (=শত্রুর প্রভৃতি রসের) স্থায়ী ভাবগুলি বলছেন :

স্থায়ী ভাবগুলি হল—রীতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জগদুন্মাদ আর বিস্ময় ॥৭॥

[কারিকাটি] স্পষ্ট।

ব্যাভিচারী ভাবগুলি বলছেন—

নির্বোধ গ্রানি শংকা অসদ্য মত্ততা প্রম আলস্য দৈন্য চিন্তা নোহ স্মৃতি ধৈর্য লজ্জা চাপল্য আনন্দ আবেগ জড়তা গর্ব বিষাদ ওৎসুক্য তদ্ভ্রা অপ-স্মৃতি সদৃশীভ জাগৃতি বিষেধ সংকোচ উগ্রতা সঙ্কল্প ব্যাধি উন্মত্ততা মত্তা ভয় এবং বিতর্ক—এই ৩৩টি ব্যাভিচারী ভাব নামভঃ, এভাবে উপস্থাপিত হল ॥৮-১১॥

সাধারণতঃ, যদিও নির্বোধ অমঙ্গলজনক এবং এজন্য প্রথমে উল্লেখের অযোগ্য,

কিছু ব্যভিচারী-ভাব হওয়া সত্ত্বেও এর স্থায়ীভাব-বৈশিষ্ট্য বর্তমান—এ তপা
জ্ঞানানোর জন্যেই প্রথমে বলা হয়েছে।

ভাই—

শান্ত হল নবম রস, নির্বেদ যার স্থায়ীভাব।

যেমন :

মালা আর হার, ফুলের বিছানা, আর পাথরের টুকরো, রক্ত আর টিল, বঙ্গবান,
শত্রু আর মিত্র, ঘাস আর স্ত্রীলোক—উভয় বস্তুতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে কোন এক
পুতশব্দক অরণ্যে 'শিব, শিব, শিব'—করতে করতে আমার দিন কাটুক ॥২২॥
দেবাদিবিষয়ক রীতি আর মদ্যরূপে^{২৪} ব্যঞ্জিত ব্যভিচারী^{২৫}, আখ্যা পায়
'ভাব'^{২৬} ॥ ১২ই + ১৩ই ॥

আদি বলতে মর্নি, গরু, রাজা এবং পদ্র। রীতির বিষয় কান্ডা হলে আর
ব্যঞ্জিত হলে রীতি হয় শঙ্কর-রস।

উদাহরণ : তোমার কণ্ঠস্থ বিষয়, হে প্রভু, আমার কাছে মহা-অমৃত। আর
অমৃত (অমৃতের আধার চন্দ্র) যদিও উর্ধ্বে অবস্থিত, তবুও তোমার শরীর ছেড়ে
থাকায় আমাকে খুশী করে না ॥২৩॥

আপনার সাক্ষাৎকার দেহধারী [আমাদের] তিনকালেই উপযোগিতা ব্যক্ত করে।
বর্তমানে পাপ দূর করল আপনার সাক্ষাৎকার; যা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের হেতু এবং যা
ঘটেছে অতীত শ্রুতকর্মের ফলেই ॥২৪॥

এভাবে অন্য উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীর
সং: ২০

উদাহরণ :

রাগে মদ্য-ফেরানো প্রিয়তমাকে আজ স্বপ্নে দেখলাম। '[তোমার] হাত দিয়ে
স্পর্শ করো না আমাকে'—বলে কাদতে কাদতে সামনে এগোতে উদ্যত হল। এমন
সময়, যেমনি জাঁড়িয়ে ধরে শত শত স্ততি দিয়ে প্রিয়াকে আশ্বস্ত করতে লাগলাম,
সেই মনুহতেই, ভাই, শত বিধ ঘরমের থেকে আমাকে বঞ্চিত করল—এরকমই
জানি ॥২৫॥

এখানে বিধাতার প্রতি বিদ্বেষ [প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়]।

[রস এবং ভাব] অনৌচিত্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হলে হবে তদ-আভাস।

তদাভাস বলতে রসাভাস এবং ভাবাভাস। তার মধ্যে রসাভাসের উদাহরণ :
সদনয়ন, যাকে ছাড়া মনুহতে^{২৭}র জন্যও তুমি খুশী হতে পার না, সেই ব্যক্তি কে,
যার স্ততি করব? যাকে তুমি খুঁজছ—যদ্ব্যজ্ঞের সদরুতে যিনি জীবন হারিয়েছেন,

২৪ স্পষ্ট হয়ে।

২৫ অনিয়ত, অস্থায়ী।

২৬ অস্থায়ী ভাব, সংক্ষেপে ভাব।

তিনি কে ? শশীমুখী দৃঢ়ভাবে যাকে আলিঙ্গন কর, সেই শূভক্ষমা কে ? বাসনা-
নগরী ! এমন তপস্যাসম্পন্ন আর, যাকে তুমি ভাবছ ? ॥২৬॥

স্কন্ধঃ—প্রভৃতি বাক্য চারিটিতে প্রকাশিত অসংখ্য ক্রিয়া-বলাপ মূলে থাকায়
নারিকার অসংখ্য কামদুক-কেন্দ্রিক অনুরাগ ব্যক্ত হয় । ভাবাভাস যেমন :

পূর্ণিমার চাঁদের মত ওর মধু, চোখ দুটো চঞ্চল আর বিস্তৃত, নতুন বৌবনের
তরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ওর বিলাস । তাই কি করি, [ওর সঙ্গে] বন্ধুত্বই বা করি কেমন
করে আর ওর স্বীকৃতি পেতে উপায়ই বা কি ? ॥২৭॥

এখানে চিন্তা ওচিহ্নহীন । এরকমভাবে অন্যগদুলিও উদাহরণীয় ।

আবার অন্যগদুলি হল ভাবের বিনাশ, উৎপত্তি, সন্ধি এবং মিশ্রণ ॥১৩॥

ষথাক্রমে উদাহরণ যেমন :

‘ঘন চন্দন-লেপনে লিপ্ত তার স্তন-তটের আলিঙ্গনে চিহ্নিত [তোমার] বুকটাকে
কেন আমার পায়ে বারবার প্রণতি জানানোর ছলে লুকিয়ে ফেলছ ?’—প্রিয়তমা
এরকম বললে, ‘কোথায় তা ?’—এরকম বলেই চন্দন-চিহ্ন মূছে ফেলার জন্য হঠাৎ
আমি তাকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গন করলাম, আর তার তৃপ্তিতেই তন্বীও তা ভুজে
গেল ॥২৮॥

এখানে কোপের [প্রশমন] ।

একই শস্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীর নাম [মধু] আনার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান-আশ্রয়ে
ক্ষুধা সন্দরী তরুণী আবেগে প্রত্যাখ্যান করল প্রিয়তমকে,
পঃ ২১ যদিও স্তম্ভিত সুরূপ করেছেন প্রিয়তম । প্রত্যাখ্যাত প্রিয়তম এবার
কিছুক্ষণের জন্য চূপ করে থাকায়, ‘যেন ঘুমিয়ে না পড়ে’—এই ইচ্ছায় অল্প ঘাড়
ফিরিয়ে আবার দেখল তরুণী ॥২৯॥

এখানে উৎসৃকোর [উৎপত্তি] ।

তপস্যা ও শৌর্ষের আকর এবং গর্বিত এক ব্যক্তির আগমনে, একদিকে আমার
সংসর্গপ্রিয়তা এবং বীরসদৃশ উৎসাহ আমাকে আকৃষ্ট করেছে, আর অন্যদিকে, বার
বার চৈতন্যবিলোপকারী এই সীতার আলিঙ্গন,—যা আনন্দজনক, যা হরিচন্দন এবং
চাঁদের মত শীতল, এবং স্নিগ্ধ—[আমাকে] বাধা দিচ্ছে ॥ ৩০ ॥

এখানে আবেগ এবং আনন্দের [সন্ধি] ।

[আত্মহত্যা-রূপ] অ-কার্য কোথায় আর চন্দ্রবংশ কোথায় ! আবার দেখা
দিতে পারে সে (—উর্বশী) । দোষ-দূরীকরণের জন্যই তো আমাদের বিদ্যা-
বৃদ্ধি । আহা রাগেও [তার] মধু রমণীয় । নিষ্পাপ ধীমানেরা কী বলেন ?
স্বপ্নেও সে দলভ । মন, সূক্ষ্ম হও । আহা, কোন্ ভাগ্যবান যুবক চুম্বন করবে
[তোমার] অধর ! ৩১ ॥

এখানে মিশ্রণ হল বিকোভ, চাঞ্চল্য, বৃদ্ধি, স্মৃতি, ভয়, দৈন্য, ধৈর্য এবং

চিন্তার । ভাবের [কেবল] অভিব্যক্তির কথা আগে বলা হয়েছে এবং উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ।

[সাধারণতঃ] রস (= শব্দারস) মধ্যা হলেও এগুণি কখনও কখনও প্রাধান্য লাভ করে ।

এগুণি = ভাবশাস্তি প্রভৃতি ।

প্রাধান্য বলতে, রাজার অনুরাগত কিন্তু বিবাহে প্রবৃত্ত (- বিবাহকারী) ভৃত্যের মত [প্রাধান্য] ।

আর সেই ধর্নি, — সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গের স্থিতি যেখানে প্রতিধ্বনির মত — তিন ভাগে বিভক্ত ॥১৪॥ শব্দশব্দ্যর্থ, অর্থশব্দ্যর্থ এবং শব্দার্থোভয়শব্দ্যর্থ — এই তিন ভাগে ।

[ধর্নি] তিন রকম : [প্রথম প্রকার :] — ব্যঙ্গ্যর্থ যেখানে [বাচ্যার্থের] প্রতিধ্বনি আর শব্দ-শক্তি হতে উৎপত্ত । [দ্বিতীয় প্রকার :] — ব্যঙ্গ্যর্থ যেখানে [বাচ্যার্থের] প্রতিধ্বনি কিন্তু অর্থ-শক্তি হতে উদ্ভূত । [তৃতীয় প্রকার :] — ব্যঙ্গ্যর্থ যেখানে [বাচ্যার্থের] প্রতিধ্বনি কিন্তু শব্দ এবং অর্থ — দুয়েরই শক্তির ফলে সৃষ্ট ।

তার মধ্যে — শব্দশব্দ্যর্থ সেই [ধর্নি] দু'ভাগে বিভক্ত — এরকম জানতে হবে । যেখানে শব্দের দ্বারা প্রধানভাবে অলংকার, অথবা কেবলমাত্র বস্তু (= অনলংকৃত বস্তু) ব্যক্ত হয় । ১৫ই + ১৬ই ॥

কেবলমাত্র বস্তু বলতে অলংকার-শূন্য বস্তুকেই বোঝায় ।

পৃঃ ২২

প্রথমটির উদাহরণ :

যুদ্ধের সময়ে বলিষ্ঠ আর ভীষণ গর্জন করতে করতে, মহামেঘের মত ভয়ংকর তরবারি তুলে, মেঘের অবিরাম ধ্বংসের মত প্রাণ দিয়ে রাজা নির্ভয়ে দিলেন তিন ছুঁনে প্রজ্বলিত শত্রুদের সমস্ত প্রতাপ ॥৩২॥

এখানে প্রাসঙ্গিক অর্থ (= রাজা) এবং অপ্রাসঙ্গিক অর্থের (= ইন্দ্রের) মধ্যে উপমা-সম্বন্ধ কল্পনা করা উচিত, যার ফলে বাক্যের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ বাচ্য না হয় । এভাবে উপমা অলংকার এখানে ব্যঙ্গ্য ।

প্রভু, শৌর্য আপনার কোণল এবং কঠোর । শত্রুর কাছে আপনি কালরাগিরি স্রষ্টা । আচার-ব্যবহার আপনার মধুর । আপনি বুদ্ধিমান, এবং [বেশী] ভয়ের দিকে না গিয়ে কাজ করেন । প্রতি পদক্ষেপে আপনার সৈন্যদলের নেতারূপে আপনি বিভা-যুগ্ম । ॥৩৩॥

এখানে এক একটি [সমাসবদ্ধ] পদকে [ভেঙে] দুই পদ করলে [লক্ষ্য করা যায়] আপ্যাত্তিরোধ [বা বিরোধভাস] ।

প্রভু, আপনি লুটে নিচ্ছেন শত্রুর আনন্দ । যুদ্ধ-লক্ষ্য উৎকর্ষে আপনি হয়ে উঠছেন মহান্ । [আর] দৃষ্টের অ-হিতকারী বলে সজ্ঞানের [আপনি] যশেব পায় । ২৪ ॥

এখানেও বিরোধাভাস [অলংকারধর্নি]।

শিল্পে চাতুর্যের জন্য প্রশংসার পাত্র সেই ত্রিশূলধারীকে নমস্কার। যিনি :
ভিত্তি (canvas) এবং শিল্পের উপাদানগুলি ছাড়াই জগৎ-চিত্রকে একেছেন ॥৩৫॥

এখানে ব্যতিরেক-[অলংকার-ধর্নি]। ব্রাহ্মণ-শ্রমণের* মত অলংকার্যও এখানে
অলংকার [হল]।

কেবল বস্তুর উদাহরণ :

পাহাড়ী এই গ্রামে শয্যা একটিও নেই। [তবে] ঘোষ উঠেছে দেখে (অথবা
উঠু শুন দেখে) যদি থাকতে চাও, তাহলে থাক ॥৩৬

যদি [আমাকে] উপভোগেচ্ছ হও, তাহলে থাক—এখানে এরকম [অর্থ]
ব্যঞ্জিত হয়।

নরেন্দ্র, যার উপরে তুমি ঋদ্ধ হও, শনি আর অশনি—দুইই তাকে ভীষণ
আঘাত করে। আর যার উপরে প্রসন্ন হও, মহান্ হবার সে সুযোগ পায়, স্ত্রীও
তাকে মেনে চলে ॥৩৭॥

‘পরম্পরবিরোধী শক্তিগুলিও তোমায় অনুসরণের জন্য একই কাজ করে’—এই
অর্থই ধর্নিত হয়।

আর অর্থশক্ত্যুদ্ভব ব্যঙ্গক অর্থ [তিন রকম] : (১) স্বতঃসম্ভবী, (২) কবি-
প্রোদোক্ত-সিদ্ধ এবং (৩) কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রোদোক্ত সিদ্ধ।

সূত্র ২০

এগুলির (= ব্যঙ্গক অর্থগুলির) কোনটি বস্তু, কোনটি আবার
অলংকার। অর্থশক্ত্যুদ্ভব ব্যঙ্গক অর্থ তাই হয় রকম। এই অর্থ আবার যেহেতু
[কখনও] বস্তু, [কখনও] বা অলংকার ব্যঞ্জিত করে, অতএব এই অর্থ ১২
প্রকার। ॥ ১৬ + ১৭ + ১৮ই ॥

স্বতঃসম্ভবী অর্থ কেবল কবির উক্তি দ্বারাই সৃষ্ট নয়, বহির্জগতেও তা স্বার্থ-
রূপে অভিব্যক্তি।

[কেবল কবিপ্রোদোক্ত-সিদ্ধ অর্থ] বহির্জগতে না থাকলেও কবির প্রতিভা
দ্বারাই সৃষ্ট।

[কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রোদোক্ত-সিদ্ধ অর্থ বহির্জগতে না থাকলেও] কাব্যের
চরিত্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এভাবে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধর্নি তিন রকম। এই অর্থ কখনও
বস্তু, কখনও বা অলংকার। তাই ব্যঙ্গক অর্থ ৬ প্রকার। সেই ব্যঙ্গকের আবার

* ব্যঙ্গ্য বা ধর্নি মধ্য হলে বলা হয় অলংকার্য (= বাক্যে অলংকৃত করা হয়)।
অলংকার্যকে অলংকার বলা যায় না। কিন্তু কখনও কখনও অলংকার্য অলংকার
হতে পারে। যেমন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু হওয়ার পর তার কোন জাত থাকে না।
তবুও আগে যে ব্রাহ্মণ ছিল, এবং পরে যে ভিক্ষু হয়েছে, তাকে ‘ব্রাহ্মণ-শ্রমণ’ বলা
যায়।

যাত্রা হল, কখনও বস্তু, কখনও বা অলংকার। এভাবে অর্থশব্দান্তর ধ্বনি ১২ প্রকার।

যথাক্রমে উদাহরণ :

“কন্যা, তার স্ত্রী এবং সম্পৎ প্রচুর, সে অলসশিরোমণি আর হৃৎসের অগ্রণী”
—এরকম বলা হলে ঢলো-ঢলো-দেহ মেয়েটির চোখ দুটো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ৩৮॥

এখানে সে আমার উপভোগ্য—এই তথ্যটি আগের তথ্যের দ্বারা ব্যঞ্জিত হল।

প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের সময় যে [তুমি] কথা বলতে পার, আর সঙ্গমসবকাশে সহজেই অসংখ্য স্তুতি-উক্তি করতে পার, সেই [তুমি] ধন্য। আমার দায়িত্ব কিন্তু, কোমরে হাত দিলেই, সখী, শপথ করে বলছি, আমার আর কিছুই মনে থাকে না ॥৩৯॥

এখানে তুমি অধন্য, আর আমি ধন্য—এরকম [প্রতীতির ফলে] অলংকার ব্যতিরেক হয়ে উঠে ব্যঙ্গ্য।

রাগে লাল কালী-কটাক্ষের মত যার হাতের তরবারি যুদ্ধের মূহুর্তে চোখে পড়ল বীরদের। যে তরবারি মদ্যন্থ গম্ব-গজের কপাল-কপাটের ঝগড়ায় পড়ায় (= তাই বেরিয়ে আসা) ঘনরক্তে লাল ॥৪০॥

এখানে উপমা-অলংকারের দ্বারা, ‘সমস্ত শত্রু-সৈন্য মূহুর্তে ধ্বস্ত হবে’—এরকম তথ্য ব্যঞ্জিত হচ্ছে। যুদ্ধের সময়ে রাগে নিজের দাঁত কামড়ে (= কটমট করে) যিনি শত্রু-বধুর প্রবালের মত ঠোঁটগুলিকে দায়িত-দাঁতের গাঢ়-রক্তের ব্যথাসংকট থেকে মুক্তি দিলেন। ৪১ ॥

এখানে বিরোধ-অলংকারের দ্বারা, ‘ঠোঁটে কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা নিহত হল’—এরকম তুল্যবোগিতা এবং ‘আমার ক্ষতিতে অপরের ক্ষতি নষ্ট হোক’—এই বোধের প্রতীতি হওয়ার উৎপ্রেক্ষা-অলংকার ব্যঞ্জিত হয়। এই
পঃ ২৪
উদাহরণগুলিতে ব্যঙ্গক স্বতঃসম্ভবী (self-existent)।

বেণুবীণার মূর্ছনার কৈলাসের সর্বোচ্চশিখরে অসুরাকুলকর্তৃক গীত বে কীর্তিগাথা শুনে, দিক্-হস্তীর দল এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে কানের দিকে শূঁড় বাড়িয়ে দিল, ভাবল—[করছে] সরস পশ্চমূল ॥ ৪২॥

এখানে বাদ্যের অর্থবোধ হয় না, তাদেরও এরকম অর্থবোধ হওয়ার ফলে ‘তোমায় কীর্তি চমৎকৃত করে’—এরকম তথ্য ধ্বনিত হয় তথ্যের মাধ্যমে।

যুদ্ধে জোরপূর্বক বিজয়লক্ষ্যীর চুলের মৃষ্টিতে ধরলেন রাজা। যার ফলে শত্রুদেরকে আপন কণ্ঠে (= অভ্যন্তরে) ভালভাবে আশ্রয় দিল গৃহাগর্ভি ॥৪৩

যুদ্ধে জয় দেখে রাজার শত্রুরা পালিয়ে গৃহাতে আশ্রয় নিল—[এই অর্থের ফলে] কাব্যহতু অলংকার [ব্যঞ্জিত হয়]। আবার, শত্রুরা পালিয়ে আশ্রয় নিল—তা নয়, বরং রাজার হাতে তাদের পরাজয় অনুমান করে তাদেরকে গৃহাগর্ভি ছেড়ে যেতে দিল না—এরকম অপহৃতি-অলংকারও ব্যঞ্জিত হল।

দয়িত জোর করে গাঢ়-আলিঙ্গনে উদ্যত হলে, যেন আলিঙ্গন-পীড়নের ভয়েই মনস্বিনী মহিলাদের অভিমান আশ্তে আশ্তে দূরে গেল ৷৪৪৥

প্রত্যাশিঙ্গনের জন্য সদর হল আলিঙ্গন—এ ধরনের উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এখানে বস্তু ব্যঙ্গ্য হয়।

সেই সরস্বতীর জয় হোক! কবির মৃদুপদ্মে অবস্থিত, যিনি বৃদ্ধ প্রজাপতিক্কে উপহাস করার জন্য অন্য নতুন বিশ্বের সন্ধান দেন ৷৪৫

এখানে উৎপ্রেক্ষার দ্বারা অবিমিশ্র আনন্দের উৎস, নতুন নতুন জগৎ নিৰ্মাণ করেন সরস্বতী, জীবন্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে—এরকমের ব্যতিরেক-অলংকার ব্যঙ্গ্য হয়।

এগুদলিতে (= আগের ৪টি উদাহরণে) ব্যঙ্গক, কবিপ্রোচোক্তি দ্বারা (by bold assertion of the poet) সিদ্ধ।

যে [মলয়পবন] হেমকুট পর্বতের পাদদেশে উদ্ভূত হল, কিন্তু সম্ভোগকান্ত সপিণ্ণীদের মেলে ধরা, খুশীতে ভরা, ফণার কবলে পড়ে রিঙ হল; সেই মলয়পবন, শিশু হলেও, এখন আবার বিরহিণীদের নিঃবাসে ভরাট হয়ে, হঠাৎ যেন যৌবন পেল ৷৪৬

এখানে [প্রোচোক্তি] তথ্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় এরকম তথ্য :
নিঃবাস থেকে ঐশ্বর্য পেল যে বাতাস, সে বাতাস কী না করতে পারে ?
(= সেই করতে পারে)।

ঐশ্বর্য সহকারে আশ্বস্ত হয়ে ধরে-থাকা আমার অভিমান হঠাৎ ছুটে গেল, প্রিয়কে দেখে ব্যাকুল হওয়ার মূহুর্তে ৷৪৭

‘প্রার্থনা না করা হলেও, নারিকা প্রসন্ন হল’—এরকম বিভাবনা, অথবা, ‘প্রিয়াকে দেখার সৌভাগ্যশক্তি ঐশ্বর্য ধরে নহা করা যায় না’—এই উৎপ্রেক্ষা, এখানে বস্তুর দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়।

তোমার দেহে নখ আর দাঁতের সদ্য ক্ষতচিহ্ন আমার চোখে দিয়েছে রক্তবসনের প্রসাদ। রাগে এ দুটো আক্রান্ত (লাল) নয়। ৪৮৥

‘তোমার চোখ দুটো কৃদ্ধ কেন?’ দয়িত এরকম দয়িতাকে জিজ্ঞাস্য করলে উপরি-উক্ত ভাবে অর্থাৎ উত্তর-অলংকারের মাধ্যমে উত্তর দিল দয়িতা। যার ফলে অলংকারের দ্বারা—‘কৈবল্য তুমি সদ্য নখের দাগ লুকোচ্ছ, তা নয়, ক্ষতগুণির প্রসাদ-পাত হাঁছি আমি’—এরকম তথ্য ব্যঞ্জিত হয়।

ভাগ্যবান! হাজার যেনের চিন্তায় মন তোমার ভর্তি। ওখানে স্থান করতে না পেরে, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, সে দিনের পর দিন কীণ দেহকে করে তুলছে কীণতর। ৪৯৥

এখানে হেতু-অলংকার, ‘কীণ দেহকে কীণতর করে ফেললেও তোমার মনে স্থান পাচ্ছে না’—এরকম গুঢ়ার্থের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত করে বিশেষোক্তি অলংকার। আগের ৪টি উদাহরণে কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রোচোক্তি দ্বারাই ব্যঙ্গকের স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়।

এভাবে ভেদ ১২ রকম ।

উভয়োন্মত্তব ধর্নি এক রকম ।

যেমন :

তারা-ঝলমল রাতি, অতম্ভ চাঁদের অলংকার পরে, আর বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে,
কাকে না খুঁশী করে ? ৫০॥

এখানে উপমা ব্যঙ্গ্য ।

তাই এর প্রকার আঠার ॥১৮॥

এর = ধর্নির ।

এখন, রস প্রভৃতির অসংখ্য ভেদ থাকলেও [কেবল] ১৮টি [ভেদ] বলা
হল কেন ?—এরকম প্রশ্ন উঠলে বলা হবে :

রস প্রভৃতির (= 'ভাব' থেকে 'ভাবশবলতা' অর্থাৎ ৭টি বস্তুর) অসংখ্য ভেদ
থাকায় এগুলিকে একপ্রকার বলে ধরা হয় । ১৯ই ॥

'অসংখ্য হওয়ার'—অংগটুকু [ব্যাখ্যাত] হল । যেমন, রস ৯টি । তার
মধ্যে শৃঙ্গারের ভেদ দুই : সন্মোহন এবং বিপ্রলম্ব । সন্মোহনের আবার অনেক
ভেদ—পারস্পরিক দৃষ্টি-বিনিময়, আলিঙ্গন, চুম্বন, পুষ্প-সংগ্রহ, জলকেলি, সূর্যাস্ত,
চন্দ্রোদয় এবং ছয় স্বতন্ত্র বর্ণনা ইত্যাদি ।

বিপ্রলম্বের অভিলাষ প্রভৃতি ভেদ বলা হয়েছে ।

এই দুয়ের আবার বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের বৈচিত্র্যভেদে
প্রকারভেদ হয় ।

আবার এ দুয়ের (সন্মোহন আর বিপ্রলম্বের) নায়কদের বিভাগ রয়েছে—উত্তম,
মধ্যম এবং অধম—প্রকৃতি অনুসারে । তাদের আবার স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা—
প্রভৃতি ভেদে অসংখ্য ভেদ । এভাবে এক রসেরই অসংখ্য ভেদ । অন্য রসগুলির
গণনায় আর কী লাভ ? যাই হোক, অসংলক্ষ্যক্রম-রূপ সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে
রস প্রভৃতির ধর্নি একপ্রকার বলে বিবেচিত হয় ।

উভয়োন্মত্তব ধর্নি কেবল [বাক্য] থাকে ।

উভয়োন্মত্তব = শব্দার্থোভয়শাস্তিমূল ।

শব্দ এবং অর্থ উভয়ের শক্তি যে ধর্নির হেতু ।

অন্যগুলি পদেও থাকতে পারে ।

'ও' বলতে বুঝতে হবে বাক্যেও ।

এক অঙ্গে, অলংকার পরিহিত স্ত্রীলোকের মত উদ্ভি শব্দ্য-ব্যঙ্গ্য হলেও পদ-
সম্প্রতিত ব্যঙ্গের দ্বারা সৌন্দর্য-লাভ করে ।

এবার পদ-প্রকাশিত ১৭ রকম ধর্নির উদাহরণ যথাক্রমে দেওয়া হল :

১- তিনি জগেছেন, বেঁচেও আছেন । যার মিত্রেরা মিত্রই (বিশ্বাসের

পাঠ), শত্রুরা শত্রুই (নিয়ন্ত্রণের যোগ্য), অননুসঙ্গিত পাঠেরা অননুসঙ্গিতই (স্নেহের পাঠ) ॥৫১॥

এখানে দ্বিতীয় মিথ, শত্রু এবং অননুসঙ্গিত—শব্দগুলির বাচ্যার্থ [যথাক্রমে] বিশ্বাসের, নিয়ন্ত্রণের এবং স্নেহের পাঠরূপ অর্থে পরিবর্তিত হয়েছে।

২. যদিও দেখা যায়—খেলের ব্যবহার ভীষণ, কিন্তু ধীমান-দের প্রতিশ্রুতির আদর করেন ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা (=সকলেই)। কারণ, এ প্রতিশ্রুতির নড়চড় হয় না। ৫২

এখানে 'বিমূহ্যস্তি' পদটি ব্যঙ্গক।

৩. ক. সেই লাভ্য, সেই কমনীয়তা, সেই বাচনভঙ্গী তখন মনে হত অমৃত। এখন দারুণ জ্বরের [মত মনে হয়] ॥৫৩॥

এখানে 'সেই' 'সে'—ইত্যাদি পদের দ্বারা, 'বস্তুগুলি একমাত্র অনুভবের বিষয়'—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হয়।

খ. 'সুন্দরী, সারল্য নিয়ে [ই] সারা জীবন অতিবাহিত হবে, এ রকমের প্রভাব কেন? অভিমানের আশ্রয় নাও, ধৈর্য ছেড়ে দাও, আর প্রেমসী, স্বজ্ঞতা দূরে রাখ'।—সখী এরকম বললে নায়িকা ভয় ভয় মূখ করে সখীকে বলল,— 'আন্তে বল, প্রাণে যার অবস্থান, সেই প্রাণেশ্বর হয়ত শূনে ফেলবেন' ॥ ৫৪ ॥

এখানে 'ভয় ভয় মূখ করে'—পদটি ব্যঙ্গক। 'ভয় ভয় মূখ করে, আন্তে আন্তে বলাই বুদ্ধিযুক্ত'—এরকম ব্যঙ্গ্যর্থ এখানে প্রতীত হয়।

৪. রাজা, অর্গলের মত তোমার হাত দুটো, রক্তপ্রবাহের প্রসাধন দেওয়া তর-ওয়ালের অন্তিম ভীষণ সুন্দর। কপালে আবার লক্ষণীয় হঠাৎ ঝুঁকুটি-টংকার। [সব মিলিয়ে] তুমি ভীষণ (=অথবা বিস্ময় উদ্রেককারী) ॥৫৫॥

এখানে ভীষণ রাজার উপমান ভীমসেন ব্যঞ্জনা-গম্য।

৫. সজ্জনের (=প্রিয়ের) আগমন কাকে না আনন্দ দেয়? যা উপভোগ এবং [বিরহ-] মূর্তির হেতু, আর গোপনে মিলনের বোধক।

[অথবা, সত্যভূত শ্রুতি কাকে না আনন্দ দেয়? যা স্বর্গীয় ভোগ এবং মোক্ষের হেতু আর পুরোপুরি আদেশে তৎপর।] ৫৬॥

এইভাবে কোন নায়িকা সংকেতকারী নায়ককে ব্যঙ্গনার মাধ্যমে [আপন সম্মতি] জানাচ্ছে।

৬. আকাশ-মণি (=সূর্য) হাজির হয়েছে অন্তঃকলের মাথায়। আর তুমি শেষ করেছ সামান্য স্নান। অঙ্গে প্রলেপ দিয়েছ চন্দনের। এখানে এসে পৌঁছেছ স্বচ্ছন্দে। আশ্চর্য তোমার সৌকুমার্য। যার ফলে, তুমি এখন এত ক্লান্ত—যে তোমার চোখ দুটো বন্ধ (মীলিত), ছাড়া থাকতে পারছে না [খোলা অবস্থায়]। ৫৭॥

গ্রোকস্থ তথ্য, 'এখন' পদের ব্যঙ্গনার মাধ্যমে 'পরপুরুষের সঙ্গে মাশ্কাংকারের ফলে তুমি ক্লান্ত'—এ ধরনের বস্তু ব্যঞ্জিত করছে।

৭. তারি (= কৃষ্ণের) বিরহে যে মহাদুঃখ, তাতেই ক্ষয় হল ওর অনন্ত পাপ। ওর সঞ্চিত পুণ্যেরও ক্ষয় হল, তারি (= কৃষ্ণের চিন্তাজনিত বিপুল আহ্নাসের ফলে। ৫৮॥

জগতের উৎস, পরব্রহ্মস্বরূপ [কৃষ্ণকে] ভাবতে ভাবতে আর এক গোপকন্যা, রুক্মবাস হয়ে মৃতি পেল। ৫৯॥

এখানে বক্তব্য হল : পাপপুণ্যের ফল উপভুক্ত হয় জন্ম-জন্মান্তরের মাধ্যমে কিন্তু এখানে উপভুক্ত হল বিরহ-দুঃখ আর চিন্তন-আনন্দের মাধ্যমে। এরকম হওয়ার 'অশেষ' এবং 'চয়' পদের দ্বাৰা দ্যোতিত হয়েছে অতিশয়োক্তি।

এবার পদ-প্রকাশিত শব্দতঃসম্ভবী বস্তু-ব্যঙ্গ্য অলংকারের উদাহরণ :

৮. বীর, তুমি পরাঙ্মুখ হওয়ায় তোমার শত্রুদের সব কিছুই প্রতিকূল [পরাঙ্মুখ]। রাগি দুঃখময় মনহুতের কারণ। বন আশ্রয় দেয় না। পাশাখেলা ইত্যাদি আর আমোদ হয়ে ওঠে না। ৬০॥

'সব', পদের দ্যোতনার মাধ্যমে, 'বিধিও তোমাকে অনুসরণ করছে'—এরকম বস্তু ব্যঞ্জিত হয় 'বিরোধ'-এর সহায়তায় এবং 'অর্থাস্তরন্যাসের' সক্রিয়তায়। বিরোধ অলংকারটি [দ্ব্যর্থক] শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৯. 'এই ভোরে, তোমার প্রিয়ের ঠোঁট যেন গ্লান পশ্মের পাপাড়ি'—এ কথা শুনে নতুন বৌ মুখ নীচ করল মাটির দিকে। ৬১॥

এখানে রূপক কতৃক 'তুমি বারবার ঠোঁটে চুম্ব খেয়েছ, যার ফলে ঠোঁটের মলিনতা'—এ রকম কাব্যলিঙ্গ-অলংকার ব্যঞ্জিত হল। দ্যোতিত হল 'মিলাণ' প্রভৃতি পদের মাধ্যমে (= মিলাণ প্রভৃতি পদেই রূপক)।

১০. জ্যোৎস্না রাত্রিতে ললিত ধনু আকর্ষণ করে, সবত্র ব্যাপ্ত হয়ে [কামদেব] একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তার করেন তিন ভুবনে। ৬২॥

'কামোন্মত্ত যে সমস্ত ব্যক্তির রাজা মদনদেব, তাদের কেউই তার আদেশের প্রতিকূল-আচরণকারী নয় অর্থাৎ জাগ্রত সকলেই উপভোগে রাত্রি অতিবাহিত করে চলেছে'—এ রকমের বস্তু ['যা ভূঅগরজ' পদের দ্যোতায়], বস্তু দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

১১. কুটিল বয়সে (= যৌবনে) সুনয়নার চোখে ধারাল তীরের শক্তি অর্পণ করেন অনঙ্গ। সেই [তীরের শক্তি পাওয়া] চাহনি যদিকে পড়ে, সেই দিকেই, [বিরহকালীন দশ দশা] একত্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ৬৩॥

এখানে বস্তু-দ্বারা বিরোধ-অলংকার ব্যক্ত হয়। বিরোধ 'ব্যতিকর' পদের দ্বারা দ্যোতিত হয়। অবস্থাগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ হলেও একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তা হল এরকম :

১২. সস্তাপক্ৰিষ্ট হৃদয়, বারবার নিবৃত্ত করলেও, পুত্ৰজন্মা এবং শুনহয়ের সখা হার তাকে ছেড়ে যায় নি। ৬৪॥

'পুত্ৰজন্ম' রূপ হেতু দ্বারা (যা অলংকার, অলংকরণ), 'হার অনবরত কপিতে থাকল'—এরকম তথ্য দ্যোতিত হল। দ্যোতিত করল 'ণ চলই'-পদটি।

১০. : সুন্দরীর] সুন্দর কালো চুলের ফবরী হয়ে (= কবরীর
 পৃ: ২৯ আকারে) সুন্দর দেহ ধরল অনঙ্গ । [তারপর] তার কাঁধ হতে
 শক্তি নিয়ে সুদূরত-যুদ্ধে জয়ী হল । ৬৫।

বার বার টানাটানিতে বেশী-বন্দন এমনভাবে তার কাঁধের উপর পড়ল, যে
 প্রতিনিবৃত্তি হলেও ইচ্ছা-নিবৃত্তি না হওয়ার পুনরায় কামোন্মত্ত হল [নারক]—
 এরকম তাৎপর্যের ফলে অলংকার হল বিভাবনা । এগুনিতে (= আগের ৪টি
 উদাহরণে) কেবল কবির কাব্যনিক উক্তি দ্বারাই ব্যঙ্গ্য উদ্ভূত হল ।

১৪. হে সুন্দর, সত্যি করে আমাকে বল, নতুন পূর্ণিমা চাঁদের তুমি কে ?
 [চাঁদের কাছে] বদ্বর্তী রাতির মত তোমার কাছে সৌভাগ্যশালিনী আজ কে ? ৬৬ ।

‘আমার মতই অন্য একটি নায়িকাতে তুমি প্রথমে অনুরক্ত হয়েছ, পরে আর
 থাকবে না’—এই ঘটনাটি ব্যক্ত হল শ্লোকের ঘটনা হতে । বাঙ্গলা এখানে ‘নতুন’—
 এবং ‘বদ্বর্তী’— দুটি শব্দের উপর নির্ভরশীল ।

১৫. সখী, নিখবনের নতুন বুদ্ধে নির্বিড় আলিঙ্গন-সখী (= আলিঙ্গন) দূরে
 সরিয়ে দিয়েছিল—হিঁড়ে গিয়ে [দু-একটি মৃত্তা] ছিটিয়ে যাওয়া হার । তারপর
 [তোমার] রমণ কেমন চলেছিল ? ৬৭।

‘হার ছেঁড়ার পরে আর এক-আলিঙ্গননিশ্চয় হয়েছিল, সেই আলিঙ্গন কেমন, তা
 বল’—এ রকম তাৎপর্যার্থের মাধ্যমে ব্যতিরেক-অলংকার ব্যঙ্গ্য হয়, যা ‘কহ’
 (= কেমন) পদ-নির্ভর । শ্লোকস্থ ঘটনা-দ্বারাই ব্যতিরেক-অলংকার গম্য হয় ।

১৬. ক. ঘরের দরজার ঢুকতে গিয়ে, পথের পানে মূখ ফিরিয়ে তাকানোর
 জন্যে ঘটটাকে কাঁধে নিতে গিয়ে, ‘হায়, হায়, ভেঙে গেল’ বলে কাঁদতে মুরু করলে ।
 সখি, একি । ৬৮।

‘নারক সংকেত-স্থানে যাচ্ছে দেখে, তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে আর একটা ঘট
 নিয়ে তুমি চলে যাও’—এ রকমের বস্তু প্রতীক্ষমান হয়, হেতু-অলংকারের ফলে ।
 বস্তুর প্রতীতি ‘একি । (কিংতি)’—পদ-নির্ভর ।

খ. সখী, তোমাকে আলখাল, আর চক্কল দৃষ্টি দেখে, [তোমার তুলনায়]
 নিজেকে ভাবী মনে করে, দ্বারস্পর্শের ছলে [নিজেকে] পাতিত
 পৃ: ৩০ কারয়ে, [নিজেই] ভেঙে গেল । ৬৯

‘দরজার খাক্সা খাওয়ার ছলে’—এই অর্থ-নির্ভর অপহৃতির মাধ্যমে এরকম বস্তু
 ব্যঞ্জিত হয় :

নদীতীরের লতা-কুঞ্জে সংকেত দেওয়া ছিল যাকে, তাকে [প্রথমে] না পেয়ে, পরে
 ঘরে ঢোকার সময়ে [লতাকুঞ্জে] উপস্থিত দেখে, আবার নদীতীরে যাওয়ার জন্যে
 দরজার খাক্সা খাওয়ার ছলে চালাকি করে [তার জন্যে] ব্যাকুল তুমিই ত’ ঘট
 ভেঙেছ—আমি বুঝেছি । তবে তুমি সাহসী হচ্ছে না কেন ? অতএব তোমার ইচ্ছা-
 পূরণের জন্যে দাও । আমি তোমার শাশুড়ীকে সব বুঝিয়ে দেব ।

১৭. হায়, বৃদ্ধা হলেও নববধূর মত সেই পরশী তোমার মন কেড়ে নিয়েছে ।

চাঁদের আলো আর মদ, এনে দিয়েছে তার যৌবন। সেই যৌবন পেয়ে তার চিত্ত এখন মিলনের জন্য উৎসুক। ৭০

এখানে কাব্যলিঙ্গ ব্যঞ্জিত করে আক্ষেপ অলংকার, এরকম তাৎপর্যার্থের মাধ্যমে :
তুমি আমাকে ছেড়ে অপরের বৃদ্ধা স্ত্রীকে চাও। তোমার আচরণ তাই বলার যোগ্য নয়।

‘পরবধু’ শব্দের দ্বারা ‘আক্ষেপ’ অলংকার দ্যোতিত হয়। এগুলাতে ধর্নি, কাব্যের চরিত্রের প্রোড়োক্তিঃ দ্বারাই সিদ্ধ। বাক্যপ্রকাশিত ধর্নির উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে। উভয়-শব্দ্যন্তর ধর্নি পদ-প্রকাশ্য হয় না। এভাবে ধর্নির প্রকার পরিশিষ্ট ॥

অর্থশব্দ্যন্তর ধর্নি মহাবাক্যে [অথবা প্রসঙ্গেও] থাকে। ১১

যেমন শকুন এবং শৃগালের কথোপকথন প্রভৃতিতে।

শকুন-শৃগালে ভরতি, কঙ্কাল-ছড়ানো, সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ভয়ংকর, ভীষণ এই সম্মানে থেকে কোন লাভ নেই। ৭১

একবার কালধর্মের কবলে পড়লে এখানে কেউ বেঁচে উঠে না। সে মিত্রই হোক আর শত্রুই হোক। জীবকুলের পরিণতি এরকমই। ৭২

: দিনের বেলায় প্রভাবশালী, শকুনের লোক-তাড়ানোর জন্যে এই উক্তি [প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধ। (= প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায়)]।

বোকার দল, ঐ ত সূক্ষ্ম রয়েছে আকাশে। এখন আদর কর। মদহৃতগর্দূল এখন বিপদ-সংকুল। হয়ত এ কখন বেঁচে উঠবে। ৭৩

বিন্দুমাত্র শংকিত না হয়ে শকুনের কথায় কেন ছেড়ে চলে যাবে সোনার বরণ ছেলেটিকে—যৌবনে যে এখনও পা দেয় নি? ৭৪ ॥

রাতিতে প্রভাবশালী শৃগালের উক্তি-প্রসঙ্গেই (= উপরি-
পৃ ৩১ উক্ত উক্তিপ্রসঙ্গে) প্রসিদ্ধ। উক্তির অর্থ মানুষকে ফিরিয়ে আনা।

গ্রন্থের বিস্তৃতির ভরে অন্য ১১টি ভেদের উদাহরণ দেওয়া নাই। আর লক্ষণ দেখে নিজেই উদাহরণ দেওয়া যায়। ‘মহাবাক্যেও’—এখানে, ‘ও’ বলতে পদ এবং বাক্যেও।

রস প্রভৃতির, পদের অংশে, রচনামূল্যে এবং বর্ণেও থাকে।

তার মধ্যে শব্দ-প্রকৃতি দ্বারা ব্যঙ্গনার উদাহরণ :

১. ক. পার্বতী কর্তৃক চুম্বিত শিবের তৃতীয় নেত্র জয়ী হয়ে রইল। যে শিবের নয়ন-যুগল রতি-স্ত্রীড়ার প্রসঙ্গে বসন-অপহরণকারী কর-কিসলয় বস্ত্র-ক রন্ধ। ৭৫

‘জয়ী হয়ে রইল,’ ‘শোভা পায়’ হতে পৃথক। বন্ধ করে ফেলার ব্যাপারে সমাস হলেও এর (= তৃতীয় নেত্রের) আচ্ছাদন অসাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা হল। এজন্যেই ভা (= তৃতীয় নেত্র) উৎকৃষ্ট।

যথা :

খ. দয়িত শপথ করে পায়ে হাত দিলে কাহ্না প্রত্যাখ্যান করল। প্রত্যাখ্যানত দয়িত, উন্মনা হয়ে যেই না শয্যা-কক্ষ হতে দূ-তিন পা এগিয়ে গিয়েছে, অমনি দয়িতা, খসে-পড়া নীলবস্ত্র দুই হাতে আটকে, দৌড়ে ধরে ফেলে পায়ে পড়ল দয়িতের। হায়, প্রেমের কী বিচিত্র গতি। ৭৬॥

[শয্যাকক্ষ হতে] 'দরজায় গেল'—বলা হয় নি, বলা হয়েছে [দূ-তিন] পা গেল।

২. তিঙ্ এবং সুপ্ এর ব্যঞ্জননা যেমন :

ক. পথে পথে অকুরের শ্রী, শূক-চণ্ডর মত বা সুন্দর। দিকে দিকে লতা-গর্দালিকে নাচিয়ে চলল বয়ে চলা পবন। মানুষে মানুষেরাঝঝর তীর ছুঁড়েছে অনঙ্গ। নগরে নগরে বন্ধ হয়ে গেল মানিনীর অভিমান-চর্চা। ৭৭॥

'কিরতি'র তিঙ্-এর দ্বারা প্রক্ষেপণের চলমানতা,—'নিবৃত্তা'র সুপ্-এর দ্বারা নিবৃত্তনের (=বন্ধ হওয়ার) নিষ্পন্নতা বোঝা যায়। আবার ক্ত-প্রত্যয়ের দ্বারা অতীত-ত্ব দোষিত হয়। আবার উদাহরণ :

খ. কঠিনে, এখন অভিমান ছেড়ে দাও। মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে, তোমার মনের মানুষ মুখ নামিয়ে বসে রয়েছে বাইরে। অনাহারে থেকে, অনবরত কান্নার ফলে, চোখগুলো ফুলে উঠেছে তোমার সখীদের। খাঁচার শূকপাখীরা হাসা, ওড়া—সব ছেড়ে দিয়েছে। আর তোমারও অবস্থা এরকম। ৭৮॥

এখানে বলা হয়েছে 'আঁচড় কাটতে কাটতে'। 'আঁচড় কাটছে' বলা হয় নি।

পৃ: ৩২

তেমনি বলা হয়েছে—'রয়েছে'; 'ছিল' নয়। অর্থাৎ [তোমার]

ভূমি অবধি রয়েছে [= থাকবে]। 'মাটিকে' বলায় বোঝাচ্ছে—'আঁচড় কাটছে'। 'মাটিতে' বলা হয় নি, যার অর্থ হত—বৃদ্ধি দিয়ে লিখছে। এগর্দালিই ব্যঞ্জিত হল সুপ্, তিঙ্ বিভক্তির মাধ্যমে।

[ষষ্ঠীবিভক্তিবোধ্য] সম্বন্ধ-কর্তৃক ব্যঙ্গ্য প্রতীতি :

৩. [ঝগড়ার সময় নাগরিকদের প্রতি গ্রাম্যদের উক্তি]

গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামে আমার বাস। নগরের আচার-ব্যবহার আমি জানি না। তবে নাগরিকদের স্বামীদের [চিন্ত] আমি হরণ করি। সে আমি যাই হই আর তা-ই হই। ৭৯॥

এখানে 'নাগরিকদের' এই ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যঞ্জনা। 'নাগরিকদের' অনাদর করে হরণ করি—ব্যঙ্গ্যার্থ।

৪. 'কুটিয়-কুমার ছিল সুন্দর'—এখানে কালের [ব্যঞ্জক]।

হরধনু ভেঙে ফেললে রামকে একথা বলেন পরশুরাম।

• অনাদরে ষষ্ঠী।

৫. বচনের [ব্যঙ্গকণ্ঠ] :

সেই গদ্যগ্রন্থ সমুদ্রের, সেই উৎকণ্ঠা-সমুদ্রের, সেই আলাপনগর্জনের, পরিণতি হল এরকম । ৮০ ॥

গদ্যগ্রন্থ প্রভৃতি বহু হলেও প্রেমে এক—এটিই এখানে ধনি ।

৬. পদরূপ-পরিবর্তনের ফলে ব্যঙ্গনা :

হে চিত্ত, চঞ্চললোচনকে পছন্দ হওয়ায়, বৈরাগ্যময় ধ্রুব প্রেম ছেড়ে দিয়ে, মৃগনয়নাকে দেখে নাচতে সুরু করেছ ? মনে হচ্ছে, তুমি বিহার করবে । হায়, অন্তরের এই নিঃশব্দীয় অভীশা ছেড়ে দাও । সংসার-প্রবাহের সাগরে একের কণ্ঠে বাঁধা, এই একখণ্ড পাথর ॥৮১॥

এখানে ব্যঙ্গতা (উপহাস) ব্যঙ্গ্য ।

৭. পদ্বিনিপাতের (irregular priority) ব্যঙ্গকণ্ঠ যেমন :

যাদের কেবল বাহুবল আছে, তারা দুর্বলরূপে পরিগণিত হয় । কেবল রাষ্ট্র-নীতি-প্রক্রিয়ার যারা শরণ নেয়, সেই সমস্ত রাজাদের দ্বারাই বা কী কাজ হবে ? হে পৃথ্বীন্দ্র, আর যারা শৌর্ষ এবং রাষ্ট্রনীতি—দুইকেই স্বীকার করে সুন্দর কার্যক্রম চালায়, সেই পুতশুদ্ধ ব্যক্তির তিন ভুবনে [সংখ্যায়] দুই কি তিনও হবে না ॥৮২॥

এখানে শৌর্ষের প্রাধান্য প্রতীত হয় ।

বিভক্তি-বিশেষের [ব্যঙ্গকণ্ঠ] যেমন :

৮. বীর, ধনুর টংকারে টংকৃত যুদ্ধপথে সারাদিন ধরে যুদ্ধ করল তোমার শত্রুরা । আর মানুষের রক্ষক তুমি, একদিনেই এমন যুদ্ধ করলে, যে বিধিসিদ্ধ সাধুবাদের যোগ্য হলে ॥৮৩॥

এখানে 'দিবসেন' এই অপবর্ণ-তৃতীয়া ফলপ্রাপ্তি দ্যোতিত করে ।

৯. সাক্ষাৎ কামদেবকে রীতি যেমন দেখে [তেমনি] স্থিতল কক্ষের উঁচু জানালা থেকে কাছের রাজপথে মাধবকে বার বার ঘুরতে দেখে, মালতী, গভীর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত অতি কোমল অঙ্গ-সমূহ-সহস্রিমিত (= কৃশ) হতে লাগল ॥৮৪॥

এখানে ব্যঙ্গকণ্ঠ তদ্ধিত-প্রত্যয় 'ক'-এর । ব্যঙ্গ্য অনুকম্পা-বৃত্তি ।

১০. ইয়ত্তাজ্ঞানের অতীত, সমস্ত বাক্যের অবিষয়, আবার এজন্মে যা অনুভূতি-মার্গে পৌঁছয় নি, বিবেকের একেবারেই ধ্বংসের ফলে উপচে পড়া মহামোহের দ্বারা যা ব্যাপ্ত,—এরকমের [মানসিক] বিকার মনকে জড় করে তোলে আবার যন্ত্রণাদিশ্রু করে তোলে ॥৮৫॥

এখানে প্র-উপসর্গের (শব্দাংশের) ব্যঙ্গকণ্ঠ ।

১১. তুমি গর্ব-অভিমুখী করে তুলেছ মনকে । আর কি ? এভাবে [অব্যর্থ-

ক্রোধের ফলে] আমাদের শত্রুরা নিহত হয়েছে। অশ্বশার ততক্ষণ থাকে, স্বর্ষ্য তক্ষণ উদয়াচলের চুড়ায় না আসে।

এখানে তুল্যযোগিতা-অলংকারের দ্যোতক 'চ' নিপাতই ব্যঞ্জক।

১২. এই রাম পরাক্রমের গুণে তিন ভুবনে খ্যাতি পেয়েছেন অসাধারণ। আপনি যদি [এখনও] তাকে না চিনতে পারেন, তাতে কারণ আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয়। বন্দীর মত পবন তার কীর্তি-কীর্তন করেন সাত স্বরে। একটি বাণের আঘাতে সৃষ্ট, সারিবদ্ধ বিশাল তালগাছগুলির বিবর হতে বেরিয়ে আসে সেই [সাত স্বর] ৷৮৭৥

এখানে 'অসৌ' সর্বনাম, 'ভুবনেষু'-র প্রাতিপদিক, 'গুণৈঃ'র বচন, স্বং এবং মৎ-এর ব্যবহার না করে সর্ববোধক 'অস্মৎ'—শব্দের প্রয়োগ, ব্যঞ্জিত করে বীররস। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরকম হয়েছে—এই ভঙ্গীতে বলায় নঞর্থক এই যে অনভিধান (= অনাস্তি), তারই ব্যঞ্জকত্ব [বোঝা যাচ্ছে]।

১৩. [তার] তারুণ্য চাতুর্য প্রকাশ করার, হৃদয়গুলের অগ্রভাগ মদনের ধনুর্ কাছে পাঠ-গ্রহণ করতে থাকায়, চকিত-হরিণী মত চঞ্চল-নয়না এই যুবতী, সমস্ত যুবতীর শিরোভূত হয়ে রইল ৷৮৮৥

এখানে শৃঙ্গাররস ব্যঞ্জিত হল—ইমনিচ্ প্রত্যয়, অব্যয়ীভাব সমাস, এবং কর্ম-রূপে ব্যবহৃত অধিকরণের বলে। এদের বাচকত্ব, 'তারুণ্যে, ধনুঃ সমীপে এবং মৌলৌ বসতি'—তে ব্যবহৃত ত্ব-প্রভৃতির সঙ্গে সমান থাকলেও, [কবি-ব্যবহৃত] এই রূপগুলির (= আকারগুলির) এখানে কোন এক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা রমণীয়তা-উৎপাদক। এই স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যই ব্যঞ্জক।

এরকম অন্যদের [ব্যঞ্জকত্ব-] ও বোধ্য।

বর্ণ এবং রচনা-শৈলীর ব্যঞ্জকত্ব গুণের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে [৭ম উল্লাসে] উদাহৃত হবে। 'অন্যদেরও'—এখানে ও বলতে প্রবন্ধ (= মহাকাব্য) এবং নাটক প্রভৃতির। এভাবে রস প্রভৃতির, পদার্থ বিবৃত [দুই ভেদ] সহ রসাদির ব্যঙ্গের ভেদ ৬টি।

অতএব [এখন] প্রকার হল ৫১টি।

যেগুলি আগেই বলা হয়েছে।

তিন রকম সংকর আর এক রকম সংসৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক মিশ্রণ হলে সমষ্টি হয় বৈদ (৪), আকাশ (০), সাগর (৪), আকাশ (০), আর চাঁদ (১)। (= ১০৪০৪) ২০×২১ ॥

শব্দ [ধ্বনি] কেবল ৫১টি ভাগে বিভক্ত নয়, ওদের (= ৫১টি ভেদের) নিজেদের ৫১টি করে ভেদের সঙ্গে চার দিগে গুণ করলে হয় :

বেদ, আকাশ, সাগর, আকাশ, চাঁদ (= ১০৪০৪)*

চার দিয়ে, কারণ [ধনিগদ্যলির] সংকর তিন রকমে এবং সংসৃষ্টি এক রকমে হয় বলে। সন্দেহভাজনতা, অনুগ্রাহকতা এবং একব্যঞ্জকানুপ্রবেশ—এই তিন রকমে সংকর হয়। আর সংসৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ-রূপ।

[মিশ্র এই ভেদগদ্যলি, ৫১ টি] শব্দভেদ সহ হয় :

শব্দ (= ৫), ইন্দ্র (= ৫), যজ্ঞ (= ৪), আকাশ (= ০) এবং ইন্দ্র (= ১)
অর্থাৎ ১০৪৫৫ প্রকার।

তার মধ্যে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

দেবর, সুন্দর, উৎসবে আমন্ত্রিত ওকে (= উৎসবে নিমন্ত্রিতা দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে) তোমার বউ কী বলেছে ? পেছনের উপরের ঘরে [ও] কাদছে। ওকে খুশী কর। ৮৯

এখানে এরকমের সন্দেহ রয়ে গিয়েছে :

‘অনুন্নয়’ কি উপভোগ-রূপ অর্থান্তরে পর্যবসিত হচ্ছে অথবা প্রতিধ্বনির মত [অর্থান্তরে সংক্রমিত না হয়েই] উপভোগরূপ ব্যঙ্গের ব্যঞ্জক হয় ?

স্নিগ্ধশ্যামল দীপ্তি মেঘেরা ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। বলাকা উড়ে চলল মেঘের কোল ঘেঁষে। বাতাস জলে-ভেজা। আনন্দে ময়ূরের কোঁক দীর্ঘ। [এগদ্যলি] যথেষ্ট। আমি সত্যি সত্যি, রাম, [তাই] সব সহ্য করছি। কিন্তু বৈদেহী কেমন থাকবে [= কেমন করে বাঁচবে] ? হায়, হায় দেবী, ধৈর্য ধর ॥ ৯০ ॥

এখানে ‘লিপ্ত’ এবং ‘পয়োদ-সুহৃদ’—পদ-প্রকাশিত অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনিদ্বয়ের সংসৃষ্টি। এই ধ্বনি দুইটির সঙ্গে ‘আমি রাম’—বাক্যের অর্থান্তর-সংক্রান্ত বাচ্য ধ্বনির অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক সম্বন্ধে সংকর। আবার সমগ্র বাক্যের বিপ্রলম্বরূপ ধ্বনি (যা অর্থান্তরসংক্রান্ত বাচ্য) এবং রামপদের স্বাবধীরূপ ধ্বনির (যা অ. স. বা.) এখানে [তৃতীয় প্রকারের] সংকর, যেহেতু ‘রাম’-পদ-রূপ [একটি] ব্যঞ্জকে দুই ধ্বনিই অনুপ্রবিষ্ট।

এই হল কাব্যপ্রকাশে ধ্বনি-নির্গম নামে চতুর্থ উল্লাস।

* এখানে মনে হতে পারে, বললে ভাল হত : চন্দ্রখান্ধি বিয়দ-বেদাঃ। তাহলে পরপর ১০৪০৪ এরকম পাওয়া যেত। কেননা, চন্দ্র বলতে ১, (১এ চন্দ্র, পড়ার রীতি), খ বলতে ০ (কেননা আকাশের অপর নাম শূন্য), অন্ধি বলতে ৪ (তখন ৪টি মহাসমুদ্রই আবিস্কৃত হয়েছিল), বিয়ৎ (= ০), এবং বেদ (= ৪)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কেন ‘বেদখান্ধি-চন্দ্রাঃ’ বলা হল ? উত্তর হল : ভারতবর্ষে বড় সংখ্যা গণনার রীতি শেষ দিক্ থেকে। যেমন, ২৫-কে বালি পঞ্চ-বিংশতি। ৫ আগে, পরে বিংশতি। কখনও ‘বিংশতিপঞ্চ’ বালি না।

পঞ্চম উল্লাস

উক্ত-প্রকারে [চতুর্থ পরিচ্ছেদে] ধ্বনি স্বরূপ নির্ণয় করার পরে গদ্যীভূত-ব্যঙ্গ্য-কাব্যের বিভাগগুলি বলছেন :

[গদ্যীভূতব্যঙ্গ্য-কাব্যে] ব্যঙ্গ্য [হতে পারে] :

স্পষ্ট অন্যের অঙ্গ বিশেষ, বাচ্যার্থবোধের সহায়ক, দূর্বোধ্য, সন্নেহপ্রধান, সমপ্রধান, কাকু-অনন্দের, এবং অসদৃশ্য। এভাবে গদ্যীভূতব্যঙ্গ্যের আটটি ভেদ জানা যায়। ১ + ২ ই

যুবতীর [রাখা-ঢাকা] স্তন-কলণের যত গোপন (= রাখা-ঢাকা) ব্যঙ্গ্যার্থ [পাঠককে] খুশী করে।

অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থ স্পষ্টত্ব-হেতু বাচ্যার্থের মত। তাই গোপন।

[অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ৩টি]

ক. শত্রুকৃত তিরস্কার পেয়ে (= আমার বকুনি খেয়ে) যার কাছে [আপনা থেকে] এসে, তপ্ত সূঁচ বার বার ফুঁড়ে, দুই কান বিকল করত ; সেই আমি [এখন] কাণ্ডী-সূত্রের গ্রন্থনে নিমগ্ন। [হায়] বেঁচে থেকেও আমি এখন [বেঁচে] নেই। কী আর করি ? ১ ॥

এখানে 'জীবন'—এই অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য [পদের ব্যঙ্গ্যার্থ অগত্য়]।

খ. বাড়ীর দীঘিগুলিতে মিষ্টি সুরে গান গাইছে মৌমাছির দল। প্রস্ফুট পক্ষ্মের রেণুতে অঙ্গ ওদের পিঙ্গল। নতুন 'বন্ধুজীব'র পাপিড়ির মত ঐ সূর্যবিন্দু উদয়পর্বে চুম্ব দিয়ে ঝল্কে উঠছে। ২ ॥

'চুম্বন' শব্দের [ব্যঙ্গ্যার্থ] এখানে [অগত্য়]। 'চুম্বন' পদটি বাচ্যার্থ (kissing) পুরোপুরি আচ্ছন্ন (= অস্বীকৃত / তিরস্কৃত) হয়েছে।

গ. এখানেই ঘটনা ঘটেছিল নাগ-পাশ-বন্ধনের। তোমার দেবরের বক্ষ শস্ত্র-শেলের ফলে দারুণভাবে বিকল হলে, হনুমান্ এখানে দ্রোণপর্বতকে নিয়ে আসে।

পৃ: ৩৬ লক্ষ্মণের দিব্য শরগুলি ইন্দ্রজিৎকে লোকান্তরে পাঠায় এখানেই।
এখানেই কেউ একজন ছিঁড়ে নিয়েছিল রাক্ষসরাজের কণ্ঠ-অরণ্য। [শুনছ কি] হরিণ-চোখী। ৩ ॥

এখানে 'কেউ একজন এখানে'—অংশের ব্যঙ্গ্য অর্থশক্তিমূল এবং অনুরাগন-বিশেষ। সেই ব্যঙ্গ্যের [অগত্য়তা হয়েছে]। 'তস্যা প্যত্র' এই পাঠ বৌদ্ধিক।

[২. অপরাঙ্গ ব্যঙ্গ্যের ১০টি উদাহরণ পর পর]

অপরের অর্থাৎ রস-প্রভৃতির অথবা বাক্য-প্রতিপাদিত বাচ্যার্থের অঙ্গ হয় রস-প্রভৃতি অথবা অনুস্বান-সন্নিভ ধ্বনি (ব্যঙ্গ্য)। যেমন :

ক. এই সেই হাত, যা তুলে ধরত কাণ্ডী, মর্দন করত স্ফীত স্তন, স্পর্শ করত নাভি, উরু ও জঘন আর খুলে দিত কটিদেশের বসন-গ্রন্থি। ৪ ॥

এখানে শব্দের [রস] করণ [রসের অঙ্গ]।

খ. পার্বতীর পায়ের সেই নখ-দ্যুতি তোমাদের সব সময় রক্ষা করুক। শংকরের কপালস্থ চোখের দীপ্তি যাতে এনে দিয়েছে অলঙ্কারের আভা। [এবং] বাধন স্পর্ধার অস্তিত্ব-সমৃদ্ধ হোয়ে মদহৃতের মধ্যে পুরোমাাত্রায় দূরে সরিয়ে দিল—

রক্তপশ্মের মত সরস [কিস্তু] ভীষণ [রাঙা] নেত্র-দীপ্তিকে। ৫ ॥
এখানে [কবি-নিষ্ঠ পার্বতী-বিষয়ক রীতি-নামক] ভাবের [অঙ্গ হল মহাদেব-নিষ্ঠ পার্বতী-বিষয়ক সম্ভোগ-শৃঙ্গার] রস।

গ. 'চারদিকে অসংখ্য উঁচু পর্বত। বিস্তৃত সাগর। তুমি এদেরকে ধরে থেকেও বিন্দুমাত্র ক্লান্ত নও। তোমাকে নমস্কার।'—বারবার আশ্চর্য হয়ে যখন এই বলে স্তুতি করছিলেন, তখন মনে পড়ল তোমার হাতখানা। আর আমার বাক্য বন্ধ হয়ে গেল। ৬ ॥

এখানে পৃথিবী-বিষয়ক শ্রদ্ধা-ভক্তি নামক ভাব, রাজ্যবিষয়ক শ্রদ্ধাভক্তি-রূপ ভাবের [অঙ্গ]।

ঘ. রাজা তোমার সৈনিকেরা শত্রুসমূহের হরিণচোখী স্ত্রীদেরকে বন্দী করে, [ওদের] দেখতে-থাকা প্রিয়জনদের [সামনে] ওদেরকে আলিঙ্গন করল, পায়ে ধরল, আশ্রয় করল, সারা গারে চুম্বন দিল। [কিস্তু] সেই শত্রুরা তোমার স্তুতি করে বলল: হে ঐচ্ছিত্যের সমুদ্র, আমাদের পুণ্যফলে তুমি [আমাদের] কাছে পড়লে। সব বিপদও দূরে গেল। ৭ ॥

এখানে প্রথমাঙ্ক-দ্যোতা [সৈনিক-নিষ্ঠ শৃঙ্গার-] রসাভাস এবং দ্বিতীয়াঙ্ক-দ্যোতা [শত্রু-নিষ্ঠ রাজ-বিষয়ক শ্রদ্ধাভক্তি-রূপ] ভাবাভাস [কবির রাজ্যের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-রূপ] ভাবের অঙ্গ।

ঙ. অবিরত তরোয়াল চালনায়, মদহৃত-তর্জুন গর্জন আর লুকুটিতে স্পষ্ট হাঁচ্ছিল তোমার শত্রুদের গর্ব। কিস্তু তোমাকে দেখায়, মদহৃতের মধ্যে তা কোথায় যে গেল। ৮ ॥

[মদগর্ব-রূপ] ভাবের উপশম এখানে কবির [রাজ্যবিষয়ক শ্রদ্ধাভক্তি-রূপ] ভাবের অঙ্গ।

চ. তোমার শত্রু, হরিণ-চোখী মেয়ে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শত্রু করল পানকীড়া।
পঃ ৩৭ [এমনি সময়] কোন একজনের মূখে অন্য প্রসঙ্গে উচ্চারিত তোমার নাম, দঃসহ করে তুলল [তার] অবস্থা। ৯ ॥

এখানে হাস-রূপ [ব্যভিচারিভাবের] উদয় [কবি-নিষ্ঠ রাজ্যবিষয়ক ভক্তি-শ্রদ্ধারূপ ভাবের অঙ্গ]।

ছ. অনঙ্গ-বিশ্বংসী (শিব) আনন্দবিধান করুন তোমাদের। যিনি পার্বতীর কৈশোরে আচারিত দঃসহ তপস্যা সহ্য করতে না পেরে এবং প্রনয়ে আকৃষ্ট হয়ে, কপট ব্রহ্মচারীর বেশ খুলে ফেলতে ডরা এবং শৈথিল্যের শিকার হন। ১০ ॥

ডরা এবং শৈথিল্য পদের গম্য হল [বধ্যভ্রমে] আবেগ এবং বৈধর্ম। এদুয়ের সম্মিশ্র [কবি-নিষ্ঠ শিব বিষয়ক রীতিভাবের অঙ্গ]।

জ. 'কেউ দেখে ফেলবে। চপল তুমি, [আড়ালে] যাও। তাড়াহুড়ো কিসের? আমি কুমারী। হাত বাড়াও: হায়, হায়! সব গুলোটপালোট হলো। [আরে] চললে? কোথায়?'—ফল আর কাঁচি-পাতা নিতে নিতে, এরকম বলছে একটি মেয়ে। [মেয়েটি] তোমার শত্রুর, [তোমার ভয়ে] যিনি বনবাসী]। ১১ ॥

এখানে ভয় ভেষ, ধৈর্য, স্মৃতি, শ্রান্তি, দীনতা, অবরোধ এবং অভীশার মিশ্রণ [কবিনিষ্ঠ রাজবিষয়ক রীতি নামক ভাবের অঙ্গ]।

এগুলি হল রসবৎ—প্রভৃতি অলংকার।

যদিও ভাবোদয়, ভাবসমৃদ্ধি এবং ভাবশবলতাকে অলংকার বলা হয়নি তবুও কেউ বলতে পারেন [এই আশায়] বললাম।

যদিও এমন কোন ক্ষেত্র নাই, যেখানে ধনি এবং গুণীভূত-ব্যঙ্গের নিজেদের বিভাগের সঙ্গে সংকর বা সংসৃষ্টি হয় নাই। 'তবুও প্রাধান্য-বশেই বস্তুর নামকরণ হয়'—এই নীতিঅনুসারে অনিশ্চিত স্থলে যে কোন একটি [নাম] দিয়ে ব্যবহার চলে।

ক. যদুর্দেহ আমি মানুষের আশ্রয় [জনস্থানে]। স্বর্ণপ্রাপ্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় মন আমার অন্ধ ছিল [স্বর্ণমুগের অভীশায় বুদ্ধি আমার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল]। প্রতি পদক্ষেপে সাশ্রুনেত্রে বলেছি: দিন দয়া করে। [বিদেহনন্দিনী]। ধনী মানুষের সেবার জন্যে দারুণভাবে কী না করেছি—বল [লঙ্কারাজের মূখের সারিতে তীর জুড়েছি আমি]। রামস্ব আমি পেয়েছি। কিন্তু উপযুক্ত ঐশ্বর্য আমি পাইনি। [কুশ আর লব যার পুত্র তাকে পাইনি]। ১২ ॥

রামের সঙ্গে [কবির ব্যঙ্গ্য-] সাদৃশ্য শব্দ-শক্তিমূল, অনুরগন-বিশেষ এবং [‘রামস্ব আমি পেয়েছি’]—এই বাচ্যার্থের অঙ্গবিশেষ।

ঞ. [অর্থশক্তিমূল বস্তুর গৌণতা:]

দেখ তম্বী [দেখ]। [অন্য] কোথাও রাত কাটিয়ে এই সকালে এসে সূর্য ঐ বিরহ-শীর্ণ অম্ভোজিনীকে আন্তে আন্তে খুঁজি করে তুলছে পায়ে হাত দিয়ে। ১৩ ॥

এখানে নায়ক-নায়িকা-সম্পর্কিত ব্যঙ্গ্য ঘটনা,—বা অর্থশক্তিমূল এবং বস্তুধ্বনি-বিশেষ—আরোপিত হয়েছে সূর্য এবং পথ-সম্পর্কিত ভিন্ন একটি ঘটনার উপর।

৩. বাচ্যার্থ বোঝার জন্য যে ব্যঙ্গ্য সহায়ক, তার উদাহরণ [দুইটি]:

ক. জলদ-ভুজগ-জাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোধার্যন, বিষেরে অনভিলাষ, মানসিক ওদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মূচ্ছা, অশ্বতা, শরীর-পীড়া ও মূর্খতা ইত্যাদি অনেয়ন করে। ১৪ ॥

এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বিষ ভুজগ- (সর্প-) রূপ বাচ্যার্থের বোধ ঘটায়।

খ. আবার যেমন :

“অচ্যুত (অচল-মনড়), আমি চললাম । তোমাকে দেখে কি তৃপ্তি হয় ? আসলে নির্জন এখানে আমাদের থাকতে দেখে দূর্জনে অন্য রকম ভাববে ।”—এরকম সম্বোধনেরাবশেষ ভঙ্গী নিয়ে নিষ্ফল অবস্থানজনিত হতাশা এবং অবসাদ প্রকাশ করল গোপিনী । আর তাকে আলিঙ্গন করে রোনাতে ভরে উঠল কৃকের নারা দেহ । এই অবস্থায় কৃষ্ণ রক্ষা করুন তোমাদের । ১৫ ॥

এখানে অচ্যুত-প্রভৃতি পদের ব্যঙ্গার্থ আমন্ত্রণ ইত্যাদি পদের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণ (সিদ্ধ) করে ।

দুটি উদাহরণের পার্থক্য হল : প্রথমটির বক্তা একজন [কবি], দ্বিতীয়টির বক্তা দুজন (কবি এবং গোপিনী) । [প্রথমার্ধে গোপিনী, দ্বিতীয়ার্ধে কবি ।]

৪. দূর্বোধ্য ব্যঙ্গ্য যেমন :

না দেখলে দেখার জন্য উৎকণ্ঠা । দেখলে [আবার] বিচ্ছেদের ভয় । সুখ পাই আমি—তোমাকে দেখেও না, না দেখেও না । ১৬ ॥

[=তোমাকে দেখেও সুখ পাই না, না দেখেও পাই না] ।

“এমন কর, যেন অ-দৃশ্য না হও, আবার বিচ্ছেদ-ভীতিও না হয়”—এরকম ব্যঙ্গ্য এখানে দূর্বোধ্য ।

৫. ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য যেখানে সন্দেহজনক, এরকম উদাহরণ :

আর শংকরও চন্দ্রোদয়ের মূহুর্তে [স্বেচ্ছাচ্যুত] সমুদ্রের মত ঈর্ষৎ ধৈর্যচ্যুত হোলে দৃষ্টি রাখলেন উমার মূখে । যে মূখের অধর এবং ওষ্ঠ বিস্বফলের মত । ১৭ ॥

এখানে ‘চন্দ্রোদয় করতে চাইলেন’—এই ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান, অথবা ‘দৃষ্টি রাখা’—এই বাচ্যার্থ প্রধান : তা সন্দেহের বিষয় ।

৬. সমপ্রধান ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ :

ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করা ছেড়ে দিলে আপনাদেরই মঙ্গল । আর, তা না হলে, আপনাদের বন্দু জ্বামদগ্ন্য অনন্তুষ্টি হবেন । ১৮ ॥

এখানে ‘পরশুরাম সমস্ত ক্ষত্রিয়ের মত ব্রাহ্মণদের মূহুর্তের মধ্যে নিম্নলি করবেন’—এই ব্যঙ্গ্যার্থের মত বাচ্যার্থেরও [‘তিনি রাগবেন’—এরকম] সমান প্রাধান্য হয়েছে ।

৭. কাকু-আক্ষিপ্ত [ব্যঙ্গ্য] যেমন :

আমি যুদ্ধের সময়ে ক্রুদ্ধ হয়ে, শত কুরু-সন্তানকে কি মণ্ডিত করব না ! দৃশ্যাসনের বুক থেকে কি রক্ত পান করব না ? গদার আঘাতে, দূর্বোধনের উরু কি চিঁচিঁ করব না ? করুক গে, তোর রাজ্য পণ নিয়ে সম্মি ॥ ১৯ ॥

৮. অসদৃশ্য ব্যঙ্গ্য যেমন :

বেতস-কুন্ত থেকে উড়ে-আসা পাখিদের কোলাহল শব্দে গৃহকর্ম-ব্যাপৃত বধুর মন-প্রত্যঙ্গ এলিয়ে পড়েছে ॥ ২০ ॥

এখানে 'সংক্ষেপ-অনুসারে কোন এক [ব্যক্তি] লভাগ্‌হে ঢুকেছে'—এই ব্যক্তিটির চেয়ে 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলিয়ে পড়ছে' এই বাচ্যটি মনোরম ।

এদের (গদ্যীভূত ব্যঙ্গের আটটি ভেদের) [উপ-] বিভাগগুলি যথাসম্ভব আগের মত (ধ্বনি-কাব্যের ভেদের মত) জানা উচিত । ২. II

যথাসম্ভব বলার কারণ : অলংকার যেখানে কেবল বস্তুর দ্বারা ব্যক্ত হয়, সেখানে ব্যঙ্গের গোণতা হয় না ।

ধ্বনিকার বলেছেন :

যখন কেবল বস্তুর দ্বারা অলংকার সমূহ ব্যঞ্জিত হয়, তখন তারা (= অলংকার-গুলি) ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হয় । কারণ—কবিব্যাপার অলংকারকে আশ্রয় করে । কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নির্ভর করে ঐ অলংকারগুলির উপর) ; [ধ্বন্যালোক ২.২৯]

অলংকারযুক্ত এবং অলংকাররূপ [গদ্যীভূতব্যঙ্গের] ভেদগুলির সঙ্গে ধ্বনির সংসর্গিষ্ঠ এবং সংকররূপে মিশ্রণ হয় । ৩ ক. ব.

'সালংকারে'—বলতে বঝতে হবে : সেই অলংকারগুলির সঙ্গে [রসবৎ প্রভৃতির সঙ্গে] এবং অলংকারযুক্ত তাদের সঙ্গে [উপমা প্রভৃতির সঙ্গে] । ধ্বনিকার বলেছেন : সেই ধ্বনির আবার গদ্যীভূত অলংকার এবং নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে সংকর বা সংসর্গিষ্ঠ হয় বলে, তা বহুভাবে প্রকাশিত হয় । [ধ্ব. ৩.৪০]

পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে এভাবে [গদ্যীভূতব্যঙ্গের] ভেদের সংখ্যা হয় অতি-বিপুল । ৩ গ. ঘ.

এভাবে = এপ্রকারে । উপবিভাগ-গণনায় অতি-প্রচুর গণনা করতে হয় । যেমন :

পঃ ৪০

এক শব্দারেরই বিভাগ-উপবিভাগ গণনায় অসংখ্যতা [লক্ষ্য করা যাবে] । সবগুলির গণনায় কী দরকার ?

সংক্ষেপে এই ধ্বনির আবার ৩টি বিভাগ ; কারণ ব্যঙ্গ্য তিন রকম : যেমন কোনটি বাচ্যতা-সহ । কোনটি নয় । তার মধ্যে বাচ্যতা-সহ [২ রকম] : অবিচিত্র এবং বিচিত্র । বস্তু [ব্যঙ্গ্য] হল বিচিত্র ; আর [ব্যঙ্গ্য] অলংকার হল অবিচিত্র ; যদিও প্রধানতঃ, তা (= ব্যঙ্গ্য অলংকার) অলংকার্য, তবুও ব্রাহ্মণশ্রমণের মত তা অলংকাররূপে (তথা) অভিহিত হয় ।

রস প্রভৃতি স্পষ্টেও বাচ্য নয় । [বাস্তবে ত' দরের কথা ।] [বাচ্য হলে] রস প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, অথবা শব্দার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, তা (= রস নামক বস্তুটি) প্রকাশিত হত । কিন্তু প্রকাশিত হয় না । কারণ তাদের (= শব্দার বা রস প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ) হলেও বিভাব প্রভৃতির প্রয়োগ না হওয়ায় তার (= রসের) প্রভৃতি হয় না । [আবার] তাদের (= শব্দারাদি পদের) প্রয়োগ না হলেও বিভাবাদির প্রয়োগ হলে তার (= রসের) প্রতীতি হয় । উপরি-উক্ত সদর্থক এবং নঞর্থক

১ তৎপ্রয়োগে = তেষাং শব্দারাদীনাং রসাদীনাং বা শব্দানাং প্রয়োগে ।

অভিধানম্ = প্রয়োগঃ । নিশ্চীয়তে = স্থিরীকৃত্যতে = বোঝা যায় ।

তৎকাল্যক্যের মধ্যেমে বোঝা যায় : বিভাব প্রভৃতির প্রয়োগের মাধ্যমেই [রস] প্রতীত হয় ।

তাই রস হল ব্যঙ্গ্য । মধ্যার্থবাধ প্রভৃতি [শত'গুলির] অনুপস্থিতির জন্যে রস লক্ষণা-প্রতিপাদ্যও নয় । আর অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য অথবা অত্যন্ত-তিরস্কৃত-বাচ্যের বস্তু-রূপ ব্যঙ্গ্য ছাড়া লক্ষণা হয় না—একথা পূর্বে প্রতিপন্ন করা হয়েছে । শব্দশক্তিমূল ধ্বনিতেও অভিধার নিয়ন্ত্রণের ফলে অনভিধেয় অন্য অর্থের (বস্তুমাত্রের) এবং তার সঙ্গে উপমা প্রভৃতি অলংকারের ব্যঙ্গ্যও নির্বিঘ্নে স্বীকৃত হয় ।

অর্থশক্তিমূল ব্যঙ্গ্যের ক্ষেত্রেও সেই অভিহিতান্বয়বাদ অনুসরণ করে কী করে বলা যায় : ব্যঙ্গ্য অভিধার প্রতিপাদ্য ? [আর] যে অভিহিতান্বয়বাদে [-ই] বলা হয় ; বাক্যার্থ হল বিশেষাত্মক, পদসমূহের অর্থ হতে পৃথক্ এবং পদার্থসমূহের পারস্পরিক অন্বয়রূপ ; এই অন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সামান্যবপু পদার্থসমূহের আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা এবং সন্নিধির ফলে । বিশেষ অবধি (বৈশিষ্ট্য বা অন্বয় অবধি) সংকেত স্বীকার করা (মনে করা) যৌক্তিক নয় বন্যেই পদার্থ-সমূহ সামান্য-স্বরূপ [তা বদ্ব্যভূতে হবে] ।

এই সময় (বস্তুপন্থির সময়) [বালক] ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করে : শব্দ, দুই ব্যক্তি এবং অর্থ । আর, শ্রোতার চেষ্টা দ্বারা [বালক, শ্রোতার] অর্থ-জ্ঞান অনুমান করে । আর, দ্বি-স্বরূপ শক্তি বদ্ব্যভূতে পারে অন্যথানুপপত্তিরূপ অর্থ-পন্থির মাধ্যমে । [এভাবে পরে] তিনটি প্রমাণবেদ্য সম্বন্ধ (বাচ্যবাচকরূপ) বদ্ব্যভূতে পারে ।

[এভাবে] প্রতিপাদিত এই পদ্ধতিতে যা ঘটে তা হল :

'দেবদত্ত, গরু আন'—নির্দেশকারী ব্যক্তির এই প্রয়োগের ফলে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে গলকম্বলযুক্ত একটি বস্তুকে যখন আদিশ্ট ব্যক্তি নিয়ে আসে, তখন তার কাজ [গরু আনা] থেকে বালক অনুমান করে : আদিশ্ট ব্যক্তি এই বাক্য থেকে, ('দেবদত্ত গরু আন'—বাক্য থেকে) এরকম অর্থ বদ্ব্যভূতে (গরু-আনয়ন অর্থ বদ্ব্যভূতে) এবং তারপর অবিভাজ্য সেই বাক্য এবং বাক্যার্থের [মধ্যে অবস্থিত] বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ, অর্থপন্থির মাধ্যমে নিধারণ করে । এবং বালক সেই বিষয়ে (-বাক্যের বিষয়ে) বদ্ব্যপন্ন হয় ।

পরে 'চেষ্টা', গরু আন', 'দেবদত্ত, ঘোড়া আন', 'দেবদত্ত, গরু নিয়ে যাও'—প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ থেকে উপরি-উক্ত শব্দগুলির উপরি-উক্ত অর্থ নিধারণ করে । আর অন্বয় এবং ব্যক্তিরেকের মাধ্যমে ধারণা হয় : [মানুষকে কাজে] প্রবৃত্ত করে

২ 'চেষ্টা' অনুমিতি-জ্ঞানের করণ । যেমন ইন্দ্রিয় করণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের । বলার টং দেখে মনে হতে পারে : অর্থপন্থি-জ্ঞানের কারণ তাহলে অন্যথানুপপত্তি ।

৩ একটি যুবকের নাম চেষ্টা ।

এবং [কাল থেকে] নিবৃত্ত করে বাক্য আর সেজন্যে বাক্যই প্রয়োগের (applica-
tion) যোগ্য [পদ নয়]। সুতরাং কেবল বাক্যই এবং
পদ ৪১

পরস্পর-সাক্ষাৎ পদগুলিরই [অন্য পদার্থের সঙ্গে] সংস্কৃত
পদার্থগুলি সহ শক্তি জানা যায়। অতএব পরস্পরসংস্কৃত পদার্থগুলিই [নিমিত্ত-
ভাবে] বাক্যের অর্থ। পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধ [বাক্যার্থ] নয়।

যদিও অন্য বাক্যে প্রযুক্ত পদগুলি, স্বীকৃতি-বোধের ফলে “সেইগুলিই (পূর্ব-
জ্ঞাত পদ) এগুলি”—রূপে জ্ঞাত হয়, আর তাই কেবল সাধারণভাবে অন্য পদার্থের
সঙ্গে সম্বন্ধ পদার্থই সংকেতের বিষয় হয়; তবুও সামান্য-অবচ্ছাদিত হয়েই^৪
বিশেষ-স্বরূপ এই পদার্থ প্রতীত হয় (জ্ঞাত হয়)। [বিশেষ-স্বরূপ হয়ে প্রতীত
হওয়ার কারণ] সমস্ত পরস্পর-সম্বন্ধ পদার্থই বিশেষ-স্বরূপ।

এই হল অম্বিতাভিধানবাদীদের মত। তাঁদেরও মতে, যে স্থলে বাক্যার্থের
অন্তর্ভুক্ত ও অতিবৈশিষ্ট্য-স্বরূপ^৫ পদার্থই অসংকেতিত হওয়ার অভিধার বিষয়
হতে পারে না, সেইস্থলে নিঃশেষচ্যুত—ইত্যাদিতে অন্য-অর্থ-রূপ (বিশেষরূপ)
বিধি প্রভৃতি অর্থের প্রসঙ্গ [অনেক] দূরে^৬। কারণ (ইতি) সামান্য-অবচ্ছাদিত-
বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ পদার্থই সংকেতের বিষয়।

[অতএব দেখা যায়] অভিহিতান্বয়বাদে [পদের অর্থ হল] অসম্বন্ধ অর্থ আর
অম্বিতাভিধানবাদে কেবল সাধারণভাবে^৭ অন্য পদার্থ-সমূহের সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থ
হল [পদার্থের অর্থ]। কিন্তু [দুই মতবাদেই] অন্য বিশেষ বস্তুর সঙ্গে বিশেষ
বস্তুটি অভিধা-প্রতিপাদিত হয় না। অতএব দুই মতবাদেই বাক্যের অর্থ হল—
পদ-শক্তির অবিষয়।

আবার বলা হয় : কার্য-অনুসারে অনুমিত হয় কারণ। সেখানে (উক্তিটিতে)
শব্দের হেতুতার অর্থ হবে—হয় কারকতা, নয় জ্ঞাপকতা। কিন্তু শব্দ [অর্থের]
বোধক বলে (জনক নয় বলে) কারক নয়। আর, অজ্ঞাত শব্দের জ্ঞাপকতাই বা
কীভাবে সম্ভব? শব্দ জ্ঞাত হতে পারে সংকেতের মাধ্যমে। আর তা (সংকেত)
কেবল (অন্যের সঙ্গে) সম্বন্ধ পদেই সম্ভব। এরকম করে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না
হেতুর হেতুগত সামর্থ্যের পরিধির সীমা জানা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত হেতুকে হেতু
বলে কী করে জানা যায়? অতএব ফল-অনুপাতে হেতু অনুমিত হয়—এই কথা
বিচার না করেই বলা।

৪ সামান্য-বিশেষঃ বিনা অপৰ্ব্বসানম্।

৫ সামান্য-অবচ্ছাদিত-বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ।

৬ বিধি প্রভৃতি অর্থ (‘বস্তুর গতিমি’-রূপ) অভিধা-প্রতিপাদ্য, এ কথা বলাই
চলে না।

৭ in general way.

যারা বলেন—‘সেই শক্তি (অভিধা-বৃত্তি) হল তাঁর (শক্তি) মত দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর’। তাই শব্দ যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়, (সেই অর্থটি) হল শব্দেরই অর্থ (সংকেতিতার্থ)। এজন্য এখানে (নিঃশেষচ্যুত ইত্যাদিতে) সদর্থই হল বাচ্য*। তাঁরাও তাৎপৰ্য-প্রতিপাদক নিয়মের প্রকৃত অর্থ না জেনে, (মন্তব্য করার) মন্তব্যরূপে (প্রতিপন্ন হয়)।

যেমন : “সিন্ধু এবং সাধের একসঙ্গে উচ্চারণের মূহুর্তে সিন্ধু উল্লিখিত হয় সাধ্য-সিন্ধির জন্য”—এই নিয়মের ফলে কতকগুলি (সিন্ধু বস্তু) ক্রিয়ার সঙ্গে (সাধ্য বস্তুর সঙ্গে) অন্বিত হয়ে সাধের বৈশিষ্ট্য পায়। তার ফলে, অদম্বের দহনের মত* যা অজ্ঞাত, তাই স্থাপিত হয়। যথা, ‘ঋত্বকেরা আগিয়ে চলেন লাল পাগড়ী সমেত’—এই বিধিবাক্যের জ্ঞাপ্য কেবল লোহিতোক্ষীষত্বই। কারণ, অন্য প্রমাণ থেকে ঋত্বিক-অগ্রগতি জানা গিয়েছে। (আবার) অন্য প্রমাণ থেকে আহুতিদানের সিদ্ধি হওয়ার ‘দই দিয়ে আহুতি দেয়’—এখানে দই-এর উপকরণত্বই একমাত্র জ্ঞাপ্য। [অর্থাৎ দই দিয়েই (অন্য কিছু দিয়ে নয়) আহুতি দেবে।] কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি বস্তুতে বিধি প্রযুক্ত হয়। যেমন : (অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) ‘লাল কাপড় বোন’—এই বাক্যে কখনও নির্দেশ একটি বস্তুতে, কখনও দুটি বস্তুতে, কখনও তিনটি বস্তুতে।

আর যে বলা হয়—‘বিষ খাও এবং এর ঘরে খেও না’ এই দুই বাক্যের প্রকৃত অর্থ হল :—‘এর ঘরে খাওয়া উচিত নয়’ এবং তাই বাক্যার্থ [যদিও

পৃ: ৪২

অর্থটি আক্ষিপ্ত (implied), সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত নয়];

সেখানে (প্রকৃত ঘটনা) হল এরকম : (দুটি বাক্যকে) এক বাক্য বলে বোঝার জন্য ‘চ’ অব্যয়। (এবং) তিঙস্ত-ঘটিত দুটি বাক্যের মধ্যে যদিও অঙ্গাঙ্গিভাব হয় না, তাই ‘বিষ খাও’—বাক্যটিকে অঙ্গবাক্য বলে কল্পনা করতে হবে, কারণ বাক্যটি বন্ধ-উচ্চারিত। তখন দুটি বাক্যের অর্থ হয় : বিষ খাওয়ার চেয়ে দোষের হল এর ঘরে খাওয়া, তাই কোন রকমেই এর ঘরে খেও না।

এভাবে বাক্যের তাৎপৰ্য বা প্রকৃত অর্থ বাক্যে ব্যবহৃত (উপাত্ত) শব্দগুলির দ্বারা প্রতিপাদিত হয়।

শব্দ শোনার পরে যে অর্থ প্রকাশিত হোক না কেন, সেই [অর্থ প্রকাশের] ক্ষেত্রে শব্দের বৃত্তি হল ‘অভিধা’—[ব্যঞ্জনাবিরুদ্ধবাদী] যদি এরকম (বলেন), তাহলে ‘ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে’, ‘ব্রাহ্মণ, তোমার [অনুচা] কন্যা গর্ভবতী’

৮ গভীর হতে গভীরতর।

* তাৎপৰ্যের বিষয় বলে।

৯ যা অদম্ব, তাই দহনযোগ্য। যা অজ্ঞাত, তাই বিধি-প্রতিপাদ্য বা জ্ঞানার যোগ্য।

বিধীয়তে = বিধিপ্রতিপাদ্যে ভবতি।

—ইত্যাদিতে [স্বাক্ষরের মধ্যে ফুটে ওঠা] আনন্দ এবং দৃষ্টিকে কেন বাচ্যার্থ বলা হবে না? [এক্ষেত্রে] লক্ষণা, [তাই বা] কেমন করে [বলা যাবে]? কেননা, লক্ষ্যার্থের ক্ষেত্রেও দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে শাকা, অভিধাব্যস্তির দ্বারাই ইষ্টার্থ^{১০} প্রতীত হতে পারে। আর তাহলে—প্রদীপ্তি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রসঙ্গ, অবস্থান এবং নামের মধ্যে^{১১} পরেরটির থেকে আগেরটি শক্তিশালী—তাই বা কি করে বলা যায়?

: এভাবে দেখা যায়, অম্বিতাভিধানবাদেরও সদর্থ^{১২} অবশ্যই ব্যঞ্জনার বিষয়।

আবার সাহিত্যের মধ্যে ‘কুরু রুচিম্’—এই দুই পদের বৈপরীত্য ঘটালে কেন (অম্লীলতা) দোষ হয়? এখানে অসম্ভব অর্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধও নয়। কাজেই অভিধা-প্রতিপাদ্য নয়। অতএব (অভিধাবাদীর মতে) ঐ ধরনের প্রয়োগ, পরিত্যাগের যোগ্য হবে না। [যা পরিত্যাগের যোগ্য হয় তখন, যখন বিশেষ অঙ্কুর-সংঘাতে ব্যঙ্গ্য হয় কোন অর্থ]। আবার এই [বিভাজন] উপলব্ধ হয় না, তা নয়। দোষ [দৃষ্টান্তে] বিভক্ত বলে সকলেরই অনুভব হয়। অভিধা ছাড়া যদি ব্যঞ্জনা স্বীকার করা যায়, তাহলে [রস প্রভৃতি] ব্যঙ্গ্য বস্তু বহুবিশিষ্ট বলে কোন একটি স্থলে কোন একটি [দোষ] সমন্বিত-রূপে অনুভূত হতে পারে এবং বিভাগ-ব্যবস্থাও বোঝা যেতে পারে।

“কপালীর সঙ্গে সাহচর্যের আকাঙ্ক্ষায় দুটি বস্তু বর্তমানে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।”—এখানে পিনাকী-প্রভৃতি পদ বাদ দিয়ে কপালী প্রভৃতি পদ কাব্যের উৎকর্ষক হলা কী করে?

আবার বাচ্য অর্থ সমস্ত বোদ্ধার ক্ষেত্রে একরকম। তাই তা সীমিত। যেমন, ‘সূর্য অস্ত গেল’ ইত্যাদিতে বাচ্য অর্থ কখনও [এক ছাড়া] অন্য রকম হয় না। ব্যঙ্গ্যার্থ কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ, বস্তু, এবং বোদ্ধার বৈশিষ্ট্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন হয়। ‘সূর্য অস্ত গেল’—বাক্য থেকে যেমন [এ ধরনের] অসংখ্য ব্যঙ্গ্যার্থ বোদ্ধার বোদ্ধার প্রতীত হয় :

শত্রুকে আক্রমণ করার এই সুযোগ। অভিযান সূর্য করা উচিত। তোমার প্রিয় এইমাত্র আসছে। কাজ করা থামিয়ে দিই। সাম্রাজ্য-অনুষ্ঠান সূর্য করি। দূরে যেও না। গরুদালিকে ঢোকানো হোক। এখন আর গরম নেই। বিক্রয়-যোগ্য বস্তুগুলিকে গুলিয়ে ফেল। আমার প্রিয় আজও এল না। ইত্যাদি।

বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্যের মধ্যে ‘নিঃশেষচ্যুত—’ ইত্যাদিতে নিষেধ এবং বিধিরূপে,

১০। যে অর্থকে লক্ষণাবাদীরা লক্ষ্যার্থ বলেন।

১১। যেমন লিঙ্গের চিত্রে প্রদীপ্তি আগে অর্থ প্রকাশ করে, বাক্যের চিত্রে লিঙ্গ আগে। এভাবে অন্যগুলিও জানতে হবে।

১২। ‘নিঃশেষচ্যুত—’ ইত্যাদিতে যে সদর্থ অর্থ সম্ভোগ।

‘মাৎস্যমৎস্যমৎস্য’—^{১৩}, ইত্যাদিতে সংশয় এবং নিশ্চয়রূপে, ‘কথমবনিপ,—^{১৪} ইত্যাদিতে নিন্দা এবং স্তুতিরূপে, স্বরূপের [স্বরূপগত] ভেদ থাকা সত্ত্বেও যদি
পঃ ৪৩ অভেদ [মেনে নেওয়া হয়], তাহলে আর কোথাও নীল এবং
হলদেও ভেদ [মানা] চলে না।

‘মাৎস্যমৎস্যমৎস্য’— ইত্যাদিতে নিশ্চিত জ্ঞানটি হল কখনও শাস্ত্ররসপ্রধান
পদরূষের অন্তরস্থ, কখনও বা শাস্ত্রারস-প্রধান ব্যক্তির অন্তরস্থ।

[বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্যের মধ্যে] আগে-পরে প্রতীতির জন্য ভেদ কালের। [বাচ্যের]
আধার শব্দ এবং [ব্যঙ্গ্যের আধার] শব্দ, শব্দাংশ, শব্দার্থ [বাচ্যার্থ অথবা
লক্ষ্যার্থ], বর্ণ অথবা শৈলী বলে [দুই-এর মধ্যে ভেদ] আশ্রয়ের। [বাচ্যার্থের]
বোধ ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা, আর [ব্যঙ্গ্যার্থের] প্রসঙ্গ-প্রতীতির সহায়ে প্রতিভা-
নৈর্মল্য-সহ ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা। এভাবে [দুয়ের মধ্যে ভেদ] কারণের।
সাধারণ বোদ্ধা এবং সহনয়-পদ-বাচ্য [বোদ্ধার যথারূপে] কেবল বোধ এবং আস্বাদ-
উৎপাদন-বশতঃ দুইয়ের মধ্যে [ভেদ] ফলের। ‘সূর্য অস্ত গেল’—ইত্যাদিতে
আগের দেখানো রীতি-অনুযায়ী সংখ্যার, এবং ‘প্রিয়ার অধর স-স্কত দেখলে কার না
রাগ হয়, বল। সমর সমেত পদ্য শব্দকতে সূর্য করলে [তোমাকে] বারণ করেছি
আমি। কিন্তু শোন নাই। [বিরুদ্ধ-আচরণ করেছ]। এখন সহ্য কর।’ ২০—
ইত্যাদিতে সখী এবং সখীর স্বামীর অন্তরস্থ বিষয়ের [ভেদ বর্তমান]। বলাও
হয়েছে : “[পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব এবং কারণগত ভিন্নতাই [দুটি বস্তুর]
পার্থক্য এবং পার্থক্যের কারণ”।

[আবার] বাচক এবং বাঞ্জক এক নয় ; কারণ বাচক অর্থ-সাপেক্ষ, বাঞ্জক অর্থ-
সাপেক্ষ নয়। আর, ‘বাণীরকৃষ্ণ [৫,২০ শ্লো]’ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতীয়মান অর্থকে
বুঝিয়ে বাচ্যার্থই সেখানে আপনাতে বিরতি লাভ করে, সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বেলায়
বাক্যস্থ শব্দের প্রতিপাদ্য নয় এবং ভাষ্যপর্ষের বিষয় নয়, অথচ বুদ্ধিতে সমারূঢ়
অর্থ কোন বৃত্তির বিষয় হবে ?

[অভিধা এবং লক্ষণা - এই দুই বৃত্তিবাদী বলেন] ‘রাম আমি, সমস্ত সহ্য
করব’, ‘হে মদন, জীবনের প্রতি অনুরক্ত—রাম—আমি অনুরাগোচিত কিছই

১৩ অনুবাদ : ওহে মহতেরা, পক্ষপাত ছেড়ে, যুক্তি সহ বিচার কোরে,
করণীয়টি বলুন : [লোকে] আশ্রয় নেবে পবিত্র-নিতম্বের [পাদদেশের] ? না
প্রেমের বাশে মূচ্ছিকি-হাস্য কামিনী-নিতম্বের ?

১৪ ওহে রাজা, শাসিত ভববারির আঘাতে মাথা কেটে ফেলেছ যে শত্রুদের,
সেই শত্রুদের সম্পত্তি দখল করেছ বলে গর্ব কিসের ? [গর্ব অনুচিত]। কেননা,
[বদলে] তোমারও কীর্তি-সুন্দরীকে কি দেহহারী এরা স্বর্গে নিয়ে যায় নি ;
(অর্থাৎ নিয়ে গেছে)।

করিনি', 'তিনিই রাম, যিনি বিশেষ অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছেন শৌর্যগুণ দিয়ে'—এই [৩টি] ক্ষেত্রে ['রাম'—এই একটি পদের] লক্ষ্যার্থ অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ নামেরও (= অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ইত্যাদির) কারণ, তার [লক্ষ্যার্থের] প্রতীতি শব্দ এবং অর্থের উপর নির্ভরশীল, এবং প্রকরণ-প্রভৃতি সাপেক্ষ! অতএব প্রতীয়মান নামে [ব্যঙ্গ্যার্থ নামে] নতুন অর্থ আবার কী?

[উত্তরে ধর্মানিবাদী] এখানে বলেন: লক্ষ্যার্থ যদিও একাধিক হতে পারে, [তবুও] অনেকাধিক শব্দের বাচ্যার্থের মত তা সীমিত। বাচ্যার্থের সঙ্গে পৃ: ৪৪

নিয়তসম্বন্ধ নেই এমন কোনো অর্থ লক্ষিত হতে পারে না। প্রতীয়মান অর্থ [ব্যঙ্গ্যার্থ] কিন্তু প্রকরণ-প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যবশতঃ কখনও নিয়তসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে, কখনও বা অ-নিয়তসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে, আবার কখনও সম্বন্ধ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে প্রতীত হতে পারে। আর, "শাশুড়ী এখানে শোয়, আমি এখানে!"—দিনের আলোয় দেখে রাখ। রাত-কানা পথিক, [নইলে] আমাদের বিছানায় উলটে পড়বে।" ২৪—ইত্যাদিতে যে বিবক্ষিতান্যাপরবাচ্য ধর্মান, তার জন্য মধ্যার্থ বাধ্যপ্রাপ্ত হয়নি। কাজেই এখানে লক্ষণা কী করে সম্ভব?

আবার, [প্রয়োজন-] লক্ষণার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গনার সাহায্য নিতেই হয় ['প্রয়োজন'-প্রতীতির জন্য]। তা [২য় উল্লাসে] দেখানো হয়েছে। [আবার], অভিধা যেমন সংকেত-সাপেক্ষ, লক্ষণা তেমন মধ্যার্থ-বাধ্য-প্রভৃতি ৩টি শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ সংকেতের উপর নির্ভরশীল। অতএব তা [লক্ষণা] হল অভিধার লেজ—এ রকম বলা হয়।

[আবার] ব্যঙ্গনা লক্ষণা-স্বরূপ নয়, কারণ তার [ব্যঙ্গনার] লক্ষণা-অনুসরণ [তদনুগম] দেখা যায়। অভিধার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে [ব্যঙ্গনা] লক্ষণা-অনুগামী, তাও বলা চলে না। অভিধা এবং লক্ষণা-শূন্য বর্ণের উপর নির্ভরশীল হয় বলে, ব্যঙ্গনা কেবল উভয়-অনুসারী, তাও বলা চলে না। [ব্যঙ্গনা] কেবল শব্দ-অনুগামীও নয়; কারণ ব্যঙ্গনা, সঙ্কটাক্ষ-দৃষ্টি-নিষ্ঠ বলেও প্রসিদ্ধ আছে, যে দৃষ্টি হল অ-শব্দ-স্বরূপ। অতএব অভিধা, তাৎপর্ষ্য, লক্ষণা নামক বস্তুত্রয় হতে ভিন্ন, ব্যঙ্গন-ব্যয়ের একটি বস্তু অবশ্য স্বীকার্য।

"শাশুড়ী এখানে—(২৪)"—ইত্যাদিতে (বাচ্যার্থের সঙ্গে ব্যঙ্গ্যার্থের) সম্বন্ধ নিয়ত। "কার না রাগ হয়—(২০)" ইত্যাদিতে সম্বন্ধ অনিয়ত।

[আর] "বিপরীত বিহারের মহুর্ভর্তে নাভিপদে ব্রহ্মকে দেখে, শঙ্কর-উদ্বল লক্ষ্মী, হরির (বিষ্ণুর) ডান চোখ তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলল।" (২৫)—এই ক্ষেত্রে (ব্যঙ্গ্যার্থের) সম্বন্ধ 'হাল বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ একটি বন্ধের সঙ্গে।

এখানে 'হারি' পদটি ব্যঞ্জিত করল—তার ডান চোখ হল সুবর্ণ। তার (ডান চোখের) বৃজে যাওয়া [ব্যঞ্জিত করল] সুবর্ণের ভুবুভুবু ভাব। সুবর্ণের

আচ্ছন্নতা^{১৫} [ব্যঞ্জিত করল] পদের পাপড়ি গোটান আর তার থেকে আবার
রক্ষার আচ্ছন্নতা [ব্যঞ্জিত হল]। এরকম হওয়ায় “[লক্ষ্মীর] গোপন অঙ্গ
কারও [রক্ষার] চোখে পড়ল না বলে নির্বিঘ্নে শৃঙ্গার-ক্রিয়া চলতে থাকল”—এই
[অর্থ সবশেষে ব্যঞ্জিত হল]।

আরো যারা (= বৈদ্যাস্তিকেরা এবং ভট্‌হরি) বলেন : বাক্যের অর্থ এক
এবং অবিভাজ্য প্রতীতির মাধ্যমে বোঝা যায় ; [এবং] বাক্যার্থ
পঃ ৪৫ হল বাচ্য, বাচক হল বাক্য ; তাঁরাও (বৈ.+ভ.) কিন্তু
ব্যবহারিক জগতে পড়ে পদ এবং পদার্থ মেনে নেন। অতএব তাঁদেরও মতে
পূর্বোক্ত [নিঃশেষচ্যুত ইত্যাদি] উদাহরণে সদর্থ প্রভৃতি, ব্যঞ্জনা-লভ্যই।

ব্যঞ্জনাবিরোধী বলেন : ব্যাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধহীন [কোন অর্থ] প্রতীত
হয় না। কারণ তাহলে ধে কোন [শব্দ] থেকে যে কোন অর্থের প্রতীতির প্রসঙ্গ
উঠত। [সব সময়] সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা থাকায়, ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতা ব্যাপ্তিসম্বন্ধ
ছাড়া, অন্য কিছুই হতে পারে না। তাই [ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব] তদাত্মক (অনু-
মানাত্মক) হয়ে প্রতীত হয়। [অনুমান হল] সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষ সত্ত্ব এবং
পক্ষসত্ত্ব—এই তিন ঐশিষ্ট্যমুক্ত হেতু থেকে সাধ্যের জ্ঞান-রূপ ! যেমন : হ্যাঁ
ধার্মিক, ঘড়িরয়া বেড়াও। গোদাবরী তীরের কুঞ্জে যে দৃপ্ত সিংহটি থাকে, সে সেই
বিশ্বস্ত কুকুরটিকে আজ মেরে ফেলেছে। ২৬

এখানে ঘরে কুকুরের মৃত্যু-রূপ ঘটনা দিয়ে উক্ত হয়েছে ভ্রমণ, এবং এই ভ্রমণ
গোদাবরী তীরে সিংহের অস্তিত্ব-রূপ হেতুর মাধ্যমে অনুমান করায়—অভ্রমণ।
[ভ্রমণস্থানে] ভয়ের হেতু নেই—এরকম জেনেই সমস্ত ভীরু ব্যক্তি ভ্রমণ করেন।
গোদাবরী তীরে [ভয়ের কারণ] সিংহ আছে—এরকম জানা গেল (উপলব্ধি)।
তাই এই ‘—উপস্থিতি’ জ্ঞান হল ‘—অনুপস্থিতি’ জ্ঞানের (ব্যাপকের) বিরোধী।
আর এই বিরুদ্ধ জ্ঞান (উপস্থিতি) অভ্রমণ-রূপ অর্থ অনুমান করায়।

এখানে [ধর্মানবাদী] বলেন : ভীরু ব্যক্তিও কখনও কখনও গুরু কিংবা প্রভুর
আদেশ, প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগবশতঃ, অথবা অন্য কোন কারণে, ভয়ের হেতু থাকা
সত্ত্বেও (= সিংহের উপস্থিতি সত্ত্বেও), ভ্রমণ করে। তাই হেতু অনৈকান্তিক।
আবার, কোন লোক কুকুর থেকে ভয় পেলেও [শূচিতার জন্য], বীরত্বের জন্য
সিংহকে ভয় করে না—[এমনও সম্ভব]—তাই [হেতুটি] বিরুদ্ধও। আর,
গোদাবরী-তীরে সিংহের উপস্থিতি (সিংহসংভাব) প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান নামক
প্রমাণেব দ্বারা জানা যায় নি, জানা গিয়াছে উক্তি থেকে। এই উক্তি (শব্দ) প্রমাণ
নয়। কারণ প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এই উক্তির কোন নিরন্তর-সম্বন্ধ নেই। এভাবে
হেতুটি অসিদ্ধও। কাজেই এরকম হেতু থেকে কি করে সাধ্যের জ্ঞান সম্ভব ?

১৫ তেন = সূর্যস্য অন্তর্যমেন।

[‘ব্যাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধহীন...’ ইত্যাদি থেকে ‘...অভ্রমণ-রূপ অর্থ অনুমান
করা’ অবধি অনুমিতিবাদীদের বক্তব্য]।

আবার 'নিঃশেষচ্যুত—' ইত্যাদিস্থলে 'চন্দন মূছে যাওয়া' প্রভৃতিতে [সম্ভোগের (=সম্ভোগরূপ অনুমানের)] হেতু বলা হয়েছে, কিন্তু ঐগদালি (চন্দন মূছে যাওয়া প্রভৃতি) অন্য কারণেও হতে পারে। আর এখানে স্নানকার্ণের জন্যই [ও রকম হয়েছে] তাই বলা হয়েছে। অতএব সম্ভোগের সঙ্গে ঐগদালি [চন্দন-চ্যুতি প্রভৃতি] নিম্নত সম্বন্ধে সম্বন্ধ নয়। তাই ঐ হেতুগদালি অনৈকান্তিক।

'অধম' বিশেষণের সাহায্যে ব্যঙ্গনাবাদী বলেছেন : এগদালি (=চন্দনচ্যুতি প্রভৃতি) হল ব্যঙ্গক। আবার এখানে 'অধমতা' কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি। অতএব (ইতি) [অধমপদ থেকে] কি করে [সম্ভোগ-রূপ অর্থের] অনুমান সম্ভব?

আর, ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা ছাড়াই যে এ ধরনের অর্থ প্রকাশিত হয়—ব্যঙ্গনাবাদীর ক্ষেত্রে তা দোষের নয়।

ধ্বনি এবং গুনীভূতবাস্তবের উপবিভাগ নিরূপণ-নামক কাব্যপ্রকাশের ৫ম উল্লাস এখানেই সমাপ্ত।

ষষ্ঠ উল্লাস

আগে (প্রথম উল্লাসে) যে শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র [নামে] দূরকম কাব্য দেখানো হয়েছে, সেখানে বৈচিত্র্যযুক্ত অর্থ এবং বৈচিত্র্যযুক্ত শব্দের অবস্থান গৌণ এবং সূচ্যরূপে [ক্ষেয়]। ৥১১৥

[অর্থাৎ] শব্দচিত্রে অর্থের বৈচিত্র্য [একেবারে] নেই, অথবা অর্থচিত্রে শব্দের [একেবারে] বৈচিত্র্য নেই—তা নয়।^১

তাই বলা হয়েছে :

সেই (কাব্যের) অলংকার হল রূপক প্রভৃতি। অন্যরা [অবশ্য] বলেছেন [অলংকার আরও] অনেক রকম। [যাই হোক] প্রিয়র মূখ যদি সুন্দরও হয়, তবু অলংকরণশূন্য হলে শোভন হয় না। রূপক প্রভৃতি [অর্থালংকারকে] অনেকে বলেছেন বাহ্য [ধর্ম]। [যেহেতু তারা] সুবস্তু এবং তিঙস্তের [বিশেষ] বিন্যাস-রূপ শব্দালংকারকে গৃহ্য করেন। তাই [তারা] বলেছেন : রচনার এই হল উৎকর্ষ। [আর] অর্থালংকার এরকম নয়। আমাদের কিন্তু (মম্মটের) শব্দ এবং অর্থালংকারের ভিন্নতার জন্যে দুটিই ঈদৃশ। শব্দচিত্র যেমন :

প্রথমে অরুণবরণ, তারপর স্বর্ণদ্যুতি, পরে বিরহক্লিষ্ট তম্বীর চিবুক-তল্লর

১ শব্দচিত্রে অর্থের বৈচিত্র্য অর্থাৎ অর্থালংকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু গৌণভাবে; অপ্রধান ভূমিকা নিয়ে। ঠিক তেমনি, অর্থচিত্রে শব্দবৈচিত্র্য (শব্দালংকারের অস্তিত্ব) গৌণ হওয়া চাই।

মত ভাস্কর, ও সরস কমলিনীর একখণ্ড মূলের মত ধূসর চাঁদ রাতির সুরূতে দেখা দেয় এবং অশ্বকার অপসারণ করতে থাকে ॥১॥

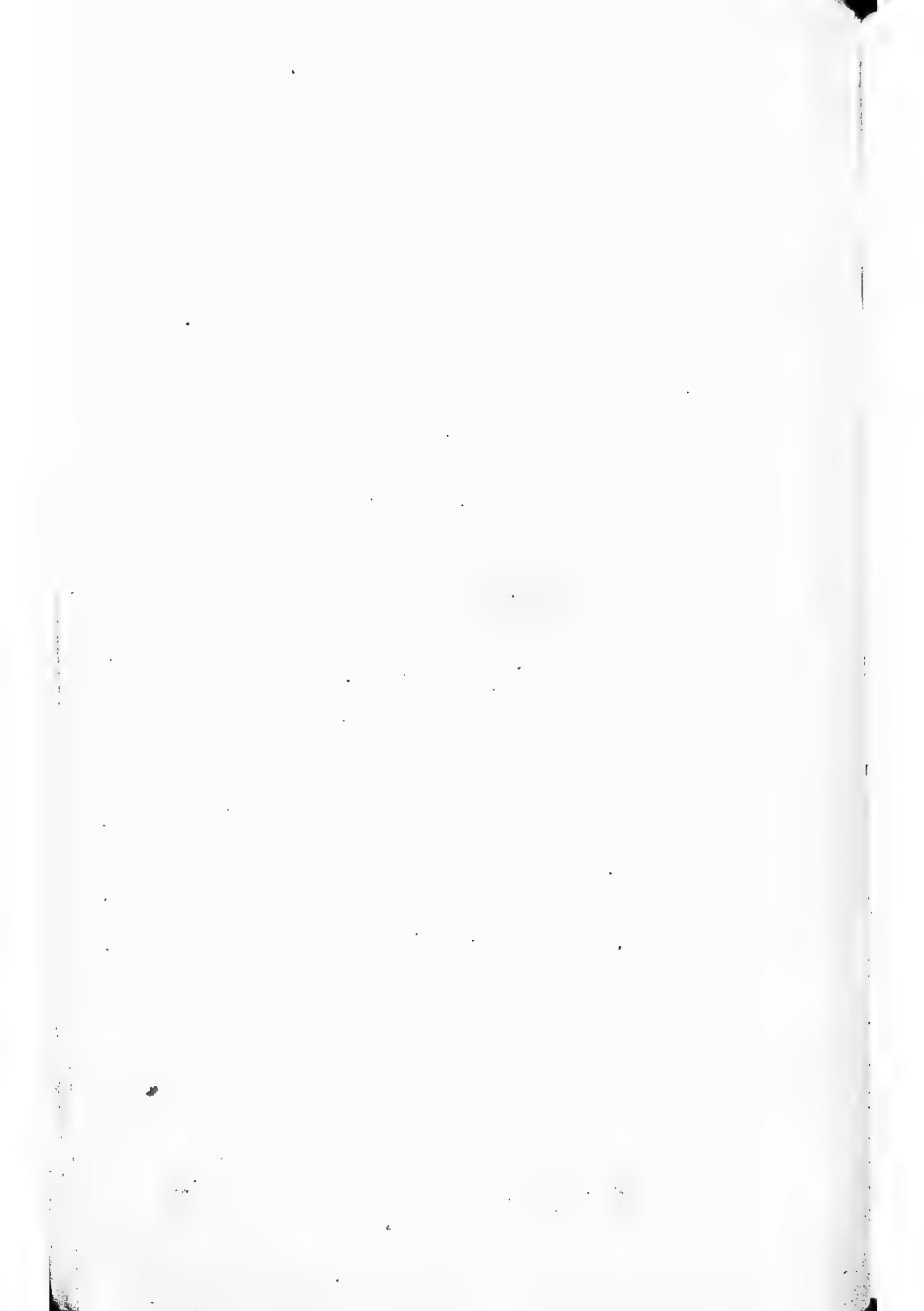
অর্থচিত্র যেমন :

এ [বিম্বে] ঘনপতনয়না [সুন্দরীর] সেই কেশদাম আর দৃষ্টমানুষ, চোখে পড়া মাত্র কার না ক্ষোভের কারণ হয় ? গতি যাদের সব সময়ে নীচ, পরিপাটী করে যারা [সুন্দরীর] কপালে আটকে থাকে [অথবা মিথ্যের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক পরিপাটী], কৃষ্ণতাকে যারা কুটিলতার মত ছাড়তে পারে না ॥২॥

যদিও সমস্ত রকম কাব্যে শেষ পর্বস্তু [সব কিছই] বিভাব প্রভৃতিতে পর্ববাসিত হয়, তবুও স্পষ্ট রসের অপ্রতীতির ফলে এই কাব্য দুটিকে (শব্দ এবং অর্থচিত্রকে) অব্যঙ্গ্য বলা হয়েছে । শব্দ এবং অর্থালংকারের প্রকাশ-বশতঃ এই [শব্দ এবং অর্থ-কাব্যের] ভেদ অসংখ্য । সেগদলি অলংকারনির্ণয় প্রসঙ্গে নির্ণীত হবে ।

কাব্যপ্রকাশে শব্দার্থচিত্রনিরূপণ নামে ষষ্ঠ উল্লাস এখানে সমাপ্ত ।

আলোচনা



প্রথম উল্লাস

কারিকা ১

অম্বয়/ নিয়তীকৃতনিম্নমরীহিতাম্ হলাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্ নবরসরুচিরাম্
নির্মিতম্ আদধতী, কবে: ভারতী, জয়তি ।

‘ভারতী’র বিগ ‘আদধতী’ ।

‘নির্মিতম্’-এর বিগ ৪টি : (১) নিয়তি—রহিতাম্
(২) হলাদৈকময়ীম্ ।
(৩) অনন্যপরতন্ত্রাম্
(৪) নবরসরুচিরাম্ ।

১. আদধতী = জনসন্তী, সৃষ্টি কোরে ।

২. ভারতী = বাক্, অথবা, বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা । আপলে বাক্-ই কাব্যের
স্রষ্টা ।

৩. নির্মিতম্ = নির্মিতি + দ্বিতীয়ার একবচন । সৃষ্টি অথবা বস্তুটিকে ।

৪. নিয়তীকৃত—রহিতাম্ : নিয়ত্যা কৃতো যো নিয়মঃ, তেন রহিতাম্ ।

নিয়তি = বিধাতা । রহিত = শূন্য ।

বিধাতা-সৃষ্ট নিয়ম-বহির্ভূত ।

৫. হলাদৈকময়ীম্ : কেবল আনন্দময় । হলাদঃ এব একঃ, তন্ময়ীম্ ।

৬. অনন্যপরতন্ত্রাম্ : ন অন্যপরতন্ত্রাম্ । পরতন্ত্র = নির্ভরশীল ।

৭. নবরসরুচিরাম্ : নব = ক. নয় (৯).

খ. নতুন ।

রুচির = মনোজ্ঞ ।

বিলক্ষণ—ভিন্ন । বাঙ্-নির্মিত—বাক্-শিষ্টপ । সুখদঃখমোহম্বভাব
= সুখদঃখমোহাত্মক ।

উপাদানকারণ—সমবায়িকারণ ।

সহকারি-কারণ—নিমিত্তকারণ ।

পরামর্শতি—অবহেঁন, মনে করছেন ।

আক্ষিপ্যতে—অনুমীয়তে ।

বৃত্তিঃ

‘কবিবাঙ্-নির্মিতঃ’ অংশটুকু ‘নির্মিতীমাদধতী কবেঃ’ অংশটুকুর বৃত্তি । কবেঃ
বাচা বাচো বা যা নির্মিতঃ, সা কবিবাঙ্-নির্মিতঃ । অর্থাৎ কবি-বাক্-ই কাব্যের
জন্মদাতা ।

‘নির্মিত’র চারটি বিশেষণের মাধ্যমে মন্দট বুদ্ধিয়েছেন কবি-সৃষ্টির প্রেত্ব ।

এগুলিই ব্রহ্ম-সৃষ্টির থেকে কবি-সৃষ্টির পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। বলে দেয় কবি-সৃষ্টি উৎকৃষ্টতর। তাই জয়ী।

✓ ১. নিয়তি—বাহিতা=বিধাতার রাজ্য নিয়মের রাজ্য। প্রকৃতি বা বিধাতার নিয়মেই এই বিশ্ব নিয়ত বা সীমিত (limited)। নিয়তশক্ত্যা নিয়তরূপা... ব্রহ্মগোনির্মিতিঃ। যার ফলে, ব্রহ্মসৃষ্টিতে পদ্মের উদ্ভব কেবল জনেই সম্ভব। কিন্তু কবিসৃষ্টিতে মূখেও পদ্ম-উদ্ভব সম্ভব। কবি বলেন :

কমলে কমলোৎপত্তিঃ, শ্রুতে ন চ দৃশ্যতে।

বলে, তব মূখ্যস্তোভজে দৃষ্টমিন্দীবরষয়ম্ ॥

✓ ২. হ্যাদৈকময়ী—বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক। তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এদের ফলে সুখ, দুঃখ এবং মোহের উদ্ভব। তাই জগৎ সুখ, দুঃখ এবং মোহে ভরপুর (সুখদুঃখমোহস্বভাবা)। কিন্তু সাহিত্যের জগতে কেবল অবিমিশ্র আনন্দ। অর্থাৎ করুণ রসের কান্য পড়েও আমরা কেবল আনন্দই উপলব্ধি করি।

✓ ৩. অনন্যপরতন্ত্র—জগৎ কাষ'। অতএব কারণের উপর নির্ভরশীল। বিধাতার চেষ্টা (কর্ম) আর তিল তিল পরমাণুর ফলেই এ বিশ্বের সৃষ্টি। বিধাতার চেষ্টা, সহকারী বা নিমিত্ত কারণ। পরমাণু, উপাদান বা সমবায়ী কারণ। 'পরমাংবাদুপাদানকমাদিসহকারিকারণপরতন্ত্রা'। এছাড়া বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে অসমবায়ি-কারণের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। মন্মট অবশ্য তা উল্লেখ করেন নি।

অন্যদিকে, সাহিত্য, সমবায়ী প্রভৃতি তিন কারণের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি হতে পারে। সাহিত্যিক নিজের খুশীমত সৃষ্টি করেন সাহিত্যের জগৎ :

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।

যথাস্থৈ রোচতে তৎ, তথৈদং পরিবর্ততে ॥

তাই কবিসৃষ্টির স্বতন্ত্রতা আছে। ব্রহ্মসৃষ্টির নেই। কবি-সৃষ্টি স্বাধীন। ব্রহ্মসৃষ্টি পরাধীন।

৪. নবসরুচীরা—বিশ্বে মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, কষার এবং তিক্ত—এই ছয়কর্ম রসের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের সকলে আবার সুখকর নয়। "ষড়্‌রসা ন চ হৃদ্যেব তৈঃ।" যেমন, তেতো ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের সমস্ত রসই রমণীয়। সব রসই খুশী করে রসিককে। যেমন করুণরসের আশ্বাদেও চরম তৃপ্তি লাভ করে রসিক। সাহিত্যে রসের সংখ্যা ৯, নয়টি রস হল : শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রোদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। (কারিকা ৪. ৬+৪. ১২ খ)

এই রস অভিনব। নৌকিক রসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর মিল নেই। তাই দেখা যায়, সাহিত্যের জগৎ নিয়মের বাধনে বাধা পড়ে না। সাহিত্য-জগৎ অসীম,

অপরিণিত। স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা—এর অন্যতম গুণ। এই সৃষ্টি-কার্য কিস্তি কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। সাহিত্য অতুল্য আনন্দের উৎস। এখানে কেবলই সুখ।

অন্যদিকে, বিধাতার জগতে উঠতে-বসতে নিয়ম। প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বিশেষ সীমিত (limited)। এ সৃষ্টির কোন স্বাধীনতা নেই। খণ্ডীকৃত সৃষ্টি হতে পারে না বিশেষ। সমস্যা, অসমস্যা এবং নিমিত্ত—এই তিন রকম কারণের উপর, এই কার্যবস্তুটি একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বের সম্মান মেলে, সুখ দুঃখ, মোহ, সব কিছুই। জগৎ অবিমিশ্র আনন্দের উৎস নয়।

এব থেকে, কবি-সৃষ্টি যে ব্রহ্ম-সৃষ্টি হতে প্রেরিত অর্থাৎ ব্রহ্মসৃষ্টির উপরে কবি-সৃষ্টি জয়ী—এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

প্রেটো এবং মম্মট

মম্মটের মতে কবিসৃষ্টি বা সাহিত্য, ব্রহ্মসৃষ্টি বা বিশ্বের চেয়ে অনেকাংশেই ভিন্ন। মম্মট জয়গান গেয়েছেন সাহিত্যের। দেখিয়েছেন : বিশ্বের বৈশিষ্ট্য সাধারণ। সাহিত্যের অসাধারণ। সাহিত্য বিশ্বের অনুকরণ নয়। বস্তুতঃ, সাহিত্যও সত্য-অনুসন্ধানী। সাহিত্যের সত্য ভিন্ন। সাহিত্যের সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি স্মরণীয় :

যা রচিবে তাই সত্য হবে,
ঘটে যা তা, সব সত্য নয়।

গ্রীক মনীষী প্রেটো নিস্কন্দ বলেছেন : সাহিত্য বিশ্বের অনুকরণ-মাত্র। অনুকরণে অপলাপ ঘটে সত্যের। তাই সত্যের সম্মান দিতে পারে না সাহিত্য। কেবল জনগণের ভাবপ্রবণতা তার চাপলাকে বাড়িয়ে তোলে। সূনাগরিকের পক্ষে এগুলি ক্ষতিকর। এইজন্য কবিদেরকে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

["All the poetical imitations are ruinous...The tragic poet is an imitator, and therefore like all other imitators, he is thrice removed from the truth...All these poetic individuals...are only imitators ; they copy image of virtue and the like, but the truth never reach..... and therefore, we shall be right in refusing to admit him into a well ordered state, because he awakens and nourishes and strengthens the feelings and impairs the reasoning." Eng. tran. by Jowett (Republic)]

পাশাপাশি দুটি মতবাদকে রাখলে একটিকে অপরিণত প্রভাবাদ মনে করলে ভুল হবে না। যদিও দুই মতবাদের স্থান এবং কাল ভিন্ন। মম্মট খ্রিঃ ১১শ শতকের

নন্দনতাত্ত্বিক। প্রোটো খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের। কালগণ্ড ব্যাধান দেড় হাজার বছরের। আবার প্রোটোর মত ভারতীয় মনীষী মন্মঠের কাছে পৌঁছেছিল কিনা, তাতেও সংশয়।

কারিকাকটিকে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বসমীক্ষকেরা বলেন, মঙ্গলশ্লোক। বলেন, নমস্কার জানানো হয়েছে কৌশলে। কবি-সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ। নবাব উপরে—বিশ্ব-সৃষ্টির উপরে এর স্থান। (অতএব নমস্কার রইল তার উদ্দেশ্যে)। যেমন 'বিদ্যাসাগরের স্থান সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে'—বললে, পরের, অর্থটুকু মনে মনে অনুমান করে নিই যে, বক্তা বলতে চান—'তার উদ্দেশ্যে ভাই আমার প্রণাম রইল।'

মঙ্গলশ্লোক মঙ্গল করে, গ্রন্থকার আর পাঠক—দুয়েরই। গ্রন্থসমাপ্তির জন্য যে বাধা-বিপত্তি তার অবসান হলো মঙ্গলশ্লোকের ফলে। আর পাঠকও কাব্যের আসল রূপ জানতে পারলো। বিম্বাস্ত হলো না।

কারিকা ২

'বশসে,' 'অর্থকৃতে,' 'ব্যবহারবিদে,' 'শিবৈতরক্ষতয়ে,' '—নিবর্তয়ে,' '—যজ্ঞে,—এই ৬টি পদে ৪র্থী তাদর্থ্যে। কৃৎ: বিদ্, যজ্—এগুলিতে ভাবে ক্রিপ্। '—কৃৎ' = করণম্। '—বিদ্' = বেদনম্ (জ্ঞানম্)। 'যজ্' = যোগঃ = প্রয়োগঃ।

অর্থকৃতে = টাকা করার জন্য। গ্রীহর্ষের কাছে বাণ প্রচুর টাকা পেরেছেন

'হর্ষ-চরিত' রচনার জন্যে।

ব্যবহারবিদে = আচার-ব্যবহার বা রীতি-নীতি জানার জন্যে। সাহিত্য-পাঠের ফলে রাজা, মন্ত্রী, নবাব—ইত্যাদির প্রতি কেমন আচরণ করতে হয়, তা জানা যায়।

বৃত্তি / 'রাজাদিগত-উচিতাচার-পরিজ্ঞানং.....সহদয়স্য করোতি'।

শিবৈতরক্ষতয়ে / শিব—মঙ্গল। শিবৈতর—অমঙ্গল, অনর্থ। ক্ষতি—ধ্বংস, নিবারণ।

কবির অমঙ্গল, অনর্থ বা অনীশিসত দূর করে কাব্য। ভারতীয় ধারণায়, অসংখ্য কবির রোগমুক্তি ঘটেছে এভাবে। কবি ময়ূর এর জবলন্ত উদাহরণ। জনশ্রুতি অনুসারে কবি ময়ূর কথাশিল্পী বাণের শব্দর অথবা ভগ্নীপতি। বাণের সঙ্গে বাণের স্ত্রী একবার ঝগড়া চলছিল। বাইরে থেকে ময়ূর দুষ্টের কথাকাটাকাটিতে অংশগ্রহণ করেন। বাণের স্ত্রী ময়ূরকে অভিধাপ দেনঃ ময়ূর যেন কুৎ রোগে আক্রান্ত হন।

ময়ূর কুণ্ঠে আক্রান্ত হলেন। পরে ময়ূর কুণ্ঠে কবিতায় (স্তোত্রে) লিখলেন সূর্যশতক। সূর্যের কৃপা রোগমুক্তি ঘটল কবির।

বৃত্তি / আদিত্যাদেময়ূরাদী.....নিবারণম্।

আদিত্যাদেঃ, গ্রীহর্ষাদেঃ—৫মীর ১ ব.

বিলক্ষণ—ভিন্ন। গুণভাব—গোপন্য।

সদ্যঃপর্যনিবৃত্তয়ে / তাজা আর শ্রেষ্ঠ আনন্দের জন্য।

নিবৃত্তি—আনন্দ।

পর—শ্রেষ্ঠ।

সদ্যঃ—তাজা।

‘সদ্যঃ’ পদের বৃত্তি : সমনস্তরমেব সমদ্রুতম্। অন্তর—ব্যবধান। অনস্তর—অব্যবধান। সমনস্তরমেব সমদ্রুতম্ = ঠিক পরমদ্রুততাই উপপন্ন।

‘পর’ শব্দের বৃত্তি : ‘রসাম্বাদন (-সমদ্রুতম্) বিগলিতবেদ্যাস্তরম্’।

আনন্দ শ্রেষ্ঠ (পর) কেমন করে? বলা হয়েছে : এ আনন্দ রসাম্বাদনের ফলে উদ্ভূত। তাই অলৌকিক বা শ্রেষ্ঠ। আবার এই আনন্দে অন্য জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্বও থাকে না। অন্যো বেদ্যঃ = বেদ্যাস্তরম্। বিগলিতং দূরীভূতং বেদ্যাস্তরং যস্মিন্, তন্ম্।

সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে ছয় দিক্ থেকে। এদের মধ্যে, মধ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হল : আনন্দলাভ। মন্মট বলেছেন : আনন্দ হল সমস্ত প্রয়োজনের সেরা প্রয়োজন। মৌলি—মস্তক।

সাহিত্য অলৌকিক আনন্দ দেয় যেমন কবিকে, তেমনি পাঠককে। কবির আনন্দ সৃষ্টির। পাঠকের অনুভূতির। অবশ্য কখনও কখনও কবি, পাঠক অথবা সহস্রাব্দের দলেও পড়েন।

কাব্যসম্বিততয়া উপদেশযুক্তে—প্রিয়া-সাদৃশ্যে (=প্রিয়ার মত) উপদেশ-প্রয়োগের জন্য।

সম্বিত—সদৃশ। সম্বিততা—সাদৃশ্য। উপদেশযুক্তে = উপদেশপ্রয়োগায়।

বৃত্তি : ‘প্রভুসম্বিত.....ইত্যুপদেশম্ করোতি’।

কারিকার ‘কাব্য’ এর বৃত্তি হল—‘লোকোস্তর—কর্ম’। কাজেই মাঝখানে এই অংশটুকু বাদ।

ইতিহাস—রামায়ণ এবং মহাভারত।

গুণভাব—গোপন্য। রসাদ্রুতব্যাপার—ব্যঞ্জনাব্যাপার। ব্যাপার—বৃত্তি, ক্রিয়া। রস অঙ্গী, ব্যঞ্জনা বৃত্তি একটি অঙ্গ বা কারণ।

বর্তিতব্য—আচরিতব্য। যোগ—যোগ্যতা। যথাযোগম্—যোগ্যতা-অনুসারে।

ভগ্ন—ভাতে অর্থাৎ কাব্য-রচনায় এবং পাঠে।

কান্যার উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী কান্তার মত—কথাটি বোঝাতে গিয়ে মন্মট বৃত্তিতে বলেছেন : বেদ এবং পুরাণ ও ইতিহাস থেকে কাব্যের এখানেই পার্থক্য। বেদ শব্দ-প্রধান। বেদের শব্দ, পরিবর্তনের অযোগ্য ; বেদ উপদেশ দেয়। ভঙ্গী প্রভুর মত। মনিব বা প্রভুর আদেশে শব্দ অপরিবর্তনীয়।

মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি পুরাণ আর রামায়ণ-মহাভারতে কিন্তু অর্থই বড় কথা

(অর্থ-তৎপর)। শব্দগুলির উপর জোর না দিয়ে অর্থটুকু বেছে নিলেই হল। অর্থের মধ্যেই এদের উপদেশ। এ উপদেশ পথ-নির্দেশ পর্যায়ে। প্রচুর আদেশ বা প্রিয়র অনুরোধ নয়। বন্ধু পথ-নির্দেশই করে। এই উপদেশ তাই বন্ধু-সম্মিত।

অন্যদিকে, কাব্যের উপদেশ অথবা অনুরোধ-প্রয়োগের ভঙ্গী প্রিয়র মত। প্রিয়া কথা বলে না। তাই শব্দও নেই। অর্থও নেই। কেবল মনগাতানো ভাব-ভঙ্গীতেই ‘কিষ্টি মাং’। রস-সৃষ্টি করেই (সরসতা-আপাদনের) আকৃষ্ট করে তোলে প্রিয়জনকে। না বলেই বলার কাজ সারে। ‘অভিমুখীকৃত্য উপদেশং করোতি’। প্রিয়জনের বৃত্তিতে বাকী থাকে না কাস্তার অনুরোধ বা বস্তব্য : রামের মত বাঁচবে। রাবণের মত নয়।

এভাবে প্রভু-সম্মিত, বন্ধু-সম্মিত আর কাস্তা-সম্মিত—এই তিন রকম উপদেশের স্বরূপ দেখিয়ে মম্মট আরও প্রকট করে তুলেছেন কান্তা-সম্মিত উপদেশের স্বরূপ এবং কাব্যের আবেদনের স্বরূপ।

ছয় দিক থেকে, কাব্যের উপযোগিতা (কাল, প্রয়োজন) দেখানো হয়েছে কারিকারিতে। এর মধ্যে তিনটি ফল একেবারেই কবির। আর দুটি একেবারেই পাঠকের (সহৃদয়ের)। কাব্য কবিকে এনে দেয় : খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পদ। দূর করে কবির অমঙ্গল।

সহৃদয় জানতে পারেন, রাজদরবারের অথবা সমাজের আদব-কায়দা। বৃত্তিতে পারেন, জীবনের পথে চলতে গিয়ে কোনটিকে বেছে নিতে হবে।

এদের মধ্যে একটি ফল অবশ্য সাধারণ, কবি এবং সহৃদয়, দুজনের জন্যই নির্দিষ্ট। এটি হল : ‘সদ্যঃ-পরিনিবৃত্তি’ অথবা তাজা আর সেরা আনন্দ পাওয়া। কবির আনন্দ সৃষ্টির, প্রকাশের। সহৃদয়ের আনন্দ অনুভূতির। এজন্যই মম্মট বৃত্তিতে একটি কথা জুড়ে দিয়েছেন : যথাযোগ্যং কবেঃ সহৃদয়স্য চ। অথাৎ কবি আর সহৃদয়, যার যেমন যোগ্যতা, সে তেমন ফল পায়।

কারিকা—৩

শক্তি—চিরন্তন জমাট অনুভূতি। এর অন্য নামগুলি হল : সংস্কার, ভাব, ভাবনা, এবং বাসনা। দম্ভী একে বলেছেন : নৈসর্গিকী প্রতিভা। আমাদের মনে জইরহ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, আর গন্ধের অনুভূতি জমাছে তিল তিল করে। এই অনুভূতিগুলির ক্ষয় নাই। এগুলি জন্ম-জন্মান্তরেও মানুষকে অনুসরণ করে। কিন্তু তখন আর এদের পৃথক্ সত্তা থাকে না। মিলে মিশে একাকার হয়। চিরন্তন এই অনুভূতির নাম বাসনা অথবা সংস্কার।

বস্তুতঃ, স্মৃতি গান্ধবের মনে নাড়া দেয় অসম্ভব রকমে। মনে সৃষ্টি করে অসম্ভব বেদনা। এই বেদনাই মানুষকে কখনও লিখতে, কখনও

আবার বলতে বাধ্য করে। আবার স্পষ্ট স্মৃতির চেয়ে অস্পষ্ট স্মৃতি (বাসনা, সংস্কার) সৃষ্টি করে আরও বেশী বেদনার। এরই ফলে উদ্ভব ঘটে সাহিত্যের। তথ্যটি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি দিয়ে সমর্থনযোগ্য :

অলৌকিক আনন্দের ভার

বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার।

তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান

উদ্দেশ্যশিখা জ্বালি চিন্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

এই সংস্কার বা স্বাভাবিক প্রতিভা ছাড়া সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব। যে সাহিত্যে প্রতিভার স্পর্শ নাই, তা ব্যঙ্গের বস্তু, উপহাসের বিষয়। যেমন, মেঘনাদবধ কাব্যে স্পর্শ আছে প্রতিভার, বহুসংহারে নেই। পরেরটি এজন্যে কঠোর সমালোচনার প্রমাণিত হয়েছে : এটি কাব্য-পর্যায়ের নয়। 'কিরাতাজুর্নয়' এবং 'শিশুপালবধে'র কিছু অংশের তুলনামূলক আলোচনাও এ তথ্যই প্রমাণ করে।

নিপুণতা—দক্ষতা (mastery), ব্যুৎপত্তি, পরিচিতি, অভিজ্ঞতা, পার্শ্বেতা।

লোকশাস্ত্রকান্যাদাবেক্ষণম্ = লোকস্যা (লোকবৃত্তস্য), শাস্ত্রানাং, কাব্যাদীনাং চ অবেষ্ণণম্ (বিমর্শনম্)।

বস্তু—ব্যবহার, গতি-প্রকৃতি। স্থাবর—জড়। জঙ্গম—জীব। অভিধান—শব্দ।

অভিধীয়তে অনেনোতি। অভিধান-কোশ = শব্দ-কোশ = অভিধান (Dictionary)

চতুর্বর্গ-শাস্ত্র = ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্র (দর্শনশাস্ত্র)।

খজাশাস্ত্র—অস্ত্রবিদ্যা। খজা প্রভৃতিকে লক্ষ্য কোরে (=বিষয় কোরে) যে সমস্ত

গ্রন্থ, তাদের। '—খজাদিলক্ষণ-গ্রন্থানাম্' অংশটুকু 'শাস্ত্রানাম্' এর বৃত্তি বা paraphrase.

অবেক্ষণ—বিমর্শন, পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, পাঠ।

কাব্যজ্ঞঃ = কাব্যং কতুং বিচারয়িতুং চ যে জানন্তি, তে।

শিক্ষা—উপদেশ, নির্দেশ, instruction.

অভ্যাসঃ = পুনঃপুন্যেন প্রবৃত্তিঃ। বারবার চেষ্টা।

উদ্ভব = নিমণি এবং সমুৎপাদ (উৎকর্ষ)।

সমুদিত—একত্রিত।

ব্যস্ত—পৃথগ্ভূত।

যোজন—সমালোচন।

সাহিত্যের সৃষ্টি এবং উৎকর্ষ, দুয়ের পেছনেই কারণ হয় তিনটি : (১) সাহিত্য-প্রতিভা, (২) জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে সাহিত্যিকের নিবিড় পরিচয় এবং (৩) সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস। এগুলা যৌথভাবে সাহিত্যসৃষ্টির কারণ। এই শর্ত-গুলা একত্রিত হোলে কারণ হয় সাহিত্যের। সেজন্যে 'হেতবঃ'-এর বদলে, 'হেতুঃ'

বলা হয়েছে একবচন। নৃত্যিতে বলা হয়েছে : তন্নঃ সমদ্বিত্যঃ, ন তু সান্ত্যঃ.....ন
তু হেতবঃ ।

দণ্ডী বলেছেন :

নৈসর্গিকী প্রতিভা, প্রভুত্ব চ বহুনির্মলম্ ।

অমন্দশচাভিযোগাহস্যঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ ॥

সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সাহিত্যিকের অঙ্গ-জন্মান্বয়ের সংস্কার। প্রয়োজন, জীব এবং জড়জগতের গতি-প্রকৃতি জানা। এছাড়া, প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আর মিলিড সাহিত্য-অধ্যয়নও অপরিহার্য। প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বলতে বদ্ব্যপ্তে হবে : ছন্দোবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অভিধান, কলা-বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, দর্শন, হস্তিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। আবার সাহিত্য-সৃষ্টির কতকগুলি কৌশলও জানা দরকার। কোন সাহিত্যবিদ-এর অধীনে এ নিয়ে কিছুদিন তালিম দিলে ভাল হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, স্বাভাবিক শক্তি ছাড়া সবই ব্যর্থ।

পদঃ ২, ৫০ কারিকা ৪ ক. খ.

পদঃ ২, ৫০ অম্বয় / তৎ [হি]—অদোষো সগুণো পদঃ কাপি অনলংকৃতী
শব্দার্থো ।

স্বরূপম্—লক্ষণম্ ।

অনলংকৃতী / নাস্তি (= স্ফুটরূপেণ ন অস্তি) অলংকৃতিঃ (= অলংকারঃ)

যয়োঃ, তো। 'শব্দার্থো'র বিণ। পদটিতে ১মার বিবচন।

'মুনী'র মত। মূল শব্দ হল 'অনলংকৃতি'। 'মুনী' শব্দের মত

স্ফুট—স্পষ্ট, উল্লেখযোগ্য।

অনলংকৃতী পদনঃ কাপি /

কোথাও কোথাও আবার 'অনলংকৃত শব্দার্থ'—কাব্য হতে পারে। সম্মতের মতে, 'অনলংকৃত' এর অর্থ 'অলংকারহীন' বা 'নিরলংকার' নয়। অনলংকৃত = অস্পষ্ট অলংকারযুক্ত। অর্থাৎ কাব্য সর্বত্র অলংকারযুক্ত; কিন্তু সেই অলংকার কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। অস্পষ্ট অলংকারের অস্তিত্বে কাব্যে ব্যাহত হয় না। (কিছু স্ফুটালংকারবিরহেহপি ন কাব্যবহানিঃ)। ∴ 'অনলংকৃতী পদনঃ কাপি' = 'প্রায়ঃসালংকারো' বলা ঠিক নয়। অবশ্য সাধারণভাবে তাই বলা হয়। 'ক'-র সঙ্গে 'পি'-র অম্বয় না করে যদি 'অনলংকৃতী'র সঙ্গে করা হয়, তাহলে অর্থ আরও সহজবোধ্য হয়। অর্থাৎ 'পদনঃ ক (চিৎ) অনলংকৃতী অপি শব্দার্থো তৎ (ভবতি)'—এরকম অম্বয় করলে ভাল হয়। লক্ষণের 'তৎ' এই সর্বনামটির বিশেষ্য হল কারিকা ২ এর 'কাব্যম্' পদটি। লক্ষণে 'শব্দার্থো'র বিশেষণ হল ৩টি : (১) অদোষো, (২) সগুণো, (৩) অনলংকৃতী।

শ্লোক ১ / অম্বয় / যঃ কৌমারহরঃ, স এব হি বরঃ। তাঃ এব চৈত্বকপাঃ

[অধুনা সন্ধি]। তে চ উশীলিত-মাসতী-সুবভঃ প্রোচাৎ কদম্বানিলাঃ [বহীত]।
সা চৈবাম্মি। তথাপি, রেবারোঃ সি যেতসীতরুতলে, তত্র সুবভব্যাপার-লীলাবিধৌ,
চৈতঃ সমরুৎকঠতে।

সুবভব্যাপার—মিলনকাব্য, সমগ্র। লীলাবিধি—কীড়াকার্য।

সুবভব্যাপারঃ লীলাবিধিরিব। উপমিতসমাস।

শ্লোকটির রচয়িতা 'শীলাভট্টারিকা' নামে এক মহিলা কবি। একটি সুন্দর
অনুভূতির বাহন এই কবিতাটি (শ্লোকটি)। কবিতাটি কোন এক যুবতীর স্বগত-
সংলাপ। যুবতী প্রেমিককেই স্বামীরূপে পেয়েছেন। মিলিত হচ্ছেন স্বামীর
সঙ্গে। কিন্তু মনে চরম অতৃপ্ত। এ মিলনে শংকা নেই। তাই তৃপ্ত নেই।
যুবতীর এখন মনে পড়ছে : প্রাক-বিবাহ মিলন। মিলনের স্থান ছিল রেবা-তীরের
বেত-বন।

এখানে রস শৃঙ্গার। সমগ্র কবিতা জুড়ে রসের প্রাধান্য। এজন্যে 'রসবৎ'
অলংকার নেই। (রস, 'রসবৎ' অলংকার হয় নি)। একটি রস, বখন আর
একটি রসের (অলংকার, অঙ্গী, বা মধ্য রসের) অঙ্গ হয়, তখন অঙ্গভূত (গৌণ)
ঐ 'রস' অলংকার-পরিণতি হতে পড়ে। 'অলংকারে' পরিবর্তিত 'রসের' নাম হয়
'রসবৎ' (উদাহরণ ৫. ৪)।

শ্লোকটিতে ('যঃ কৌমারহরঃ'—তে : অলংকার আছে দুটি : বিভাবনা এবং
বিশেষোক্তি। দুটিই অস্পষ্ট।

বিভাবনার অস্পষ্টতার কারণ / কারণ (কিরা) প্রতিষেক (অস্বীকৃত), আর
কাব্য স্বীকৃত হলে, হয় বিভাবনা। অর্থাৎ কারণ ছাড়া কাব্য হলে, বিভাবনা।

এখানে, কাব্য হল 'চিন্তের উৎকণ্ঠা (অতৃপ্তি)' : 'স্বামীর ভিন্নতা' এর কারণ।
কিন্তু এখানে 'স্বামীর ভিন্নতা নেই'। বলা হয়েছে : সেই স্বামী। অর্থাৎ
প্রেমিক-ই স্বামী। তাহলে বলা হবে, কারণের অভাব আছে। কারণের অভাবে
কাব্য হওয়ায় বিভাবনা। কিন্তু এই বিভাবনা অস্পষ্ট। আসলে, 'বর [প্রেমিক
থেকে] ভিন্ন নয়' এরকম না বলে, বলা হয়েছে 'স এব হি বরঃ'। বলা উচিত ছিল,
নঞর্থক ভঙ্গীতে। বলা হয়েছে, সদর্থক ভঙ্গীতে।

বিশেষোক্তির অস্পষ্টতার কারণ/এখানে কারণ থাকে, কিন্তু কাব্য থাকে না
অর্থাৎ কাব্যভাব থাকে, সেখানে হয় বিশেষোক্তি।

এখানে, হেতুঃ—বরাদীনাং তৎ-স্বয়ং (সে-ই বর)।

কাব্যম্ (ফলম্)—অনুৎকণ্ঠা।

কাব্যভাবঃ—উৎকণ্ঠা।

'প্রেমিকের স্বামী হওয়া' ঘটনাটি, তৃপ্তি (অনুৎকণ্ঠা) জন্মায়। এখানে
অতৃপ্তি (উৎকণ্ঠা) জন্মিয়েছে। তাই বিশেষোক্তি।

বিশেষোক্তিটি স্পষ্ট হত, যদি ধরা হত—চেতঃ অনুরূপীকৃতং ন। কিন্তু বলা হয়েছে—চেতঃ উৎকৃষ্টতম্ (সমরূপীকৃতং)। ∴ অস্পষ্ট।
করাপীড়্যনেন / 'কখনঃ কখনও' এই অংশের দ্বারা।

মম্মটের কাব্যলক্ষণ

শব্দ এবং অর্থ হল কাব্যের বা সাহিত্যের মূল উপাদান। শব্দ এবং অর্থ অথবা ভাব এবং ভাষাই, সব কিছুইর আশ্রয়। কিন্তু এতে কয়েকটি বস্তু অথবা কারও কারও মতে একটি বস্তু (অনুপ্রবিষ্ট হয়ে লৌকিক জগতের ভাব-ভাষা বা সংলাপ থেকে পৃথক করে দেয়। মম্মটের মতে এগুলি হল : দোষের অভাব (অদোষত্ব), গুণের অস্তিত্ব (সগুণত্ব), এবং প্রায় সর্বত্রই অলংকারের যোগ (প্রায়ঃসালংকারত্ব)।

লক্ষণের দুটি—প্রথমতঃ, গুণের লক্ষণের প্রসঙ্গে মম্মট বলেছেন : রসই কাব্যের অঙ্গী, দেহী বা আত্মা। আত্মা বলতে অসাধারণ ধর্মকেই বোঝায়। অতএব 'রস' পদটি দিলেই লক্ষণ করা যেত। কিন্তু কাব্যের লক্ষণে রস পদের উল্লেখ নেই। মম্মটের সমালোচকেরা বলেন, যদি মম্মট রসকে কাব্যের আত্মা বলে মনে করেন, তবে 'সরসৌ শব্দার্থে কাব্যাম্' বললেন না কেন?

দ্বিতীয়তঃ, নিয়ম-অনুসারে, লক্ষণে কোন নঞর্থক শব্দের প্রয়োগ চলে না। আর, লক্ষণে উল্লেখ থাকে, লক্ষ্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের। উৎকর্ষ-নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য বা ধর্মগুলির লক্ষণে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। মম্মটের লক্ষণে উল্লিখিত 'অদোষত্ব', 'সগুণত্ব' এবং 'প্রায়ঃসালংকারত্ব'—কোনটিই কাব্যের অসাধারণ ধর্ম নয়। এগুলি কাব্যের উৎকর্ষ-নির্ণায়ক ধর্ম। আবার, 'অদোষত্ব' এবং 'করাপান-লংকৃতত্ব' বিশেষণ দুটি নঞর্থক। লক্ষণে এদের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, 'অদোষ' বিশেষণটির প্রয়োগ বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। কারণ, মানুষ্যের সৃষ্টিতে কিছুই একেবারে দোষমুক্ত নয়। আর অস্প দোষ থাকলেও কাব্য হতে পারে। 'ন্যকনারো হয়মেব—' কবিতাটিতে দোষ থাকা সত্ত্বে, কবিতাটি সাহিত্যের বা কাব্যের উদাহরণ। কেউ কেউ যদি আবার মম্মটকে সমর্থন করার জন্য বলেন—'অদোষ' মানে 'অস্পদোষবৃত্ত', তাহলে সমগ্র লক্ষণের অর্থ হবে : কাব্যে অস্প দোষ থাকবেই।

- ১ অলংকারশাস্ত্রে 'কাব্য' শব্দটি 'সাহিত্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কোথাও কোথাও কেবল 'কবিতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৪৭ উল্লাসে—
"কাব্যে নাটো চ তৈরেব" ইত্যাদিতে।
- ২ অলংকার বলতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান অলংকার বুঝতে হবে। বৃষ্টি-অনুসরণের কলে স্তরকম মন্তব্য সহজেই মনে আসে।
- ৩ যে রসম্যাজিনো ধর্মঃ শৌর্যদয় ইবাভ্যনঃ।
উৎকর্ষঃ ভবন্তে স্যুরচলস্থিতরো গুণাঃ ॥

চতুর্থতঃ, মশ্মট 'অনলংকার' কথ্যটির অস্ফুটালংকৃত' অর্থ ক'রে যে উদাহরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, বিভাবনা এবং বিশেষ্যোক্তির যে অস্ফুটত্ব, তা কেবল পারিভাষিক। বস্তুতঃ, অলংকার এখানে চোখে পড়ার মতই। কেবল পারিভাষিক দিক্ থেকে বলা হয়েছে, অলংকার এখানে অস্পষ্ট। তাই তাঁর উদাহরণ এবং লক্ষণের মধ্যে অসঙ্গতি চোখে পড়ে।

পঞ্চমতঃ, মশ্মটের মনে গুণ হল রস-ধর্ম, অথচ এখানে গুণকে শব্দার্থের ধর্ম বলা হয়েছে। এখানেও আর একটি অসঙ্গতি।

উপরি-উক্ত গ্রন্থিগুণি প্রধানতঃ লক্ষ্য করেছেন খৃঃ ১৪শ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ।

১৭শ শতকের আলংকারিক জগন্নাথ আবার বলেছেন : শব্দই কাব্যশব্দের মূখ্য অভিধেয়, শব্দার্থ নয়। কারণ আমরা বলি—'কাব্যং শ্রুতমর্থো ন জ্ঞাতঃ'। অর্থ না বুঝে আনন্দও পেয়ে থাকি, যা কাব্যের মূখ্য ফল (সকল-প্রয়োজন-মৌলিভূত)। বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য।

সমর্থন

মশ্মট-অনুসারী অলংকারিকেরা (=টীকাকারেরা), বিরুদ্ধ-অভিযোগের অনেক গুলিকেই, নস্যাক করে দিয়েছেন।

বলেছেন : (তৃতীয় অভিযোগের প্রতিবাদ) 'নক্সারো হয়মেব—' ইত্যাদি কবিতায় দোষ গুণে পরিণত হয়েছে বক্তা এবং শ্রোতার বৈশিষ্ট্যের ফলে। বলা হয়—'বক্তাদ্যোচিত্যবশাদ্ দোষাহপি গুণঃ ক্রটিৎ'। এখানে বক্তা এবং শ্রোতা, বিদগ্ধ রাখণ। 'বিধেয়বিমর্শ' দোষ তাই গুণে রূপান্তরিত। কবিতাটি এজন্যে নির্দোষ-ই।

প্রতিবাদ করেছেন পঞ্চম অভিযোগেরও। বলেছেন : শব্দার্থ রসান্বিত। গুণ রসবৃদ্ধি। ∴ উপচারের মাধ্যমে বলা হবে, গুণ শব্দার্থ-বৃদ্ধি, শব্দার্থের ধর্ম।

এছাড়া মশ্মটের লক্ষণটিকে সমর্থন করা যেতে পারে, আরও কয়েকটি দিক্ থেকে। প্রথমতঃ, চিত্রকাব্যকে কাব্য-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যেই উল্লেখ করেন নি 'রস' পদটির। কেননা, চিত্রকাব্য নীরস (অব্যঙ্গ্য)। বস্তুতঃ, দশম শতক অবধি মাঘ-ভারবি এবং অন্যান্য কবিদের চিত্রকাব্য বিদগ্ধ-সমাজে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, চিত্রকাব্যকে অস্বীকার করার মত সামর্থ্য এবং সাহস ধনিকারেরই ছিল না। মশ্মটের ত' দূরের কথা। আর এজন্যেই লক্ষণ করেছেন কৌশলে, যাতে তর্ক-বৃদ্ধি না হতে পারে।

বিশ্বনাথের 'বাক্যং রসাত্মকং, কাব্যম্'—লক্ষণটি এজন্যেই সমালোচিত হয়েছে জগন্নাথের হাতে।

দ্বিতীয়তঃ, নব্য এবং প্রাচীন—সাহিত্যশাস্ত্রের এই দুই ধারার সমন্বয়-সাধনও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দশম-একাদশ শতকে। রীতি, অলংকার, ধ্বনি, রস—

ইত্যাদি এক একটি বস্তু উপর জোর দিয়ে অসংখ্য মতবাদ গড়ে উঠেছিল ইতিপূর্বে। এদের সমন্বয়-সাধনের প্রথম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তীক্ষ্ণধী নন্দনভাট্টিক আনন্দবর্ধন। প্রাচীন রীতিতে^৪ তাই তিনি (মম্বট) কাব্যশরীর (স্বরূপম্, ন লক্ষণম্) নির্দেশ করে দিলেন, আর তারই মধ্যে খুঁজে নিতে বললেন অসাধারণ ধর্মটিকে, যার ইঙ্গিত দিয়েছেন বারবার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে। তিনি মন্তব্য করেছেন : কাব্যে ভাব এবং ভাষা গৌণ^৫ রস-ই মূখ্য^৬। রস-ই আত্মা^৭। কাব্য-অনুভূতিতে যে অ-লৌকিক আনন্দ, তা মূলতঃ ভাব এবং ভাষা-আস্বাদনের ফলে নয়^৮; তা হল রস-আস্বাদনের ফলেই। কাব্য রসের আধার। যেখানে রস নাই, সেখানে যতই ভাব অথবা ভাষাকে অলংকৃত করা হোক না কেন সেখানে ঐ ভাব অথবা ভাষা কেবল 'বিচিত্র-উক্তি'তে রূপান্তরিত হয়^৯। ঐ অলংকারকে তখন, আর অলংকার বলা চলবে না। যেমন মৃতদেহের অলংকারকে কেউ আর অলংকার মনে করে না। কারণ, নিষ্প্রাণ দেহে সৌন্দর্য-উৎপাদনের ক্ষমতা অলংকারের নাই। আবার বলা হয়েছে : কবিসৃষ্টি রমণীয়, নটি রসের জন্যই^{১০}।

সব মিলিয়ে দেখা যায়, রসের পরিপ্রেক্ষিতেই গুণ, দোষ, অলংকার—শব্দগুলি বিবেচ্য। দোষ প্রত্যক্ষভাবে রসের সঙ্গে সম্বন্ধ। গুণ এবং অলংকার পরোক্ষভাবে সম্বন্ধ।

এখন, কাব্যের অসাধারণ ধর্মটিকে বের করার আর অসুবিধে নেই। মম্বট ধনিকারের দৃঢ় সমর্থক। ইঙ্গিতে কাব্যের আত্মাটিকে বুঝিয়ে দেওয়া কম কথা নয়। আর এর ফলে যে দুটি উদ্দেশ্য^{১১} সাধিত হয়েছে, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পৃঃ ২, ৫১ কারিকা ৪ গ. ঘ.

অন্বয়/ বাচ্যাৎ ব্যাঙ্গে অতিশয়িনি [সতি] ইদম্ [ভবতি] উত্তমম্ । [সঃ ৬]
বৃথৈঃ ধনিনঃ [ইতি] কথিতঃ ।

ব্যাঙ্গে—ভাবে ৭মী। অতিশয়িনি—'ব্যাঙ্গে'র বিপ।

৪। দণ্ডী ইত্যাদির মত।

৫। শব্দার্থগোচরগতভাবেন রসাস্বভূতব্যাপারপ্রবণতয়া...কারিকা ১, ২ এর বৃতি।

৬। 'মূখ্যার্থহিতদোষো, রসশ্চ মূখ্যঃ'। দোষলক্ষণ।

৭। যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মঃ—। গুণ-লক্ষণ।

৮। রসাস্বাদনসমৃদ্ধভূতং বিগলিতবেদ্যাস্তরমানন্দম্...কারিকা ১, ২ এর বৃতি।

৯। যত্র তু নাতি রসস্ত্রোতিবেচিত্র্যমাত্রপর্ববসায়িনঃ।...অলংকারলক্ষণের বৃতি।

১০। নবরসরুচিরাম্। কা. ১, ১

১১। চিত্রকাব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং দাই ধারার সমন্বয়-সাধন।

অতিশয়ী—অতিরিক্তকারী—সদৃশতর ।

ধ্বনিঃ—ধ্বনিকাষ্যম্ । অবশ্য 'ধ্বনি' শব্দটি ব্যঙ্গ্যার্থ এবং ধ্বনিকাষ্য, দুই অর্থেই প্রসিদ্ধ । কারিকার 'ধ্বনিঃ' পদটির বৃত্তি হল—“ন্যাগ্ভাবিত-বাচ্যব্যঙ্গ্যব্যঞ্জনক্ষমম্ শব্দার্থবৃদ্ধগলম্ (নিভিচ্ছি বদন্তে) ।”

বাচ্যঃ—অপেক্ষার্থে ঐমী ।

বৃদ্ধিঃ—পণ্ডিতগণ কর্তৃক । এখানে 'পণ্ডিত' মানে দুইটি—(১) বৈয়াকরণ এবং (২) বৈয়াকরণ-অনুসারী [ধ্বনিবিদ-] আলংকারিক । কারিকার 'বৃদ্ধিঃ' এর বৃত্তি হল—‘তন্মতানুসারিভিঃ অনৈঃ । তন্মত—বৈয়াকরণ-মত ।

ন্যাগ্ভাবিত—অপ্রধানীকৃত । ন্যাগ্ভাবিতো বাচ্যো যেন ব্যঞ্জন, তস্য ব্যঞ্জনে

ক্ষমস্য ।

বৃদ্ধিবৈয়াকরণৈঃ ব্যবহারঃ কৃতঃ ।

বৈয়াকরণ-মতে ধ্বনি=শব্দ । শব্দ প্রকাশিত করে স্ফোটকে । ধ্বনিতি (= ব্যন্থি = প্রকাশনতি) ব্যঙ্গ্যম্ (= স্ফোটম্) ইতি ধ্বনিঃ (= শব্দঃ) । স্ফোট ব্যঙ্গ্য । শব্দ ব্যঞ্জক । শব্দের আস্তর রূপের নাম স্ফোট । স্ফোটই শব্দের প্রধান বস্তু (প্রধান-ভূত) । স্ফোটই পরমার্থসং—the real significant entity.

অতন্ত্য়াতানুসারিভিঃ শব্দার্থবৃদ্ধগলস্য ।

অনৈঃ = অনৈঃ বৃদ্ধিঃ = আলংকারিকৈঃ ।

আলংকারিকেরা বৈয়াকরণ-অনুসারী । আহংকারিকমতে, শব্দ এবং অর্থ—দুইই ধ্বনি (= ব্যঞ্জক) হতে পারে । বৈয়াকরণমতে, কেবল শব্দই ধ্বনি হতে পারে । আলংকারিকমতে, ব্যঙ্গ্য=স্ফোট নয় । ব্যঙ্গ্য=ব্যঙ্গ্যার্থ । এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ যেমন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি হতে পারে অর্থের দ্বারা । অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থ—দুইই ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক (—ধ্বনি^{১২}) হতে পারে । এখানে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে ।

‘অতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে’—অংশটুকুর বৃত্তিপ্ৰসঙ্গে বলা হয়েছে : ধ্বনি বলতে এমন শব্দ এবং অর্থকে বুঝব, যে শব্দ এবং অর্থ ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক । আর ব্যঙ্গ্যার্থটি ব্যাচ্যার্থকে যেখানে গোণ করে দিয়েছে ।

বৈয়াকরণদের ধ্বনি এবং আলংকারিকদের ধ্বনির মধ্যে সাদৃশ্য কেবল ব্যঞ্জকতায় । যদিও দুয়ের ব্যঞ্জকতার প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন ।

স্ফোট

বৈয়াকরণেরা বলেনঃ শব্দের রূপ (form) দুইটি । একটি বাহ্য, অন্যটি আস্তর

১২. এখানে ‘ধ্বনির অর্থ’ ‘ব্যঞ্জক’ । অন্যত্র ‘ধ্বনি’র অর্থ ‘ব্যঙ্গ্যার্থ’ও হতে পারে । অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক—‘ধ্বনি’ শব্দের দুই অর্থই হতে পারে ।

(word-essence)^{১৩} । বাহ্য রূপটি ধ্বংসশীল বর্ণসমূহের দ্বারা গঠিত । অতএব অনিত্য । আন্তর রূপটি কিস্তি নিত্য (permanent eternal form) । এতে কোন ক্রম-সংঘটনা নাই । এটি সংস্রতক্রম, ক্রমাতীত বা অখণ্ড । কারণ এই রূপটি নিরবয়ব ।

বাহ্য রূপটিতে অবয়ব আছে । অবয়ব হল বর্ণের । তাই এতে ক্রমও আছে । যেমন, কমল শব্দে, ক-এর পর ম, ম-এর পর ল ইত্যাদি ।

শব্দের নীত্য, নিরবয়ব, ক্রমাতীত বা অখণ্ড রূপটিকে বৈয়াকরণেরা বলেছেন স্ফোট ।

এখন প্রশ্ন, এই রূপটি আমাদের মনে উদ্ভাসিত হয় কেমন ভাবে ?

উত্তর হল—পূর্ববর্তী বর্ণ-সমূহের অনুভূতির সঙ্গে বৃদ্ধ হয়ে আমাদের মনে যখন শেষবর্ণের (অন্ত্য বা চরমবর্ণের) অনুভূতি (=বোধ=বুদ্ধি) জন্মে, তখনই মনে ভেসে ওঠে শব্দের ঐ ক্রমাতীত, নিত্য, নিরবয়ব রূপ—যার অন্য নাম স্ফোট^{১৪} । একে তাই বলা হয় ‘অন্ত্যবুদ্ধিনিগ্রাহা’ ।

এই স্ফোটই অর্থের প্রকাশক (অর্থ-প্রত্যায়ক) । এর বলেই প্রকাশিত হয় শব্দের অর্থ । ‘ষদ্-বলাদর্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোটঃ’ । বর্ণ কখনও অর্থের প্রকাশক হয় না—না ব্যক্তিগতভাবে, না সমষ্টিগত ভাবে ।

ব্যক্তিগতভাবে অর্থ-প্রকাশের প্রসঙ্গ অবাস্তব । কারণ ‘কমল’ শব্দের বর্ণগুলি (ক, ম অথবা ল) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যদি প্রতীত হয়, তবে ত’ পক্ষ এই অর্থ মনে প্রতীতই হয় না ।

সমষ্টিগততার প্রসঙ্গও উঠে না । কারণ যখন ‘ল’ বর্ণটি উচ্চারিত হয় তখন বিনাশশীল অন্য দুটি বর্ণ ক এবং ম ধসে ।

অতএব বৈয়াকরণ মতে, বর্ণ বা বর্ণ-সংঘাত অর্থের প্রকাশক বা বাচক নয় । বর্ণ স্ফোটের ব্যঞ্জক । স্ফোট অর্থের প্রকাশক । বর্ণসমূহ বা শব্দ ব্যঞ্জক ; স্ফোট ব্যঙ্গ্য ।

বৈয়াকরণ মতে, প্রতিটি শব্দই ব্যঞ্জক । শব্দের স্পর নাম ধ্বনি ।

শ্লোক ২ অম্বয়/ভন-তটম্ নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্ । অম্বরঃ নিম্ভট্টরাগঃ । নেত্রে দুরম্ অনজনে । তব ইয়ং তম্বী তনুঃ, পলকিতা । নিখ্যাবাদিনি বাম্ববজনস্য অজ্ঞাতপীড়াগমে দৃতি । [ক্রম্] ইত্য বাপীং স্নাতুং গতা অসি । ন পুনঃ তস্য অধমস্য অস্তিকম্ [গতা] ।

১০. যেমন মানুষের দুটি রূপ । হাত-পা—প্রভৃতি অঙ্গ (অবয়ব) নিয়ে একটি । আর নিরবয়ব এবং অখণ্ড একটি । প্রথমটি অনিত্য । দ্বিতীয়টি নিত্য । দ্বিতীয়টির নাম আত্মা । আত্মা মানুষকে কার্ণে প্রবর্তিত করে । স্ফোটও শব্দকে অর্থপ্রকাশে প্রবর্তিত করে ।

১৪. পূর্বপূর্ববর্ণানুভবসহিত-চরমবর্ণানুভবব্যঙ্গ্যঃ ।

লোকটি অমরদশভেকর । নিঃশেষম্ ছাতম্ চন্দনম্ যস্মাৎ ।

ভট্ট—প্রাপ্ত । নিম্ন-গুণাগঃ—নিম্ন-গুণঃ (মূছে গিয়েছে) রাগঃ (রাগিণী) যস্য
সঃ । ‘অধমঃ’-এর বিণ ।

দূরম্—একেবারেই । বাপীম্—সরোবরম্ । অস্মাতঃ পীড়ারঃ আগমঃ
যস্যঃ সা । ভট্টঃ সম্বন্ধিঃ ।

সংকেত-স্থানে যুবককে না দেখতে পেয়ে অধীর যুবতী দূতী পাঠাল যুবকের
কাছে । দূতী নিজে মিলিত হয়েছে যুবকে সঙ্গে । কিন্তু দূতী ফিরে এসে
যুবতীকে জানালো : যুবককে রাজী করানো গেল না, এখানে আসার জন্যে ।

যুবতী লক্ষ্য করল : দূতীর সঙ্গে সঙ্গে রমণের ছাপ । তম্বী-তনুতে ঘন
শিহরণের অপূর্ব রোমাঞ্চ । চনের কেবল প্রাপ্তদেহ থেকে নিঃশেষে মূছে গেছে
চন্দনলেপ । কিন্তু মূলে তখনও রয়েছে লেপনের অঙ্গ চিহ্ন । অর্থাৎ মর্দন চলেছে
উপরিভাগে, শনবস্তুর আশেপাশে । যুবক চুপচাপ চালাচ্ছে দূতীর ঠোঁটে আর
চোখের কোণে । তাই মূছে গিয়েছে ঠোঁটের রাগিণী, চোখের কোণের কাজল ।

এখানে যোগদানকে বলা হয়েছে, (= বাচ্যরূপে) বাপীস্নানের কারণ, আসলে
সেগদলি ‘তদ্-রমণে’র (= যুবকের সঙ্গে রমণের) কারণ । এখানে,

বাচ্যার্থ—বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ।

ব্যঙ্গার্থ—তদন্তিকমেব ব্রতুং গতাসি ।

(= রমন করতে তার কাছেই গিয়েছিলে) ।

ইতি প্রাধান্যেন অধমপদেন ব্যাখ্যতে—অংশটুকুর ব্যাখ্যা দূরকম । কেউ বলেন
‘প্রাধান্যেন’র সঙ্গে সম্পর্ক হল অধমপদের । কেউ বলেন, ‘প্রাধান্যেন,’ ‘ব্যাখ্যতে’
ক্রিয়ার বিণ ।

প্রথম ব্যাখ্যা : ‘তদ্-রমণ’—এই ব্যঙ্গার্থ প্রধানতঃ ‘অধম’ পদের দ্বারা ব্যক্ত হয় ।
যুবক অধম না হলে দূতীকে রমণ করত না । তাই কৌশলে
‘অধম’-শব্দ প্রয়োগ করে, রসিকের চিন্তে ব্যঙ্গার্থ ভাসিয়ে
দেওয়া হয়েছে । ব্যঙ্গার্থ-উদ্ভাসে ‘অধম’ শব্দের ভূমিকা প্রধান ।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : নাগেশের মতে, ‘প্রাধান্যেন’-এর অর্থ হল—‘অতিশয়িরূপেণ’
বা ‘রমণীয়তর-রূপেণ’ । অর্থাৎ ‘অধম’ শব্দের মাধ্যমে
রমণীয়তর-রূপে ব্যঞ্জিত হয় ব্যঙ্গার্থ । প্রশ্ন উঠবে : কার
থেকে রমণীয়-তর-রূপে ? উত্তর হবে : বাপী-স্নান-রূপ
বাচ্যার্থের থেকে ।

সম্ভবতঃ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই মন্মঠের অতিপ্রেত ।

কারিকা ৫ ক. ধ.

শ্লঃ ০, ৫২

অম্বয় / ব্যঙ্গো অতাদর্শি [সতি], তু মধ্যমম্ [কাব্য
ভবতি] । [তং] গদ্যীভূতব্যাঙ্গম্ [ইতি উচ্যতে] ।

গদগীভূতঃ (গৌণঃ) ব্যঙ্গ্যো যত, তৎ কাব্যং গদগীভূতব্যঙ্গ্যম্ । ব্যঙ্গ্যো—ভাবে
সপ্তমী ।

শ্লোক : অশ্বয় / নব—করম্ গ্রামতরুণম্ পশ্যন্ত্যাঃ তরুণ্যাঃ মদুচ্ছায়া, মদুহঃ
নিতরাম্ মলিনা ভবতি ।

বজ্রল-মঞ্জরী—অশোকগুচ্ছ । সনাথ—সহিত ।

কথা ছিল : অশোক-তরুকুঞ্জে মিলিত হবে তরুণ-তরুণী । তরুণী যেতে
পারে নি । অশোক-মঞ্জরী নিয়ে তরু-কুঞ্জ থেকে ফিরে এল তরুণ । পথে তরুণীর
সঙ্গে দেখা । তরুণীর আশেপাশে বয়োজ্যেষ্ঠের ভিড় । তরুণ অশোকমঞ্জরী
দেখাল তরুণীকে । সব বৃক্ষে তরুণীর মদু বিবর্ণ হয়ে এল । কবিতাটির
ব্যঙ্গ্যার্থ এরকম : তরুণী যেতে পারে নি তরু-কুঞ্জে । এখানে বাচ্যার্থ (= মদু
বিবর্ণ হল) ব্যঙ্গ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর । ∴ বাচ্যার্থ মদু । ব্যঙ্গ্যার্থ
গৌণ । কাব্যের ভেদের নাম গদগীভূত-ব্যঙ্গ্য ।

করিকা ৫ গ. ঘ.

অশ্বয় / শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রং তু [কাব্যম্] অবরং স্নতম্ । [তদ বৃধৈঃ]
অব্যঙ্গ্যং [কথিতম্] ।

অবর = অধম ।

শ্লোক ৪ অশ্বয় / স্বচ্ছন্দোচ্ছ—হিকা উদ্যদদার—দরী দীর্ঘা—মদা মন্দাকিনী
বঃ মন্দতাম্ অহায় ভিধ্যাৎ ।

মূল বাক্যাংশ / 'মন্দাকিনী বঃ মন্দতাং ভিধ্যাৎ' । মন্দতাম্—মন্দতাম্ ।
ভিধ্যাৎ—ধ্বংস করুক্ । 'মন্দাকিনী'র বিণ তিনটি । এগুলি হল :

(১) স্বচ্ছন্দ—নাহিকা, (২) উদ্যদদার—দরী, এবং (৩) দীর্ঘা—মদা ।

(১) স্বচ্ছন্দম্ যথা স্যাৎ, তথা উচ্ছলতঃ অচ্ছস্য কচ্ছকুহরে ছাতেতরস্য অশ্ব
নঃ ছটয়া মচ্ছঃ মোহা যেষাম্, তাদৃশৈঃ মহর্ষিভিঃ হর্ষণে বিহিতম্

স্নানাদ্যাহিকম্ যস্যাম্, তাদৃশী ।

অচ্ছ = স্বচ্ছ, নির্মল । কচ্ছ = তীর । কুহর = গর্ত । ছাতেতর = বেগবান্ ।
হর্ষ = আনন্দ ।

(২) উদার-দদর = বৃহৎ ব্যাঙ । উদ্যৎ = ঝপমান ।

(৩) অদরিত্ত—বিরাত্ । মেদরমদা—নিবিড়প্রবাহ-চাপল্যা । অহায়—
শিগ্গির ।

৪র্থ শ্লোকটি শব্দচিত্র-কাব্যের উদাহরণ । ছেকান্দ্রপ্রাস ইএবং বৃক্ষান্দ্রপ্রাস—
দুইই শ্লোকটিতে বর্তমান । এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন—শ্লোকটিতে
ভক্তিগ্নস রয়েছে । উত্তরে মন্মট কেবল বলতে পারেন—এই রস অস্মৃট । অবশ্য
মন্মটের মন্তি বিতর্কের বিষয় ।

শ্লোক ৫ অর্থচিত্র-কাব্যের উদাহরণ।

নাট্যকার মেঠের 'হয়গ্রীব-বধ' নাটক থেকে নেওয়া।

অশ্বয় / মানদম্ যম্ যদুহা আত্মমন্দিরাং বিনির্গতম্ উপশ্রুত্যা অপি,
সসম্বলমেধ—গর্লা অমরাবতী, ভিয়া নিমীলিতাক্ষী ইব ভবতি।

মূল বাক্যাংশ : অমরাবতী ভিয়া নিমীলিতাক্ষী ইব ভবতি। যদুহা—স্বৈচ্ছা।
মানব—[শত্রুর] মান-হস্তা। আত্মমন্দির—রাজভবন। সসম্বলমেধ (সম্মেধ)
ইন্দ্রের প্রদত্ত পাতিতা অর্গলা যস্যঃ সা। অমরাবতীর বিণ।

দৈত্যরাজ হয়গ্রীব প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছেন, কেবল শব্দেই ইন্দ্র অত্যন্ত ভয়
পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরাবতীর তোরণ-দ্বারের খিল এঁটে দিলেন। ঘটনাটিকে
কবি উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে সুন্দর করে বলেছেন : মনে হল অমরাবতী হয়গ্রীবের ভয়ে
চোখ বন্ধ করল (আসলে তোরণ-দরজা বন্ধ হল)। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—
এখানে মূখ্য হল বীররস। তাহলে কবিতাটি 'অব্যাক্ত' কি করে হয়? 'অধম'
কাব্যের উদাহরণই বা কিভাবে হতে পারে?

মম্মট বলবেন : রস স্ফুট নয়। অস্ফুট। যা আগের মতই বিতর্কের বিষয়।

কাব্যের শ্রেণী বিভাগ

মম্মটের মতে, কাব্য তিন রকম : (১) উত্তম বা ধনিকাব্য, (২) মধ্যম বা
গুণীভূতব্যাক্ত কাব্য, (৩) অধম বা চিত্র কাব্য।

(১) যে কাব্যে ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থের থেকে বেশী সুন্দর, সেই কাব্যকে বলা হয়
ধনিকাব্য বা উত্তমকাব্য। উদাহরণ হল : নিঃশেষচ্যুত-চন্দনম্...ইত্যাদি।
'স্ববকের সহিত দূতীর রমণ' এখানে ব্যঙ্গার্থ। বাচ্যার্থ হল 'দীপ্তিতে দূতীর
স্নান'। ব্যঙ্গার্থ বা ধনি, বাচ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর। তাই কাব্যের নাম
ধনিকাব্য। এখানে 'ধনি' মানে ব্যঙ্গার্থ।

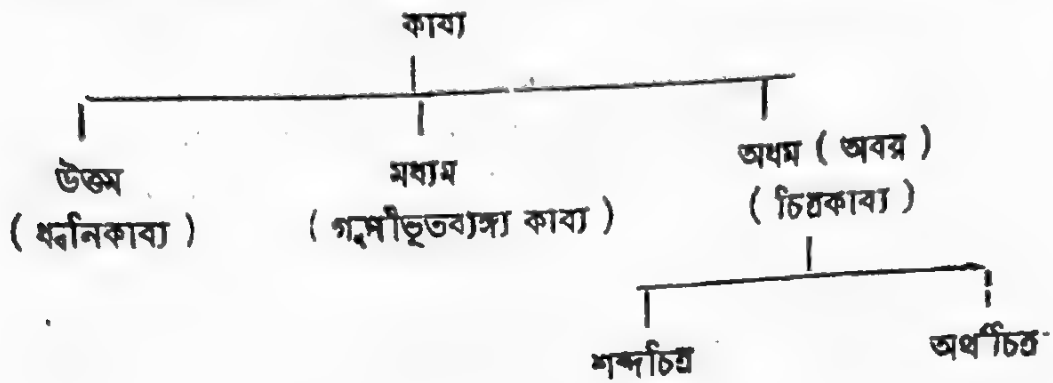
(২) ব্যাক্ত, ব্যঙ্গার্থ বা ধনি, যে কাব্যে গৌণ বা কম সুন্দর, অথচ বাচ্যার্থই
বেশী সুন্দর, সেই কাব্যকে বলা হয় গুণীভূতব্যাক্ত বা মধ্যম কাব্য। 'গ্রামতরুণং—'
ইত্যাদি উদাহরণে ব্যঙ্গার্থ হল : কথা দিয়েও অশোককুঞ্জে তরুণীর না যাওয়া।
বাচ্যার্থ : তরুণীর মূখ বিবর্ণ হয়ে এল। বলার ধরনে বাচ্যার্থই বেশী সুন্দর।
পাঠককে আনন্দ দিতে বাচ্যার্থের ভূমিকা মূখ্য, ব্যঙ্গার্থের গৌণ।

(৩) যে কাব্যে ব্যঙ্গার্থ নেই, অথবা থাকলেও অস্পষ্ট কিন্তু শব্দ বা অর্থের
বৈচিত্র্য (চিত্রত্ব) বর্তমান, তাকে বলা হবে চিত্রকাব্য। এ কাব্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

চিত্রকাব্য ২ রকম : (ক) শব্দচিত্র আর (খ) অর্থচিত্র।

শব্দের বৈচিত্র্য আসে শব্দালংকারের ফলে আর অর্থের বৈচিত্র্য অর্থালংকারের
ফলে। শব্দচিত্রের উদাহরণ : শ্লোক ৪। অর্থ চিত্রের শ্লোক ৫। ৪র্থটি ছেকান্দ-
প্রাস এবং রূপান্তরপ্রাসের ফলে চমৎকার। পাঁচটি উৎপ্রেক্ষা (অর্থালংকার) সত্যিই
সুন্দর।

কাব্যের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে, মন্মঠের আদর্শ, ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন।



দ্বিতীয় উল্লাস

কারিকা ১ ক. ধ. / শব্দঃ অত্র ত্রিধা স্যাৎ—বাচকঃ লাক্ষণিকঃ

পৃঃ ৩, ৫০

ব্যঞ্জকঃ।

মন্মঠের মতে, শব্দার্থে = কাব্যম্।

শব্দ এবং অর্থের স্বরূপ এবং প্রকার দেখাতে তিনি এখন ব্যস্ত। বলেছেন :

শব্দ তিন প্রকার—(১) বাচক (২) লাক্ষণিক (৩) ব্যঞ্জক।

শব্দের শক্তি তিন প্রকার—(১) অভিধা (২) লক্ষণা (৩) ব্যঞ্জনা।

শব্দ-প্রতিপাদিত অর্থ তিন প্রকার—(১) বাচ্যার্থ (২) লক্ষ্যার্থ (৩) ব্যঙ্গ্যার্থ।

উল্লেখ করেছেন : কারণ কারণ মতে তাৎপর্যার্থ নামে চতুর্থ এক প্রকার অর্থ আছে। কাজেই তাৎপর্য নামে একপ্রকার বৃত্তিও আছে। এই বৃত্তি কিন্তু শব্দের নয়, বাক্যের।

কেষদচিং = (১) কেষদচিৎস্মতেষু

(২) কেষদচিদ্ দর্শনেষু।

বৃত্তিতে মন্মঠ বলেছেন : তাৎপর্যার্থ স্বীকার করেন অভিহিতাস্বয়বাদী দার্শনিকেরা। বাক্যার্থ হল তাৎপর্যার্থিক।

আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসামিধিবশাৎ / বাক্য হল, সাকাঙ্ক্ষ যোগ্য এবং সন্নিহিত পদ-গুণিল্লির যোগফল। 'বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিষুতঃ পদোচ্চয়ঃ'। 'রাজর্ষিঃ' গচ্ছতি—বাক্যটিতে 'রাজর্ষিঃ' পদটির 'গচ্ছতি' ক্রিয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে। 'রাজর্ষিঃ' স্থবির নয়, 'গচ্ছতি' ক্রিয়ার এটি উপবৃত্ত পদ। দুটি পদ পরস্পর আসন্নও। আই দুটি পদে একটি বাক্য।

বক্ষ্যমাণ-স্বরূপাণাম্ পদার্থানাম্ / পদসমূহের অর্থগুণিল্লির অর্থাৎ বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য প্রভৃতির প্রকৃতি পরে বলা হবে। পদার্থানাম্ = পদবৃত্তিবিবরণানাম্ অর্থানাম্।

সম্বন্ধে = পরস্পর-সম্বন্ধে ।

‘বাক্যার্থ’ এর বিশেষণ হল তিটি :

(১) তাৎপর্যার্থঃ—

তাৎপর্যবৃত্তিপ্রতিপাদ্যোহর্থো, হর্থো যস্য সঃ । তাৎপর্যার্থক । (এর পরে একটি ‘সন্’ উহ্য আছে) ।

(২) বিশেষ্যবপুঃ—বিশেষ্যযতন্ বপুঃস্য সঃ ।

(৩) অপদার্থঃ—পদার্থেভ্যঃ (বাচ্যলক্ষ্য-বাক্যরূপপদার্থেভ্যঃ) ভিন্নঃ ।

অভিহিতাস্বয়বাদিনঃ = অভিহিতানাম্ [স্বস্ববৃত্ত্য পঠৈঃ] প্রতিপাদিতানাম্ [অর্থানাম্] অস্বয়ঃ ইতি যে বদন্তি তে ।

অভিহিতাস্বয়বাদ

(১) বাক্যস্থ পদগুলি আপন আপন বৃত্তি অনুসারে অর্থগুলি সমর্পণ করে (বোঝায়) । যেমন, বাচক পদ বোঝায় বাচ্য অর্থ, লাক্ষণিক পদ লক্ষ্য অর্থ এবং ব্যঞ্জক পদ ব্যঙ্গ্য অর্থ । এই অর্থগুলির প্রত্যেকটিই সামান্য-স্বরূপে বর্তমান । অর্থাৎ, সাধারণভাবেই এগুলি প্রতিপাদিত । জগতের কোন বিশেষ বস্তুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই । যেমন, ‘গোশ্চলতি’—বাক্যে ‘গোঃ’—পদের অর্থ এখনও পর্যন্ত গোসামান্য, অর্থাৎ রাস্তার যে গরুটিকে দেখিয়ে বলছি, সে গরুটি নয় ।

(২) এর পর, পদগুলির আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসক্তি—তিনটি গুণের ফলে পদের অর্থগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বা অস্বয় প্রতিষ্ঠিত হয় । পদের অর্থগুলি সম্বন্ধ হতে গিয়ে কোনটি প্রসারিত আবার কোনটি অল্পবিস্তার সংকুচিত হয়, অর্থাৎ সামান্যস্বরূপ দূরীভূত হয় । এই অস্বয়ই হল বাক্যের অর্থ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অস্বয় প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে পদের অর্থগুলি আপন আপন স্বরূপে (সামান্য-স্বরূপে) থাকছে না, অন্যকে accommodate করতে গিয়ে অল্পবিস্তার বদলে (সংকুচিত বা প্রসারিত) যাচ্ছে । তাই বলা হয়, বাক্যের অর্থকে অর্থাৎ অস্বয়কে প্রকাশিত করতে আর এক স্বতন্ত্র শক্তি বা বৃত্তি রয়েছে । এরই নাম তাৎপর্য ।

“তাৎপর্যার্থাৎ বৃত্তিমাহঃ পদার্থস্বয়বোধনে ।

তাৎপর্যার্থঃ তদর্থঃ চ বাক্যং তদ্বোধকে পরে ॥”

উপরি-উক্ত মতবাদ বা তত্ত্বটিকে বোঝানোর জন্যে একটি বাক্য নেওয়া যেতে পারে ।

‘গাম্ আনয়’—এই বাক্যের চারটি অবয়ব : (১) গো শব্দ (২) দ্বিতীয়া বিভক্তি (৩) আপূর্বক নী ধাতু, এবং (৪) লোট্-এর ধাতুবিভক্তি ।

গো-শব্দ অভিধাবৃত্তি দিয়ে গলকম্বলযুক্ত প্রাণীকে বোঝায় । দ্বিতীয়া এক বচনের ‘অন্’ বিভক্তি কর্মস্বরূপ অর্থকে বোঝায় । আর ‘আনয়’ ক্রিয়াপদের ধাতু, আনয়ন ক্রিয়াকে ও ‘হি’ ধাতুবিভক্তি অনুষঙ্গকে বোঝায় । এই কয়টি সংকেতিত অর্থকে বৃদ্ধিয়ে অভিধাবৃত্তি বিরত হয় । গো-রূপ পদার্থের সঙ্গে কর্মের যে

সম্বন্ধ এবং আনয়নক্রিয়ার কর্মই যে গো, অর্থাৎ সমগ্র বাক্যটির যে অর্থ—‘গোকর্মক-আনয়ন’—তাকে অভিধা বোঝাতে পারে না। সম্বন্ধ বা সংসর্গরূপ এই অর্থকে বোঝায় তাৎপর্য।

অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনার মত এটিও একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি। এ বৃত্তি পদের বা শব্দের নয়। এ বৃত্তি হল বাক্যের।

মনে রাখতে হবে : তাৎপর্যের উপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন নৈয়ায়িকেরা। নৈয়ায়িকের তাৎপর্য-লক্ষণ হল : বস্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্যং পরিকীর্তিতম্।

অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসকেরা, অর্থাৎ কুমারিল এবং তদনুসারীরা কোথাও তাৎপর্যের উল্লেখ করেন নি। এঁদের মতে : সংসর্গ বা সম্বন্ধরূপবাক্যার্থকে বোঝায় লক্ষণা। এহল বাক্যলক্ষণা।

প্রসঙ্গটি মন্মট কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন।

এভাবে তাৎপর্যার্থের প্রকৃতি বলতে গিয়ে এসে পড়েছে বাক্যার্থের স্বরূপের প্রশ্ন। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে : বাক্যার্থের আকৃতি (বপদ) হল বৈশিষ্ট্যযুক্ত (বিশেষ-যুক্তম্)। অনেকটা, তাজমহল কার তৈরী—এই প্রশ্নের উত্তরের মত। হাজার হাজার মিস্ত্রীর বহুদিনের শ্রমে তৈরী হল তাজমহল। অথচ উত্তর হল—শাজা-হানের। উত্তরের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

বাক্যার্থের ‘বপদ’তে সমস্ত পদার্থ বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাদের থেকে বাক্যার্থ তাই ভিন্ন। মানে, বাক্যার্থ বাচ্যার্থক নয়, লক্ষ্যার্থক নয়, ব্যঙ্গ্যার্থক নয়, কিন্তু তাৎপর্যার্থক।

মীমাংসক কুমারিল ভট্ট এবং তদনুসারী বাক্যতত্ত্বজ্ঞদের বলা হয় অভিহিতান্বয়বাদী। আর গুরু প্রভাকর এবং তদনুসারী বাক্যতত্ত্ববিদদের বলা হয় অম্বিতাভিধানবাদী।

অম্বিতাভিধানবাদ

অম্বিতাস্য [অর্থস্তির-] সম্বন্ধস্য [অর্থস্য] অভিধানঃ প্রতিপাদনঃ [শব্দেন-ক্রিয়তে] ইতি বাদিনঃ—অম্বিতাভিধানবাদিনঃ।

অম্বিতাভিধানবাদী বলেন :

শব্দ বা পদ সম্বন্ধ অর্থকেই প্রকাশ করে এবং অভিধা-বৃত্তির সাহায্যেই। সংসর্গ বা সম্বন্ধকে বোঝাবার জন্য তাই তাৎপর্য-নামক বৃত্তির অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

গাম্ আনয়—বাক্যে ‘গাম্’ পদ অভিধাবৃত্তির দ্বারা আনয়নক্রিয়াস্বিত গাভীকে এবং ‘আনয়’ ক্রিয়াপদটি ‘গোকর্মক-আনয়ন’কে বৃদ্ধিয়ে দেয়।

অম্বিত পদার্থে পদের সংকেত গ্রহণ করার পক্ষে অম্বিতাভিধানবাদী যে বৃত্তি দেখিয়েছেন, তা হল এ রকম : শিশু যখন প্রথম সংকেত গ্রহণ করতে শেখে, তখন ব্যবহার থেকেই শেখে।

মা শিশুকে বলেন : 'গরু দেখ' 'ঘোড়া দেখ'। শিশু গরু, ঘোড়া এবং দেখ—শব্দের অর্থ বোঝে যোগ-বিয়োগ (অম্বয়ব্যতিরেকের) পদ্ধতির মাধ্যমে। দুই বাক্যেই সাধারণ ক্রিয়া 'দেখ'। শিশু 'গরু' বলতে দর্শন-ক্রিয়ার বিষয়ীভূত গরুকেই বোঝে এবং 'দেখ' বলতে গোকর্মক দর্শনক্রিয়াকেই বোঝে। সুতরাং 'ব্যবহার থেকেই যখন প্রথম শক্তি-গ্রহ হয় এবং ব্যবহারে অম্বিত পদার্থেরই বোধ হয়, তখন পদমাত্রেরই অম্বিত পদার্থে সংকেত-গ্রহণ করা উচিত। অম্বিতাভিধানবাদীগণের মতে তাই অভিধাবৃ্ত্তির দ্বারা পদ অম্বিত পদার্থকে প্রকাশিত করায় পদার্থভূত বাক্যার্থ অভিধাবৃ্ত্তির দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, অম্বিতাভিধানবাদীর অভিধা যথেষ্ট শক্তিশালী। বাক্যের অর্থকে অভিধাই প্রকাশ করে। বাক্যার্থ তাই বাচ্য। পদার্থসমূহই বাক্যার্থ। অর্থাৎ বাক্যার্থ পদার্থভূত, অ-পদার্থ নয়। পদার্থ-সমূহের বপদ এবং বাক্যার্থের বপদ একই। আরও লক্ষণীয় : সম্বন্ধ পদার্থগুলিই বাক্যার্থ। (বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ—৫ম উল্লাস)। পদার্থগুলির পারস্পরিক অম্বয় বাক্যের অর্থ নয়। ("ন তু পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যম্"—ঐ)।

[বিস্তৃত জ্ঞানার জন্য পঞ্চম উল্লাস]

কারিকা ২ ক. খ./প্রায়শঃ সর্বেষাম্ অপি অর্থানাম্ ব্যঞ্জকত্বম্
প. ৩, ৫০ ইমাতে।

অর্থাৎ কেবল ব্যঙ্গ্যার্থেরই ব্যঞ্জকত্ব আছে তা নয়, বাচ্য এবং লক্ষ্যার্থেরও ব্যঞ্জিত করার সামর্থ্য আছে। দেখা যাচ্ছে, অভিধা এবং লক্ষণা কেবল শব্দবৃ্ত্তি; ব্যঞ্জনা কিন্তু শব্দ এবং অর্থ—দুয়েরই বৃ্ত্তি হতে পারে।

প্রায়শঃ/ সব সময়ে ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যঞ্জক হতে পারে না। ব্যঙ্গ্যার্থ যখন বস, তখন তা ব্যঞ্জক নয়।

শ্লোক ১ এটি গাথাসপ্তশতীর ৮৮১ সংখ্যক শ্লোক। বাসবঃ—দিন।

শ্লোকের বক্তা কোন এক মৈত্রিণী। শ্রোতা শালুড়ী। ব্যঙ্গ্যার্থ : যথেষ্ট ক্ষয়। অহিলা—তেল নুন আনতে যাওয়ার। বহুবৈশিষ্ট্যের ফলে [মৈত্রিণীকে বক্তা বলে জানায়] বাচ্যার্থ থেকে উপরি-উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ বোঝা যাচ্ছে।

✓ শ্লোক ২ গা. স. ৮৮৭

সাধরভী—বৃশী কর্ত্তে গিরে।

সুভসং—সৌভাগ্যবৃত্ত।

'নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্'—শ্লোকটির মতই এর প্রসঙ্গ। বক্তা প্রেমিকা। শ্রোতা (বোদ্ধব্য) প্রেমিকার সখী। সখীকে প্রেমিকা পাঠিয়েছিল প্রেমিকের কাছে। সখীর চোখে মূখে সম্ভোগের চিহ্ন দেখে প্রেমিক এই উক্তি করেছেন।

বাচ্যার্থ এখানে বাধিত। প্রবৃত্ত হয়েছে বিপরীতলক্ষণা। লক্ষ্যার্থ হল :

'বৈরিণি, স্বকৃতে সুভগং সাধরভী হৃষ্টাসি। অসম্ভাবশব্দ-কল্পণীয়-সদৃশঃ

সম্ভাব্যস্নেহকরণীয়-বিসদৃশ বা স্বরা বিচিত্রম্'। 'শব্দ, নিজের জন্যে পণ্ডিতকে
খুশী করতে গিয়ে তুমি খুশীই হয়েছ। আচরণ করেছে শব্দ-সদৃশ'।

লক্ষ্যার্থের ব্যঙ্গার্থ হল : 'অপরাধী একেতে প্রেমিকই। হায় কপাল।'

শ্লোকটিতে তিনটি অর্থই রয়েছে। এদের মধ্যে বাচ্যার্থ বাধিত। লক্ষ্যার্থ
বাধিত নয়। ব্যঙ্গার্থ-সহ লক্ষ্যার্থও বোঝা যায়। ব্যঙ্গার্থ বোঝা যাচ্ছে বোধবা-
বৈশিষ্ট্যের ফলে।

শ্লোক ৩ গা. স. ১.৪ নাসিকার উক্তি। শ্রোতা নামক।

বিসিনী = পদ্য। বলাকা = বক।

বাচ্যার্থ = বকটি নিষ্পন্দ।

ব্যঙ্গার্থ = ∴ বকটি নিরুদ্ভিন্ন (অবিচলিত)।

(প্রথম)

২য় ব্যঙ্গার্থ = ∴ স্থানটি জনশূন্য।

৩য় " — ∴ এই হল মিজনের উপযুক্ত স্থান।

তৃতীয় ব্যঙ্গার্থটি বিকল্পে হতে পারে : মিথ্যা বলছ, তুমি এখানে আসনি।
অন্যথায় স্থানটি জনশূন্য ছিল কেমন করে? বকটিও নড়েনি চড়েনি।

পৃঃ ৪, ৫৪ কারিকা ২ গ. ঘ. যঃ সাক্ষাৎ সংকেতিতম্ অর্থম্ অভিধন্তে সঃ
বাচকঃ। অংশটুকু বাচক শব্দের লক্ষণ।

সংকেত Convention, agreement, conventional relation, সম্মত। শব্দ
(বাচক) এবং অর্থের (বাচ্যের) মধ্যে যদৃগ যদৃগ ধরে প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধ,
তাই সংকেত। যেমন—গরু শব্দের অর্থ গলকম্বলযুক্ত একটি প্রাণী।
মানুষের বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দীর্ঘকাল ধরে চরিত্রের মাধ্যমে দুটির মধ্যে
একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্পর্কের বা সম্বন্ধের নাম
সংকেত।

নৈরাসিক বলেন : সম্বন্ধ, সংকেত এবং ইচ্ছা তাই অভিন্ন। এমন কি,
অভিধা বা শক্তির সঙ্গেও এই সংকেত অভিন্ন।

"অত্র তর্কিকা :—'অস্মাচ্ছন্দাদরমর্থো বোদ্ধব্য' ইত্যাকারা...লাঘবাৎ।
সৈব সংকেতঃ সম্বন্ধঃ।" পরমলঘুমঞ্জুষা পৃঃ ৬ বৈয়াকরণ এবং আলং-
কারিক বলেন : সংকেত এবং অভিধা দুই ভিন্ন বস্তু। মন্ত্যটের অভিধার
সংজ্ঞা থেকেই নীতিটি স্পষ্ট হবে। সংকেত মূলতঃ জানা যায় লোক-
ব্যবহার থেকে।

সাক্ষাৎ—অব্যবহিত। ব্যবহিত সংকেতের সাহায্যে লাক্ষণিক শব্দ লক্ষ্যার্থ
প্রতিপাদিত করে। লক্ষ্যার্থ = ব্যবহিতসংকেতিতার্থ

অভিধন্তে = প্রতিপাদয়তি। 'অভিধয়া প্রতিপাদয়তি' অর্থ নয়।

বস্তুতঃ, কেবল 'প্রতিপাদয়তি' শব্দ ব্যবহার করলে ভাল হত। 'অভিধন্তে'
ব্যবহারে দোষ হয় 'অন্যেন্যাশ্রয়'।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন : অভিধামূলবাস্তবক শব্দে লক্ষণের অভিয্যাপ্তি দূর করার জন্য 'অভিধন্তে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ 'ভদ্রাশ্রমো দূরধিরো-হতনোঃ—' ইত্যাদিতে 'কর' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থই হল শৃঙ। কিন্তু এটি অভিধাবৃত্তি প্রতিপাদিত নয়, বঙ্গনার মাধ্যমে 'শৃঙ' অর্থের প্রতীতি হয়।

কারিকা ৩ ক. খ. / সংকেতিতঃ [অর্থঃ] জাত্যাদিঃ চতুর্ভেদঃ,
পৃঃ ৪, ৫৪
জাতিঃ এব বা।

আদি=গুণ, ক্রিয়া এবং বদৃচ্ছা। চত্বারঃ ভেদাঃ যস্য সঃ চতুর্ভেদঃ।
'জাত্যাদিঃ'র বিণ।

এখন প্রশ্ন : সংকেতিত অর্থ বা সংকেতের বিষয় বস্তুর কোন্ অংশটুকু? কোন্ বৈশিষ্ট্যটুকু? সংকেতিতার্থ বলতে বস্তুর কি বা কতটুকু বৃদ্ধি?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বস্তুর তিন রকম বৈশিষ্ট্য (স্বরূপ) আছে। প্রথমতঃ, এর একটি বিশেষ আকৃতি আছে। যেমন, বল গোলাকার, বই চারকোণা, গরু চতুষ্পদ এবং গলকম্বলযুক্ত, মানুষ দ্বিপদ দ্বিহস্ত। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন বস্তু-ই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। মানুষ যেমন প্রাণীদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর। এই শ্রেণীধর্ম (class-element, জাতি বা সামান্য / মনুষ্যত্ব) মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করে বৃদ্ধিয়ে দেয়। এই শ্রেণীধর্ম হল সমষ্টিগত সত্তা।

তৃতীয়তঃ, বস্তুর একটি ব্যক্তিগত সত্তাও (ব্যক্তিত্ব—individuality) বিদ্যমান। মানুষ একটি শ্রেণীভুক্ত কিন্তু প্রতিটি মানুষই (যা আমাদের চিন্তায় ভাসে) আবার ভিন্ন।

এই ব্যক্তি-মানুষ অথবা ব্যক্তি-গরুই আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটার (অর্থ-ক্রিয়াকারী)।

[অর্থ=প্রয়োজন, ক্রিয়া=সম্পাদন। অর্থক্রিয়াকারী=প্রয়োজন-সম্পাদন-কারী।]

অর্থাৎ আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় অথবা কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সময় ব্যক্তির দরজায় হানা দিই। এককথায়, ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে বলে ব্যক্তিই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত অথবা নিবৃত্ত করে। যেমন দুধ পেতে গিয়ে গোবাস্তির কাছেই যাই। গো-ব্যক্তিই দুধ দেয়। গোষ দুধ দেয় না।

কাজেই 'দৃশ্যার্থী গাং নিকষা গচ্ছতি'—বাক্যে 'গাম্'—পদের সংকেতিতার্থ গোবাস্তিকেই বোঝা উচিত। এই মতের পৃষ্ঠপোষক নব্য নৈয়ায়িকেরা। এঁরা ব্যক্তিবাদী।

ব্যক্তিবাদের তিনটি দোষ ধরা পড়েছে বৈয়াকরণ এবং তদনুসারী আলংকারিকের চোখে। এ তিনটি হল : (১) আনন্ত্য (২) ব্যতিচার এবং (৩) বিষয়বিভাগ্য-প্রাপ্তি।

আনন্ত্য—সংকেতিত, বাচ্য বা মূখ্য অর্থ বলতে যদি বস্তুর ব্যক্তি-স্বরূপকে

বুঝি, তা হলে হয় (১) ঐ শ্রেণীভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে বুঝতে হবে, অথবা (২) একটি মাত্র ব্যক্তিকে বুঝতে হবে, অথবা (৩) কিছু ব্যক্তিকে বুঝতে হবে।

∴ গো শব্দের অর্থ হবে, বিশ্বের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত গরু অথবা কয়েকটি গরু (মনে করা যাক ১৫টি), অথবা একটিমাত্র গরু।

কিন্তু যদি গো-র সংকেতিতার্থের মধ্যে সমস্ত গো-ব্যক্তি থাকে, তাহলে গো-র সংকেতিতার্থ-গ্রহণ অসম্ভব হবে। কারণ বিশ্বে গরু অনন্ত। কেউই সবগুলিকে জ্ঞানতে পারে না। ∴ দেখা যাচ্ছে, বস্তুর অনন্ততা-কল্পনার জন্য শব্দ জ্ঞান সম্ভব হচ্ছে না। যে দোষটির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার নাম আনন্ত্য।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে, গো-র সংকেতিতার্থ আমরা জানি। ∴ গো-র সংকেতিতার্থ বিশ্বের সমস্ত গো-ব্যক্তি হতে পারে না।

(২) এবং (৩) সংখ্যক ক্ষেত্রে ব্যভিচার দোষ উপলব্ধ হবে। ব্যভিচার শব্দের অর্থ হল নিয়মের অতিক্রম।

এখানে নিয়মটি হল : 'সংকেতিতসৈব শাস্তবোধঃ'। —যাতে সংকেত গৃহীত হয়েছে, তাকেই অথবা ততদ্র অবধিই শব্দের অর্থ প্রতীত হয়।

এখন, গো-পদের সংকেত যদি কালো গরুতে গৃহীত হয়ে থাকে, অথবা ১৫টি মাত্র গরুতে গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে সাদা গরুকে অথবা ষোড়শ গরুকে গো-শব্দ দিয়ে অভিহিত করতে পারি না। কেননা, পূর্বোক্ত নিয়ম তাহলে অতিক্রান্ত হয়। কারণ, ষোড়শ এবং সাদা গরু 'সংকেতাবিষয়'।

বিষয়বিভাগাপ্রাপ্ত এই দোষটিকে বোঝাতে গিয়ে বারবার এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন বৈয়াকরণেরা : গোঃ শব্দশ্চলো ডিঘঃ। এখানে গো জাতিশব্দ, শব্দ গুণশব্দ, চল ক্রিয়াশব্দ, আর ডিঘ হল সংজ্ঞাশব্দ অথবা দ্রব্যশব্দ অথবা বদৃচ্ছাশব্দ।

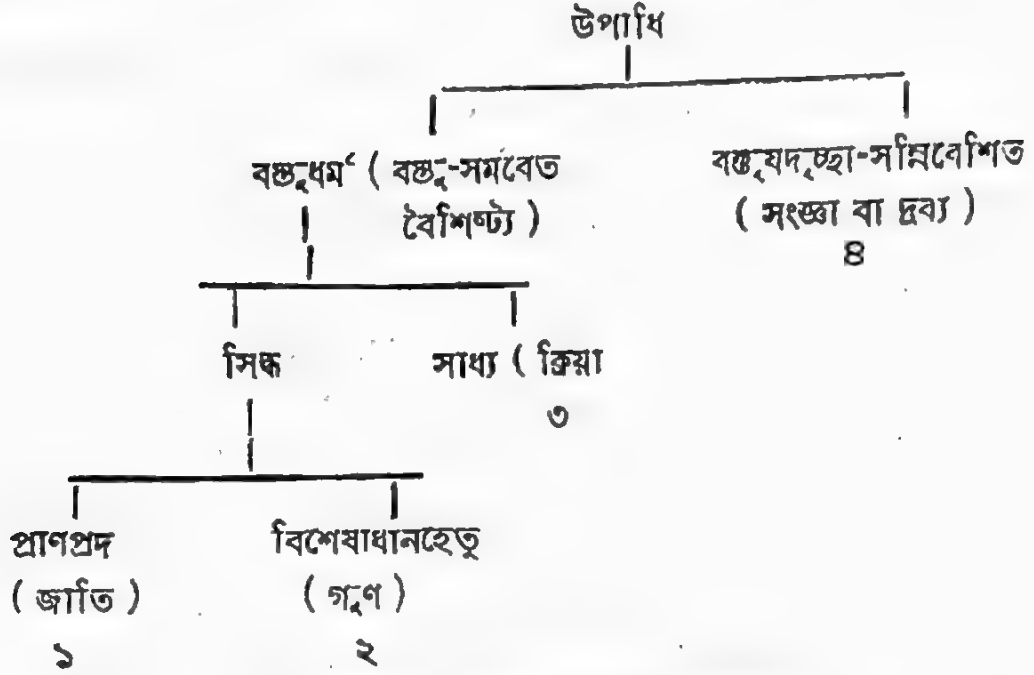
সংকেতিতার্থ বলতে যদি গো-ব্যক্তিকে বুঝি তাহলে সব শব্দগুলি দিয়ে একটিই বস্তুর অর্থ গো-ব্যক্তিকে বুঝতে হয়। অন্য শব্দগুলির আর পৃথক সংকেতিত বিষয় থাকে না। এদের বিষয়-বিভাগও সম্ভব হয় না। কিন্তু বিষয়-বিভাগ সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝি। তাই ব্যক্তিতে সংকেত-গ্রহণ উচিত নয়।

ব্যক্তিতে সংকেত-গ্রহণ উচিত নয়—এ বিষয়ে বৈয়াকরণ এবং মীমাংসক একমত। কিন্তু কোথায় সংকেত-গ্রহণ উচিত, অথবা সংকেতিতার্থ কোনটি—এবিষয়ে দুয়ের মধ্যে মতবিরোধ। বৈয়াকরণ বলেন : সংকেত ব্যক্তির উপাধিতে (ধর্মে বা বৈশিষ্ট্যে) বোধ্য। এই উপাধি ৪ রকম : জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য। বৈয়াকরণ তাই উপাধি-বাদী বা জাত্যাদিবাদী।

মীমাংসকের মতে, সংকেতিতার্থ হল জাতি। মীমাংসক জাতিবাদী।

পৃঃ ৪, ৫৫

উপাধিষ্ট.....মহাভাষ্যকারঃ।



যদৃচ্ছা = স্বেচ্ছা। সিদ্ধ = পূর্ণ Complete, accomplished.
 সাধ্য বস্তুধর্ম / ক্রিয়া ; ক্রিয়া পূর্ণ বস্তু নয়, ক্রিয়ার কতকগুলি অবয়ব আছে যাদের কিছু থাকে পূর্বক্ষেপে কিছু পরক্ষেপে / পূর্বাপরীভূতাবয়ব।
 বিশেষাধানহেতু : বিশেষস্য বৈশিষ্ট্যস্য আধানং স্থাপনং, তস্য হেতুঃ।

জাতি হল প্রাণপ্রদ বস্তুধর্ম। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ফলেই বস্তু ব্যবহারের দিক থেকে প্রাণ পায়। গরুকে গরু বলে ব্যবহার করি, আখ্যা দিই গোষের জন্যই, গরুর আকৃতির জন্য নয়। আকৃতির জন্য কোন বস্তুকে অ-গরুও বলতে পারি না। জাতির জন্যে তা পারি। ধারণাটিকে মশমট সমর্থন করেছেন ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েঃ 'ন হি গোঃ স্বরূপেণ গোঃ, নাপ্যগোঃ।'

বিশেষাধানহেতু সিদ্ধ বস্তুধর্ম / গুণ বস্তুকে বিশিষ্ট করে দেয়। যেমন শব্দরূপ একটি অস্তিত্বশীল (ব্যবহারিক জগতে) বস্তুকে ভিন্ন করে দেয়। আখ্যাগত দিক থেকে কিংবা ব্যবহারগত দিক থেকে কোন বস্তুকে আসলে প্রাণ দেয় অথবা অস্তিত্বশীল করে তোলে জাতিই। লব্ধসত্ত্বাকম্ = জাত্যা প্রাপ্তব্যবহারযোগ্যতাকম্। বস্তুকে [শব্দবিশেষ] ব্যবহারযোগ্য করে তোলে জাতি, অন্য বস্তু থেকে ভিন্ন করে দেয় গুণ।

উপাধিষ্টানাং.....যদৃচ্ছাক ইতি।

যদৃচ্ছাকঃ (বস্তুযদৃচ্ছাসম্মিবেশিতঃ) সঃ অয়ম্ (উপাধিঃ) সংজ্ঞারূপঃ (স্ফোটরূপ) ইতি।

জাতি, গুণ এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের উপাধি বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া। সংজ্ঞাশব্দ, যদৃচ্ছা শব্দ বা দ্রব্যশব্দের উপাধি হল ঐ নামের স্ফোট।

‘অস্ত্যবদ্বিকিনিগ্রাহ্যম্’ এবং ‘সংস্রুতক্রমগ্’—‘স্বরূপম্’ এর এই দুটি বিশেষণ দিয়ে তাই দেখানো হয়েছে।

অস্ত্য—শেষ অক্ষর। স্ফোট নিরবয়ব এবং অশব্দ, তাই পূর্বাপর ক্রমরহিত।

‘ডিখাদিশব্দানাং স্বরূপম্ স্ফোটরূপম্’।

পরমাংবাদীনাং তু গুণমধ্যা.....গুণত্বম্

বৈশেষিকদর্শনে সাতটি পদার্থের মধ্যে গুণ একটি। ২৪টি গুণের মধ্যে পরিমাণ একটি। পরিমাণ ৪ রকম : অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব। এছাড়া আরও ২ রকমের পরিমাণ রয়েছে। এদুটি হল—পরমাণু এবং পরমমহৎ।

পরমাণুপরিমাণ বা পরমাণুত্বের অন্য নাম পারিমাণ্ডল্য। পরমাণুত্ব, পরমাণুর প্রাণপ্রদ উপাধি বা ধর্ম। পরমাণু থেকে পরমাণুত্বকে পৃথক করা যায় না। তাই বৈয়াকরণ এবং আলংকারিকদের মতে পরমাণুত্ব একটি জাতি এবং পরমাণু জাতিশব্দ।

কিন্তু বৈশেষিকেরা পরমাণুত্বকে জাতি বলতে পারেন না। তাঁদের নিয়মে, কোন বস্তুতে যদি ২টি জাতি থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ হবে পর-অপর*। কিন্তু পরমাণুত্বকে এরকম ক্ষেত্রে পর অথবা অপর—বলা মুশ্কিল। তাই, একে জাতি বলতে পারেন নি বৈশেষিকেরা। কিন্তু বৈয়াকরণ এবং আলংকারিকদের ঐ ধরনের কোন নিয়ম নেই বলে একে অর্থাৎ পরমাণুত্বকে (পরমাণুপরিমাণকে) জাতি বলেন। আর বলেন : বৈশেষিকেরা যে বলেছেন পরমাণুত্ব গুণ, তা কেবল পরিভাষিক অর্থে, ধারণাগত (conceptual) অর্থে নয়।

জাতিবাচক শব্দের আলোচনা এখানে শেষ। জাতিবাচক শব্দের মূখ্য অর্থ হল জাতি।

পৃঃ ৫, ৫৫-৫৬ গুণ-ক্রিয়া-যদৃচ্ছানাং.....আলম্বনভেদাৎ

শব্দ প্রভৃতি গুণবাচক শব্দের সংকেত (convention) হল শব্দরূপ-গুণে। বরফ, দুধ এবং শাঁখের শব্দরূপা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে প্রশ্ন উঠে : কোন শব্দরূপাকে সংকেতিতার্থ বলে বুঝব ? (১) একটিমাত্র শব্দের পরিপ্রেক্ষিতেই কি সংকেত-গ্রহণ হবে ? অথবা (২) সীমিত কয়েকটি শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ? অথবা (৩) সমস্ত শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ? কিন্তু দেখা যাবে, প্রথম দুটির ক্ষেত্রে দোষ হবে ব্যভিচার, আর শেষেরটিতে আনন্ত্য।

মহম্মদ সমাধানে বলেছেন : ‘শব্দ’ সবক্ষেত্রেই এক (বস্তুতঃ একরূপঃ), কেবল আশ্রয়ভেদে ভিন্ন। যেমন, একই মদ্য খাড়া, তেল, আয়না—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়।

ক্রিয়াবাচক এবং যদৃচ্ছাবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা।

গুণ, ক্রিয়া এবং যদৃচ্ছাবাচক শব্দের অর্থ-প্রতীতির ক্রম হল এরকম :

* পর = ব্যাপক। অপর = কম ব্যাপক।

(১) অভিধা দিয়ে গুণবাচক শব্দ গুণকে, ক্রিয়াবাচক শব্দ ক্রিয়াকে, যদৃচ্ছা-বাচক শব্দ যদৃচ্ছাকে প্রকাশ করে (বোঝায়)।

(২) পরে গুণ, ক্রিয়া, যদৃচ্ছা-র আশ্রয় ব্যক্তিকে বোঝা যায় আক্ষেপ অথবা অনুমানের মাধ্যমে।

পৃঃ ৫, ৫৬ হিমপঃয়গংখাদ্যাপ্নয়েমু.....ইতি অন্যে।

ইতিপূর্বে বৈয়াকরণদের জাত্যাদিসংকেতবাদ বা উপাধিবাদ আলোচিত হয়েছে। এখন মীমাংসকের জাতিসংকেতবাদের আলোচনা। মীমাংসক জাতিবাদপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন এভাবে :

শুক্লম্ হিমম্, শুক্লং পয়ঃ, শুক্লঃ শব্দঃ—এ সমস্ত স্থলে প্রতিটি শব্দই সত্যই (পরমার্থতঃ) ভিন্ন, যেমন প্রতিটি গো-ব্যক্তি পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু গোত্বের মত এদের প্রত্যেকেই একটি শ্রেণীধর্মের (সামান্যের) আশ্রয়। They belong to the same class. ধার ফলে প্রতিটি 'শুক্ল'কেই শুক্ল বলে বুদ্ধি (অভিন্নপ্রত্যয়) এবং শুক্ল বলে অভিহিত করছি (অভিন্নাভিধান)।

এই শব্দ-ই ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে শব্দ বলে ব্যবহারের কারণ (প্রবৃত্তিনিমিত্তম্—Connotation)। প্রবৃত্তৌ ব্যবহারে নিমিত্তম্ কারণম্=প্রবৃত্তিকারণম্।

মনে রাখা প্রয়োজন : মীমাংসকের মতে সমস্ত শব্দেরই প্রবৃত্তিনিমিত্ত হল জাতি। অর্থাৎ সমস্ত শব্দই জাতিবাচক। শব্দ-ই বৈয়াকরণমতে গুণ মীমাংসকের মতে শব্দ, পাক, ডিঙি—সমস্তই গোত্বের মত জ্ঞাত।

পৃঃ ৫, ৫৬ তদ্বান্ অপোহো বা শব্দার্থঃ কৈশিচিদ্ উক্তঃ।

(১) তদ্বান্ শব্দার্থঃ } —এই দুটি মত এখানে উদ্ধৃত।

(২) অপোহো বা ,, }
প্রথমটি হল প্রাচীন নৈয়ায়িকের। দ্বিতীয়টি বৌদ্ধের।

(১) তদ্বান্=জাতিবান্। তৎ=জাতি

জাতিবান্ জাতিবিশিষ্টঃ পদার্থঃ ব্যক্তিরূপঃ শব্দার্থঃ শব্দস্য সংকেতিতঃ অর্থঃ।

ব্যক্তিকে সংকেতিত অর্থ বললে আনস্ত্য এবং ব্যভিচার দুই দোষের সম্মুখীন হতে হয়। জাতিতে সংকেত মেনে নিলে আবার ব্যক্তিকে বোঝা যায় না কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া বস্তু কখনও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে না। তাই নৈয়ায়িকেরা শব্দের অর্থ বলতে—জাতিবিশিষ্টব্যক্তিকে বোঝেন। আর প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা বস্তুর তিনটি বৈশিষ্ট্যকেই বোঝেন—জাত্যাকৃতিব্যক্তিসমুদ্ভূত পদার্থঃ। (এটিরই সংক্ষেপে উল্লেখ বোধ হয় 'তদ্বান্ শব্দার্থঃ')।

(২) বৌদ্ধদের মতে, শব্দের অর্থ হল ভেদরূপ (distinction) অর্থাৎ অ-তদ্ব্যবৃতি। ব্যবৃতি=ভিন্নতা। যেমন, গরু বললে যা বুদ্ধি তা হল অ-গরু থেকে ভিন্ন এক বস্তু (অ-গোব্যাবৃতি)। এই 'অ-তদ্ব্যবৃতি'র অন্য নাম অপোহ।

আসলে, বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী। জাতি, গুণ, ক্রিয়া, যাদুচ্ছা-র মত নিত্য কোন কিছু মানেন না। তাই এগুলিকে অর্থ বলতে পারেন না।

শব্দের সংকেতিত অর্থ কি?—এই বিষয়ে সব মিলিয়ে মম্মট পাঁচটি মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন। এগুলি হল :

- (১) ব্যক্তিগতবাদ বা ব্যক্তিসংকেতবাদ বা ব্যক্তিবাদ (নব্য নৈয়ায়িক)
- (২) জ্ঞাত্যাদিবাদ বা উপাধিবাদ (বৈয়াকরণ)
- (৩) জ্ঞাতিবাদ (মীমাংসক)
- (৪) জ্ঞাতিবিশিষ্টব্যক্তিবাদ (প্রাচীন নৈয়ায়িক)
- (৫) অপোহবাদ (বৌদ্ধ)

মম্মট আলংকারিক। আলংকারিক বৈয়াকরণ-অনুসারী, কাজেই উপাধিবাদের সমর্থক। যদিও কারিকাতে মম্মট উপাধিবাদ এবং জ্ঞাতিবাদ-দুটিই উদ্ধৃত করেছেন। ‘শব্দব্যাপারবিচারে’ মম্মট উপাধিবাদকে স্পষ্টতঃ সমর্থন করেছেন।

সংকেত কিসে গৃহীত হয়—এ তক্ষণ আলোচিত হল। সংকেত-গ্রহের উৎসের কথা কিন্তু মম্মট বলেন নি। এই উৎস-সংখ্যা হল ৮, এগুলি হল : ব্যাকরণ, উপমান, কোশ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যের শেষ-অংশ, বিবৃতি, এবং সিদ্ধপদের সান্নিধ্য।

পৃঃ ৫, ৫৬ কারিকা ৩

ইতিপূর্বে মম্মট বাচক শব্দ, বাচ্যার্থ এবং অভিধার লক্ষণ করেছেন। এখন কারিকা ৩-এ লক্ষণা ও লক্ষ্যার্থের এবং কারিকা ৪-এ লাক্ষণিক শব্দের লক্ষণ করলেন। ‘যৎ অন্যঃ অর্থঃ লক্ষ্যতে সা ক্রিয়া লক্ষণা’—অংশটুকু লক্ষণার সংজ্ঞা। এর বৃত্তি হল : মূখ্যেন অমুখ্যোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ, স শব্দ-ব্যাপারঃ লক্ষণা।

যৎ = যেন শব্দব্যাপারেণ।

অন্যঃ অর্থঃ = অমুখ্যঃ অর্থঃ = লক্ষ্যার্থঃ।

শব্দব্যাপারঃ = শব্দবৃত্তিঃ।

বৃত্তি অথবা কারিকায় ‘লক্ষ্যতে’র বদলে ‘প্রতিপাদ্যতে’ বললে ভাল হত। ‘লক্ষ্যতে’ বলায় ‘স্বাশ্রয়’ দোষ হয়।

লক্ষ্যার্থের সংজ্ঞা বদলে নিতে হবে : যঃ অন্য অর্থঃ লক্ষ্যতে, স লক্ষ্যার্থঃ।

লক্ষ্যার্থ এখানে কাৰ্য। শব্দ হল কৰ্তা। বাচ্যার্থ বা মূখ্যার্থ করণ। মূখ্যার্থের বৃত্তি বা ব্যাপার হল লক্ষণা। যেহেতু ‘করণং ব্যাপারবৎ’। তাই বলা হয়, লক্ষণা মূখ্যার্থনিষ্ঠ। বৃত্তিতে মূখ্যার্থের প্রতিশব্দ হল সাস্ত্রার্থ। ‘অন্তরেণ ব্যবধানেন সহিতঃ অর্থঃ সাস্ত্রার্থঃ।’ ব্যবধান অভিধা-নামক ব্যাপারের। কারণ প্রথমে শব্দ, মাঝখানে অভিধা, পরে বাচ্যার্থ বা মূখ্যার্থ। শব্দ—অভিধা—বাচ্যার্থ। শব্দ আর বাচ্যার্থের মাঝখানে ব্যবধান অভিধার। প্রশ্ন উঠবে, লক্ষণা যদি ‘বাচ্যার্থ-ব্যাপার’ হয়, তবে কেন বলা হল শব্দ-ব্যাপার? উত্তরে বলা হয়—ঔপচারিক প্রয়োগের ফলে অথবা আরোপের ফলে এরকম সম্ভব। এখানে বাচ্যার্থের

ধর্ম * আরোপ করা হল শব্দে। লক্ষণকে বলা হল আরোপিত শব্দ-ব্যাপার। অর্থাৎ লক্ষণা শব্দের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ব্যাপার নয়। এককথায়, 'আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ' বললে বোঝায় 'সাস্তরার্থনিষ্ঠঃ শব্দব্যাপারঃ'। ঔপচারিক বা আরোপ-মূলক প্রয়োগের উদাহরণ হল 'বিনিদ্র রজনী যাপন করিলাম'। আমি বিনিদ্র ছিলাম। কিন্তু এই বিনিদ্রতা-ধর্ম রজনীর উপর প্রয়োগ করা হল।

কারিকায় 'মুখ্যার্থবাধে.....প্রয়োজনাৎ'—অংশটুকুতে লক্ষণা প্রবর্তিত হওয়ার জন্য যে তিনটি শর্ত প্রয়োজন, তা বলা হয়েছে।

'মুখ্যার্থবাধে' তদ্ব্যোগে-তে ভাবে ৭মী। 'প্রয়োজনাৎ'-এ হেতৌ ৫মী। রুঢ়িতঃ—পঞ্চম্যর্থো তসিল্।

লক্ষণার তিনটি শর্ত হল : (১) মুখ্যার্থবাধ, (২) তদ্ব্যোগ এবং (৩) রুঢ়িত অথবা (৩) প্রয়োজনের যে কোন একটি।

লক্ষণার প্রথম শর্ত : 'মুখ্যার্থ-বাধঃ'

মুখ্যার্থস্য বাচ্যার্থস্য সংকেতিতার্থস্য বা বাধঃ অনূপ-
পত্তিঃ অনৌচিত্যং বা ইত্যর্থঃ।

বাধ = অপ্রযোজ্যতা, অনূপপত্তি, অনৌচিত্য।

পদঃ ৫, ৫৬-৫৭ বৃত্তি 'কর্মণি কুশলঃ'.....মুখ্যার্থস্য বাধে।

অব্যোগ—অ-প্রসঙ্গ।

দর্ভগ্রহণাদ্যব্যোগাৎ—দর্ভ-গ্রহণের প্রসঙ্গ না থাকায়।

ঘোষাদ্যধিকরণত্বাসম্ভবাৎ—ঘোষপল্লী-প্রভৃতির আধারত্বের অসম্ভব-হেতু, অর্থাৎ
গঙ্গা-স্রোত ঘোষপল্লীর আধার হতে পারে না বলে।

প্রশ্ন হল, 'কর্মণি কুশলঃ' এবং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—তে মুখ্যার্থের অপ্রযোজ্যতা কেন?

উত্তরে বলা হবে, 'কর্মণি কুশলঃ'—বাক্যে কুশল-শব্দের মুখ্যার্থ দর্ভ-গ্রহীতা 'কর্ম'—শব্দের অর্থের সঙ্গে অপ্রযোজ্য। 'কাজে দর্ভগ্রহীতা'—বললে কোন অর্থই হয় না।

কুশল-শব্দের বাচ্যার্থ দর্ভ-গ্রহীতার এই অপ্রযোজ্যতা-(বাধ)-র জন্য কুশল-শব্দের অন্য অর্থ আমাদের মনে ভেসে ওঠে। অন্য অর্থ হল : পটু বা চতুর। কুশলশব্দের অভিধা এই অর্থকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু লক্ষণা (অধিকতর শক্তিশালী বৃত্তি) পারে। অর্থাৎ মুখ্যার্থের অপ্রযোজ্যতার (বাধের) জন্যেই লক্ষণার অবগতি বা আশ্রয়।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—উদাহরণে গঙ্গা-শব্দের বাচ্য অর্থ গঙ্গা-প্রবাহ ঘোষপল্লীর সঙ্গে অসম্ভব হতে পারে না। কেননা, গঙ্গা-প্রবাহ বা গঙ্গা-স্রোত ঘোষপল্লীর আধার হতে

* ধর্ম = ব্যাপার = ক্রিয়া = বৃত্তি।

পারে না। এজন্যেই মূখ্যার্থের এখানে অনূপপত্তি বা অনববোধ (বাধঃ), বা অপ্রযোজ্যতা।

আর এজন্যেই গঙ্গা-শব্দের অর্থ বদ্বাছিঃ গঙ্গাতট। এটি লক্ষণা-বৃত্তি প্রতিপাদিত অর্থ। মূখ্যার্থের অনূপপত্তিই এই বৃত্তির বোধের কারণ।

দ্বিতীয় শর্তঃ তদ্-যোগঃ। তস্য মূখ্যার্থস্য লক্ষ্যার্থেন যোগঃ সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ।

তদ্-যোগে = বিবেচকহাদৌ সামীপ্যে চ সম্বন্ধে।

—বৃত্তি।

প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে কোন শব্দের অভিধানিক অর্থ ছাড়া অতিরিক্ত অর্থ যখন আমরা বুঝি, তখন সেই অতিরিক্ত অর্থকেই বলি লক্ষ্যার্থ। যেমন—বোলপুর কলেজ এবার শীর্ষ পেল। ‘বোলপুর কলেজ’—বলতে বোলপুর কলেজের খেলোয়াড়দের বুঝি। খেলোয়াড়—অর্থটুকু হল অতিরিক্ত অর্থ বা লক্ষ্যার্থ। অতিরিক্ত অর্থ বা লক্ষ্যার্থ কিন্তু কোন সময়েই একেবারে অবাস্তব হবে না। শব্দের বাচ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের যোগ বা সম্বন্ধ থাকা চাই। অন্য কথায়, লক্ষণা-র জন্য ‘তদ্-যোগ’ প্রয়োজন। ‘বোলপুর কলেজ’—বাচ্যার্থের সঙ্গে ‘খেলোয়াড়’—লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধ হল আধার-আধেয়। কলেজ আধার, খেলোয়াড় আধেয়।

‘কর্মণি কুশল’—এখানে কুশল-শব্দের বাচ্যার্থ ‘দর্ভগ্রহীতা’ আর লক্ষ্যার্থ ‘চতুর’—দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হলঃ বিবেচক বা বাছাই-করার গুণ। দর্ভগ্রহীতা এবং চতুর—দুইই ভাল-মন্দর মধ্যে ভাল বাছাই করতে সমর্থ।

‘গঙ্গায়ান ঘোষঃ’—এখানে গঙ্গা-শব্দের মূখ্যার্থ ‘গঙ্গাস্রোত’ এবং লক্ষ্যার্থ ‘তট’—দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল সামীপ্য। গঙ্গার গায়েই (=সমীপে) গঙ্গাতীর।

কারিকার ‘প্রয়োজনানং’—অংশটুকুর বৃত্তি করা হয়েছেঃ

‘গঙ্গাতটে ঘোষঃ’ ইত্যাদেঃ.....তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ প্রয়োজনানং।

একটি উদ্দেশ্য ছাড়া (প্রয়োজন ছাড়া) লাক্ষণিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। ‘গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী (অবস্থিত)’ বললে ঘোষপল্লীটি যে শীতল-স্নিগ্ধ এবং পবিত্র, —তা বোঝা যায়। (গঙ্গার হাওয়ায় শীতল-স্নিগ্ধ, এবং গঙ্গামাটির উপরে হওয়ায় পবিত্র) কিন্তু ঘোষপল্লীর স্নিগ্ধতা, পবিত্রতা প্রভৃতির আতিশয্য* বোঝাতে গেলে বলতে হয়—ঘোষপল্লীটি গঙ্গাগর্ভে (অবস্থিত) বা ‘গঙ্গায়ান ঘোষঃ’। যেমন গঙ্গার খুব কাছেই আমার মামার বাড়ী—এরকম বোঝাতে অর্থাৎ অতিনৈকট্য বোঝাতে বলি—গঙ্গার উপরেই আমার মামার বাড়ী। এখানে গঙ্গা-শব্দ লাক্ষণিক। গঙ্গা-শব্দের অর্থ এখানে গঙ্গা-প্রবাহ বা গঙ্গাস্রোত নয়। কারণ গঙ্গাস্রোতের উপর বাড়ী থাকা অসম্ভব। গঙ্গা-শব্দের অর্থ হলঃ গঙ্গাতীরের খুব কাছে।

পৃঃ ৫, ৫৭ যেখান ন তথা প্রতিপত্তিঃ

ন তথা = ন অতিশয়রূপেণ

যেখান = যেখান ধর্মিণ্যং বৈশিষ্ট্যাপানং বা।

* অতিশয্য = অতিশয় = আধিক্য = প্রাচুর্য।

তথা প্রতিপাদনাত্মকঃ তথা অতিশয়রূপেণ প্রতিপাদনম্ বোধনম্ আত্মা স্বরূপং
যস্য, তস্মাৎ । 'প্রয়োজনাৎ'-এর বিণ ।

লক্ষণার তৃতীয় শতঃ রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) এবং প্রয়োজন (উদ্দেশ্য)—দুয়ের মধ্যে
একটি । রূঢ়ি-প্রয়োজনান্যতরহ ।

বস্তুতঃ, সমস্ত লাক্ষণিক শব্দ-ব্যবহারের কারণ হল একটি উদ্দেশ্য অথবা বিশেষ
প্রয়োজন । যদিও বলা হয়েছে কখনও কখনও প্রসিদ্ধির ফলে (রূঢ়িতঃ) লাক্ষণিক
শব্দের ব্যবহার করা হয় ।

'কর্মণি কুশলঃ'—এখানে লাক্ষণিক শব্দ হল 'কুশলঃ' । এখানে লক্ষণা-বৃ্ত্তির
প্রবর্তনার অন্যতম হেতু হল প্রসিদ্ধি । এটি রূঢ়িলক্ষণার উদাহরণ । কুশলশব্দের
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা বাচ্যার্থ হল কুশ-ছেদক বা দর্ভগ্রহীতা (কুশং লাতি ছিনন্তি
ইতি) ।

'কর্মে ছবি-আঁকা, মূর্তি-নিগাণ ইত্যাদি কাজে) কুশল'—এরকম বাক্যে
কুশলের বাচ্যার্থ দর্ভগ্রহীতার সঙ্গে 'কর্মে'র সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হয় (মূখ্যার্থ-
বাধ হয়) । কিন্তু কুশল-শব্দের অন্য অর্থ পটু বা চতুর । এটি বাচ্যার্থ নয় ।
প্রশ্ন তবে কোন্ অর্থ ? উত্তর—লক্ষ্যার্থ । আর এরকম অর্থ শব্দের লক্ষণা-বৃ্ত্তির
ফলে সম্ভব ।

কুশল-শব্দের লাক্ষণিক অর্থ পটু বা চতুর কিন্তু প্রসিদ্ধ, সর্ব-জন-জ্ঞাত ।

প্রসিদ্ধি বা রূঢ়ির ফলেই এখানে লক্ষণা বোঝা সম্ভব হল ।

মূলতঃ, এখানেও কিন্তু একটি বিশেষ প্রয়োজনেই লক্ষণা-স্বীকার করতে হয়ে-
ছিল । প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যটি হল—ভাল-মন্দ বাছাই করার প্রবল ক্ষমতা বোঝানো
(বিবেচকত্বাতিশয়ঃ) । 'কর্মণি চতুরঃ' বললে 'কাজে বিবেচক বা পটু'—এরকম
বুঝি কিন্তু 'বিবেচকত্বাতিশয়' বোঝা যায় না ।

আসলে, দীর্ঘকাল ধরে শব্দগুলি এভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় এর প্রয়োগের মধ্যে যে
বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তা আমরা ভুলে গিয়েছি ।

তাই রূঢ়িলক্ষণাও মূলতঃ প্রয়োজন-লক্ষণাই ।

পৃঃ ৫, ৪৯ কারিকা ৫

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ = উপাদানম্ ।

স্ব = মূখ্যার্থ

সিদ্ধি = অস্বয়সিদ্ধি

পর = লক্ষ্যার্থ

আক্ষেপ = লক্ষণ, লক্ষণা-দ্বারা প্রতিপাদন ।

উপাদান = গ্রহণ, অন্তর্ভাব ।

কুস্তাঃ প্রবিশন্তি.....উপাদানেনৈয়ং লক্ষণা ।

আক্ষিপ্যন্তে—লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যন্তে ।

স্ব-সংযোগিনঃ = যষ্টি-সংযোগিনঃ পদরূপাঃ ।

আত্মনঃ = নিজের = মধ্যার্থের = কুন্ত এবং যষ্টি-রূপ মধ্যার্থের ।

কুন্ত = বর্শা, কুন্তী = বর্শাধারী । কুন্তাদিভ্যঃ — কর্তরি ওয়া ।

উপাদান-লক্ষণা

মধ্যার্থের অন্তর্ভাব-সহ বা মধ্যার্থ-সহ যখন লক্ষণা প্রবর্তিত হয়, তখন সেই লক্ষণাকে বলা হয় উপাদান-লক্ষণা । বাক্যার্থের সঙ্গে কোন পদের মধ্যার্থের সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্যই (= স্বসিদ্ধয়ে) লক্ষ্যার্থের প্রবর্তনা ।

বৃত্তিতে মম্মট উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ দিয়েছেন দুটি : (১) কুন্তাঃ প্রবিণাতি — বর্শাগর্দলি ঢুকছে । (২) যষ্টিঃ প্রবিণাতি — লাঠিগর্দলি ঢুকছে । বর্শা বা লাঠিগর্দলি ঢুকছে — বললে বুঝি বর্শাওয়ালা লোকেরা বা লাঠিধারী সৈনিকেরা ঢুকছে । বর্শা বা লাঠিগর্দলি ঢুকছে — বলার উদ্দেশ্য (প্রয়োজন) হল : কাতারে কাতারে বর্শাওয়ালা লোক বা লাঠিয়াল ঢুকছে — বোঝানো । ‘বর্শাওয়ালা লোকগর্দলি আসছে’ বললে তাদের অসংখ্য বোঝা যায় না ।

লক্ষণা তাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বা প্রয়োজনবতী । এখানে লক্ষ্যার্থদুটি হল — ‘বর্শাওয়ালা লোক এবং লাঠিয়াল’ । ‘বর্শাওয়ালা লোক’ — এই লক্ষ্যার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ‘কুন্ত’ শব্দের মধ্যার্থ ‘বর্শা’ । লক্ষণা তাই উপাদান-লক্ষণা । ‘লাঠিয়ালে’র বেলায়ও লক্ষণা একই রকম ।

এখানে লক্ষণার তিনটি শর্ত হল এ রকম :

প্রথম শর্ত মধ্যার্থবাধ । ‘বর্শাগর্দলি প্রবেশ করছে’ — বললে প্রবেশ-রূপ অর্থের সঙ্গে ‘বর্শা’ শব্দের ‘বল্লম’ রূপ অর্থের অসংগতি বা অনস্বর (বাধ) লক্ষ্য করা যায় । কারণ ‘বল্লম’ নিজীব বলে প্রবেশ করতে পারে না । তাই এখানে ‘বর্শা’-শব্দের ব্যবহারিক অর্থ (লক্ষ্যার্থ) দাঁড়ায় বর্শা-ওয়ালা লোক (স্ব-সংযোগী পদরূপ) ।

দ্বিতীয় শর্ত, তদ্‌যোগ । ‘বর্শা’ শব্দের মধ্যার্থের সঙ্গে ‘বর্শাওয়ালা লোকের’ — লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধ হল সংযোগ ।

তৃতীয় শর্ত, প্রয়োজন । এখানে প্রয়োজন হল বর্শা-ওয়ালাদের অসংখ্য বোঝানো ।

এখন সূত্র হল নতুন প্রসঙ্গ :

‘গৌরনন্দন্যঃ’ এবং ‘পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্তে’ — বাক্য দুটিকে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন মদকুলভট্ট ।

মম্মটের মতে, দুটির কোনটিতেই উপাদান-লক্ষণা নেই । বৃত্তিতে মম্মট বলেছেন —

‘গৌরনদ্বন্দ্ব্যঃ’.....তু শোদাহত’ব্য।

প্রতিজ্ঞাদিতম্ = বেদবিহিতম্।

অনুবন্ধনম্ = হননম্।

আক্ষিপাতে = লক্ষণয়া বোধ্যতে।

মে = জ্ঞাতাঃ। জ্ঞাতিয়।

জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে তিনটি প্রাণী-হত্যার নিয়ম ছিল। এর মধ্যে একটি হল : ষাড়। একটি বৈদিক বিধি রয়েছে এর জন্য : গৌরনদ্বন্দ্ব্যঃ।

মুকুল ভট্টের মতে, বৈদিক এই বাক্যটির গো-শব্দটি লাক্ষণিক। গো-শব্দের বাচ্যার্থ হল গোত্ব-জাতি। কেননা, জ্ঞাতিরূপ উপাধিই হল শব্দের সংকেতিতার্থ। ‘গোত্ব-জাতি’—এই মূল্যার্থ ‘অনুবন্ধ্যঃ’ এর অর্থ অনুবন্ধন বা হননের সঙ্গে অম্বিত হতে পারে না। কারণ, জাতি নিত্য পদার্থ। জ্ঞাতির হনন অসম্ভব। জাতি তাই ভাবতে থাকে—বেদের বিধান অনুসারে আমার হনন কিভাবে সম্ভব? এভাবে গোত্ব-জ্ঞাতিরূপ মূল্যার্থ বাধিত হয়। জ্ঞাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আধারার্থের-রূপ। ব্যক্তি আধার, জাতি আধেয়। তাই মূল্যার্থ‘বাধ’ এবং ‘তদ্‌যোগ’ থাকায় গোত্ব-জাতি গো-ব্যক্তিকে আক্ষিপ্ত করে, (লক্ষিত করে)। গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ। গো-ব্যক্তিকে বোঝাতে গো-শব্দের অভিধা অসমর্থ। তাই গো-শব্দের লক্ষণা স্বীকার করতে হয়। অভিধা একমাত্র গোত্ব-জ্ঞাতিকে বোঝায়। গোত্ব-জাতি হল বিশেষণ-ধর্ম বা ভেদক-ধর্ম। বিশেষ্য গো-ব্যক্তি। অভিধার শক্তি গোত্ব-জ্ঞাতিকে বা বিশেষণকে বৃদ্ধিয়েই ক্ষান্ত হয়। বিশেষ্যকে বা গোব্যক্তিকে আর বোঝাতে পারে না। তাই গোব্যক্তি অভিধা-বৃদ্ধি-প্রতিপাদিত অর্থ নয়। এটি লক্ষ্যার্থ।

এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন মুকুলভট্ট। উক্তিটি হল : বিশেষ্যঃ নাভিধা গচ্ছেৎ ক্ষণশক্তির্বিশেষণে। বিশেষণেই অর্থাৎ বিশেষণকে বোঝাতে গিয়েই [অভিধার] শক্তি ক্ষণ হয়ে পড়ে। অভিধা বিশেষ্যকে তাই আর বোঝায় না (ন গচ্ছেৎ)।

এই উক্তি বা নীতিটি একটি সত্যের প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, অভিধা যদি একের পর এক অর্থকে বোঝাত, তাহলে অভিধা-নামক শব্দ-ক্ষমতার আর শেষ বলে কিছু থাকত না।

পৃঃ ৫, ৪৯ “গৌরনদ্বন্দ্ব্যঃ” ইত্যাদৌ.....ইতি ন্যায়ঃ। অংশটুকু মুকুল-ভট্টের বক্তব্য।

মন্মট বলেছেন—ইতি অর্থাৎ উপরি-উক্ত ভাবে ‘গৌরনদ্বন্দ্ব্যঃ’—বাক্যে উপাদান-লক্ষণা আছে, বলা বৃদ্ধিবদ্ধ নয়। কারণ :

লক্ষণার প্রথম দ্রুতি শত্ পূরণ হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় শত্টি অর্থাৎ ‘বৃদ্ধি-প্রয়োজনান্যতরত্ব’ পূরণ হয় নি।

প্রথমতঃ এখানে মূল্যার্থ হল গোত্ব-জাতি। জ্ঞাতির কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে

পারে না। তাই 'গৌরনুবন্ধ্যঃ'-কে লক্ষণার উদাহরণ বললে, এর জন্যে সম্ভবতঃ কোন 'প্রয়োজন' থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি লক্ষণার অন্যতম শর্ত। রূঢ়িভিত্তিক লক্ষণা তখনই হতে পারে, যখন দেখি, শব্দটি বেশ কিছুদিন মূখ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং পরে লক্ষ্যার্থে বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে আর পুরোমাত্রায় এখন মূখ্যার্থে ত্যাগ করেছে। যেমন 'কুশল' শব্দ একসময় 'দর্ভ-গ্রহীতা'র অর্থে ব্যবহৃত হত, এখন ব্যবহৃত হয় 'প্রবীণ' বা 'দক্ষ' অর্থে। এখন কুশল-শব্দটি দর্ভ-গ্রহীতার অর্থ পুরো-পুরি ছেড়ে দিয়েছে।

(১) 'গৌরনুবন্ধ্যঃ'-র গো কিন্তু কখনই গোত্বজাতির (মূখ্যার্থের) অর্থে ব্যবহৃত হত না।

(২) আর গো-র কল্পিত লক্ষ্যার্থ গোব্যক্তি পুরোপুরি [মূখ্যার্থ-কল্পিত] গোত্বজাতিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কারণ গোত্বজাতি যদি না থাকে, তাহলে গোব্যক্তিকে গো বলা যায় না।

'গৌরনুবন্ধ্যঃ'—বাক্যে গো-পদের মূখ্যার্থ গোত্ব-জাতি থেকে ধারণা আসে গো-ব্যক্তির। মাধ্যম অনুমান। কারণ, জাতি এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য (সমবায়)। জাতি ভাবগত ধারণা (abstract idea) বলে ব্যবহারের বিষয়ও হতে পারে না। তাই অনুমানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে দ্যোতিত করে। ব্যক্তি জাতির আশ্রয়।

ঘটনাটির সঙ্গে সাধারণ একটি ঘটনার মিল আছে। একটি লোককে যখন জল-আনতে বলা হল তখন পরোক্ষভাবে একটি বালতিও আনতে বলা হল কারণ, সে বালতিতেই জল আনবে।

যথা ক্রিয়তামিত্যত্র...ভক্ষয় ইত্যাদি চ

অবিনাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত চারটি অনুমানের উদাহরণ দিয়েছেন মম্মট।
(১) ক্রিয়তাম্ (২) কুরদ্ (৩) প্রবিশ (৪) পিন্ডীম্।

'.. কথং মে স্যাদি'তি জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে।

'আক্ষিপ্যতে' পদটি এখানে 'লক্ষ্যতে' অর্থে ব্যবহৃত অথচ একটু পরেই 'ব্যস্ত্য-বিনাভাবিত্বাৎ...জাত্যা ব্যক্তিঃ আক্ষিপ্যতে' তে 'অনুমানীয়ে' অর্থে ব্যবহৃত।

তেমনি 'ন তু শব্দেন উচ্যতে'তে উচ্যতে 'অভিধীয়তে'র অর্থে ব্যবহৃত।

এইগুলি বোঝা দক্ষের। মম্মটের শিথিল শব্দ-প্রয়োগ অনেকখানি বিরক্তিকর।

'পীনো দেবদন্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে'—মুকুলভট্ট এটিকে উপাদানলক্ষণার উদাহরণ বলেছেন। পীন=মোটা, স্থূল।

স্বপক্ষে শূন্য হইল এরকম :

'দিবা ন ভুঙ্ক্তে'র মূখ্যার্থ, 'দেবদন্তস্য পীনশব্দ'-এর সঙ্গে অম্বিত হতে পারে

না। ∴ মৃথ্যার্থবোধ। তাই মৃথ্যার্থ লক্ষিত করে : দেবদত্ত দিনে খায় না, তবে রাতে খায়। এখানে লক্ষ্যার্থ = দিনাভোজনোপলক্ষিত-রাত্রিভোজন।

মৃথ্যার্থ = দিবা-অভোজন।

এখানে লক্ষ্যার্থের মধ্যে মৃথ্যার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই উপাদান-লক্ষণা।

লক্ষণার দ্বিতীয় শত 'তদ্‌যোগ'। এখানে লক্ষ্যার্থ 'রাত্রিভোজন' এবং মৃথ্যার্থ 'দিনা অভোজন'-এর মধ্যে লব্ধ হল কার্যকারণরূপ। রাত্রিভোজন কার্য, দিবা-অভোজন কারণ।

তৃতীয় শত : প্রসিদ্ধি অথবা উদ্দেশ্য থাকা। এখানে লক্ষণার মূলে উদ্দেশ্য হল : উৎকর্ষ-প্রতীতি বা আশ্চর্য-প্রতীতি। লক্ষণা তাই প্রয়োজনবতী। এভাবে উপাদানলক্ষণার উদাহরণ হিসাবে সমস্ত শতগুলিই পূর্ণ হয়।

এর বিরুদ্ধে মম্বট কেবল বলেন : 'রাত্রিভোজন লক্ষ্যার্থ নয় (ন লক্ষ্যতে)। কারণ 'পীনো...ভুঙ্তে' বাক্যটি শ্রুতার্থাপত্তি বা অর্থাপত্তির বিষয়।

অর্থাপত্তি

মীমাংসক এবং এক শ্রেণীর বৈদান্তিক অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে যথাক্রমে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ প্রমাণ বলেন। অর্থাপত্তি = অর্থের স্বীকার বা গ্রহণ।

কোন বস্তু দেখে বা শুনে, বস্তুর স্বরূপসিদ্ধির জন্য কখনও কখনও অতিরিক্ত অর্থের স্বীকার বা অনুমান করতে হয়। সম্যক্ জ্ঞান (প্রমা) লাভের এটিও একটি হাতিয়ার (= প্রমাণ)। 'কখনও দেখে, কখনও শুনে'—বলেই অর্থাপত্তি দূরকম : দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থাপত্তি।

প্রভাকর এবং প্রভাকর-অনুসারী মীমাংসকেরা স্বীকার করেন দৃষ্টার্থাপত্তি। আর কুমারিল ও কুমারিল-অনুসারীরা স্বীকার করেন শ্রুতার্থাপত্তি।

মম্বটের যুক্তি এখানে খুব দুর্বল। কেননা, অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলেন মীমাংসকেরা, আলংকারিকেরা নয়। 'পীনো...ভুঙ্তে'-তে উপাদান-লক্ষণা—বলেছেন মদকুলভট্ট, যিনি অন্যতম আলংকারিক। আবার উদাহরণটি তিনটি শতও গুরুণ করে। কাজেই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, মদকুলভট্টের যুক্তিই এখানে সঠিক।

পৃঃ ৬; ৫৮ 'গঙ্গায়্যং ঘোষঃ' ইত্যত্র...লক্ষণেনৈযা লক্ষণা।

উপাদান-লক্ষণার আলোচনার শেষে, 'গৌরনৃবশ্যঃ' এবং পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্তে' মদকুলভট্ট-উক্ত এই দুটি উদাহরণকে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ হতে পারে না প্রমাণ কোরে, মম্বট লক্ষণ-লক্ষণার আলোচনা সম্বন্ধ করেছেন এখানে।

লক্ষণ-লক্ষণা = লক্ষণোপলক্ষিতা লক্ষণা।

লক্ষণম্ = স্বার্থসমপর্ণম্। স্বার্থ—মৃথ্যার্থ।

'গঙ্গায়্যং ঘোষঃ' তে কেবল গঙ্গাশব্দই লাক্ষণিক। 'ঘোষ' বাচক। ঘোষপক্ষী ঘোষণাশব্দের মৃথ্যার্থ।

গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা প্রয়োজনবতী। প্রয়োজন হল, শৈত্যপাবনস্বাদ্যতিশয়-প্রতীতি।

উভয়রূপা চেয়ে.....অমিশ্রিতমাং।

এটুকু 'উক্তা শব্দেব সা দ্বিধা'-র বৃত্তি।

উপাদান-লক্ষণা এবং লক্ষণ-লক্ষণা—শব্দক ; উপচারমিশ্রিত নয় বলে। 'উপচারা-মিশ্রিতা শব্দা'। উপচারমিশ্রিতা গোণী'।

উপচার-শব্দের অর্থ ২ রকম। (১) সাধারণ এবং (২) বিশেষ।

(১) উপচার বা উপচারিক প্রয়োগের সাধারণ অর্থ হল—শব্দের অতিপ্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহার। যেমন, 'গঙ্গায়্যং ঘোষঃ', 'কুস্তাঃ প্রবিশস্তি'—প্রভৃতি প্রয়োগগুলিতে গঙ্গা এবং কুস্ত-শব্দ অতিপ্রসিদ্ধ বা একটু অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত।

'কিচিং তাদর্থ্যাদুপচারঃ'—অংশটুকুতে উপচার শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) উপচার শব্দের বিশেষ অর্থ হল—মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে সাদৃশ্য-বশতঃ কোন শব্দের লক্ষ্যার্থে প্রয়োগ।

আলোচ্য বৃত্তিতে অর্থাৎ 'উপচারেণামিশ্রিতত্বাৎ'—অংশটুকুতে উপচার-শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুখ্যচন্দ্রঃ, মানবকঃ অগ্নিঃ—প্রভৃতি এর উদাহরণ।

মুকুন্দভট্ট তাই বলেছেন উপচার-দ্ব'রকম—(১) শব্দ উপচার (সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত) এবং (২) গোণ উপচার (বিশেষার্থক)।

অনয়োভেদয়োঃ.....লক্ষণায়াঃ কো ভেদঃ ?

এই অংশটুকু মুকুন্দভট্টের মতবাদের প্রতিবাদ। মুকুন্দের মতে, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণায় বাচ্যার্থ (লক্ষক) এবং লক্ষ্যার্থ (লক্ষ্য)-কে ভিন্ন (তটস্থ) বলে বোঝা যায়। অন্যদিকে, সারোপ এবং সাধ্যবসান-লক্ষণায় দুটিকে অভিন্ন বলে মনে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 'গঙ্গায়্যং ঘোষঃ'—তে গঙ্গা-শব্দের বাচ্যার্থ জলপ্রবাহ এবং লক্ষ্যার্থ তট পরস্পর ভিন্ন এবং নিরপেক্ষ। 'গঙ্গায়্যাম্'-এ লক্ষণ-লক্ষণা।

'কুস্তাঃ প্রবিশস্তি'-র কুস্ত (বশা) এবং কুস্ত-ওয়ালারূপ অর্থ ও তাই। 'কুস্তাঃ' তে উপাদান-লক্ষণা।

মম্বট এর বিরোধিতা করেছেন 'অনয়োঃ...কো ভেদঃ' অংশটুকুতে। মম্বট বলেন : সারোপ এবং সাধ্যবসান-লক্ষণায় মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে যতখানি অভেদবৃত্তি হয়, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণায় ততখানিই অভেদ-প্রতিপত্তি সম্ভব। কারণ, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণা উভয়েই প্রয়োজনবতী। সাধারণতঃ লক্ষণার উদ্দেশ্য হল—কিছু বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জিত করা, যে বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে মুখ্যার্থনিষ্ঠ কিন্তু লক্ষ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ।

প্রতিপাদনের ইচ্ছা=প্রতিপাদয়িষা।

প্রতিপাদয়িষিত = প্রতিপাদ্য।

প্রতিপাদনে = লক্ষণয়া বোধনে।

‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’—বাক্যে গঙ্গা-শব্দে লক্ষণ-লক্ষণা। গঙ্গা-র লক্ষ্যার্থ হল গঙ্গা-তট। উদ্দেশ্য (প্রতিপাদয়িষিতপ্রয়োজন) হল, তট অতিশয় শৈত্যপবিত্রতাদি-যুক্ত—এরকম বোঝা (সম্প্রত্যয়)।

এখন ঐ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বোঝা যেতে পারে যদি তটকে জলপ্রবাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে বড়ি। কারণ, শৈত্য এবং পবিত্রতার মত গুণগুণি যথার্থভাবে প্রবাহেরই বৈশিষ্ট্য! ঐগুণি তটের বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীত হতে পারে তবেই যদি তট এবং প্রবাহের অভেদবোধ হয়। কিন্তু ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ থেকে প্রবাহের সঙ্গে তীরের যদি সাধারণ সম্বন্ধই বড়ি এবং অভেদ-সম্বন্ধ না বড়ি তাহলে ‘গঙ্গাতটে ঘোষঃ’ অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দ যেখানে বাচক এবং ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দ যেখানে লাক্ষণিক—তার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না।

পৃ: ৫, ৫০ অন্য সারোপা, যত্র তু বিষয়ী তথা বিষয়ঃ উক্তৌ। কারিকা
৬ ক. খ.

বিষয়ী = আরোপ্যমাণঃ = উপমানম্।

বিষয়ঃ = আরোপবিষয়ঃ = উপমেয়ঃ।

পৃ: ৫, ৫১/৬ গ. ঘ. অন্যস্মিন্ (বিষয়ে) বিষয়ন্তঃকৃতে [সতি] সা [লক্ষণা]
সাধ্যবসানিকা (=সাধ্যবসানা) স্যাৎ।

অন্যস্মিন্—ভাবে ৭মী। বিষয়ে, আরোপবিষয়ে, উপমেয়ে। বিষয়িণা
অন্তঃকৃতে = বিষয়্যন্তঃকৃতে, তয়া তৎ।

বিষয়িণা = আরোপ্যমাণেন = উপমানেন।

‘মুখচন্দ্রঃ উদেতি’—বাক্যে মুখ বিষয়, চন্দ্র বিষয়ী। মুখ-শব্দে লক্ষণা
(সারোপা)। সারোপা আরোপভিত্তিক। তাই রূপক অলংকারের মূল।

অন্যদিকে, সাধ্যবসান (নিগরন, গ্রাস)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হল সাধ্যবসান
লক্ষণা। এই লক্ষণা অতিশয়োক্তি-অলংকারের মূল। এখানে উপমেয়ের বা
বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। খুব সুন্দর মুখ দেখে যখন বলি—‘চন্দ্রঃ উদেতি,’
তখন দেখা যায় মুখের উল্লেখ নেই অথচ মুখের অর্থ উপস্থিত। এখানে লক্ষণা
সাধ্যবসানা।

সারোপ লক্ষণায় বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ গোপন করা হয় না (অনপহৃতভেদ),
দুটিই উল্লিখিত থাকে। যেমন, মুখচন্দ্রঃ উদেতি।

সাধ্যবসানায় ভেদ গোপন থাকে। বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। যেমন চন্দ্রঃ
উদেতি।

৭ ক. খ. গ. তথা [চ]—ইমৌ ভেদৌ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধস্তরতঃ চ গোপৌ
শব্দৌ চ বিভক্তৌ।

সম্বন্ধান্তরতঃ = অন্য সম্বন্ধের ফলে = সাদৃশ্যভিন্ন অন্য সম্বন্ধের জন্য।

এই সম্বন্ধগুণি হল : সামীপ্য, সারূপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য এবং কারণকাম্য-ভাব।

বৃষ্টি / 'ভৈদৌ' এর বিণ ৩টি (১) ইমৌ (২) আরোপাধাবসানরূপৌ (৩) সাদৃশ্যহেতু।

'অত্র হি স্বার্থসহচারিণঃ গুণাঃ ইত্যপরে' অংশটুকুতে 'গৌবাহীক' উদাহরণকে কেন্দ্র করে গোণ-লক্ষণার প্রবর্তনা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মত উল্লেখ করা হয়েছে। ইতি কোচিং, ইতি অন্যে, ইতি অপরে—এরকম বলা হয়েছে। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিবাদ। এবং তৃতীয়টি অসম্ভব। মন্তব্যের মতও এটিই।

গোণলক্ষণার প্রবর্তনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মত :

(১) প্রথম মত :

গোশব্দ অভিধা-দ্বারা প্রকাশ করে মূখ্যার্থ গোত্র, লক্ষণা-দ্বারা প্রকাশ করে গো-গত-জাড্যাদ্যাদি এবং পুনরায় অভিধা-দ্বারা প্রতিপাদন করে 'বাহীক'রূপ অর্থ (পরার্থাভিধানে প্রবৃতিনিমিত্তকমূখ্যার্থ)।

গোশব্দাঃ অভিধয়া গোত্রম্,

লক্ষণয়া গোগতজাড্যাদয়ঃ,

পুনরভিধয়া বাহীকঃ।

মতটি ভ্রান্ত। কেননা প্রথম স্তরে অভিধা গোত্রকে বৃদ্ধিয়েই বিরত হয়, (ক্রান্ত হয়)। তৃতীয় স্তরে আর অভিধা প্রবর্তিত হতেই পারে না।

পরার্থাভিধানে = পরার্থে বাহীকঃ, তস্য অভিধানে অভিধয়া বোধনে।

(২) দ্বিতীয় মত :

গোশব্দাঃ—অভিধয়া গোত্রম্,

লক্ষণয়া স্বার্থসহচারিগুণাভেদরূপসম্বন্ধেন বাহীকগতাঃ জাড্যাদয়ঃ, আক্ষেপেণ অনামানেন অবিনাভাবেন বা বাহীকঃ।

এটি প্রথম মতের প্রতিবাদ। প্রথম মতে বলা হয়েছে—তৃতীয় স্তরে গোশব্দের অভিধা আবার কাজ করে এবং পরার্থ (বাহীকার্থ) বোঝায়। বলা হয়েছে—ন তু পরার্থেই অভিধীয়তে। গোশব্দের অভিধা দ্বারা নয়, কিন্তু বাহীক-গুত গুণগুণি থেকে অনুমানের দ্বারা বাহীক-রূপ অর্থ পাওয়া যায়।

সমালোচনা : গোশব্দের লক্ষণা কত্বে বাহীকগত জড়তাদির প্রতিপাদন—ঘটনাটিকে অসম্ভব বলে মনে হয়। আবার তার পরে লক্ষ্যার্থ হ'তে 'বাহীক' অর্থের অনুমান—ঘটনাটিও বিশ্বাস-উৎপাদক নয়।

(৩) তৃতীয় মত :

গোশব্দাঃ—অভিধয়া গোত্রম্,

লক্ষণয়া সাধারণ-গুণাশ্রিতয়া বাহীকঃ।

গোশব্দের মূখ্যার্থ গোষ । লক্ষ্যার্থ বাহীক । দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—সাধারণগুণা-শ্রয় বা সামান্যিকরণ-রূপ । মূখ্যার্থ গোষের সঙ্গে বাহীকের সম্বন্ধ-স্থাপন না হওয়ায় মূখ্যার্থ বাঘ ।

এখানে একটি তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন : গো-শব্দ জাতিবাচক । জাতি-ই গো-শব্দের উপাধি । উপাধি শব্দের মূখ্যার্থ । ∴ গোশব্দের বাচ্যার্থ গোষ । কিন্তু ‘আক্ষেপে’র মাধ্যমে এখানে গো-ব্যক্তিকেও বদ্ব্যবহার । কেননা, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সংজ্ঞা—ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে মূখ্যার্থে তত্তদ্ব্যক্তিকেও বদ্ব্যবহার আক্ষেপের মাধ্যমে ।

তৃতীয় মতটিই অবাস্তব । মন্তব্যের মতও এটিই । মন্তব্যটিকে সমর্থন করেছেন কুমারিলের উদ্ধৃতি দিয়ে । উদ্ধৃতির মূল অংশটি হল :

লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিণ্টা তু গোণতা ।

এটি কুমারিলের গোণী বৃত্তির (= যা মন্তব্যের গোণ লক্ষণের অনুরূপ) লক্ষণ । এখানে বলা হয়েছে : লক্ষ্যার্থের গুণগুণিলির সঙ্গে বাচ্যার্থের সম্বন্ধ থাকার ফলেই এই বৃত্তি ব্যাপৃত হয় । গুণ-গত (গুণ-সম্পর্কিত) বৃত্তি বলে বৃত্তির নাম গোণ । মূলতঃ—‘সাধারণগুণাশ্রয়ত্বেন’ অংশটুকু সমর্থনের জন্য এই উদ্ধৃতি ।

এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে :

লক্ষ্যমাণো যো বাহীকঃ, তস্য গুণৈঃ জাড্যমাস্ত্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধঃ বাচ্যার্থস্য গাবঃ ইত্যর্থঃ, তস্মাৎ । লক্ষ্যমাণে বাহীকে যে জাড্যমাস্ত্যাদয়ো গুণাঃ সন্তি তে এব বাচ্যে গবি বর্তন্তে অতঃ সদৃশগুণাশ্রয়ত্বাৎ সাদৃশ্যাদ্ বা ইয়ং বৃত্তিঃ গোণী ইতি ইষ্যতে ।

এখানে ‘যোগ’ বলতে বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের গুণগুণিলির মধ্যে যোগ । ‘বাচ্যার্থস্য লক্ষ্যার্থগুণানাং চ মধ্যে যোগঃ’ । বাচ্যার্থের গুণগুণিলিও লক্ষ্যার্থের গুণের মত বলেই এই সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠা বা যোগ । আর এই সম্বন্ধই গোণী বৃত্তিকে ব্যাপৃত করে অর্থপ্রকাশে ।

কুমারিলের সমগ্র কারিকারটি হল এরকম :

“অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতিলক্ষণোচ্যতে ।

লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিণ্টা তু গোণতা ॥”

শ্রোত্রকটি কুমারিলের ‘তত্ত্ববাস্তবিক’ থেকে উদ্ধৃত । প্রথম লাইনটি কুমারিলকৃত লক্ষণের লক্ষণ । মন্তব্যের শুদ্ধলক্ষণ এবং কুমারিলের লক্ষণের স্বরূপ এক ।

অভিধেয়ঃ বাচ্যার্থঃ (প্রবাহাদিঃ মণ্ডাদিবা), তেন অবিনাভূতঃ সম্বন্ধঃ অর্থঃ ইত্যর্থঃ (ভটাদিঃ মণ্ডস্থবালকাদিবা), তস্য প্রতীতিঃ জ্ঞানং লক্ষণা ইতি উচ্যতে ।

কুমারিলের মতে, বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থের প্রতীতিই লক্ষণা । ‘অবিনাভাব’ বলতে এখানে নাস্তরীয়কত্ব, নিয়ত সম্বন্ধ, অব্যভিচারী সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বোঝানো হয় নি । ‘অবিনাভাবে’র অর্থ সাধারণ সম্বন্ধ । কারণ ‘অবিনাভাবে’র অর্থ নিয়ত সম্বন্ধ হলে (তত্ত্ব = অবিনাভাবস্য নাস্তরীয়কত্বে), ‘মণ্ডাঃ ক্রোশস্তি’

উদাহরণে 'মন্ত্যঃ'-তে লক্ষণা বদ্ব্যতাম না। কেননা, 'মন্ত্যঃ' বলিতে 'মন্তব্যবালক্যঃ' বোঝায়। আর বালকেরা সব সময়ের জন্য মাচায় শুয়ে নেই।

বিতীয়তঃ অবিনাভাবের অর্থ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ হলে বাচ্যার্থের দ্বারা (= মাচা-অর্থের দ্বারা) লক্ষ্যার্থ (মাচায় শুয়ে থাকা বালকেরা) অনর্দগিত হত। লক্ষ্যার্থ হত অননুমেষ। লক্ষণা-স্বীকারের দরকার হত না, বদলে অননুমানের কাজ চুক যেত।

তাই অবিনাভাব = সম্বন্ধ = সাদৃশ্যাভিন্ন সম্বন্ধ, কারণ শব্দ লক্ষণা-স্বরূপেই কুমারিলের লক্ষণার লক্ষণ।

এভাবে দেখা গেল—গৌণীলক্ষণার প্রবর্তনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মতের অবতারণা করেছেন মম্বট। কিন্তু মনে হতে পারে—'বাহীকো গোঃ'—এরকম গৌণীলক্ষণার ক্ষেত্রে সকলেই বদ্ব্যতামে পারে : 'গোঃ' লক্ষিত করে 'গোসদৃশ-জাড্যাদিমান্ পদ্রুযঃ'—কে অর্থাৎ 'বাহীকঃ'কে। দ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্যই এর কারণ। আর দুটি শব্দই একই অর্থকে দোতীত করে (একার্থাভিধায়ক)। এদের সামান্যধিকরণ্যও তাই সমর্থনীয়।

বস্তুতঃ, এরকম বদ্ব্যতামেই যথেষ্ট। তাই এই সরল-সহজ বিষয়ের উপর আরও দুটো মতের অবতারণার দরকার ছিল বলে মনে হয় না।

পৃঃ ৬, ৫১ 'আয়দ্ব্যতম্'.....আরোপাধ্যবসানে।

অন্যঃ সম্বন্ধঃ সম্বন্ধাস্তরম্।

কাষ'কারণভাবাদিলক্ষণং স্বরূপং যস্য তৎ, ইদৃশং পূর্বং কারণং যয়োঃ তে = কাষ'-কারণ-ভাবাদিলক্ষণপূর্বে।

আয়দ্ব্যতম্ / যত—কারণ, আয়দ্ব্যতম্—কাষ'।

আয়দ্ব্যতম্ = আয়দ্ব্যজনক। 'আয়দ্ব্যতম্' শব্দের লক্ষণা শব্দ সারোপা লক্ষণা।

আয়দ্ব্যবেদম্ / ইদম্ ('যতম্' অনর্দগিত) কারণ, আয়দ্ব্যতম্—কাষ'। 'আয়দ্ব্যতম্'

শব্দে লক্ষণা শব্দ সাধ্যবসানা।

'অপি' = তাদর্থ্য, তাৎকর্ম্য, অবয়বাবয়বী,

স্বস্বামিভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ।

অত্র গোণভেদয়োঃ.....কাষ'কারিহাদি।

এই অংশটুকুতে চার রকমের লক্ষণার প্রয়োজন অথবা উদ্দেশ্য কী, তা বলা হয়েছে।

প্রথমে গোণ লক্ষণার দুটি ভেদের প্রয়োজন। পরের লাইনে শব্দ লক্ষণার দুটি ভেদের (শব্দ সারোপ এবং শব্দ সাধ্যবসানের) প্রয়োজন বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে : যে কোন গোণ সারোপ লক্ষণার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হল—'ভেদেহপি তাদৃশ্যপ্রতীতিঃ'। 'বাহীকো গোঃ', 'মদ্ব্যং চন্দ্রঃ', 'মানবক্য অগ্নিঃ'—এই সব গোণ সারোপ লক্ষণায় 'প্রয়োজন' হল 'ভেদেহপি তাদৃশ্যপ্রতীতিঃ'। তেমনি, যে কোন গোণ সাধ্যবসান লক্ষণায় (গাম্ আহবয়তি, চন্দ্রঃ উদেতি, অগ্নিঃ

কুপাতি-র মত) প্রয়োজন হল 'সর্বথা অভেদাবগমঃ'। আসলে, একমাত্র সম্বন্ধ সাদৃশ্যের উপর গৌণ লক্ষণা প্রতিষ্ঠিত বলে এর সব উদাহরণেই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। শব্দ লক্ষণার (শব্দ সারোপ এবং শব্দ সাধ্যবসানের ক্ষেত্রে কিন্তু পৃথক্। অজস্র সম্বন্ধের ফলে এই লক্ষণার উদ্ভব। তাই প্রতিটি উদাহরণে একটি পৃথক্ উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব।

যেমন, আর্যদ্বৈতম্ (শব্দ সারোপ)-এ প্রয়োজন 'অন্যবৈলক্ষণ্যেন কাৰ্যকারিত্বম্' এবং 'আর্যদ্বৈতম্' (শব্দ সাধ্যবসান)-এ 'অব্যভিচারেণ কাৰ্যকারিত্বম্' আরও ৪টি শব্দ সাধ্যবসানের প্রয়োজন এরকম :

ইন্দ্রঃ / ব্যভিচারেণ ইন্টপ্রদত্তম্।

রাজা / অনতিক্রমণীয়াজ্ঞত্বম্।

অগ্রহস্তঃ / বলাধিক্যম্।

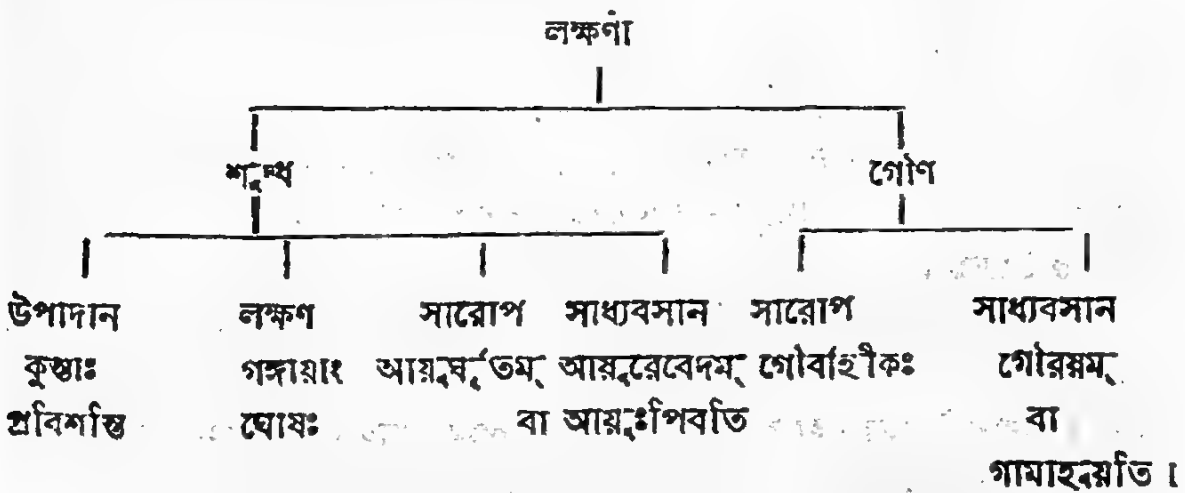
তক্ষা / তক্ষাকর্মণৈপদ্যম্।

পৃঃ ৭, ৬০ কা. ৭ ঘ. লক্ষণা তেন ষড়্বিধা।

কারিকা ৭ ক. খ. গ. এ লক্ষণার চাররকম ভেদ বলা হয়েছে—(১) গৌণ সারোপ, (২) গৌণ সাধ্যবসান, (৩) শব্দ সারোপ, এবং (৪) শব্দ সাধ্যবসান।

∴ (তেন = উক্তচাতুর্বিধ্যপ্রতিপাদনে) দুটি ভেদ সহ (আদ্যভেদাভ্যাং সহ), অর্থাৎ শব্দ উপাদান এবং শব্দ লক্ষণা সহ লক্ষণা হয় ৬ রকম।

তাই মশ্মটের লক্ষণার ভেদ হল এরকম :



পৃঃ ৬, ৫২ কীচং ভাদর্যং.....অতক্ষা তক্ষা।

বলা হয়েছে : সাদৃশ্যভিন্ন সম্বন্ধের ফলে শব্দ লক্ষণার উদ্ভব। এই সম্বন্ধ হতে পারে—(১) সাম্যাত্ম্য, (গঙ্গায়াং ঘোষঃ) (২) কার্যকারণভাব (আর্যদ্বৈতম্) (৩) সাদৃশ্য (৪) বৈপরীত্য এবং (৫) সমবায়।

সমবায়ের মধ্যে আছে—(১) অবয়ব-অবয়বভাব।

(২) জাতি-ব্যক্তিভাব।

- (৩) আধার-আধেয়ভাব ।
- (৪) সামান্য-বিশেষভাব ।
- (৫) গদ্য-গদ্যীভাব ।
- (৬) ভূতাম্বামিভাব ।
- (৭) সংযোগ ।

এই বৃত্তিকুতে মন্মট চারটি সম্বন্ধের ফলে উদ্ভূত চারটি শব্দ (সাধ্যবসান) লক্ষণার উদাহরণ দিয়েছেন । এই সম্বন্ধগুলি হল (১) তাদর্থ্য

(২) ভূতাম্বামিভাব

(৩) অবয়বাবয়বিভাব

(৪) তাৎকর্ম্য

স্থানা বা হাড়িকাঠ ইন্দ্রের জন্য (ইন্দ্রার্থ, তদর্থ) । তাই হাড়িকাঠ এবং ইন্দ্রের মধ্যে সম্বন্ধ হল তাদর্থ্য । ইন্দ্রের (বিষয়ীরও) জন্য হাড়িকাঠকেও (বিষয়কেও) ইন্দ্র বলা হয় ।

বিষয় হাড়িকাঠ অনঙ্গস্থিতি । বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ সাদৃশ্য-সম্বন্ধ নয় । তাই লক্ষণা শব্দ সাধ্যবসান । অন্যগুলিও এরকম । অ-সূত্রধারকে (বিষয়) সূত্রধার (বিষয়ী) বলা হলে দেখা যাবে অসূত্রধার 'তাৎকর্ম্য'* হয়ে গিয়েছে । সূত্রধার ও অসূত্রধারের সম্পর্ক তাই তাৎকর্ম্য ।

মন্মট-কৃত লক্ষণার শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা

(১) ভেদগুলি স্পষ্ট এবং বিগলিত নয় । একটি ভেদ আর একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । যেমন, 'আয়ুর্ঘৃতম্', 'আয়ুরবেদম্', 'গোবাহীকঃ', 'গোরয়ম্'—এই চারটিকে যথাক্রমে, শব্দ সারোপ, শব্দ সাধ্যবসান, গৌণ সারোপ এবং গৌণ সাধ্যবসানের উদাহরণ বলা হয়েছে । কিন্তু এই ৪টিকেই লক্ষণ-লক্ষণারও উদাহরণ বলা যেতে পারে । কারণ, সবগুলিতেই 'আয়ুঃ' এবং 'গৌঃ' শব্দের মূল্যার্থ পরিত্যক্ত হয়েছে ।

(২) 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এবং 'কুস্তাঃ প্রবিশন্তি'—উদাহরণ দুটিকে যথাক্রমে লক্ষণ-লক্ষণা এবং উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ বলা হয়েছে । কিন্তু এদুটি আবার সাধ্যবসান লক্ষণার উদাহরণ হতে পারে । কারণ, প্রথম উদাহরণে—বিষয় তট, বিষয়ী গঙ্গা-কর্তৃক গ্রস্ত হয়েছে (—তটের idea একেবারে out হয়ে গিয়েছে) ।

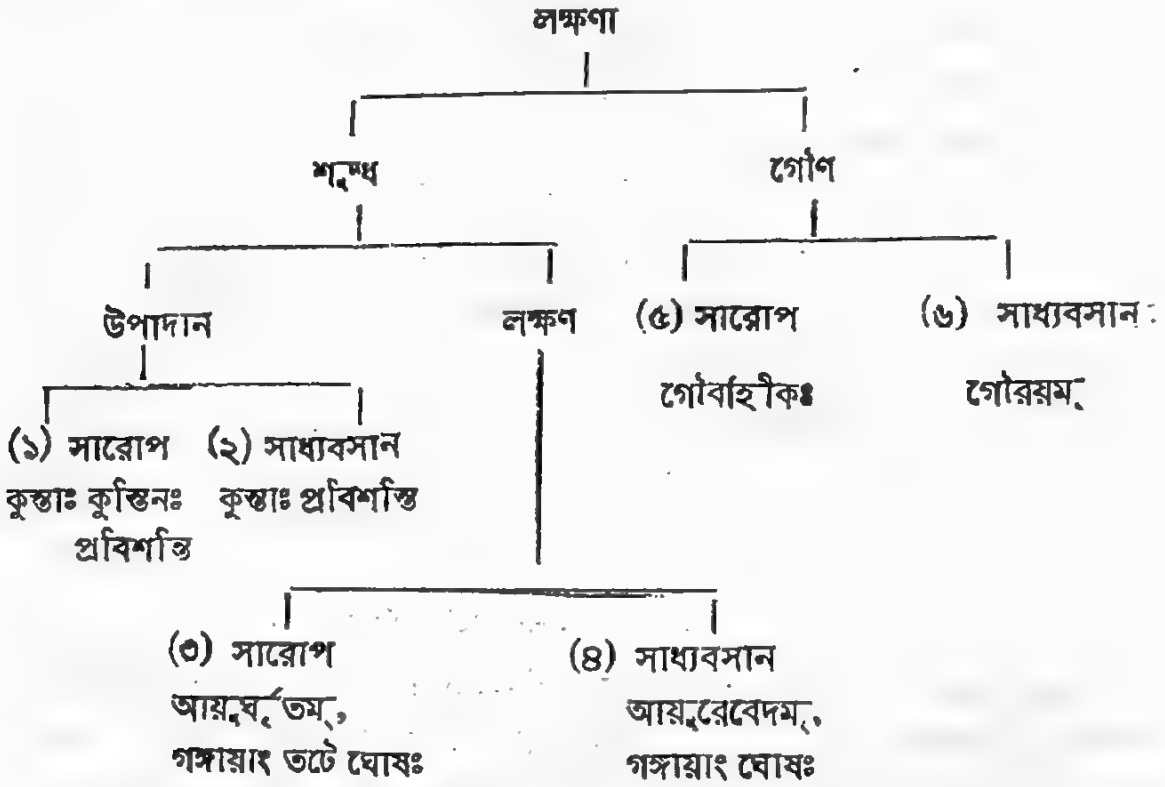
গ্রাস = অধ্যবসান ।

দ্বিতীয় উদাহরণে—বিষয় 'কুস্তী পদ্রুশ', বিষয়ী 'কুস্ত' কর্তৃক গ্রস্ত ।

কাছেই দেখা যায়, মন্মটের লক্ষণার শ্রেণীবিভাগই সহজ-সরল এবং ব্যবহার-উপযোগী কিন্তু খুঁটিনিষ্ঠ নয় ।

* তস্য সূত্রধারস্য কর্মস্য সং = তাৎকর্ম্য ।

মম্মটের কারিকা এবং বৃষ্টি থেকে উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগই মম্মটের চিহ্নিত —এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের বিখ্যাত টীকাকার গোবিন্দ ঠাকুর বলেন—উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ মম্মটের চিহ্নিত নয়। তাঁর মতে, মম্মট-অভিপ্রেত শ্রেণীবিভাগ হল এরকম :

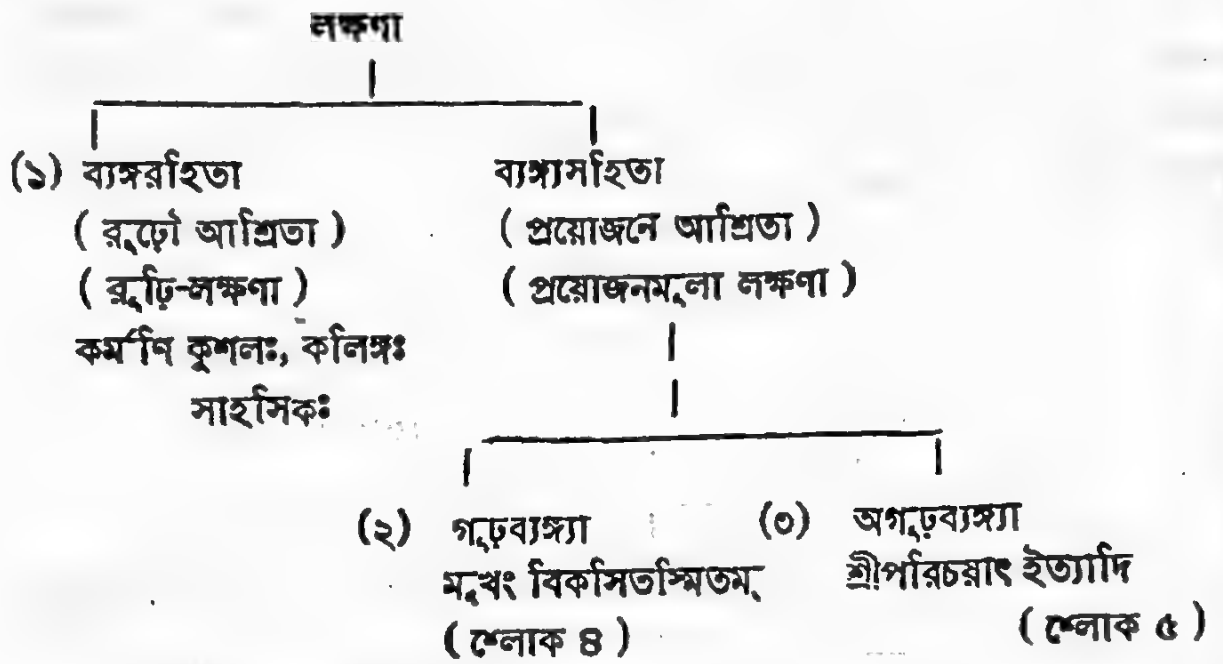


আসলে, মম্মটের প্রকৃত শ্রেণীবিভাগের দোষগুলি এড়াবাই জন্যে গোবিন্দঠাকুর এরকম বলেছেন। কিন্তু মম্মট যে সত্যি সত্যি এভাবে লক্ষণাকে ভাগ করতে পারেন নি, তা দুটি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে।

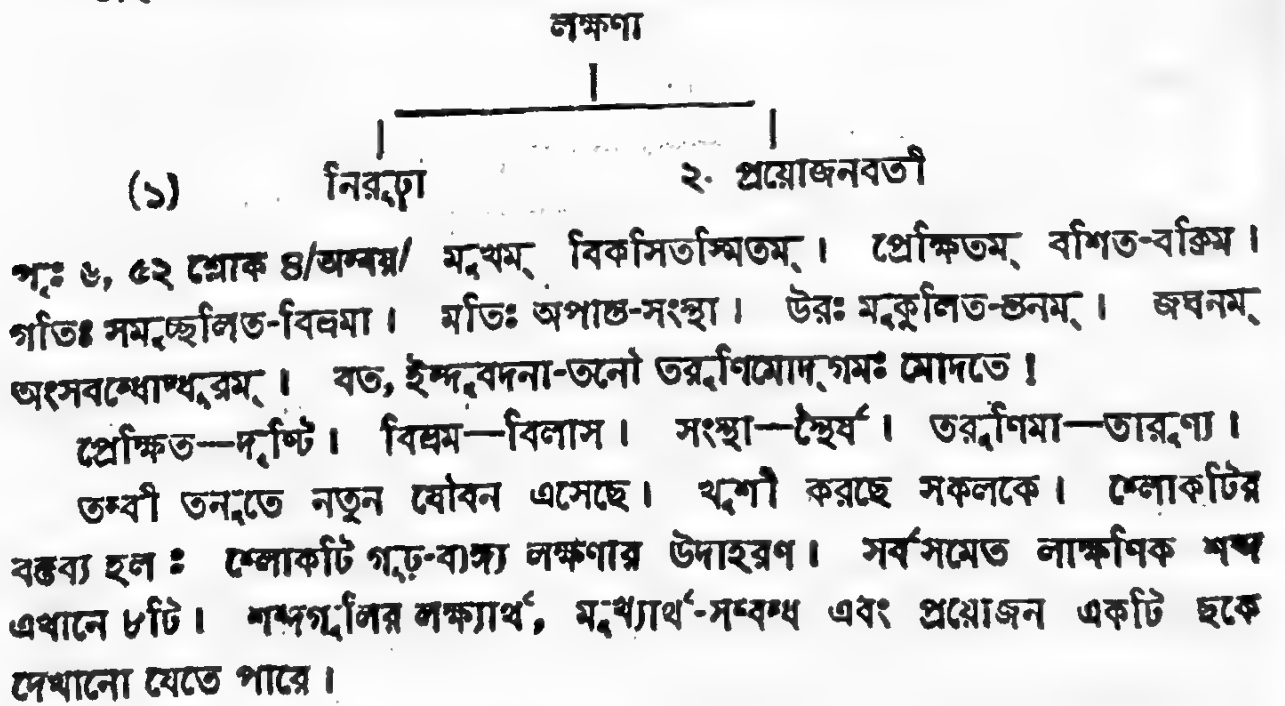
প্রথমতঃ, ‘কুস্তাঃ কুস্তিনঃ প্রবিশন্তি’ এবং ‘গঙ্গায়্যং তটে ঘোষঃ’—বাক্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এ দুটিকে যথাক্রমে ‘শুদ্ধ উপাদান সারোপ’ এবং ‘শুদ্ধ লক্ষণ সারোপ’—এর উদাহরণ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করলে বলতে হয় : মম্মট ‘শুদ্ধ উপাদান সারোপ’-এর উদাহরণ দেন নি এবং ‘শুদ্ধ লক্ষণ সাধ্যবসান’-এর ২টি উদাহরণ দিয়েছেন।

কারিকা ৮এ নতুন মানদন্ড নিয়ে লক্ষণাকে ভাগ করেছেন মম্মট। মানদন্ডটি হল ব্যঙ্গার্থের অভিধ্ব এবং অনভিধ্ব। এরকম বিভাগে লক্ষণা হল তিন রকম।



তাই জগন্নাথের লক্ষণার শ্রেণীবিভাগের প্রধান দুটি ভাগ হল :



লক্ষ্যার্থকঃ শব্দঃ	মুখ্যার্থবাহকঃ	লক্ষ্যার্থঃ	মুখ্যার্থসম্বন্ধঃ	গুরুত্ব ব্যয়ঃ প্রয়োজনঃ
বিকাশিত	বিকাসন্য পুষ্কল্যস্য স্মিতে বাধঃ	প্রসূত	কার্যকারণভাবঃ । বিকাসঃ প্রসারণস্য কারণম্ ।	সৌরভম্
বশিত	বশীকরণস্য চেতন- ধর্মস্য প্রেক্ষিতে বাধঃ	স্বাধীন	কার্যকারণভাবঃ । বশীকরণং স্বাধীনত্বস্য কারণম্ ।	স্বেচ্ছা স্বীকারঃ
সমুচ্ছিন্নিত	সমুচ্ছিন্নন্য উদ্ভেদ- গমন্য মৃত্যুধর্মস্য অমৃত্যুতে বিজ্ঞম বাধঃ	প্রাদুর্ভূত	কার্যকারণভাবঃ । সমুচ্ছিন্ননং প্রাদুর্ভাবস্য কারণম্ ।	বহনং সাহাজিকত্বং বা
অপাণ্ড	অপাসন্য ত্যাগস্য চেতনধর্মস্য অচেতনারাং মতো বাধঃ	দুরীভূত	কার্যকারণভাবঃ । অপাসনং দুরীভবনস্য কারণম্ ।	অতিশয়- ত্বম্
মুকুলিত	মুকুলিতত্বস্য পুষ্কল্যস্য স্তন্যোবাধঃ	কিঞ্চি- দনত্বম্	সাধর্ম্যম্ মুকুলি- তত্বং কিঞ্চিদনত্বং চ বিকসিতাবয়- বত্বাং সমানে ।	আলিঙ্গন- যোগ্যত্বং কঠিনত্বং বা
উদ্ধর	উদ্ধৃত্তবরাবত্বস্য চেতনধর্মস্য জঘনে বাধঃ	সিদ্ধ	সাধর্ম্যম্ । উদ্ধরণং সিদ্ধং চ ভারসহন- কমত্বাং সমানে ।	রতি- যোগ্যত্বম্
উদ্গমঃ	উদ্গমনস্য মৃত্যুধর্মস্য অমৃত্যু- যৌবনে বাধঃ	প্রাদুর্ভাবঃ	কার্যকারণভাবঃ । উদ্গমনং প্রাদুর্ভাবস্য কারণম্ ।	আকর্ষকত্বম্
মোদতে	মোদস্য চেতনধর্মস্য যৌবনোদ্গমে বাধঃ	সাত্ত্বিক প্রসন্ন	ধর্মধর্মিত্বাৎ । সাত্ত্বিকপ্রসন্নং মোদস্য ধর্মঃ ।	আনন্দ- জনকত্বম্

শ্লোক ৫ ঐশ্বর্যের আশ্রয় ক্ষমতা বলা হয়েছে শ্লোকটিতে । জড়বস্তু ও ঐশ্বর্য-
শালী হ'লে বিদ্যমানের কার্যকলাপে দক্ষ হতে পারে । আর একটি ঘটনা দিলে
তথ্যটি সমর্থন করা হয়েছে । যৌবন কতটুকু একাই ভরসীকে মোহন ভঙ্গীতে পটু
করে তোলে ।

এখানে লাক্ষণিক শব্দ 'উপদিশতি'।

'উপদেশ দেওয়া' চে তনয়ম' বলে 'উপদিশতি' অচেতন যৌবন-মদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না। ম্ভ্যার্থ' ব্যাহত হয়। লক্ষ্যার্থের অবকাশ মেলে। লক্ষ্যার্থ' তাই 'আবিস্করোতি'। সম্বন্ধ কার্য' কারণভাব। প্রয়োজনঃ চেষ্টা ছাড়াই শিক্ষা।

শ্লোক ৪ / 'গূঢ়-বাক্য' বলে উত্তম কাব্যের উদাহরণ।

শ্লোক ৫ / 'অগূঢ়-বাক্য' বলে মধ্যম বা গূঢ়ীভূতবাক্যের উদাহরণ।

দ্রবকমের লক্ষণার এই ভেদকে একীভূত করা যেতে পারে। আগের ৬টি ভেদের সব কটিই প্রয়োজনবতী। এই প্রয়োজন বা বাক্যার্থ' গূঢ় অথবা অগূঢ় হতে পারে বলেই, প্রয়োজনবতী লক্ষণা হতে পারে ১২ রকম। অন্যদিকে, নিরূঢ় বা অব্যাক্তা লক্ষণা একরকম। সব মিলে মশ্মটের মতে লক্ষণা ১৩ রকম।

তদ্ভুল্লক্ষণিকঃ। তস্যাঃ লক্ষণয়াঃ ভূঃ আশ্রয়ঃ = তদ্ভূঃ।

পৃঃ ৭, ৫২

এটি লাক্ষণিক বা লক্ষক শব্দের লক্ষণ।

লক্ষক-শব্দের লক্ষণ এবং আলোচনা এখানেই শেষ। এখন ব্যঞ্জক শব্দের কথা বলা প্রয়োজন। এজন্য ব্যঞ্জনা কি, তা বলা প্রয়োজন। তাই বলেছেন : 'তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ'।

ব্যঞ্জনা

অভিধা এবং লক্ষণাকে শব্দের বৃত্তি বলে অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শব্দের আরও একটি বৃত্তি ব্যঞ্জনাকে মানেন নি—মীমাংসক, নৈয়ায়িক এবং আরও অনেকে।

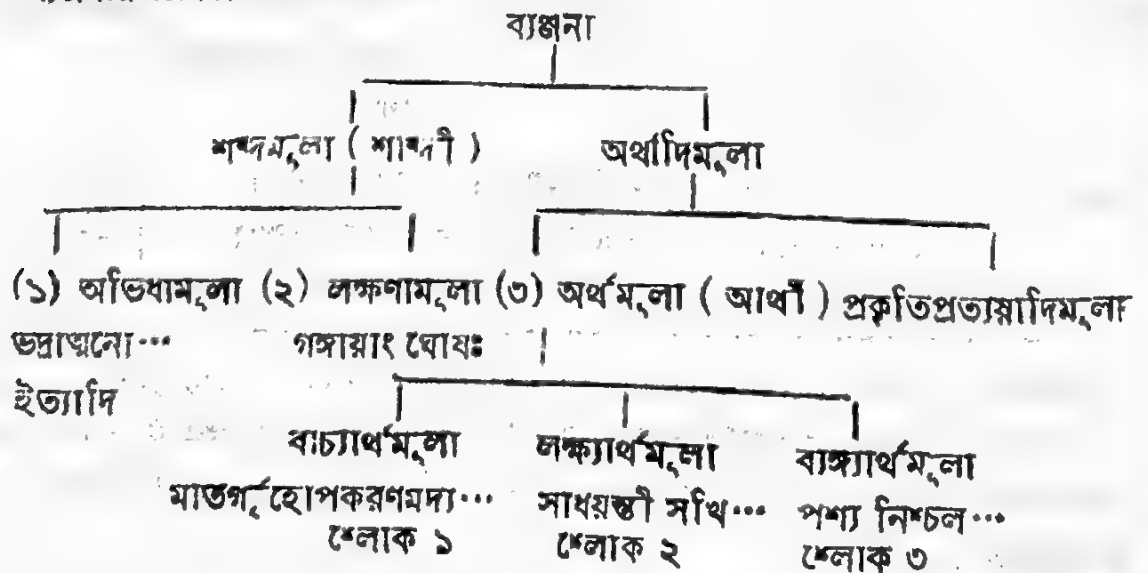
মশ্মট ব্যঞ্জনার আলোচনা শুরুর করেছেন এভাবে : তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।

তত্র = লাক্ষণিকে শব্দে।

ব্যঞ্জনাত্মকঃ = লক্ষণামূল-ব্যঞ্জনাত্মকঃ।

মশ্মট 'লক্ষণামূলব্যঞ্জনা' দিয়ে ব্যঞ্জনার আলোচনা শুরুর করেছেন, ব্যঞ্জনার সাধারণ লক্ষণ দিয়ে নয়।

ব্যঞ্জনার শ্রেণীবিভাগ এরকম :



দ্বিতীয় উল্লাস

মম্মট অভিধামূল এবং লক্ষণামূল ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন দ্বিতীয় উল্লাসে।
অর্থমূল ব্যঞ্জনা আলোচিত হয়েছে তৃতীয় উল্লাসে। এই উল্লাসেই অবশ্য অর্থী
ব্যঞ্জনার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কারিকা ২ ক. ৩০ র নীচে।

পৃঃ ৭, ৫০ কা, ৯ গ. ঘ. + ১০ ক.খ.

ষস্য [ফলস্য] প্রতীতিম্ আধাতুম্ লক্ষণা সমুপাস্যতে, [তস্মিন্] ফলে
শব্দৈকগম্যো [সতি] অত্র ক্রিয়া ব্যঞ্জনাৎ অপরা ন [ভবতি]।

ষস্য = শীতষপাবনাদিরূপস্য ফলস্য।

প্রতীতিম্ = জ্ঞানম্।

আধাতুম্ = জনয়িতুম্।

সমুপাস্যতে = আশ্রিত্যে।

ফলে = প্রয়োজনে।

অত্র = প্রয়োজনস্য বিষয়ে, with reference to this motive.

বৃষ্টি—

তস্মাদেব শব্দাৎ = তস্মাৎ লাক্ষণিকাৎ শব্দাৎ। ‘শব্দাৎ’ এর উপর জোর
থেকে বোঝা যায়, মম্মট হয়ত বলতে চেয়েছেন : শব্দাৎ এব, ন তু শব্দেতর-
প্রমাণাভ্যাম্ অর্থাৎ অনূমানপ্রত্যক্ষাভ্যাম্।

দুটি কারিকার এই অংশটুকুতে ‘লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনা’র লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
আসলে ব্যঞ্জনার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে এই লক্ষণ।

পৃঃ ৭, ৫০ / কারিকা ১০ গ.

সময় = সংকেত।

বৃষ্টি / তত্র = পাবনবাদ্যো = পবিষ্ঠতাদিরূপ অর্থে।

কারিকা ৯ গ. ঘ., ১০ ক. খ. এবং গ.—অংশটুকুতে সাধারণভাবে ব্যঞ্জনার
সত্যতা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন মম্মট। দেখিয়েছেন : যে বৃষ্টিটি ‘প্রয়োজন’
প্রতিপাদন করল তা ‘অভিধা’ নয় কারণ গঙ্গা-শব্দের অভিধা ‘প্রবাহে’ই শেষ।
‘জলপ্রবাহ’ অবধিই গঙ্গা-শব্দের সময় বা সংকেত, তটের শৈত্যপাবনবাদ্যাদি অবধি নয়।

কারিকা ১০ ঘ. থেকে কারিকা ১২ ক. খ. অবধি (এগুলির বৃষ্টিতেও অর্থাৎ...
‘প্রকৃতাপ্রতীতিকং অনবস্থা ভবেৎ’-অবধি) অংশটুকুতে মম্মট বক্তব্য রেখেছেন দ্বিতীয়
লক্ষণাবাদীর বিরুদ্ধে।

কা. ১১/ নো = ‘ন’—অর্থক অব্যয়। এতস্মিন্ = প্রয়োজনে [লক্ষয়িতব্যে]।

ন প্রয়োজনম্ = অন্যৎ প্রয়োজনম্ ৭।

‘এতস্মিন্ ন প্রয়োজনম্’-র বৃষ্টি ‘নাপি প্রয়োজনে লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্’।

কারিকা ১১/ স্বলঙ্গতিঃ...স্বলঙ্গী প্রচ্যুতা ভবন্তী গতিঃ বোধকতারূপ-
সামর্থ্যং ষস্য তাদৃশঃ।

‘ন চ শব্দঃ স্থলদগতিঃ’-র বৃত্তি হল :

নাপি গঙ্গাশব্দঃ তটমিব প্রয়োজনম্ প্রতিপাদয়িতুম্ অসমর্থঃ ।

∴ স্থলদগতিঃ = প্রতিপাদয়িতুমসমর্থঃ ।

গঙ্গা-এই লাক্ষণিক শব্দটি কেবল তটরূপ লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করে তাই নয়, পবিত্রতা-প্রয়োজনকেও প্রতিপন্ন করে; ‘প্রয়োজন’ প্রতিপন্ন করতে শব্দটির সামর্থ্য স্থগিত হয় নি বা হারিয়ে যায় নি। ‘প্রয়োজন’ অবশ্য প্রতিপন্ন করে ব্যঙ্গনার মাধ্যমে ।

যোগঃ ফলেন নো / ফলেন = প্রয়োজনে, দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদী প্রস্তাবিত লক্ষ্যার্থের সঙ্গে ।

কারিকা ১২ / মূলক্ষরকারিণী = প্রকৃতাপ্রতীতিকং ।

এবমপি = প্রয়োজনং চৈব লক্ষ্যতে

= পাবনত্বাদি-প্রয়োজনং দ্বিতীয়য়া লক্ষণয়া লক্ষ্যতে চৈব ।

প্রয়োজন লক্ষিত হতে পারে না। কারণ ২টি—(১) প্রস্তাবিত দ্বিতীয় লক্ষণার ক্ষেত্রে তিনটি শব্দের কোনটিই নেই। (২) দ্বিতীয় লক্ষণা স্বীকার করলে অনবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

অনবস্থা/ একটি দোষ। কোন একটি অবস্থা বা সিদ্ধান্তে না আসাই অনবস্থা।

লক্ষণা হয় প্রয়োজনভিত্তিক, না হয় প্রসিদ্ধিভিত্তিক হবে। অর্থাৎ লক্ষণা আমাদের একটি প্রয়োজন প্রতিপন্ন করবে। গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা প্রতিপন্ন করছে তটের শৈত্য এবং পবিত্রতা। দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদীর মতে, তট-রূপ অর্থেরও লক্ষণা রয়েছে। প্রকাশ করছে শৈত্য-পবিত্রতাদি লক্ষ্যার্থ। কিন্তু দ্বি. ল. বা. কে প্রশ্ন করা চলে, এই লক্ষণা কোন্ প্রয়োজন প্রতিপন্ন করল? দ্বি. ল. বা. উত্তর দিতে পারবেন না। আর উত্তর দিলেও বিপদ। দ্বি. ল. বা. যদি বলেন, প্রয়োজন প্রতিপন্ন করল। ধরা যাক—‘ঘোষ’। ব্যঙ্গনাবাদী বলেনঃ এতে অনবস্থার সৃষ্টি হবে। কেননা, দ্বিতীয় এই প্রয়োজনকে (‘ঘোষ’ বলে কল্পিত) লক্ষিত করার জন্যে পাবনত্বাদি-রূপ লক্ষ্যার্থে অবস্থিত আর একটি তৃতীয় লক্ষণার দরকার হবে। ৩য় লক্ষণারও একটি ৩য় প্রয়োজন কল্পনা করতে হবে। এইভাবে যেমনি লক্ষণা-স্বীকারের দিক থেকে, তেমনি প্রয়োজন-স্বীকারের দিক থেকে আমরা এমন একটি অবস্থায় আসতে পারব না, যেখানে থামতে পারব। যুক্তির দিক থেকে এই সিদ্ধান্ত-হীনতা বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব পাবনত্বকে লক্ষ্যার্থ না বলে ব্যঙ্গ্যার্থ বলাই যুক্তিযুক্ত।

ব্যঙ্গনাবাদীর বিরোধী পক্ষ দুটিঃ (১) দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদী এবং (২) বিশিষ্টলক্ষণাবাদী। এই দুই বিরোধী পক্ষের যুক্তিকে নস্যাৎ করে মশমট প্রতিষ্ঠা

করেছেন ব্যঞ্জনা। দেখিয়েছেন, ব্যঞ্জনা একটি পৃথক্ বৃত্তি, ব্যঞ্জনার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

মন্মঠের বক্তব্যঃ ‘গঙ্গাতটে ঘোষঃ’ এর বদলে ‘গঙ্গায়্যঃ ঘোষঃ’ ব্যবহার করার সময় আমরা একটি ‘প্রয়োজন’ের দিকে লক্ষ্য রাখি, একটি প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে বোঝাতে চাই (‘প্রয়োজন-প্রতিপাদয়িত্ব’ থাকে)। অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চাই—ঘোষপল্লী অথবা তট অত্যন্ত শীতল এবং পবিত্র। তাই ‘প্রয়োজন’টি হলঃ ঘোষপল্লী বা তটের শৈত্যপাবনত্ব প্রভৃতি। এখন বক্তব্য হলঃ ‘গঙ্গায়্যঃ ঘোষঃ’ তে লক্ষক ‘গঙ্গা’ শব্দ লক্ষণার মাধ্যমে ‘গঙ্গাতট’ অবধি অর্থ প্রকাশ করে। আর তটের শৈত্যপাবনত্ব-রূপ বাড়তি অর্থটুকু গঙ্গা-শব্দের ‘ব্যঞ্জনা’ প্রতিপন্ন করে। একদল বলেনঃ তটের শীতলতা এবং পবিত্রতাকে প্রতিপন্ন করে গঙ্গা-শব্দের অভিধা। উত্তরে মন্মঠ বলেনঃ গঙ্গা শব্দের সংকেত, স্রোত বা জলপ্রবাহে-ই শেষ। ঐ শব্দের অভিধা তাই স্রোত অবধি বোঝাতে পারে। আসলে, তট অবধিই গঙ্গা-শব্দের সংকেত নেই। গঙ্গাতটের ধর্ম শৈত্য, পাবনত্ব তাহলে কেমন করে বাচ্যার্থ হতে পারে? মন্মঠ বলেনঃ শৈত্য-পাবনত্বাদি অর্থ কেবল ব্যঞ্জনাই বোঝাতে পারে।

মন্মঠ বনাম দ্বিতীয় লক্ষণবাদী

দ্বিতীয় লক্ষণবাদীর বক্তব্যঃ বিরোধী একদল চিন্তাবিদ বলেনঃ ‘পাবনত্বাদি ধর্ম’ কে লক্ষণাই বোঝাতে পারে। গঙ্গা-শব্দের প্রথম লক্ষণা যেমন গঙ্গাতট-কে বোঝিয়েছে, তেমনি ‘গঙ্গাতট’-অর্থের লক্ষণা (গঙ্গা-শব্দের ২য় লক্ষণা) পাবনত্বাদিকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজনঃ লক্ষণা আসলে অর্থ-বৃত্তি (মুখ্যার্থ-ব্যাপার), লক্ষণাকে ঔপচারিক অর্থে শব্দবৃত্তি (শব্দব্যাপার) বলা হয়। দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদী এটুকু (লক্ষণা অর্থব্যাপার বা অর্থনিষ্ঠ বৃত্তি) মনে রেখে বলেছেনঃ গঙ্গাতট-অর্থের লক্ষণা (ঔপচারিক প্রয়োগের সাহায্যে—গঙ্গা-শব্দের দ্বিতীয় লক্ষণা) পাবনত্বাদি-অর্থটুকু (‘প্রয়োজন’টুকু) প্রতিপাদন করে।

মন্মঠের বক্তব্যঃ কিন্তু দ্বি. ল. বা. ভুলে গিয়েছেনঃ লক্ষণা অর্থনিষ্ঠ ব্যাপার ঠিক কথা। কিন্তু অর্থনিষ্ঠ মানে মুখ্যার্থ-নিষ্ঠই, লক্ষ্যার্থনিষ্ঠ নয়। দ্বি. ল. বা. বলেছেনঃ ‘পবিত্রতাদি’ অর্থটুকু গঙ্গাতট-অর্থের লক্ষণা (গঙ্গা শব্দের ২য় লক্ষণা) বোঝাবে। কিন্তু গঙ্গাতট মুখ্যার্থ নয়। গঙ্গাতট লক্ষ্যার্থ। কাজেই ২য় লক্ষণা গঙ্গাতট-রূপ অর্থনিষ্ঠ হতে পারে না।

আর, গঙ্গাতট-রূপ লক্ষ্যার্থনিষ্ঠ লক্ষণা প্রবর্তিত হতে গেলে তিনটি শর্তেরও প্রয়োজন। শর্ত-তিনটি হল—মুখ্যার্থবাধ, মুখ্যার্থযোগ এবং রূঢ়িপ্রয়োজনান্য-তরঙ্গ। মন্মঠ দেখিয়েছেনঃ তিনটি শর্তের একটি শর্তও নেই। প্রথমতঃ, গঙ্গাতটকে যদি মুখ্যার্থ বলা হয় (আসলে লক্ষ্যার্থ), তাহলে দেখা যাবে, গঙ্গাতট-রূপ অর্থের ঘোষপল্লীরূপে অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতি (বাধা) নেই। যেহেতু গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী অস্তিত্বশীল হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ‘গঙ্গাতট’কে

মধ্যার্থ বলা হলে, আর 'পাবনত্বাদি'কে লক্ষ্যার্থ বলা হলে দুয়ের মধ্যে কোন যোগ বা সম্বন্ধও পাওয়া যাবে না। কারণ পাবনত্বাদি গঙ্গার ধর্ম (বৈশিষ্ট্য), গঙ্গাতটের ধর্ম নয়। তৃতীয়তঃ বলা যাবে না যে, তট শব্দের 'পবিত্রতাদি'-অর্থে কোন রুঢ়ি বা প্রসিদ্ধি আছে। আবার, 'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' এর বদলে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রয়োগ করার পেছনে যেমন যুক্তি দেখাই যে, গঙ্গার প্রয়োগ (গঙ্গা-র লক্ষণা) একটি প্রয়োজন (১ম প্রয়োজন) প্রতিপন্ন করে; তেমনি গঙ্গাতট-রূপ অর্থের লক্ষণাও একটি প্রয়োজন ব্যক্ত করে—এরকম বলতে পারি না। কারণ, সেরকম কোন প্রয়োজনের কথা মনে আসে না।

মম্মটের আরও একটি যুক্তি হল এরকম : সাধারণতঃ, কোন শব্দ যখন [অভিধা দিয়ে] একটি [বাক্যার্থের সঙ্গে] সঙ্গত অর্থ বোঝাতে সামর্থ্যহীন হয়, তখনই শব্দটির লক্ষণা-বৃত্তি স্বীকার করি। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'-তে গঙ্গাশব্দ (বাচক গঙ্গাশব্দ) তট-রূপ অর্থ বোঝাতে শক্তিহীন হয়ে পড়ায় আমরা বলেছি : ওর আর একটি ক্ষমতা (লক্ষণা) তটকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু 'পাবনত্বাদি' বোঝাতে গঙ্গা-শব্দ শক্তিহীন নয় (ন স্থলদগ্ধতিঃ), পাবনত্বাদিকে বোঝাচ্ছে, এবং 'ব্যঞ্জনার' মাধ্যমে।

এই যুক্তিটি অবশ্য খুব সবল নয়।

উপরন্তু, দ্বিতীয়লক্ষণাবাদী যদি বলেন : প্রথম লক্ষণার [প্রয়োজনবতী লক্ষণার] প্রয়োজন (শৈত্যপাবনত্বাদি) বোঝাতে দ্বিতীয় লক্ষণা সমর্থ; তাহলে মম্মট দ্বি. ল. বা. কে প্রশ্ন করবেন : ২য় লক্ষণার (= প্রয়োজনবতী লক্ষণার) প্রয়োজন বোঝাবে কে? তৃতীয় লক্ষণা কি? আর তৃতীয় লক্ষণা স্বীকার করলে উত্তরোত্তর একটি শব্দেরই [গঙ্গার] অসংখ্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করতে হয় একটির স্থির অবস্থায় এসে পৌঁছবেও না। অনবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে হবে।

সব মিলিয়ে মম্মটের বক্তব্যের সারাংশ হল দুটি তথ্যে। (১) প্রস্তাবিত ২য় লক্ষণা প্রবর্তিত হতে পারে না, তিনটি শব্দের অভাবের ফলে। (২) ২য় লক্ষণা স্বীকার করলে আবার ৩য় লক্ষণা, ৩য় লক্ষণা স্বীকার করলে আবার ৪র্থ লক্ষণা স্বীকার করতে হয় এবং উত্তরোত্তর অসংখ্য লক্ষণা স্বীকার করতে হয় এবং অনবস্থার সম্মুখীন হতে হয়; যা বুদ্ধিজগতে বাস্তবীয় নয়। এবার বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে ব্যঞ্জনাবাদীর (মম্মটের)।

'পাবনত্বাদিধর্ম-যুক্তমেব.....তৎ কিং ব্যঞ্জনয়া?' অংশটুকু বিশিষ্টলক্ষণাবাদীর মন্তব্য। 'ননু' দিয়ে আলাদা করে দিয়েছেন মম্মট। অন্যদিকে কারিকা ১২ গ. ঘ. এবং সমগ্র ১০ কারিকায় (বৃত্তি সমেত) রয়েছে ব্যঞ্জনাবাদীর যুক্তি ও বক্তব্য।

পৃঃ ৭, ৫৪ ননু.....ব্যঞ্জনেন?

বক্তব্য বিশিষ্ট লক্ষণাবাদীর। প্রয়োজনম্ = অধিকস্যা অর্থস্য প্রতীতিঃ = পাবনত্বাদিপ্রতীতিঃ।

কা. ১২ গ. ঘ. সহিতম্ = বিশিষ্টম্।

লক্ষণীয়ম্ = লক্ষ্যার্থঃ।

বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদী বনাম ব্যঞ্জনাবাদী

বিশিষ্ট লক্ষণাবাদী / 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' তে গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ কেবল গঙ্গাতট নয়, একেবারে 'শীতলতা, পবিত্রতা-প্রভৃতি বৃক্ক তট' (পাবনত্বাদিধর্মবৃক্ক তট)। অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা বৈশিষ্ট্যবৃক্ক অর্থকেই প্রতিপন্ন করেছে, লক্ষণাও তাই বিশিষ্ট-লক্ষণা।

প্রশ্ন হল লক্ষণার প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যাবে—যা প্রয়োগ করতে পারতাম (গঙ্গাতটে ঘোষঃ) অথচ প্রয়োগ করছি না বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে, তার চেয়ে ('গঙ্গাতটে ঘোষঃ'-এর চেয়ে) যে বাড়তি অর্থটুকু লাক্ষণিক প্রয়োগে (গঙ্গায়াং ঘোষঃ-তে) পাই, তার জ্ঞান-ই প্রয়োজন। এখানে বাড়তি অর্থ হল পাবনত্বাদি। ∴ 'পাবনত্বাদি-প্রতিপত্তি' হল প্রয়োজন।

কারিকা ১৩ ক. খ জ্ঞানস্য = প্রমাণস্য = প্রত্যক্ষাদেঃ প্রমাণস্য
= প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই চার
প্রমাণের।

পৃঃ ৯, ৬৩ বৃতি। প্রত্যক্ষাদেনীর্লান্দীবিষয়ঃ.....সংবিত্তির্বা।

'নীলপদ্ম' প্রত্যক্ষ করলে 'নীলবস্তুর জ্ঞান' জন্মায়। এই 'জ্ঞানের ফলকে দর্শনিক থেকে (ব্যক্তি এবং বস্তুর দিক থেকে) বিচার করা যেতে পারে। বস্তুর দিক থেকে (objectively) জ্ঞানের ফল বললে বলা যাবে: আমাদের জ্ঞানের বিষয় ঐ নীলবস্তুটি একটি নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। তা হল জ্ঞাততা বা প্রকটতা। অর্থাৎ জ্ঞাততা বা প্রকটতা হল নীলবস্তুর ধর্ম। এই ধর্মের ফলে আমাদের জ্ঞানের বিষয় নীলপদ্ম-রূপ নীলবস্তুটি অন্য নীলবস্তু থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হয়। এভাবে বস্তুর দিক থেকে জ্ঞানের ফল বিচার করেন ভাট্ট মীমাংসকেরা।

অন্যদিকে, ব্যক্তির প্রসঙ্গে (subjectively) জ্ঞানের ফল বিচার করেন প্রাভাকর মীমাংসকেরা এবং নৈয়ায়িকেরা। এঁদের মতে, পূর্বোক্ত জ্ঞানের ফল হল: 'অহং নীলবস্তু জানামি'—এই বাক্যের বোধ, যে বোধ উৎপন্ন হয় আমাদের মধ্যে। এই বোধই জ্ঞাত নীলবস্তুর দিকে অজ্ঞাত নীল বস্তুর দিক থেকে ভিন্ন করে দেয়। মন্যমত এই বোধের নাম দিয়েছেন 'সংবিত্তি'। 'সংবিত্তি' হল আত্মধর্ম, বস্তুর ধর্ম নয়।

'অহং নীলং জানামি'-তে জ্ঞানবিষয় হল নীলবস্তু, জ্ঞানফল হল প্রকটতা বা সংবিত্তি। 'জ্ঞানবিষয়' তাই 'জ্ঞানফল' থেকে ভিন্ন। আবার বলা যেতে পারে, বিষয় এবং ফল—দুইই জ্ঞান থেকে ভিন্ন। জ্ঞানবিষয়য়োভেদঃ জ্ঞানফলয়োচ্চ ভেদঃ অত্র প্রতীয়তে।

'জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যান্যঃ ফলমন্যদদাস্ততম্'—নীতিটির অর্থও পূর্বোক্ত দূরকর্ম। এই কারিকা-অংশটুকু (১৩ ক. খ.) বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর বিরুদ্ধে একটি যুক্তি বিশেষ। বিশিষ্ট লক্ষণা স্বীকার করলে এই বহুপ্রতিষ্ঠিত নীতিটি অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞানও নীতিটির সমর্থনে রায় দেয়।

নীতিতে বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে খাড়া করতে গিয়ে টীকা-কারেরা বলেছেন : নীতিটির ব্যাখ্যা দুইরকম। বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর কল্পিত একটি যুক্তি, নীতিটির প্রথম ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে দেয় বলেই নীতিটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দরকার হয়েছে।

নীতিটির ব্যাখ্যা জানার আগে আর একটি বিষয় জানা অপরিহার্য। বিষয়টি এরকম : মশুমট ‘প্রয়োজন’ শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন দুই অংশে। প্রথমতঃ, ‘ননু, পাবনাদি……তৎ কিং বাজনেন ইতি’—এংশে ‘প্রয়োজন’ শব্দের অর্থ হল ‘অধিকস্যা অর্থস্যা [পাবনাদিঃ] প্রতিপত্তিঃ’ অর্থাৎ ‘পাবনাদিপ্রতিপত্তিঃ’। ‘পাবনাদিপ্রতিপত্তিঃ’ হল ‘লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্য’ (লক্ষ্যার্থস্য পাবনাদি-বিশিষ্টত্বস্য জ্ঞানেন জন্যঃ)। কারণ, লক্ষ্যার্থ পাবনাদিাবিশিষ্টত্বকে জানতে গিয়ে আমাদের ‘পাবনাদিপ্রতীতি’ও হয়। বাই হোক, দেখা গেল, প্রয়োজন ‘পাবনাদিপ্রতিপত্তিঃ’ হল লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্য (অথবা সংক্ষেপে, ‘জ্ঞানজন্য’ বা ‘জন্য’)। দ্বিতীয়তঃ কারিকা ১২ গ. ঘ. অংশে ‘প্রয়োজন’-এর অর্থ হল ‘পাবনাদি’। ‘পাবনাদি’ হল ‘লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্যপ্রতীতি-বিষয়’ (লক্ষ্যার্থস্য পাবনাদিাবিশিষ্টত্বস্য জ্ঞানেন জন্যঃ বা পাবনাদিপ্রতীতিঃ, তস্যঃ বিষয়ঃ, অর্থাৎ পাবনাদিরেব)। কারণ, পাবনাদিাবিশিষ্টত্বের (লক্ষ্যার্থের প্রতীতি হলেই পাবনাদি প্রতীতি হবে। ‘পাবনাদিপ্রতীতি’র বিষয় হল পাবনাদি। ∴ ‘পাবনাদি’-রূপ প্রয়োজন হল—‘লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্যপ্রতীতিবিষয়’ (সংক্ষেপে, জ্ঞানজন্যপ্রতীতিবিষয় বা জন্যপ্রতীতিবিষয় বা জ্ঞাপ্য)।

যুক্তি বা নীতিটির ব্যাখ্যা

সোজা কথায়, নীতিটির অর্থ হল : জ্ঞানের বিষয় থেকে জ্ঞানের ফল ভিন্ন। যেমন ‘নীলমহং জানামি’র ক্ষেত্রে, নীলবস্তু (জ্ঞানবিষয়) প্রকটতা অথবা সংবিষ্টি (জ্ঞানফল) থেকে ভিন্ন। ‘গঙ্গায়ঃ ঘোষঃ’-র ক্ষেত্রে [যখন স্বীকার করি ফল বা প্রয়োজন (পাবনাদি) হল ব্যঙ্গার্থ ; মানে বিশিষ্টলক্ষণাবাদের বিরুদ্ধে মতবাদ] দেখি, জ্ঞানবিষয় হল গঙ্গাতট, জ্ঞান হল পাবনাদি। আর এ দুটি পরস্পরভিন্ন। কিন্তু বিশিষ্টলক্ষণাবাদ অনুসারে, জ্ঞানবিষয় হল পাবনাদিাবিশিষ্টত্ব, জ্ঞানফল হল পাবনাদি। এখানে জ্ঞানবিষয় জ্ঞানফল থেকে ভিন্ন নয়। জ্ঞানফল জ্ঞানবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বেহেতু নিয়ম হল : বিশেষণ (পাবনাদি) বিশিষ্টের (পাবনাদিাবিশিষ্টত্বের) অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদে তাই সাধারণ নিয়ম ব্যভিচারিত (অতিক্রান্ত) হয়। ∴ বিশিষ্টলক্ষণা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এখানে অবশ্য বিশিষ্টলক্ষণাবাদী ব্যঙ্গনাবাদের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি দিতে পারেন। বলতে পারেন : [জ্ঞানের [ফল কখনও ‘পাবনাদি’ হতে পারে না। কারণ জ্ঞানের ফল অবশ্যই ‘জ্ঞানজন্য’, জ্ঞানজন্যপ্রতীতিবিষয়’ নয়। সুতরাং

এখানে জ্ঞানে ফল হল 'পাবনত্বাদিজ্ঞান,' এবং তা জ্ঞানের বিষয় 'পাবনত্বাদিবিশিষ্ট-তট' থেকে অবশ্যই ভিন্ন।

বিশিষ্টলক্ষণাবাদের বিরুদ্ধে মস্মট বলেন : বিশিষ্টলক্ষণবাদী ফল বলতে যদি 'জ্ঞানজন্য'কে বোঝেন, তাহলে আমিও (মস্মটও) সাধারণ নীতিটির ব্যাখ্যা অন্য-রকম করে করব ; এবং দেখা যাবে, বিশিষ্ট-লক্ষণা স্বীকারের ফলে তখন এই নীতিটি অবমানিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : [জ্ঞানাং] জ্ঞানবিষয়ঃ অন্যঃ, [জ্ঞানাং] জ্ঞানফলম্ চ অন্যং । অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়, এবং জ্ঞানফল—তিনটি ভিন্ন পদার্থ। যেমন, 'নীলমহং জ্ঞানামি'র ক্ষেত্রে,

জ্ঞানম্ = নীলজ্ঞানম্

বিষয়ঃ = নীলম্

ফলম্ = প্রকটতা সংবিস্তির্বা ।

এখানে 'নীলম্' এবং 'প্রকটতা বা সংবিস্তিঃ' 'নীলজ্ঞানম্' থেকে পৃথক্ ।

কিন্তু বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদ অনুযায়ী 'ফল (প্রয়োজন)' যদি 'পাবনত্বাদিজ্ঞান,' 'বিষয়' যদি হয় 'পাবনত্বাদিবিশিষ্টতট' আর 'জ্ঞান' যদি 'পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটজ্ঞান' হয়, তাহলে দেখা যাবে, জ্ঞান থেকে বিষয় ভিন্ন, কিন্তু ফল জ্ঞান থেকে ভিন্ন নয়। দেখা যাবে, ফল জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ নিয়ম হল : বিশেষজ্ঞান (দৃষ্টজ্ঞান) বিশিষ্টজ্ঞানের (যেমন, দৃষ্টজ্ঞানের) অন্তর্ভুক্ত। 'নাগহীতবিশেষণাবৃদ্ধিঃ বিশিষ্টেষু প্ৰজায়তে'।

∴ জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফল হবে ভিন্ন—এই অংশটুকু অবমানিত হচ্ছে। ∴ বিশিষ্টলক্ষণা গ্রহণযোগ্য নয়।

*

*

*

লক্ষণামূল ব্যঞ্জকত্ব = লক্ষণামূল ব্যঞ্জনা। এখানে লক্ষণা = প্রয়োজনবর্তী লক্ষণা। যেখানে প্রয়োজনবর্তী লক্ষণা থাকে, সেখানে লক্ষণামূল ব্যঞ্জনাও থাকে। যেখানে প্রয়োজনবর্তী লক্ষণা থাকে না, লক্ষণামূল ব্যঞ্জনাও সেখানে থাকে না।

অভিধামূল ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম নয়। প্রত্যেক বাচক শব্দেবই অভিধা থাকে। কিন্তু সব বাচক শব্দ ব্যঞ্জক নয়। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উপর অভিধা-মূলক ব্যঞ্জনা নির্ভরশীল।

*

*

*

অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা—এই তিন বৃত্তির মধ্যে কেবল অভিধা অন্যান্যিরপেক্ষ স্বাধীন বৃত্তি। অন্য কোন ক্রিয়ার (বৃত্তি বা ব্যাপারের) সাহায্যের এর প্রয়োজন নেই। লাক্ষণিক অথবা ব্যঞ্জক না হলেই একটি শব্দ বাচক হতে পারে। লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা, এরকম নয়।

লক্ষণা তিনটি শব্দের উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল অভিধার উপর। একটি

শব্দ কেবল লাক্ষণিক হতে পারে না। প্রথমে এটি বাচক, পরে এর বাচ্যার্থ ব্যক্তি হলে, এটি হয়ে ওঠে লাক্ষণিক। তখন কিন্তু শব্দটিকে আর বাচক বলা যাবে না।

ব্যঞ্জনা, অভিধা এবং লাক্ষণা—দুয়ের উপর নির্ভরশীল। একটি শব্দ কেবল ব্যঞ্জক হতে পারে না। অবশ্যই তাকে বাচক অথবা লাক্ষণিক হতে হবে। কিন্তু লাক্ষণিক শব্দের সঙ্গে ব্যঞ্জকের পার্থক্য হল : ব্যঞ্জক শব্দ একই সঙ্গে হয় বাচক অথবা লাক্ষণিক।

পৃঃ ৮, ৫৫

কারিকা ১৪

অভিধানুল ব্যঞ্জনার লক্ষণ

সংযোগাদ্যৈঃ অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়মিত্তে [সতি],

অবাচ্যার্থধীকৃৎ বা ব্যাপ্তিঃ [প্রবর্ততে], সা অঙ্গনম্ [নাম]।

সংযোগাদ্যৈঃ = সংযোগবিপ্রয়োগাদিভিঃ। সংযোগঃ আদ্যঃ যেষাং তৈঃ।

বাচকত্বে = অভিধানাম্ অর্থপ্রকাশ-সামর্থ্য বা। ভাবে ঐম্য।

অবাচ্যার্থধীকৃৎ = অপ্রাকরণিকার্থ-প্রতীতিকৃৎ।

ব্যাপ্তিঃ = ব্যাপারঃ, শক্তিঃ, বৃদ্ধিঃ।

অঙ্গনম্ = ব্যঞ্জনম্, ব্যঞ্জনা।

সংগ্রহশ্লোক

শব্দার্থস্য = অনেকার্থস্য শব্দস্য।

অনবচ্ছেদ = অনিচ্চয়ে সতি (কতমোহখেইত্র বিবক্ষিত ইতি সম্ভেদে সতি)।

বিশেষস্মৃতিহেতবঃ = বিশেষস্য বিবক্ষিতার্থস্য বা স্মৃতিজ্ঞানং তদ্ব্যেতবঃ, তত্ত্বজনকঃ। এখানে স্মৃতি-শব্দের অর্থ প্রতীতি, স্মরণ নয়। বিশেষ = বিশেষ অর্থ = বিবক্ষিত অর্থ = প্রাসঙ্গিক অর্থ।

সংযোগ-প্রভৃতি বোঝাবার জন্যে মশমট দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন ভট্টহরির বাক্য-পদীপ্তের থেকে। এ দুটি হল : সংযোগঃ... ..

...বিশেষস্মৃতিহেতবঃ ॥

সংযোগ ছাড়া আর ১৩টি বিষয় এখানে বুদ্ধিতে হবে। এগুলি হল এরকম :

(১) সশব্দচক্রে হরিঃ, (২) অশব্দচক্রে হরিঃ—এই দুটি ক্ষেত্রে হরি শব্দের অর্থ হল বিষ্ণু। যদিও হরি শব্দের অর্থ—বিষ্ণু, ষম, সূর্য, চন্দ্র, সিংহ, অশ্ব, বানর ইত্যাদি। কিন্তু শব্দ চক্রে থাকা (সংযোগ) অথবা না থাকা (বিয়োগ) বিষ্ণুর প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে।

(৩) 'রামলক্ষ্মণো' এর বেলার রাম-শব্দের অর্থ দশরথের ছেলে রাম। রাম-শব্দের অর্থ পরশুরামও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণের সাহচর্য একমাত্র দশরথের ছেলের পক্ষেই সম্ভব।

(৩) 'রামাজুর্ন-গতিভ্রয়োঃ' এর বেলায় রাম এবং অজুর্ন বলতে পরশুরাম এবং কাতবীজুর্নকে বঝতে হবে। দশরথের ছেলে রাম বা তৃতীয় পাণ্ডব অজুর্ন নয়। কেননা, দুই নৃপতির বিরোধিতা বা প্রসিদ্ধ শত্রুতা-প্রসঙ্গেই কথাটি বলা।

(৫) অর্থ = উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। ভবচ্ছিদ = সংসারনাশ = মোক্ষঃ।

(৬) লিঙ্গ = বৈশিষ্ট্য। 'মকরধ্বজ' এর অর্থ 'মকরাকার ধ্বজ' এবং 'কামদেব' — দুই হলেও 'কোপ' এই লক্ষণ লিঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যের ফলে মকরধ্বজের অভিধা কামদেব-রূপ অর্থে নিয়মিত হয়।

(৭) মধু বা বসন্তেরই কোকিলকে মাতানোর ক্ষমতা (সামর্থ্য) আছে। পদ্যের প্রভৃতির নাই।

(৮) ঔচিত্য = উপযুক্ততা, যথাার্থ্য।

প্রিয়র আনুকূল্য-ই শাস্ত করতে পারে তোমাদের।

ইন্দ্রশত্রু / শত্রু = শত্রুত্ব (ঘাতক)। এখানে শত্রু শব্দের অর্থ রিপু বা অরি নয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের উপর বিরক্ত হয়ে একজন পুত্র চাইলেন, যে ইন্দ্রের ঘাতক হবে। সূর্য করলেন যজ্ঞ। আহুতি দেবার সময় বললেন : 'স্বাহে ইন্দ্রশত্রুর্বধস্ব' (স্বাহা, ইন্দ্রশত্রু বেড়ে উঠুক, বা জন্মাক)। বলতে চেয়েছিলেন, ষষ্ঠী সমাসে। কিন্তু ষষ্ঠী সমাসের জন্য প্রয়োজন ছিল অস্ত্যোদাত্ততার। মানে 'উ' কে উদাত্ত-স্বরে উচ্চারণের। কারণ, ষষ্ঠী সমাসের (সাধারণভাবে সমাসের) অস্ত্য স্বর উদাত্ত।

কিন্তু ভুলক্রমে ঋগ্বেদে 'ই'র উদাত্ত উচ্চারণ করে ফেলেছেন। পদটি হয়েছে বহুব্রীহি-সমাসাস্ত—ইন্দ্রঃ শত্রুঃ (শত্রুত্ব) ষম্য। ['বহুব্রীহৌ প্রকৃত্য পূর্ব-পদম্' পা. ৬.২.১]

শেষ পর্যন্ত পুত্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সে ঘাতক হতে পারে নি ইন্দ্রের। ইন্দ্রই হয়েছে তার ঘাতক।

মনে রাখতে হবে : 'ইন্দ্রশত্রু' উহ্য 'পুত্রঃ' এর বিণ। আর 'বধস্ব' 'বধতাম্' এর অর্থে প্রযুক্ত।

পৃঃ ৮, ৫৬

শ্লোক ৭ শাস্ত্রী অভিধামূল ব্যঞ্জনা বা শব্দশাস্ত্রমূলধর্মনির উদাহরণ। কোন রাজা নিরবচ্ছিন্ন দান করে চলেছেন—বলা হয়েছে শ্লোকটিতে।

ব্যঙ্গ্য উপমা হল এভাবে : রাজা হাতীটির সঙ্গে ভুলনীয়।

অন্বয় / ভদ্রাশ্রমঃ দুরধিরোহ-তনোঃ বিশাল-বংশোদ্ভূতঃ কৃত-শিলীমুখসংগ্রহস্য অনপ্পদত-গতেঃ পরবারণস্য ষম্য করঃ সততম্ দানাম্বদসেক-সুভগঃ অভুং।

ভদ্রাশ্রম—মহাশ্রম, হাতীর বেলায় ভদ্র-প্রণয়ী।

অনপ্পদত—অবাধ। শিলীমুখ—বাণ, হাতীর বেলায় মোমাছি।

পর-বারণ—শত্রুনিবারক, হাতীর বেলায় শ্রেষ্ঠ হাতী।

বারণ = হাতী। কর—হাত, শংড়। দান—দান, মদ-বারি। ভদ্র, দুরধিরোহ,

বংশ, শিলীমূখ, শর, বারুণ, কর, দান প্রভৃতি শব্দগুলি দ্বিষ্ট হওয়ায় আর একটি চিত্র ভেসে উঠে। চিত্রটি জন্ম-শ্রেণীর হাতীর। অপ্রকৃত চিত্রটিকে মনে হয় উপমান। দূটো মিলিয়ে একটি অর্থও ভেসে উঠে। শ্রেষ্ঠ হাতীর শরৎ যেমন মদজলের অস্তিত্বে হয়ে উঠে মনোজ্ঞ, তেমনি দান-বৃষ্টির অভিসিঞ্জে রমণীয় হয়ে উঠত রাজার হাত। অন্য বিশেষণগুলি আর প্রয়োগ করা হল না এখানে।

এখানে শব্দের যে শক্তি ফলে উপমান-চিত্রটির প্রতীতি হয়, সেই শক্তিটি হল শাস্ত্রী ব্যঙ্গনা।

তৃতীয় উল্লাস

এই উল্লাসের আলোচ্য বিষয় হল অর্থের ব্যঙ্গকত্ব। তৃতীয় উল্লাসের নাম তাই ‘অর্থব্যঙ্গকতা-নির্ণয়’। বিষয়টি অবশ্য সূত্র হয়েছে দ্বিতীয় উল্লাসের কা. ২ ক. ৪ থেকে—সর্বেষাং প্রায়শোহর্থানাং ব্যঙ্গকত্বমপীষ্যতে।

তৃতীয় উল্লাসের কারিকা ৫ গ. ঘ. এবং ২ হল অর্থ-ব্যঙ্গকতা অথবা আর্থ ব্যঙ্গনার লক্ষণ।

অম্বয়/ বক্তৃ-বোধব্য-কাকুনাম্ বাক্য-বাচ্যান্যসম্বিধেঃ প্রস্তাবদেশ-কালাদেঃ [চ] বৈশিষ্ট্যাং অর্থস্য ঘঃ ব্যাপারঃ প্রতিভাজ্জুষাম্ অন্যর্থ-ঋী-হেতুঃ, সা ব্যক্তিঃ এব।

বোধব্যঃ=প্রোতা। বাক্যম্=পদসমূহঃ। বাচ্যঃ=শব্দঃ অর্থঃ। সম্বিধিঃ=সাম্বন্ধ্যম্। প্রতিভাজ্জুষাম্=সম্বদয়ানাম্। ব্যক্তিঃ=ব্যঙ্গনা।

শ্লোক ১ পৃথুল—বড়।

বক্তা এখানে বিশিষ্ট। অর্থাৎ বক্তা স্বেচ্ছাশ্রিত। শ্লোকের বাচ্যার্থ তাই ব্যঙ্গক বা ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতিপাদক।

ব্যঙ্গ্যার্থ হল : গোপন মিলনের (চৌষ-রত) গোপনতা।

স্বেচ্ছাশ্রিত জল-বহনের ক্রান্তির মাধ্যমে গোপন করতে চেয়েছে শৃঙ্গার-জনিত ক্রান্তি।

পঃ ১, ৫৭

শ্লোক ২ প্রোত-বৈশিষ্ট্যাং বাচ্যার্থস্য ব্যঙ্গকত্বম্।

শ্লোক ২ এর পরিবেশ এবং অর্থ ‘নিঃশেষচ্যুত—’এর মত। ব্যঙ্গ্যার্থ : বিন্দুতা, দূর্বলতা ইত্যাদি প্রমাণ করছে, দূতীকে বক্তার প্রেমিক উপভোগ করেছে ভাল রকম। প্রোতা (বোধব্য) এখানে দূতী, বক্তার কাছে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তা প্রোতাকে আপন দয়িত-অভিলাষিনী বলেই জানে।

‘নিঃশেষচ্যুত-চন্দনম্—’ ইত্যাদিও বোধব্যবৈশিষ্ট্যে বাচ্যার্থ-ব্যঙ্গকতার উপাহরণ।

শ্লোক ৩ বেণীসংহার ১.১১

প্রশ্নকারী—ভীম। প্রোতা—সহদেব।

অম্বয় / নৃপসদসি পাণ্ডালতনয়াম্ তথাহুতাম্ দৃষ্টবা, বনে ব্যাধঃ সাদর্ম্য-
বক্ষলধরৈঃ [অস্মাভিঃ] সূচিরম্ উষিতম্, বিরোটস্য আবাসে অনূচিতারম্ভনিভূতম্
স্থিতম্ [চেতি চিস্তয়িত্বা]—খিমে ময়ি, খেদং ভজ্জতি গদরুঃ, কুরুধু [তু] ন
অদ্যাপি ।

নৃপসদসি = রাজসভায়াম্ । আরম্ভঃ = কাৰ্যম্ ।

অনূচিতেন আরম্ভেন (রম্ভনাদিনা) নিভূতম্ (গদগুপ্তম্) যথা স্যাৎ তথা ।

শ্লোকটি বলা হয়েছে যুক্তিস্থিরের সম্পর্কে । ব্যঙ্গ্যার্থ : যুক্তিস্থিরের উচিত হবে
কৌরবদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া । ভীমের উপর নয় ।

ভীমের স্বরবিকৃতি থেকে 'গদরুঃ খেদং খিমে ময়ি ভজ্জতি, নাদ্যাপি কুরুধু'—
অংশটুকুতে প্রশ্নের বোধ হতে পারে । মনে হতে পারে ভীম প্রশ্ন করছেন : খিমে
ময়ি খেদং ভজ্জতি গদরুঃ ? কুরুধু [তু] অদ্যাপি ন ? এবং তারপরেই স্বাভাবিক-
ভাবে 'আমার উপরে ক্রোধ যুক্তিযুক্ত নয়, কৌরবদের উপরেই যুক্তিযুক্ত'—এই
ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হতে পারে । তাই কেউ বলতে পারেন : এই শ্লোকে 'ক্রুদ্ধ আমার
উপরেই শ্রদ্ধাভাজন তিনি ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, আর কৌরবদের উপর আজও ক্রুদ্ধ হচ্ছেন
না'-র বাচ্যার্থকে যুক্তিসঙ্গত করে বোধ্য করার জন্যে 'কাকু' এবং ব্যঙ্গ্যার্থের
প্রয়োজন । অন্যথায়, 'কাকু' ছাড়া উপরি-উক্ত অংশের বাচ্যার্থ ভীমের বর্তমান
মনোভাবের সঙ্গে সম্বন্ধবোধ্য হবে না ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বাচ্যার্থকে অর্থবহ করে তুলতে (বাচ্যার্থ-সিস্থির পথে),
কাকু এবং ব্যঙ্গ্যার্থ প্রয়োজনীয় । ∴ শ্লোকটিকে 'কাকু-আক্ষিপ্ত গদগীভূতব্যঙ্গ্য'
কাব্য বললে কি ক্ষতি ?

মশ্মটের উত্তর হল : না, এরকম আশংকা অ-মূলক । 'ন চ বাচ্যসিদ্ধ্যক্ষমত
কাকুরিতি গদগীভূতব্যঙ্গ্যং শংক্যম্' । যুক্তি হল : প্রশ্নমাত্রেরূপ কাকুরি-প্রাস্তে : ।
অর্থাৎ কেবল প্রশ্ন বাক্যেই 'কাকু' বিরত হয়, ব্যঙ্গ্যার্থ সমেত কাকু-ই বোঝায় এমন
নয় । কারণ শ্লোকের পদ-সংস্থানই ভীমের বিস্ময় এবং দুঃখমূলক ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ
ক'রে বাচ্যার্থকে অর্থবহ (সিস্থ) করতে পারে । ∴ দেখা যাবে কাকু-র ভূমিকা
নগণ্য । বাচ্যার্থও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ (প্রায় স্বয়ংসিস্থ) ।

আসলে, তৃতীয় উদ্যোগের এই শ্লোকগুলি সবই ব্যঞ্জনা প্রধান বা ধর্মানুপ্রধান ।
তাই উত্তমকাব্যের উদাহরণ, গদগীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যমশ্রেণীর উদাহরণ নয় ।

শ্লোক ৪ / বক্তা নায়িকা । শ্রোতা নায়ক । কিছুক্ষণ নায়িকার মন্থোমর্দখি
দাঁড়িয়েছিল সখী এবং নায়িকা । সখীর মন্থ প্রতিকলিত হয়েছিল নায়িকার গালে ।
নায়ক সখীর মন্থ দেখার জন্যেই নায়িকার গালের দিকে ত্র্যকিয়েছিল । এখন সখী
চলে গিয়েছে । নায়কও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে ।

এটি বাক্যের বৈশিষ্ট্য অর্থের ব্যঙ্গকণ্ঠের উদাহরণ । তদা, ইদানীম্, সা—
তাৎপৰ্যপূর্ণ শব্দগুলি দিয়ে বাক্যকে বিশিষ্ট করে নিয়েছেন নায়িকা । ব্যঙ্গ্যার্থ
তাই প্রতিপন্ন হতে পারল ।

শ্লোক ৫ / বাচ্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। বস্তা নায়ক, নায়িকাকে ঘনি সঙ্গ করিতেছেন। শ্রোতা নায়িকা।

নায়ক বারবার প্রশংসা করছেন জায়গাটুকুর। ব্যঙ্গ্য অর্থ তাই স্পষ্ট : এটা মিলনের উপযুক্ত জায়গা। আর এতে অংশগ্রহণ করতে হবে নায়িকাকে।

শ্লোক ৫ অম্বয়/

তন্মি, সরস-কদলী-শ্রেণি-শোভাতিশায়ী নর্মদায়াঃ স্নগম্ উদ্দেশঃ কুঞ্জোঃ কৃষা-
কদরিতরমণীবিক্রমঃ। কিঞ্চ এতস্মিন্ [প্রদেশে] সুরত-সুহৃদঃ তে বাতাঃ বাস্তি,
ষেহাম্ অগ্রে কলিতাকাণ্ডকোপঃ মনোভূঃ সরতি।

‘সরস—তিশায়ী’ এবং ‘কুঞ্জোঃ—বিক্রমঃ’ ‘উদ্দেশঃ’ এর বিণ। উদ্দেশঃ =
উচ্চতীর-ভূপ্রদেশঃ। সরসানাম্ কদলীনাম্ শ্রেণ্যাঃ বা শোভা, তয়া অতিশায়ী।

কুঞ্জানাম্ উৎকর্ষেণ অকদরিতঃ রমণীনাম্ বিক্রমঃ স্মিন্, সঃ। ‘উদ্দেশঃ’-
এর বিণ।

বিক্রমঃ = ‘চিন্তবৃত্ত্যানবস্থানং শৃঙ্গারাদ্ বিক্রমো মতঃ।’ চাণ্ডল্য।

শ্লোক ৬ নুদতি = প্রেরয়তি। গৃহভরে = গৃহকাৰ্যনিবাহে। অন্যাসম্মিধি-
বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। বস্তা তরুণী। শ্রোতা তরুণীর প্রতিবেশী। কিন্তু আসল
শ্রোতা তরুণীর প্রেমিক, উদাসীন (তটস্থ) ভঙ্গীতে, যে অদূরে দাঁড়িয়ে (সম্মিহিত),
কিন্তু মিলনের সময় জানতে অথবা পেতে যে উদ্গ্রীব। অন্যের (প্রেমিকের)
সাম্মিধ্য থেকেই ব্যঙ্গ্যার্থ বোঝা যায়।

শ্লোক ৭ বস্তা স্বেরিণী নায়িকার সখী। সখী স্বেরিণীর স্বামীর আসার খবর
পেয়েছে। তাই অভিসারে যেতে উন্মুখ স্বেরিণীকে সাবধান করে দিয়েছে সখী।
‘অভিসারে যাওয়া বন্ধ কর’—ব্যঙ্গ্যার্থ।

শ্লোক ৮ বস্তা মিলনেচ্ছা অসরী। শ্রোতা বাস্তবীর দল। দেশবৈশিষ্ট্যের
উদাহরণ।

শ্লোক ৯ কালবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। কাল বসন্ত।

শ্লোক ১০ দ্বারোপাস্তস্য নিরন্তরে (সম্মিহিতে) ময়ি। প্রোজ্জাস্য = প্রসার্য।
শিরোহংসকম্ = শিরোবস্ত্রম্, ঘোমটা। দোলতে = বাহু-লতে।

কাজের বৈশিষ্ট্যের ফলে এখানে নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গ্যার্থগুলি প্রকাশিত হয়।

যেমন ‘উরুদ্বাগলের প্রসার’ হল রমণেচ্ছার ব্যঙ্গ্যক। তেমনি উরুদ্বাগলের একতী-
করণ ব্যঞ্জিত করে, ‘তোমার আসা চাই’ এরকম অর্থ।

এভাবে, ‘ঘোমটা টানা’ ব্যক্ত করে—‘মাথায় কাপড় দিয়ে গোপনে আসবে’।

‘চোখ নামানো’ ব্যক্ত করে—‘এদিক্ ওদিক্ না তাকিয়ে।’

‘কথাবার্তা বন্ধ’ ব্যক্ত করে—‘চুপিসারে’।

‘হাতগোটানো’ ব্যক্ত করে—‘আলিঙ্গন-স্পর্শ’।

চতুর্থ উল্লাস

পৃঃ ১১, ৫৯

ধর্মী—কাব্য, সাহিত্য। ধর্ম—দোষের অভাব, গুণ, অলংকার।

হেয়—বর্জনীয়, বর্জনযোগ্য। উপাদেয়—গ্রহণযোগ্য।

যদ্যপি শব্দার্থয়োনির্গমে কৃতে.....কাব্যভেদান্ আহ

প্রথম উল্লাসের আলোচ্য ছিল কাব্যের (ধর্মীর) লক্ষণ এবং বিভাগ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উল্লাসের আলোচ্য শব্দ এবং অর্থের স্বরূপ। ক্রম অনুসারে, এবার কাব্যের ধর্ম অর্থাৎ গুণ, অলংকার, দোষ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রয়োজন। [আসলে দোষ কাব্য-ধর্ম নয়, দোষের অভাবই কাব্যের ধর্ম]।

কিন্তু মন্মঠের মতে, ধর্মগুণের প্রকৃতি, ধর্মী বা কাব্যের প্রসঙ্গে ভাল করে ধরা পড়তে পারে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একটি ধর্ম গুণ হতে পারে, দোষ হতে পারে অথবা অলংকার হতে পারে,—তা কাব্যের প্রসঙ্গেই জানা যায়। কেননা, একই বৈশিষ্ট্য (ধর্ম) ভিন্ন ভিন্ন কবিতা বা কাব্যের মধ্যে কখনও গুণ, কখনও দোষ হয়ে দেখা দেয়।

তাই উপবিভাগ-সহ কাব্যকে ঠিক জানা গেলেই (= অসংখ্য কাব্যখণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হলে), কোন্টি দোষ [তাই বর্জনীয়], আর কোন্গুণ গুণ এবং অলংকার [তাই গ্রহণযোগ্য] তা জানা যায়।

মন্মঠ বলেছেন : এখন দোষ, গুণ, অলংকারের কথা না বলে তাই কাব্যের উপবিভাগগুণ বলি হচ্ছে।

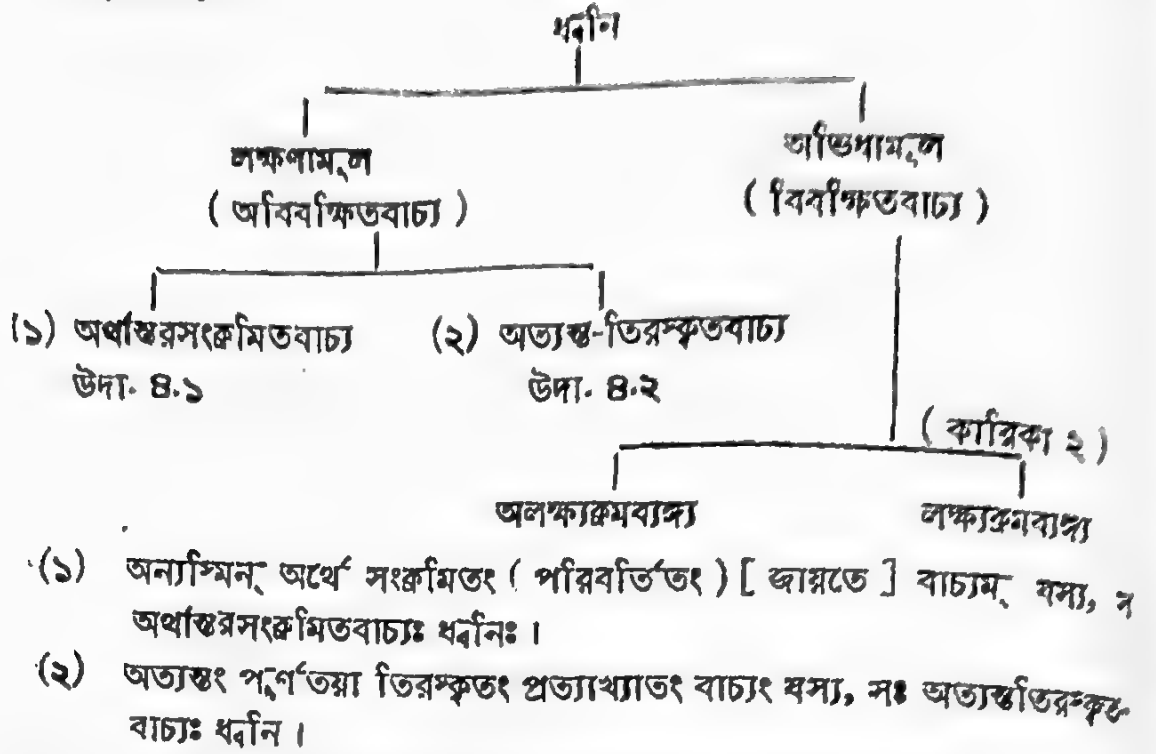
কারিকা ১

অবয়ব/ যঃ অবিবাক্তব্যাচ্যঃ [ধর্নিঃ], তত্র ধরনৌ, ব্যাচ্যম্ [কীচৎ] অর্থাস্তরে সংক্রমিতম্, [কীচৎ] বা অত্যন্তম্ তিরস্কৃতম্ [ভবেৎ]।

অবিবাক্তব্যাচ্য-নামক যে ধর্নি, সেই ধর্নিতে, ব্যাচ্যার্থ হতে পারে অর্থাস্তর-সংক্রমিত অথবা অত্যন্ত-তিরস্কৃত।

দ্বিতীয় উল্লাসে বলা হয়েছে, ধর্নি দু-রকম : (১) লক্ষণামূল এবং (২) অভিধামূল। মনে রাখতে হবে : লক্ষণামূল = অবিবাক্তব্যাচ্য এবং অভিধামূল = বিবাক্তব্যাচ্য। কারিকা ১এ বলা হল : অবিবাক্তব্যাচ্য দু-রকম—(১) অর্থাস্তরসংক্রমিতব্যাচ্য এবং (২) অত্যন্ততিরস্কৃতব্যাচ্য।

তাহলে দাঁড়াল :



শ্লোক ১ অশ্বয় / স্বাস্মি বচ্‌মি, “বিদুষাম্ সমবায়ঃ অগ্র তিষ্ঠতি। তৎ আশ্রয়াম্ মতিম্ আস্থায়, অগ্র বিধেহি।”

‘বচ্‌মি’র বাচ্যার্থ (Dictionary meaning) ‘বলছি’। ব্যঙ্গ্যার্থ হল ‘উপদেশ দিচ্ছি’ (= ‘উপদেশ হিসেবে বলছি’)। ‘বলা’-রূপ অর্থটুকু একেবারে উধাও হয়ে যায় নি। একটু বদলে ‘উপদেশের মত বলছি’ হয়েছে।

পৃঃ ১২, ৬০

শ্লোক ২ অশ্বয় / ভবতা উপকৃতম্ বহু। তত্র কিম্ উচ্যতে? পরম্ সূজনতা প্রথিতা। সখে, সদা ঈদৃশমেব বিদধৎ, ততঃ শরদাম্ শতম্ সদ্ধিতম্ আস্ব।

‘উপকৃতম্’ এর বাচ্যার্থ ‘উপকার করা হয়েছে’। একেবারেই অস্বীকৃত হল। এখানে ‘উপকৃতম্’ এর আসল বা বিবক্ষিত অর্থ—‘অপকৃতম্’।

কারিকা ২ অশ্বয় / সঃ তু অপরঃ [ধ্বনিঃ], যত্র বাচ্যম্ বিবক্ষিতম্ অন্যপরম্ চ।
[সঃ তু অপরঃ] কঃ অপি (= কশ্চিপি) অলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্যঃ, পরা
[চ] লক্ষ্যব্যাঙ্গ্যক্রমঃ।

কারিকা ২ ক. খ. তে বলা হল, ‘বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য’ ধ্বনির কথা। ২ গ. ঘ. তে বলা হল : সেই ধ্বনি দুইরকম : (১) অলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্য।

(২) লক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্য।

অলক্ষ্যক্রমম্ ব্যাঙ্গ্যং যস্মিন্ সঃ, অলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্যঃ।

অলঙ্কারঃ অঙ্কুরঃ ক্রমঃ [বাচ্যার্থে'ন সহ] যস্য, তৎ অলঙ্কারম্ ।

‘ব্যঙ্গ্যম্’ এর বিগ ।

ক্রম—পৌৰ্ব্বাপৰ্য ।

বাচ্য অর্থ বা বিষয় হল, বিভাব অনুভাব ‘এবং ব্যাভিচারী ভাব । এগুনি বাচ্য কিন্তু ব্যঙ্গক ।

অর্থাৎ ব্যঙ্গকের সঙ্গে যে ব্যঙ্গের ক্রম লক্ষ্য করা যায় না, সেই ব্যঙ্গ যে ধর্নিতে অস্তিত্বশীল, তাই হয় অলঙ্কারক্রমব্যঙ্গ্য ধর্নি বা অসংলঙ্কারক্রমব্যঙ্গ্য ধর্নি ।

আসলে, ব্যঙ্গ্য বস্তু (রস প্রভৃতি) এবং বাচ্য বা ব্যঙ্গক বস্তুগুণির (বিভাব অনুভাব, ব্যাভিচারিভাবের) মধ্যে পৌৰ্ব্বাপৰ্য আছে । কারণ, ব্যঙ্গক এবং বাচ্য বিভাব প্রভৃতি কারণ । কার্য হল ব্যঙ্গ্য (রস প্রভৃতি) । কারণ এবং কার্যের মধ্যে কালগত পৌৰ্ব্বাপৰ্য ত’ আছেই । আগে অস্তিত্বশীল কারণ, পরে কার্য ।

কিন্তু এই পৌৰ্ব্বাপৰ্য বা ক্রম সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না । যেমন অনেকগুনি পদের পাপড়ি একসঙ্গে নিয়ে একটি সূঁচ দিয়ে বিঁধলে মনে হবে : সব পাপড়ি-গুণিই একসঙ্গে বিদ্ধ হল । অর্থাৎ বিদ্ধ হওয়ার ক্রম লক্ষ্য করা গেল না । কিন্তু ১ সেকেন্ড পরে পরে হলেও একটির পর আর একটি বিদ্ধ হয়েছে ।

বৃত্তিতে মম্মট বলেছেন : বিভাব, অনুভাব, ব্যাভিচারিভাব আর রস অভিন্ন নয় । প্রথম তিনটি চতুর্থটির কারণ । অভিন্ন হলে অবশ্য ক্রম থাকত না ।

কারিকা ৩ অম্বয় / অক্রমঃ রস-ভাব-রসভাস-ভাবশাস্ত্যাদিঃ রসাদ্যলংকারাঃ ভিন্নঃ, অলংকারতয়া [চ] স্থিতঃ ।

অসংলঙ্কারক্রমব্যঙ্গ্য (অলঙ্কারক্রম-ব্যঙ্গ্য)

(১) রস (২) ভাব (৩) রসভাস (৪) ভাবভাস | (৬) ভাবোদয় | (৮) ভাবসংকর
(৫) ভাবোপশম (৭) ভাবসম্বন্ধ

কারিকা এবং বৃত্তি মিলিয়ে বোঝা গেল অলঙ্কারক্রমব্যঙ্গ্য হল এই আট প্রকার । অবশ্য ব্যঙ্গের এতগুনি (অনন্ত) ভেদ হওয়ার জন্যে (কা. ১৯ ক.খ.) অ. ল. ক্র. ব্য.-কে একপ্রকার বলে ধরা হয়েছে ।

কারিকা ৩ ভিন্নো রসাদ্যলংকারাদ্ অলংকারতয়া স্থিতঃ ।

রস, ভাব, রসভাস এবং ভাবশাস্তি কাব্যে (প্রধানে বাক্যার্থে) যখন গৌণ ভূমিকা (অঙ্গভূত, উপকারক) গ্রহণ করে, তখন এরা অলংকার হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, পরিণত হয় নিম্নলিখিত অলংকারে (বধাক্রমে) : রসবৎ, প্রেয়, উজ্জ্বল এবং সমাহিত ।

যেহেতু অলংকার আসলে উপকারক ।

অন্যদিকে, রস প্রভৃতির ভূমিকা মূখ্য হলে (প্রধানতয়া স্থিতঃ), তা অলংকার হতে পারে । বিষয় হতে পারে ধর্নিকাবোর ।

আর যেখানে (যে কাব্যে) রস প্রভৃতির (বাস্তবার্থের) ভূমিকা গৌণ (গদগীভূত) হয়, সেই কাব্যকে বলা হয় গদগীভূতবাস্তব।

সূত্র: ১২, ৬০ কারিকা ৪ এবং ৫

কা. ৪ এবং ৫ ক. ৪-তে বিভাব, অনুরাগ এবং ব্যাভিচারী ভাবের লক্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে: সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী অনুরাগের কারণ কার্য এবং সহকারী কারণকে, যথাক্রমে বলা হয়, বিভাব অনুরাগ এবং ব্যাভিচারী ভাব। এগুলি সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষিক শব্দ। এখন স্থায়ীভাব বিভাব অনুরাগ এবং ব্যাভিচারী ভাব কাকে বলে দেখা যাক।

স্থায়ীভাব—ভাব মানে অনুরাগ (emotion or feeling)। আমাদের অস্তরের গূঢ় প্রদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কয়েকটি ভাব। এগুলির সংখ্যা প্রধানত: আট। এগুলি হল: রতি বা যৌনভাব (sex-emotion), হাস বা Sense of the ludicrous, করুণ বা pathos, বীর বা heroic, ক্রোধ বা anger, ভয় বা fear, বীভৎস বা disgust, অশ্রুত বা wonder। (কা. ৮)

এদের অনেকগুলিই সর্বপ্রাণি-সাধারণ instinctive emotions; আলংকারিকেরা বলেন যে এই বৃত্তিগুলি সকলের চিত্তের মধ্যেই স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। উদ্বোধক বস্তুর ও আলম্বন বস্তুর সান্নিধ্যে এরা উদ্ভূত হয়ে ওঠে। উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) স্থায়ীভাবের নামই রস।

বিভাব—অনুরাগ (রতি) প্রভৃতি অনুরাগগুলির (ভাবগুলির) কারণের নাম বিভাব। [নাট্যকাব্যয়োঃ রত্যাংগৈঃ স্থায়িনঃ কারণানি বিভাবাঃ]। বিভাব দুইরকম: আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব। যে ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে (অবলম্বন করে) রসোদ্গম হয় তাকেই বলে আলম্বন বিভাব। স্থায়ীভাব উদ্ভূত হওয়ার এটিই মূল কারণ। দৃশ্যস্তরের অনুরাগের (স্থায়ী অনুরাগ রতির) আলম্বন বিভাব হল শব্দসুন্দার। ঠিক তেমনি শব্দসুন্দার অনুরাগের আলম্বন বিভাব হল দৃশ্যসুন্দার। উদ্দীপন বিভাব হল স্থায়ীভাবের উদ্দীপক কারণ। যেমন, চাঁদ, অরণ্য, নির্জন পরিবেশ, মলয় সমীপ ইত্যাদি হল রতি এই স্থায়ীভাবের উদ্দীপক।

অনুরাগ—স্থায়ীভাব উদ্ভূত হওয়ার পরমহুত্রে যে বস্তুগুলির মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদেরকেই বলা হয় অনুরাগ। অনুরাগের ক্ষেত্রে যেমন কটাক্ষ, মূর্চকিহাসি, আলিঙ্গন প্রভৃতি। অন্যকথায় emotion এর expression হল অনুরাগ।

ব্যাভিচারী ভাব—স্থায়ীভাবের সহকারী কারণকে বলা হয় ব্যাভিচারী ভাব। যেমন, শব্দাদি কোন একটি প্রধান ভাব-উপভোগের সময় তার উপাদান-স্বরূপ যে সমস্ত চঞ্চলভাব চিত্তকে অনুরাগিত করে, তাদেরকে ব্যাভিচারীভাব বলে। শব্দারামক মনোভাবে চিত্ত অভিষিক্ত হলে কোন সময় লজ্জা, কোন সময় আনন্দ, কোন সময় শঙ্কা ইত্যাদি ছোট ছোট ভাব দ্রুতবেগে সংমিশ্রিত হয়ে থাকে। এগুলিকে ব্যাভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলে। ব্যাভিচারীভাবের সংখ্যা হল ত্রিংশ অথবা চৌত্রিশ। (ক. ৮-১১) এই ভাবগুলির এক একটি কোন বিশেষ রসের সঙ্গে যুক্ত নয়।

সমুদ্রের তরঙ্গের মতো এগুলা আসে এবং যায়। এই অনদ্ভূতিগুলি সব সময়েই সহকারী কারণ, সবসময়েই এগুলা সঞ্চারশীল। এগুলা স্থায়ী ভাবের বিপরীত-ধর্মী। ব্যভিচারীভাব কোন রসেরই আশ্রয় হতে পারে না।

স্থায়ী ভাব এবং ব্যভিচারী ভাবকে সংক্ষেপে বলা হয় স্থায়ী এবং ব্যভিচারী।

তানি চেন্নাটকাব্যায়োঃ / মনে রাখতে হবে, এই কারণ, সহকারী কারণ, এবং কার্য সাহিত্যের জগতের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ্য। বাস্তব জগতে কোন তরুণ যদি কোন তরুণীর প্রতি অনুরক্ত হয় তাহলে তরুণের অনুরাগকে স্থায়ীভাব বলা চলবে না। তরুণীকেও আলম্বন বিভাব বলা চলবে না। তরুণের রোগাণ্ড অথবা তরুণীর কটাক্ষও অনদ্ভাব নয়। তরুণের লজ্জা, শঙ্কা ইত্যাদিও ব্যভিচারীভাব নয়। অন্যদিকে তরুণ-তরুণী যদি সাহিত্যের চরিত্র হয় তাহলে তাদেরকে বিভাব এবং তাদের লজ্জাকে অনদ্ভাব ইত্যাদি বলা যেতে পারে।

কা. ৫ গ. ঘ. এই অংশটুকুতে লক্ষণ করা হয়েছে ‘রসে’র। বলা হয়েছে : বিভাব অনদ্ভাব এবং ব্যভিচারীভাব যখন স্থায়ীভাবকে উদ্ধৃক (ব্যক্ত) করে তখন উদ্ধৃক স্থায়ীভাবের নাম হয় রস। লক্ষণটিকে সমর্থন করার জন্য মম্মট উদ্ধৃত করেছেন ভরতের রসসূত্র। সদুযোগ পেয়েছেন এই রস-সূত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি মতবাদের চারটিকে দেখানোর।

রস—সাধারণ কথায় যা আশ্বাদের উপযুক্ত, অথবা যার আশ্বাদন সম্ভব, তাকেই বলা হয় রস। (‘রস ইতি কঃ পদার্থঃ ? উচ্যতে। আশ্বাদ্যতাম্’। ‘রসাতে আশ্বাদ্যতে ইতি রসঃ’।) যেমন, রসগোল্লার রস আশ্বাদনের যোগ্য অথবা আশ্বাদিত হয় বলেই নাম পেয়েছে রস। সাহিত্যের জগতেও আমরা সাহিত্যের চরিত্রের মানসিক অবস্থা (চিন্তাবৃত্তি, অনুরাগ প্রভৃতি অনদ্ভূতি) আশ্বাদন করি। আমাদের চিন্তাবৃত্তির মাধ্যমেই (অনদ্ভূতির মাধ্যমেই) এই আশ্বাদন সম্ভব। ∴ আশ্বাদ্যমান (রসামান) চিন্তাবৃত্তির (মানসিক অবস্থার) নাম ‘রস’। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমার চিন্তের অনুরাগ-অনদ্ভূতিটিকে আশ্বাদ করতে গেলে প্রয়োজন হয় কচ-দেবযানীর মতো চরিত্রের, নির্জন আশ্রমে তাদের উপস্থিতির, কচ এবং দেবযানীর দুজনের সংলাপের মধ্যে দুজনের রোগাণ্ড লক্ষ্য করার। প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যাওয়া শঙ্কা লজ্জা প্রভৃতি লক্ষ্য করার।

রসের পরিভাষিক সংজ্ঞা তাই :

বিভাব অনদ্ভাব এবং ব্যভিচারীভাব কতর্ক অভিব্যক্ত (উদ্ধৃক, ব্যক্তি, প্রকাশিত) স্থায়ী ভাব হল রস।

মম্মট নিজের দেওয়া রসের এই লক্ষণটিকে সমর্থন করার জন্য উদ্ধৃত করেছেন ভরতের উক্তি। কা. ৫ গ. ঘ.-এ মম্মট লক্ষণ করেছেন রসের। বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের উক্তি :

“বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিপত্তিঃ।”

বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ [স্থায়ীভাবস্য] সংযোগাৎ, রসনিপত্তিঃ ইত্যর্থঃ।
দেখা যাবে, অভিনব গুপ্তের মতোই মম্মটও ‘নিপত্তি’ শব্দের অর্থ মেনে
নিরেছেন—অভিব্যক্তি। কাজেই ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থ মম্মটের মতে ‘ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক-
ভাব’। লক্ষণীয় হল, ভারতের রসসূত্রে স্থায়ীভাব কথাটি নেই। কিন্তু মম্মটের
রস-লক্ষণে (কা. ৫ গ. ঘ.) ‘স্থায়ীভাব’ কথাটি আছে। আসলে, স্থায়ীভাবই যে
রস-পদবীতে উত্তীর্ণ হয়, তা ভারতের যুগে প্রায় সকলেরই জানা ছিল। ভারত তাই
প্রয়োজন মনে করেন নি, লক্ষণে ‘স্থায়ীভাব’ শব্দটি বসানোর। মম্মট সম্প্রদায়-
পরম্পরা এই তথ্য জেনেছেন। লক্ষণে স্থায়ীভাব শব্দটিকে বসিয়েছেন, সহজবোধ্য
করে তোলার জন্য।

ভারতের লক্ষণের, ‘নিপত্তি’ শব্দটির অর্থকে কেন্দ্র করে রস সম্পর্কে গড়ে
উঠেছে অসংখ্য মতবাদ। এদের মধ্যে চারটির উল্লেখ করেছেন মম্মট। এগুলি
হল—উৎপত্তিবাদ, অনর্দমিতবাদ, ভূত্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ। এই চারটি
মতবাদে নিপত্তি শব্দের অর্থ করা হয়েছে, যথাক্রমে,—(১) উৎপত্তি (২) অনর্দমিত
(৩) ভূত্তি (৪) অভিব্যক্তি। ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থও তাই স্বাভাবিকভাবে ধরা
হয়েছে—(১) জন্যজনকভাব (২) গম্যগমকভাব (৩) ভোজ্যভোজকভাব এবং
(৪) ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব।

চারটি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যথাক্রমে চারজনের নাম উল্লেখযোগ্য :
(১) ভট্টলোল্লট (২) শংকুক (৩) ভট্টনায়ক এবং (৪) অভিনবগুপ্ত।

পৃঃ ১২, ৬০ বৃতি / বিভাবৈল্লল্লনোদ্যানাদিভিঃ.....প্রতীয়মানো রসঃ।

চারটি স্তর—(১) বিভাবাঃ রত্যাদিকং ভাবং জনয়ন্তি।

(২) অনুভাবাঃ তং ভাবং প্রতীতিযোগ্যং কুবন্তি।

(৩) ব্যভিচারিনঃ তন্ উপচিতং বিদধ্যতি।

(৪) উপচিতঃ [সঃ রসঃ] [প্রথমতঃ] প্রতীয়মানো জায়তে রাসাদৌ,
পরতঃচ নতর্কে।

শঙ্কররসের প্রসঙ্গে স্তরগুলিকে স্পষ্ট করে দেখানো যেতে পারে :

(১) নিজর্জন পরিবেশে নায়িকাকে দেখে নায়কের অনুরাগ জন্মায়।

(২) নায়িকার কটাক্ষ, বাহু-আলিঙ্গন ইত্যাদি থেকে নায়িকার অনুরাগ নায়ক
বদ্বতে পারে।

(৩) নায়িকার লজ্জা, শংকা ইত্যাদি থেকে নায়কের অনুরাগ পূর্ণ হয়।

(৪) পূর্ণ অনুরাগ (রস) প্রথমে নায়কে (সাহিত্যের চরিত্রে) এবং শেষ
পর্যন্ত দর্শক উপলব্ধি করে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার মধ্যে।
অভিনেতার মধ্যে পূর্ণ অনুরাগ উপলব্ধি করে (আশ্বাদ করে) প্রচুর আনন্দ লাভ
করে দর্শক। পূর্ণ অনুরাগকে তাই বলে ‘রস’।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। তা হল : মম্মট ভট্টলোল্লটের নাম দিয়ে যে

উদ্ভূতিটুকু দিয়েছেন, তা তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন, বোঝা বেশ কঠিন। অভিনব-ভারতীতে উদ্ধৃত পণ্ডিতগণের সঙ্গে এই অংশের কোন মিল নাই। অভিনব-ভারতীতে উদ্ধৃত লোকের ব্যাখ্যা অন্যরকম। সেখানে লোকের অন্তর্ভাবকে রসের কারণ মনে করেন নি। ভরতসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন অন্যরকম। বলেছেন : বিভাবের সঙ্গে ভাবের যোগে রস উৎপন্ন হয়। ব্যাভিচারীভাব স্থায়ী ভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যঞ্জনের মত তারও স্বাদ-বৈচিত্র্য আনে। সূত্রের ‘অনুভাব-ব্যাভিচারী’ শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে : অনুভাব-রূপ ব্যাভিচারী। অর্থাৎ সঞ্চারণশীল অনুভাবগুলি।

কারিকা ৪-৫

অম্ময় ৪-৫ ক. খ. / অথ লোকে, রত্নাদেঃ স্থায়িনঃ, যানি কারণানি কার্যণি সহকারীণি চ [ভবন্তি] ; তানি [কারণাদীনি] চেৎ নাট্য-কাব্যয়োঃ [ভবন্তি], তৎ* [তানি] বিভাবাঃ অনুভাবাঃ ব্যাভিচারিণঃ কথ্যন্তে ।

৫ গ. ঘ. বিভাবাদ্যৈঃ তেঃ, ব্যক্তঃ সঃ স্থায়ী ভাবঃ, রসঃ স্মৃতঃ । সমগ্র চতুর্থ কারিকা এবং পঞ্চম কারিকার ক. খ.-অংশে, মম্মট লক্ষণ করেছেন বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাবের। পঞ্চম কারিকার গ. ঘ. অংশে লক্ষণ করেছেন ‘রসের’। রসের লক্ষণ অথবা রসতত্ত্ব-সম্পর্কে, মম্মট কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করেন নাই। অনুগত শিষ্যের মত আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের উপস্থাপিত তথ্যগুলিকে সমন্বয় করেছেন। ‘ব্যক্তঃ’-অংশটুকু অভিনবগুপ্তের ‘বিভাবাদিভব্যভিচারিত—’ অংশ-টুকুর স্পষ্ট অনুসরণ।

মম্মট আপন রস-লক্ষণ সমর্থন করতে গিয়ে বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের রসসূত্র। ভরতের রসসূত্রে অবশ্য ‘স্থায়ী ভাবঃ’ কথাটি নেই। কথাটি অনুমান করে নিয়েছেন মম্মট।

ভরতের রসসূত্র : ‘বিভাবানুভাবব্যাভিচারিভিঃ [স্থায়ীভাবস্য] সংযোগাৎ রসনিপত্তিঃ’ ।

‘—ব্যাভিচারিভিঃ’-তে তৃতীয়া সহার্থে ।

‘রসসূত্রের’ ‘সংযোগ’ এবং ‘নিপত্তি’-শব্দের অর্থকে কেন্দ্র করেই রসতত্ত্ব-সম্পর্কে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ। এদের মধ্যে, মম্মট রস-কারিকার (কারিকা ৪ এবং ৫) বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ৪টি। এগুলি হল লোকের উৎপত্তিবাদ, শংকুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ।

বৃত্তি / এতৎ = এটিকে = রসসূত্রকে । বিবৃৎ = বি + বৃ + লট্, অস্তে ।

“বিভাবৈঃ” ললনোদ্যান……প্রতীক্ষমানো রসঃ” ।

—অংশটুকুকে ভট্টলোল্লটের ‘বিবৃতি’ বা ‘ব্যাখ্যা’ বলা যেতে পারে। ‘বৃতি’ বলা যায় না। ‘বৃতি’র বৈশিষ্ট্যগুলি পদ্যোপদ্যি এখানে নেই। যেমন, প্রথমে, ‘বিভাবৈঃ’ পদটি বলা হয়েছে এবং বৃতি করা হয়েছে : বিভাবৈঃ = ললনোদ্যানাদিভিঃ আলম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ। অংশটুকুকে প্রথমাস্ত করলে দাঁড়াবে : বিভাবাঃ = ললনোদ্যানাদীনি আলম্বনোদ্দীপনকারণানি।

অর্থাৎ শকুন্তলার মত বনকন্যা আলম্বন-বিভাব। ঋষি-কণ্ঠের নিজস্ব তপোবন, উদ্দীপনবিভাব।

ঠিক এমনিভাবে, বলা হয়েছে : ‘অনুভাবৈঃ’ = ‘.....কাষৈঃ’। ব্যাভিচারিভিঃ = ‘.....সহকারিভিঃ’।

কিন্তু, পরে ‘সংযোগাৎ’ এবং ‘রসনিপত্তিঃ’ কথাটির ক্রম-অনুযায়ী paraphrase করেন নি। এদের অর্থটুকু নিরেছেন।

রস-সূত্রের ভট্টলোল্লট-কৃত ‘বিবৃতি’র মূল অংশ এরকম : বিভাবৈঃ ভাবো জনিতঃ, অনুভাবৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ, ব্যাভিচারিভিরূপচিতঃ, নতর্কে প্রতীয়মানঃ ...রসঃ।

‘ব্যাভিচারিভিঃ’র paraphrase-এ, ‘নির্বেদাদিভিঃ’ না বলে ‘লজ্জাদিভিঃ’ বললে ভাল হত। শৃঙ্গারের ব্যাভিচারী লজ্জা-ই বেশী ক্ষেত্রে হতে পারে।

শব্দার্থ : বিভাব—কারণ।

অনুভাব—কার্য।

ব্যাভিচারী ভাব—সহকারী কারণ। ‘ব্যাভিচারী ভাব’কে সংক্ষেপে বলা হয় ব্যাভিচারী। ‘সহকারী কারণ’কে তেমনি সংক্ষেপে ‘সহকারী’।

‘রত্নাদিকো ভাবঃ’-এর ভাবঃ = স্থায়ী ভাবঃ। ভূজাক্ষেপ—বাহু-আলিঙ্গন। নির্বেদ—ঔদাসীন্য। উপচিত—সম্পূর্ণ। বৃতি—অস্তিত্ব। ‘মুখ্যয়া’, ‘বৃন্ত্যা’র বিণ। ‘বৃন্ত্যা’-তে হেতু-তৃতীয়া। বৃন্ত্যা = অস্তিত্বহেতু।

অনুকার্য—অনুদরনের যোগ্য চরিত্র। রস্তু-মাংসের রাম হল ‘অনুকার্য’।

তদ্-রূপ-সম্বন্ধাৎ : তস্য রূপানি = তদ্রূপানি।

তস্য = রামাদেঃ। আসল চরিত্রের।

সম্বন্ধান = অনুদরন।

নতর্ক—অভিনেতা।

“মুখ্যয়া বৃন্ত্যা রামাদানুকার্যে, তদ্রূপসম্বন্ধাৎ নতর্কেহপি [গৌণ্যা বৃন্ত্যা = আরোপেণ] প্রতীয়মানো রসঃ।”

ভট্টলোল্লট ও তাঁর মতবাদ

ভট্টলোল্লট খৃঃ নবম শতকের কাশ্মীরী আলংকারিক। ইনি ‘রসসূত্রে’র ব্যাখ্যা করেন, পূর্বমীমাংসার মত-অনুসারে। লোল্লটের গ্রন্থের নাম ছিল ‘রস-বিবরণ’।

তবে তাঁর রসতত্ত্ববিষয়ক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, অভিনবগুপ্তের ‘অভিনব-ভারতী’ এবং মশ্শটের ‘কাব্য-প্রকাশে’।

ইনি মনে করেন : সূত্রের ‘নিপত্তি’ শব্দের অর্থ ‘উৎপত্তি’। ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থ ‘জন্য-জনক-সম্বন্ধ’। বিভাব অনুভাব ব্যাভিচারী ভাব—সকলেই জনক। রস জন্য। ‘জন্য-জনকে’র সমার্থক পরিভাষা ‘উৎপাদ্য-উৎপাদক’।

লোল্লটের মতবাদের নাম, ‘উৎপত্তিবাদ’। লোল্লটের মতে, স্থায়ীভাব বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অনুভাবের দ্বারা প্রকট হয় এবং ব্যাভিচারি-ভাবের সংস্পর্শে এসে রসে পরিণত হয়। রসের মূখ্য আশ্রয় নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতি। নায়কাদিনিষ্ঠ রস অভিনেতা-তে আরোপিত হয়। যে অভিনেতা-অভিনেত্রী নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি বেশ-ভূষা এবং সংলাপে নিপুণভাবে নায়ককে অনুকরণ করেন। অনুকরণকৃত সাদৃশ্যের কলে দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে, আসল পাত্র-পাত্রী ও রসের আশ্রয়, মনে করেন। অভিনেতার চিত্ত-বৃত্তি (স্থায়ী-ভাব) আশ্বাদিত হতে থাকে। আর সেজন্যেই চিত্ত-বৃত্তি হয় রস-পদবাচ্য।

দৃশ্যস্ত-শকুন্তলার প্রসঙ্গটি দিয়ে তত্ত্বটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। শকুন্তলা আলম্বন-বিভাব। তপোবনের নির্জন পরিবেশ উদ্দীপন-বিভাব। বনকন্যা শকুন্তলা এবং ঋষি কণ্বেয় তপোবন, রাজা দৃশ্যস্তের (আসল দৃশ্যস্তের) চিত্তে জন্ম দিল অনুরাগের। অনুরাগ বা রতি অন্যতম স্থায়ী ভাব। প্রতিটি মানুষের মত রাজার মনেও স্থায়ী-ভাবে অগ্নিস্থগীল। শকুন্তলার কটাক্ষ-প্রভৃতি থেকে স্পষ্ট হল অনুরাগ। কটাক্ষ-প্রভৃতি অনুভাব। আর শেষে শকুন্তলার লজ্জা, ভয়, শংকা—প্রভৃতির মাধ্যমে দৃশ্যস্তের স্থায়ী ভাব, পরিণতি পেল রসে। দৃশ্যস্ত-নিষ্ঠ এই রস আরোপিত হল দৃশ্যস্তের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতাতে। অভিনেতার চিত্তবৃত্তি বা অনুরাগের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকল দর্শক। আশ্বাদ্যমান অনুরাগ-নামক এই চিত্তবৃত্তি-কে দর্শক জানতে থাকল ‘শৃঙ্গার রস’ বলে।

প্রসঙ্গক্রমে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। তা হল, ভট্টলোল্লটের মতে : রস-উৎপত্তির কারণ, বিভাব অনুভাব এবং ব্যাভিচারিভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধ। আর, বিভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ ‘উৎপাদ্য-উৎপাদক’-রূপ। সোজা কথায়, বিভাবের দ্বারা রস উৎপন্ন হয়। ‘অনুভাবের’ সঙ্গে রসের সম্বন্ধ ‘গম্য-গমক’ রূপ। সোজা কথায়, নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্দীপ্তমান রসাত্মক চিত্তবৃত্তি ‘অনুভাবের’ দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। ‘ব্যাভিচারিভাবের’ সঙ্গে রসের সম্বন্ধ ‘পোষ্য-পোষক’-রূপ। সোজা কথায়, ‘ব্যাভিচারিভাবের’ দ্বারা উপচিহ্ন হয়ে ‘রস’ শূন্য পরিণতি লাভ করে এবং আশ্বাদ্য হয়ে উঠে।

সমালোচনা : প্রথমতঃ, লোল্লট বলেছেন : ‘রস’, রক্তমাংসের নায়কের (দৃশ্যস্ত কিংবা রামের) মধ্যেই থাকে। পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ আরোপের মাধ্যমে, রস প্রত্যক্ষ-

যোগ্য হয় (রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ) অভিনেতার মধ্যে। অভিনেতা নামকের মতই ভিন্ন ভিন্ন রস এবং ভাব অনুভব করে।

কিন্তু প্রশ্ন হল : অভিনেতা-নিষ্ঠ (অভিনেতৃস্থ) রস (চিন্তাবৃত্তি) দর্শক কেমন করে আশ্বাদন করবেন? কারণ—দর্শকের চিন্তে ‘রস’ প্রতীয়মান হয় অথবা ‘রসে’র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, এ কথা একবারও বলা হয় নি। তাহলে, দর্শকেরা মূগ্ধ হন কিভাবে? অথচ, দর্শকেরা মূগ্ধ হয়ে থাকেন।

এক কথায়, “রস রসিক-নিষ্ঠ”—কথাটি ভাবতে পারেন নি লোল্লট; যা তাঁর মতবাদের প্রধান ত্রুটি।

দ্বিতীয়তঃ, দুটি বস্তু ‘সংযুক্ত’ হতে গেলে একত্র থাকা দরকার। স্থায়ীভাবের অস্তিত্ব অবচেতন স্তরে। আর বিভাব-প্রভৃতির অস্তিত্ব সচেতন স্তরে। তাই, দু’য়ের মাঝে সংযোগ কী করে সম্ভব?

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদে বিভাবাদি এবং স্থায়ী ভাব, পদের দ্বারা অভিধেয়। কিন্তু স্থায়ী ভাব কখনই পদ-বাচ্য নয়।

এরকম বেশ কয়েকটি দোষে মতবাদটি দৃষ্ট হলেও প্রথম ব্যাখ্যাকারদের অন্যতম বলে ভট্টলোল্লটের অবদান অনস্বীকার্য।

পৃঃ ১৩, ৬১ শংকুকের মতবাদ

‘রাম এবায়ম্’, ‘অয়মেব রাম’ ইতি……প্রতিপত্ত্যা গ্রাহ্যে নটে।

বিলক্ষণ—ভিন্ন। প্রতিপত্তি—প্রতীতি, জ্ঞান। ‘বিলক্ষণয়া’, ‘প্রতিপত্ত্যা’র বিগ। নটে—ভাবে এমী। গ্রাহ্য—জ্ঞাত।

‘রাম এ বায়ম্’, ‘অয়মেব রাম’ ইতি সম্যক্-প্রতীতিঃ।

‘ন রামোহয়ম্’ ইত্যোত্তরকালিকে বাধে ‘রামোহয়ম্’ ইতি মিথ্যা-প্রতীতিঃ। ‘রামঃ স্যাদ্ বা, ন বায়ম্’ ইতি সংশয়-প্রতীতিঃ।

শংকুকের মতে, রস প্রধানতঃ নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। দর্শক অভিনয় দেখার সময়, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে নায়ক-নায়িকা বলে মনে করেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীতে নায়ক-নায়িকার এই অভেদ-বোধ, শংকুকের মতে, অ-লৌকিক (অলৌকিক জ্ঞান)। দার্শনিকদের মতে, লৌকিক জ্ঞান চার রকম : (১) সম্যক্-জ্ঞান, (২) মিথ্যা-জ্ঞান, (৩) সংশয়-জ্ঞান এবং (৪) সাদৃশ্য-জ্ঞান। প্রথমতঃ, একটি বস্তুকে একভাবে (= একই স্বরূপে) জানার নাম সম্যক্-জ্ঞান। যেমন, সকাল বেলায় কোন ব্যক্তিকে ‘ইনি রাম’ বলে জানা, এবং সন্ধ্যা-বেলায় সেই ব্যক্তিকেই ‘ইনি রাম’ বলে জানার নাম ‘সম্যক্-জ্ঞান’। কোন একটি বস্তুকে, পরমদূরত্বে সেই বস্তু নয় বলে (অন্য-স্বরূপে), জানার নাম মিথ্যা-জ্ঞান। একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর সদৃশ বলে জানার নাম সাদৃশ্যজ্ঞান।

শংকুকের মতে, অভিনেতা-অভিনেত্রীতে নায়ক-নায়িকার অভেদ-জ্ঞানকে, উক্ত চার রকম লৌকিক জ্ঞানের কোনটিতেই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। আলোচ্য জ্ঞানটিকে

(অভেদ-বোধকে), শংকুক তুলনা করেছেন, চিত্র-স্ব অশ্বেব অশ্বেবর (প্রকৃত অশ্বেবর) অভেদ-জ্ঞানের সঙ্গে।

অশ্বেবর ছবিকে আমরা অশ্ব বলে মনে করি। 'মা দূর্গা'র ছবিকে আমরা 'মা দূর্গা' (আসল) বলে মনে করি। এজন্যে দূর্গা-ঠাকুরের ছবিতে আমরা থুতু ফেলতে সাহস করি না। অর্থাৎ 'অশ্ব' অথবা 'মা দূর্গা'র ছবিতে আমাদের অভেদ-বোধ হয়। এই অভেদবোধ, সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য-বোধ থেকে পৃথক্।

যেমন, অশ্বেবর ছবিতে আমাদের অশ্বেবর জ্ঞান হয় সত্যি, কিন্তু তা সম্যক্ জ্ঞান নয়। কারণ, ছবির ঘোড়াকে কেউই আসল ঘোড়া বলেন না। আবার, আসলে যখন ওটা ঘোড়া নয়, তখন ওকে আগের মূহুর্তে ঘোড়া বলে না জানা, মিথ্যা জ্ঞানও নয়। 'এটি ঘোড়ার ছবি, কিংবা আসল ঘোড়া'—এরকম দ্বিপাক্ষিক জ্ঞানও কোন প্রকৃতিস্ব ব্যক্তির হয় না। কাজেই সংশয়-জ্ঞানও নয়। ঘোড়ার ছবিকে 'আসল ঘোড়া' বলে জানা সাদৃশ্য জ্ঞানও নয়। সাদৃশ্য-জ্ঞানের প্রথম শর্ত হলঃ দূয়ের ভেদ-বুদ্ধি। কিন্তু এখানে দূয়ের (আসল ঘোড়া এবং ঘোড়ার ছবি) ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্ন তোলাই বাতুলতা। সবাই বোধে, ঘোড়ার ছবি ঘোড়ার অনুরূপ-মাত্র।

শ্লোক ৩ মূল বাক্যাংশ—ইয়ং সা মম প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরতাং গতা।

'ইয়ম্' এর আরও ৪টি বিশেষণ হল—(১) সুখারসচ্ছটা, (২) সুপূরকপূর-শলাকিকা (৩) মনোরথশ্রীঃ (৪) শরীরিণী।

সুপূর—সমুদ্র-সমুদ্র।

শ্লোক ৪ তয়া—সীতয়া। বিলোল—চঞ্চল।

শ্লোক ২টি রামের সংলাপ।

অনুসন্ধান—নিবিড়-অধ্যয়ন।

শিক্ষাভ্যাস-নির্বর্তিত-স্বকার্য-প্রকটনেন

শিক্ষা চ অভ্যাসঃ = শিক্ষাভ্যাসো। তাভ্যাং নির্বর্তিতং স্বকার্যম্ = শিক্ষাভ্যাস-নির্বর্তিত-স্বকার্যম্। নির্বর্তিত—সম্পাদিত, কৃত। স্বকার্যম্—অভিনয়ঃ। স্বস্যা (= অভিনেতৃঃ) কার্যম্ = স্বকার্যম্।

কারণকার্যসহকারীভিঃ = বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ। সহার্থে তয়া। পদটির বিগ ৩টি। (১) কৃত্রিমৈঃ (২) অনভিমন্যমানৈঃ (৩) বিভাবাদিশব্দব্যপদেশৈঃ।

অনভিমন্যমান—মনে করা হচ্ছে না বাক্যে।

তথা—সেরকম, কৃত্রিম বলে।

ব্যাপদেশ্য—অভিধেয়।

সংযোগাৎ = সম্বন্ধাৎ = গম্য-গমকসম্বন্ধাৎ = ব্যাপ্তেঃ।

‘ভাব্য’ এর বিণ ৫টি : (১) রত্যাদিঃ, (২) অন্যান্দমীয়মানঃ, (৩) অন্যান্দ-
মীয়মানবিলক্ষণঃ (৪) সম্ভাব্যমানঃ এবং (৫) অসন্ ।

‘রসঃ’ এর বিণ ‘চৰ্যমাণঃ’ (আশ্বাদ্যমাণ) ।

বস্তু-সৌন্দর্য = স্বভাবসৌন্দর্য অথবা বস্তু = স্থায়ীভাব । তত্ব = নটে । সামাজিক
—সহৃদয় ।

ইত্যাদি—কাব্যানুসন্ধানবলাৎ.....শব্দব্যপদেশ্যৈঃ

অভিনেতা প্রথমতঃ নাটক থেকে অভিনয় শেখে (সংলাপগুলি আয়ত্ত করে ।
মুদ্রস্থ করে ।) পরে অভ্যাস করে (রিহাসালি দেয়) । এবং নাটকীয় চরিত্রের
অবস্থাগুলিকে (অনুভাব এবং ব্যাভিচারীভাব) স্বাভাবিক (অকৃত্রিম, natural)
করে রূপায়িত করে তোলে । নাটকীয় চরিত্রের আপন জনকে (আলম্বন-বিভাব)
আপন বলে মনে করে । তার সঙ্গে সে-রকম ব্যবহারও করে । তাই নাটকীয়
চরিত্রের আপনজন অথবা তাদের মানসিক অবস্থাগুলি নটের না হলেও, নট
সেগুলিকে আপন করে দেখাতে পারে ।

বিভাবাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্যৈঃ.....অনুদমীয়মানঃ

অভিনেতা-গত বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাব থেকে অভিনেতার
‘স্থায়ীভাব’ অনুমিত হতে পারে । ধূম থেকে যেমন বহির অনুমান, বিভাব
প্রভৃতি থেকে ‘স্থায়ীভাবে’র (রসের) অনুমান অনেকটা সেই রকম । ধূম
থেকে বহির অনুমানে, ধূম হেতু, বহি সাধ্য, পর্বত পক্ষ । বিভাবাদি থেকে
স্থায়ীভাবে অনুমানে, বিভাব-প্রভৃতি হেতু, সাধ্য স্থায়ীভাব বা রস, পক্ষ
অভিনেতা ।

অনুদমীয়মানোহপি বস্তু-সৌন্দর্যবলাৎ.....অন্যান্দমীয়মানাবিলক্ষণঃ

দুই অনুমানের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে । বহি-অনুমানে অলৌকিক আনন্দ
নেই । অভিনেতা-গত স্থায়ীভাবে অনুমানে আছে অ-সাধারণ বা অ-লৌকিক
আনন্দ । স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক সৌন্দর্যই এই আনন্দের মূলে । বহির কোন
স্বভাব-সৌন্দর্য নেই । অতএব স্থায়ীভাবে অনুমান, সাধারণ অনুমান থেকে
একটু পৃথক্ ।

রসনীয়শ্চেন—হেতৌ ওয়া ।

বাসনা—সংস্কার । জমাট অনুভূতি । রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের স্থায়ী
অনুভূতি ।

সম্ভাব্যমান—পরিগণিত । পরিগণ্যমান । জ্ঞায়মান । অসম্পি—না থাকলেও ।

তত্ব = নটে । অনুদমীয়মান—অনুমানের বিষয় ।

মন্তব্য / কাব্য অথবা নাটকীয় সংলাপ এবং চাররকম সাধারণ জ্ঞানের উদাহরণ
রস-তত্ত্ব-প্রতিপাদক একটি বাক্যের মধ্যেই দেওয়া অর্থবোধে বেশ
কষ্ট হয় ।

শ্রীশংকুক এবং রস-বাদ

ভট্টলোল্লটের পরবর্তী যুগে রসবাদ প্রতিষ্ঠা করেন শংকুক। ইনি খৃঃ নবম শতকের কাশ্মীরী নৈয়ায়িক এবং আলংকারিক। শংকুক-রচিত নাট্যশাস্ত্রের ভাষা এখন পাওয়া যায় না। তবে অভিনবগদ্য-রচিত 'অভিনব-ভারতী' ভাষ্যে তাঁর মতবাদের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। মস্মট 'অভিনব-ভারতী' থেকেই শংকুকের মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন।

শংকুকের মতে, রস-সূত্রের 'সংযোগ' শব্দের অর্থ হল, গম্য-গমক-সম্বন্ধ (= অনুমাপ্য-অনুমাপক-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ)। 'নিপ্পত্তি' শব্দের অর্থ হল, 'অনুমিতি'। অতএব সমগ্র সূত্রের অর্থ হল : বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকার ফলে, [বিভাব প্রভৃতি দ্বারা] রসের অনুমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব থেকে, অনুমানের মাধ্যমে রতি-প্রভৃতি স্থায়ীভাবের জ্ঞান উৎপন্ন হয় (= রতি প্রভৃতিতে জ্ঞান যায়)। এখানে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব হল হেতু (গমক); স্থায়ীভাব হল সাধ্য (গম্য)। স্থায়ী ভাবের অনুমান অলৌকিক আনন্দের জনক। অ-লৌকিক আনন্দের অনুভূতিই রস।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকের নায়ক-নায়িকাকে (রাম-সীতা, দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে) নিপুণভাবে অনুকরণ করেন। দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই আসল রাম-সীতা বা আসল দুষ্যন্ত-শকুন্তলা মনে করেন। রামের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতা এবং আসল রামের মধ্যে দর্শকের এই অভেদ-বোধ, এক বিশেষ ধরনের বোধ (জ্ঞান বা প্রতীতি)। সাধারণতঃ, অনুভূতিতে (জ্ঞান, প্রতীতি, বুদ্ধি, বোধ) চার ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হল : সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য-বোধ। নায়ক এবং অভিনেতা—দুয়ের মধ্যে দর্শকের যে অভেদ-বোধ, তা উপরি-উক্ত চার রকম বোধ বা জ্ঞান থেকে পুঙ্খক্। কেননা, দর্শক অভিনেতা পাঁচকাঁড়িবাবুকে একেবারে 'রাম' মনে করেন না। কেননা, দর্শক জানেন, তিনি ১৯৭৫ সালের মানুষ। রামকে তিনি দেখতে পান না। দ্বিতীয়তঃ, আগে 'পাঁচকাঁড়িবাবু রাম' এরকম বড়ো পরে দর্শকের এমন জ্ঞান হচ্ছে না যে, 'পাঁচকাঁড়িবাবু রাম নয়'। তৃতীয়তঃ, দর্শকের মনে 'পাঁচকাঁড়িবাবু রাম হতেও পারেন, নাও পারেন' এরকম সন্দেহও হয় না। চতুর্থতঃ, পাঁচকাঁড়িবাবু রামের মত—তাও ভাবেন না দর্শক।

আসলে, এই অভেদ-বোধ অভেদ-কল্পনা। লোল্লট অবশ্য বলেছেন : অভিনেতা এবং চরিত্রের অভেদ-বোধ এক ধরনের মিথ্যাজ্ঞান। লোল্লটের সঙ্গে এখানে শংকুকের মত-পার্থক্য লক্ষণীয়।

'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের সময় দর্শক অভিনেতাকে 'দুষ্যন্ত' হতে অভিন্ন বলে মনে করেন। অভিনেতা ও কাব্যানুসন্ধান এবং অভ্যাসের জন্য এমন

নিপুণ-ভাবে অভিনয় করেন যে, শকুন্তলা-প্রভৃতি বিভাব-সমূহ, মৃগয়াভ্যাগ-নিদ্রা-অভাব প্রভৃতি অনুভাব-সমূহ এবং তনুতা, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারি-ভাব সমূহ অভিনেতার নিজস্ব হয়ে প্রতিভাত হয়। এই সমস্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব থেকে দৃশ্যস্ত-অভিন্ন-রূপে জ্ঞাত অভিনেতার রতি অনুদ্রমিত হয়। আর সহৃদয়ের (দর্শকের) বাসনা বা সংস্কার যখন ঐ রতীর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে, তখন তার নাম হয় রস।

শংকরকের মতে, যে সমস্ত স্থায়ীভাব নটে বিদ্যমান বলে অনুদ্রমিত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নটের নয়। ওগুলি নায়ক-আশ্রিত মানসিক ভাবের সদৃশ। তাই নটে অনুদ্রমীয়মান রত্যাংগ নায়ক-নিষ্ঠ-রত্যাংগের সদৃশ।

পরবর্তী যুগে, শংকরকের মতবাদ ‘অনুদ্রমিতবাদ’ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

লোল্লট এবং শংকুক

উৎপত্তিবাদ এবং অনুদ্রমিতবাদ

মিল : (১) উভয়ের মতে-ই রস মূখ্যতঃ নায়কাদিনিষ্ঠ।

(২) নায়ক এবং অভিনেতাকে অভিন্ন বলে মনে করেন দর্শক, একথা উভয়েই স্বীকার করেছেন।

(৩) উভয়েই আনন্দকে কাব্যের মূখ্য ফল বলে মনে করেছেন।

অমিল : (১) অভিনেতা এবং নায়ককে, দর্শক যে অভিন্ন বলে মনে করেন; ভট্টলোল্লটের মতে, তা এক ধরনের মিথ্যা-জ্ঞান।

শংকরুক মনে করেন : তা মিথ্যা-জ্ঞান ত’ নয়ই। আবার সম্যক্-সংশয় অথবা সাদৃশ্য-জ্ঞানও নয়। ঘোড়ার ছবি দেখে ঘোড়া-সম্পর্কে যে ধরনের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান হল সেই রকম।

(২) ভট্টলোল্লটের মতে, রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবে অনুভব হল প্রত্যক্ষ-অনুভূতি।

শংকরকের মতে, ঐ অনুভব হল অনুদ্রমিত।

শংকরকের দোষ-ত্রুটি

(১) দার্শনিকেরা সমস্ত জ্ঞানকে ভাগ করেছেন চারভাগে। ভাগগুলি হল : সম্যক্-জ্ঞান, মিথ্যা-জ্ঞান, সংশয়-জ্ঞান এবং সাদৃশ্য-জ্ঞান। অতএব চিত্তভূগ-জ্ঞানও এই চার রকম জ্ঞানের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। ভট্টতৌত* বলেছেন : ছবির ঘোড়াকে, ঘোড়া বলে জ্ঞানার অর্থ হল ঘোড়া-সদৃশ কোন বস্তু** বলে জানা।

* ভট্টতৌত অভিনবগুপ্তের শিক্ষক। গ্রন্থের নাম কাব্য-কৌতুক। গ্রন্থটি আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

** ঘোড়ার ছবি বলে।

অতএব জ্ঞানটি (প্রতীতিটি) সাদৃশ্য-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, জ্ঞানটিকে সম্যক-
মিথ্যা কিংবা সংশয়-জ্ঞানও বলা চলে।

শংকর কিন্তু জ্ঞানটিকে পৃথক এক শ্রেণীর জ্ঞান বলেছেন, যা অনুভব-বিরুদ্ধ।

(২) শংকরের মতে, দর্শক অনুমান করেন নটের স্থায়ীভাব। আর নটের
স্থায়ীভাব অনুমান কোরেই দর্শক লাভ করেন অ-লৌকিক আনন্দ। কিন্তু লক্ষ্য
করার বিষয় : একের স্থায়ীভাব অনুমান কোরে অন্যের পক্ষে আনন্দলাভ করা আদৌ
সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে তাই ভট্টনায়ক বলেছেন : পরগতরূপে রস প্রতীত হতে
পারে না। 'ন তাটস্থেন রসঃ প্রতীয়তে'। অভিনবগুপ্তও তা-ই মনে করেন।

(৩) শংকরের মতে, নট-নিষ্ঠ রসকে নায়ক-নিষ্ঠ রসের (পারিভাষিক অর্থে
'ভাবে'র) অনুকরণ। 'ভাবানুকরণং রসঃ'। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় : (১) দর্শক
কখনও নট-নিষ্ঠ রসকে নায়ক-নিষ্ঠ রসের অনুকরণ বা সদৃশ বলে মনে করেন না।
নটপ্রিত রস কৃত্রিম হলেও কৃত্রিমতা-বোধ দর্শকের থাকে না। (২) আর নটের পক্ষে
নায়ক-নিষ্ঠ স্থায়ীভাবে অনুকরণ করা সম্ভবও নয়। কারণ, নট নায়ককে কখনও
দেখেন নাই। তাদের সম্পর্কে কোন জ্ঞানও নাই।

অবদান

(১) নটের স্বরূপ-বর্ণনায় পরিচয় দিয়েছেন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির।

(২) দাবী করেছেন : রস উৎপন্ন বস্তু নয়, অনুমেয় বস্তু।

ভট্টনায়কের মতবাদ

ন তাটস্থেন নাস্তগতেন রসঃ প্রতীয়তে

তটস্থ—উদাসীন, নিরপেক্ষ : তাটস্থেন—উদাসীন্যেন। করণে ওয়া। ন
তাটস্থেন রসঃ প্রতীয়তে = [সামাজিক] উদাসীন্য দিয়ে 'রস' উপলব্ধি করতে
পারে না।

ন তাটস্থেন রসঃ প্রতীয়তে / অংশটুকু আচার্য শংকরের* মতের প্রতিবাদ।
শংকরের মতে, সহৃদয়-কর্তৃক স্থায়ীভাবে অনুমান-ই 'রসানুভূতি'। শংকর বলেন,
এই স্থায়ীভাবে আধার, নট। আর নট-নিষ্ঠ স্থায়ীভাবে অনুমানেই অলৌকিক
আনন্দ লাভ করেন সহৃদয়। অর্থাৎ, সহৃদয় কেবল নিরপেক্ষ দর্শক। তাঁর সঙ্গে
স্থায়ীভাবে কোন সম্বন্ধই নাই। পরের সুখ অনুমান করেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু
তথ্যটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। পরের সুখ দেখে তটস্থ বা নিরপেক্ষ ব্যক্তির আনন্দ
হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই ভট্টনায়ক বলেছেন : সহৃদয় উদাসীন্য-বোধ দিয়ে রস
অনুভব করতে পারে না।

নাস্তগতেন রসঃ প্রতীয়তে / উপরি-উক্ত মতব্য থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে
রসের অনুভূতি কি নিত্যগত (personal)? রসানুভূতি কি সহৃদয়

দর্শকের একান্তভাবে আত্মগত ? কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় : অহংবোধ বা মমত্ববোধ থেকে মর্দিত না পেলে রসানুভূতি থেকে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। বেগন, ক্রৌঞ্চীর বিরহ দেখে স্তম্ভনয় করুণ-রস অনুভব করেন। এখানে শোকরূপ স্থায়ীভাবের আশ্বাদ-ই করুণ-রসানুভূতি। এখন, এই শোককে যদি নিতান্ত আমার বলে মনে করতেন স্তম্ভনয়, তাহলে ক্রৌঞ্চ-পক্ষীর মত তিনিও দঃখিত হতেন। অভিনয়-দর্শনের সমস্ত আনন্দ হচ্ছে যেত।

আরও একটি উদাহরণে স্পষ্ট হতে পারে তত্ত্বটি। ‘শকুন্তলা’ নাটক দেখে দর্শক কখনও এরকম মনে করে না যে, শকুন্তলা আমারই কাম্বা। ‘উত্তর-রামচরিত’ দেখে মনে করে না, সীতা আমারই পত্নী। সাধারণ নার্সিকার বেলায় মমত্ব-বোধ জন্মালেও জন্মাতে পারে! কিন্তু পৌরাণিক দেব-দেবী নাটকের নামক-নার্সিকা হলে কখনও মমত্ব-বোধ জন্মান সম্ভব নয়। সকলের শ্রদ্ধাভাজন দেবী দুর্গা যেখানে নার্সিকা, সেখানে স্তম্ভনয় বা দর্শক কখনও মনে করতে পারে না, ‘ইনি আমারও পত্নী’।

তাই ভট্টনায়কের সমীক্ষা হল : স্থায়ীভাবে ব্যক্তিগত (আত্মগত) বলে ডাকা যায় না। রসও আত্মগত-রূপে প্রতীত হয় না। এই ‘নাট্যগতত্বেন’-এর ধারণা থেকেই ‘সাধারণীকৃতত্বেন’-এর ধারণার জন্ম। অর্থাৎ বিভাব-প্রভৃতি সহ স্থায়ীভাবে সাধারণীকৃত-রূপেই প্রতীত হয়।

‘ন প্রতীক্ৰতে, নোৎপদ্যতে, নাভিব্যজ্যতে’—তিনটি ক্রিয়া যথাক্রমে, অনুমিতিবাদ, উৎপত্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভট্টনায়কের বক্তব্য হল—রসঃ ভূজ্যতে।

অভিধাতঃ দ্বিতীয়েন……ভাবকঃ-ব্যাপারেণ।

অভিধাতঃ = অভিধায়াঃ লক্ষণায়াম্। অভিধা এবং লক্ষণা থেকে। পঞ্চমার্থে তসিল্। ভট্টনায়ক-ব্যবহৃত ‘অভিধা’ শব্দটিকে বঃপত্তিগত অর্থে বুঝতে হবে। অর্থাৎ ‘অভিধীয়তে নিয়তত্বেন প্রকাশ্যতে যস্মা, সা অভিধা’। লক্ষণা-বৃত্তিও নিয়ত অর্থের (কোন না কোন সূত্রে সম্বন্ধ-যুক্ত অর্থের) প্রকাশক। লক্ষণাশক্তিও সীমিত। তাই ভট্টনায়ক ‘অভিধা’ শব্দ দিয়ে অভিধা এবং লক্ষণা—দুটি বৃত্তিকেই বুঝিয়েছেন। পৃথকভাবে লক্ষণা-র কথা বলেন নাই।

‘ভাবকঃ-ব্যাপারেণ’ এর বিগ দুটি—(১) দ্বিতীয়েন (২) বিভাবাদিসাধারণীকরণায়াঃ।

ভাবকঃ = ভাবনা = সাধারণীকৃতি = সাধারণীকরণ

ভোগকঃ = ভোগ = ভোগীকৃতি = ভোগীকরণ।

‘ভোগেন’ এর বিগ ১টি। বিশেষণটি হল ‘সত্ত্বোদ্ভেক—সতত্ত্বেন’। ‘স্থায়ী’র বিগ ‘ভাব্যমানঃ’। ভাব্যমানঃ = সাধারণীকৃত্যমানঃ। ‘সাধারণীকরণ’ অথবা ‘ভাবনা’র বিষয় হলে।

ভোগেন = ভোগকত্বেন। ভূজ্যতে = উপভূজ্যতে। উপভোগ করা যায়।

সম্ভোগ-প্রকাশানন্দময়-সংবিদ-বিশ্রাস্তি-সতত্ত্বম্ ।

পদটি 'ভোগেন' এর বিশেষণ ।

সত্ত্বস্য উদ্বেক্ণে [রজস্তমসোঃ তিরোভাবেন] যঃ প্রকাশঃ, সঃ এব আনন্দময়-সংবিৎ । তস্যঃ (=সংবিদঃ বিশ্রাস্তিঃ । সা এব সতত্ত্বম্ স্বস্য সঃ । তেন ।

সত্ত্বম্ = সত্ত্বগুণঃ । উদ্বেক্ণঃ = আবির্ভাবঃ । আনন্দময়-সংবিৎ = আনন্দাত্মকং জ্ঞানম্ । বিশ্রাস্তিঃ = বেদ্যাস্তর-সম্পর্ক-রাহিত্যেন অবস্থানম্ । সতত্ত্বম্ = তত্ত্বম্, স্বরূপম্ । 'ভোগ' অথবা 'ভোজকত্ব' সহৃদয়ের আস্তর ব্যাপার । ভোজকত্বের স্বরূপ বলা হয়েছে উপরি-উক্ত বিশেষণটিতে । সংক্ষেপে বলা যায়, আনন্দাত্মক জ্ঞানের অস্তিত্বই হল ভোগ । 'আনন্দময়-সংবিদ-বিশ্রাস্তিঃ এব ভোগস্য সতত্ত্বম্' ।

ঘটনাটি এরকম : রস-চর্চনার ফলে সামাজিক চিন্তে অলৌকিক আনন্দের উদ্ভব হয় । অথবা বলা যায়, আত্মার আনন্দাংশ প্রকাশিত হয় । এই সময় ত্রিগুণাত্মক চিন্তে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব ঘটে । রজঃ ও তমোগুণ আবৃত ও অভিভূত থাকে ।

ভট্টনায়কের মতবাদ*

"ভট্টলোল্লট ও শ্রীশঙ্কর রসবাদকে খণ্ডন করিয়া নূতন রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন পরবর্তী যুগের আলংকারিক ভট্টনায়ক । ভট্টনায়ক ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের উপর কোন ধারাবাহিক ভাষা রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না । ভট্টলোল্লট ও শ্রীশঙ্কর রচনার ন্যায় ভট্টনায়কের রচনাও কালের স্রোতে সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু তাহার রসতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ অভিনবগুপ্ত রচিত 'অভিনব-ভারতী' ভাষ্যে পাওয়া যায় ।" মস্ট সম্ভবতঃ 'অভিনব-ভারতী' হইতেই ভট্টনায়কের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন । "এই মতবাদ পরবর্তীকালে ভূক্তিবাদ নামে অসংকারগোষ্ঠীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।" "এই মতে সূত্রস্থ সংযোগ শব্দের অর্থ শাস্বত প্রতীকরূপে উপস্থিতি ও নিঃপত্তি শব্দের অর্থ উপভোগ ।"

"ভট্টলোল্লট ও শঙ্কর রসতত্ত্বের প্রধান দোষ ছিল এই যে, তাহারা অন্যান্য নিষ্ঠা স্থায়ীভাবের জ্ঞানকে অন্যান্য নিষ্ঠা আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । তাহাদের মতে দৃশ্যস্ত-নিষ্ঠা রসের জ্ঞান, তাহা প্রাত্যক্ষিকই হউক, আর আনন্দ-মানিকই হউক, সহৃদয় সামাজিকের চিন্তে অলৌকিক আনন্দ সঞ্চারিত করিতে পারে । ভট্টনায়কের আপত্তি এইখানেই ; তাহার মতে পরগতরসের প্রতীতি হইতে কখনই সামাজিকচিন্তে আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারে না : কাব্যপাঠক বা রঙ্গপ্রেক্ষক উদাসীন থাকিলে তাহাদের পক্ষে রসান্বাদ সম্ভব নয় । ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, সহৃদয় সামাজিক যদি রসকে স্বগত-ভাবে অনুভব করিতে পারে, তবেই কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শন হইতে আনন্দলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয় । এইজন্যই ভট্টনায়ক-

* সমগ্র অংশটুকুই ডঃ মন্থোপাধ্যায়ের রস-সমীক্ষা গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত ।

ভাবনা ও ভোজকত্ব নামক দুইটি নূতন ব্যাপারকে স্বীকার করিয়া লইয়া রসানুভূতিজনিত আনন্দাংশবাদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।”

“ভট্টনায়কের মতে নাট্য ও কাব্যে অভিধাশক্তির দ্বারা প্রথমে শব্দসমষ্টির প্রাথমিক অর্থবোধ হয়। অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া সহৃদয় সামাজিক বুদ্ধিতে পারে কি কি বিভাব, কি কি অনুভাব, কি কি ব্যাভিচারিভাব, কোন্টি স্থানিভাব ইত্যাদি।” “পরে ভবিকত্বব্যাপারের দ্বারা উপস্থিত বিভাব, অনুভাব, ব্যাভিচারিভাব ও স্থানিভাবসমূহ তাহার নিকট আদর্শীকৃত, নৈব্যক্তিক ও সাধারণভাবে প্রতিভাত হয়। নায়ক-নায়িকা সাধারণভাবে কান্ত-কান্ত্যরূপে তাহার নিকট উপস্থাপিত হয়।” “শকুন্তলা তাহার নিজস্বরূপ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র কান্ত্যরূপে তাহার নিকট উপস্থিত হন। দৃশ্যস্তও তাহার ব্যক্তিত্ব অর্জন করিয়া দেশকালবিনিমুক্ত নায়কের আদর্শ প্রতীকরূপে প্রতিভাত হন।” “ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, কাব্যে দোষবর্জিত ও গুণালংকার-সংস্কৃত শব্দার্থের প্রয়োগ কবিবর্ণিত চরিত্র ও বস্তুসমূহকে একটি সর্বজনীন রূপ দান করে; তাহাদিগকে শাস্বত আদর্শ বা প্রতীক করিয়া তুলে। সঙ্গে সঙ্গে ইহা পাঠকের পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবোধকে দূর করিয়া দিয়া তাহার ব্যাপ্তিস্বরূপকে জাগ্রত করিয়া দেয়। নাট্যে চতুর্বিধ অভিনয়, নাট্যসংস্কার ও নৃত্য-গীত-বাদ্যের সন্নিবেশ অনুরূপভাবে উপস্থাপিত পাত্র-পাত্রী ও দেশ-কাল-অবস্থা-ভাবে শাস্বত আদর্শরূপে গড়িয়া তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার সংকীর্ণ অহংতা-বোধকে বিলীন করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে অপরিমিত অহংতাবোধকে জাগ্রত করিয়া দেয়। সহৃদয় ক্ষুদ্রসত্তাকে লগ্নন করিয়া চলিয়া যায় ও বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হয়।”

মনে রাখা প্রয়োজন, “অভিধা শব্দের শক্তি। ভাবনা দোষবর্জিত ও গুণালংকার-সংস্কৃত কাব্য এবং চতুর্বিধাভিনয়োপচিত ও নৃত্য-গীত-বাদ্যযুক্ত নাট্যের শক্তি। আর ভোজকত্ব সম্পূর্ণরূপে সহৃদয়ের আন্তর শক্তি। ইহা দর্শক ও পাঠকের মনে থাকে।” “ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, ভোজকত্ব-নামক তৃতীয় ব্যাপারের দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণের গুণীভাবের ফলে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়। সত্ত্বোদ্ভেকের পর তাহার চিত্ত স্বেচ্ছা প্রাপ্ত হয়। পার্থিব বা বাহ্য কোন বস্তুর দ্বারা উহার বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থির হইলে তাহাতে আত্মার আনন্দাংশ অব্যাহতভাবে স্ফুরিত হয়। স্বচ্ছতা ও স্বেচ্ছাযুক্ত চিত্তে স্বরূপ-নন্দ-চৈতন্যের স্ফুরণ দার্শনিক সিদ্ধান্তসম্মত। এইরূপ অনাবৃত আনন্দাংশের দ্বারা রতি প্রভৃতি স্থানিভাব সাক্ষাংকৃত হইলে সামাজিকের চিত্তে রসানুভূতি উল্লসিত হয়।

দোষ-দুইটি / ১. ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব-নামক দুইটি বৃত্তির স্বীকার ঐতিহ্য-বিরুদ্ধ। “অভিনবগুপ্ত ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামক ব্যাপারদ্বয়ের ক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার মতে ঐ কার্যগুলি অন্যভাবে নিষ্পন্ন হওয়ায়, পৃথক দুইটি ব্যাপার স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।”

২. “ভট্টনায়কের রসবাদের আরও একটি দুর্বলতা এই যে, ইহা রসানুভূতিকে

সম্পূর্ণরূপে সঙ্গময় শ্রোতা ও দর্শকের আন্তর্যবাসনা-নিরপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় কাব্য-নাট্য-বর্ণিত চরিত্রই যে সাধারণ আকারে প্রতিভাত হয়, তাহা নয়। নায়ক-নায়িকাগত রীতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবসমূহও সর্বদেশ, সর্বকাল, সর্বমানব-সাধারণরূপে প্রতীয়মান হয়। সাধারণীকৃত আন্তর্যভাব পাঠক ও দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত হয়। তাই সঙ্গময় সামাজিকের নিজের মনে কোন স্থায়ীভাব না থাকিলেও রসাস্বাদ বিদ্রিত হয় না। পরবর্তীকালের আলংকারিকেরা কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। ইহারা বলিয়াছেন—সঙ্গময় সামাজিকের মনে বাসনার আকারে সূক্ষ্মভাবে রীতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব না থাকিলে তাহার পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। রীতি বাসনাহীন ব্যক্তির কাছে প্রণয় মাধুর্যহীন বলিয়া সে শৃঙ্গাররসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। অনুরূপভাবে নির্বেদ-বাসনাহীন ব্যক্তির কাছে বিষয় নীরস বলিয়া সে শান্তরসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। বাহাদের মনে স্থায়ীভাবের বাস্তব সংস্কার নাই, তাহারা কাব্য-নাট্য-রসাস্বাদন-বিষয়ে রঙ্গালয়ের কাণ্ড ও প্রস্তরতুল্য-জড়। তাই পরবর্তীকালে আচার্য অভিনবগুপ্ত সঙ্গময়ের মনে স্থায়ীভাবের বাস্তব সত্যকে আবশ্যিকরূপে বর্ণনা করিয়া রসানুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রোতা ও দর্শকের আন্তর্য-বাসনা-সাপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন।

অবদান : ১. “ভট্টনায়কই প্রথম বলেন, সঙ্গময় সামাজিক যদি রসকে স্বগত-ভাবে অনুভব করিতে পারে, তবেই কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শন হইতে আনন্দলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয়।”

২. তিনিই প্রথম ‘সাধারণীকরণ’র ধারণার কথা বলেন।

অভিনবগুপ্তের রসবাদ

পৃঃ ১০, ৬২

মূল অংশ / কাব্যে নাট্যে চ তৈঃ...অভিব্যক্তঃ...সামাজিকানাম্...স্থায়ী...প্রমাত্রা...সাধারণ্যেন গোচরীকৃতঃ...পানকরসন্যায়েন চর্চ্যমাণঃ...রসঃ।

কাব্য এবং নাটকে সেই কারণগুলির ফলে সামাজিকের স্থায়ীভাব যখন সামাজিক-কর্তৃক সাধারণভাবে জ্ঞাত হয় এবং সর্ববৃত্তের মত আস্বাদিত হতে থাকে, তখন সেই স্থায়ীভাব হইল ওঠে রস।

‘সামাজিক’ এবং ‘প্রমাত্র’—শব্দ দুটি সমার্থক। তবে অর্থের অল্প পার্থক্য লক্ষণীয়। সামাজিক = রসাস্বাদনের যোগ্যতা-যুক্ত ব্যক্তি। আর, ‘প্রমাত্র’ হল এমন সামাজিক যিনি কাব্যপাঠ অথবা অভিনয় দর্শনের ফলে বৃহত্তর সত্যায় উন্নীত।

‘সামাজিকানাম্’ পদটির বিশেষণ হল—‘স্থায়ানুমানো অভ্যাসপাটববতাম্’, প্রমাত্রা পদটির বিশেষণ হল—তৎকালবিগলিত—অপরিমিতভাবে।

এখন বিশেষ্য বিশেষণগুলিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে।

নিশেষ্য	বিশেষণ
১. কারণাদিভিঃ (উহা)	১. প্রমদাদিভিঃ
২. সামাজিকানাম্	২. অভ্যাস-পাটববতাম্
৩. তৈঃ	৩. ক. অলৌকিক-শব্দ-ব্যবহার্যৈঃ খ. [সাধারণ্যেন] প্রতীতৈঃ
৪. স্থায়ী	৪. ক. রত্যাদিকঃ খ. স্থিতঃ [অপি] গ. [স্বাকার ইব] অভিন্নঃ [অপি] ঘ. গোচরীকৃতঃ
৫. প্রমত্তা	৫. তৎকালবিগলিত-পরিমিতপ্রমত্তাববশো- ন্মিষিত-বেদ্যাস্তরসম্পর্ক-শূন্যা-পরিমিতভাবেন
৬. সাধারণ্যেন	৬. সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা
৭. রসঃ	৭. ক. চর্চ্যমাণতৈকপ্রাণঃ । খ. বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ । গ. চর্চ্যমাণঃ ছ. তিরোদধং ঘ. পরিস্ফুরন্ জ. অনুভাবয়ন্ ঙ. প্রবিশন্ ঝ. চমৎকারকারী চ. আলিঙ্গন্ ঞ. শৃঙ্গারাদিকম্ ।

লোকে প্রমদাদিভিঃ স্থায়ানুমানেন অভ্যাসপাটববতাম্ সামাজিকানাম্

প্রমদাদিভিঃ = স্ত্রীলোকোদ্যান-কটাক্ষ-নির্বেদাদিভিঃ কাব্যের জগতে স্ত্রীলোক এবং উদ্যান যথাক্রমে আলম্বন (চরিত্র) এবং উদ্দীপন (পরিবেশ)-বিভাব । কটাক্ষ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুভাব এবং নির্বেদ অথবা শঙ্কা ব্যাভিচারিভাব ।

স্থায়িনঃ (স্থায়ীভাবস্য) অনুমানম্ = স্থায়ানুমানম্ ।

অনুমানম্ = অনুভবঃ, আশ্বাদঃ ।

অভ্যাসপাটববতাম্ / পাটববৎ = পটু
= অনুশীলনপটবঃ ।

তৈঃ এব কারণাদিপরিস্ফুরণে বিভাবনাদিব্যাপারবস্ত্বে অলৌকিক-বিভাবাদিশব্দ-ব্যবহার্যৈঃ

স্ত্রীলোক, কটাক্ষ এবং শঙ্কা যথাক্রমে বিভাবন, অনুভাবন এবং ব্যাভিচারণ ক্রিয়া যদ্ব্যপেক্ষ সাহিত্যে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারিভাব নামে অভিহিত হয় । বিভাবনের অর্থ আশ্বাদপাত্রীকরণরূপে বিজ্ঞাপন (আশ্বাদপাত্রীকরণরূপেণ জ্ঞাপনম্), অনুভাবনের অর্থ অনুভবগোচরীকরণ, আর ব্যাভিচারণের অর্থ হল, বিশেষ এবং ব্যাপকভাবে জ্ঞাপন (শৈল্পরূপেণ বিশেষেণ অভিভাচারণং জ্ঞাপনম্) ।

‘তৈঃ’-এর ২য় বিশেষণ হল, ‘সাধারণেন প্রতীতৈঃ’। বাক্যাংশটি হল : ‘মমৈবৈতে ...তটস্থসৌবৈতে’ ইতি...অনধাবসায়ঃ সাধারণেন প্রতীতৈঃ।

তটস্থ = উদাসীন। অনধাবসায় = অপ্রতীতি।

স্বীকার = গ্রহণ, পরিহার = বর্জন।

কাব্যপাঠ অথবা শ্রবণ এবং নাটক-অভিনয়-দর্শনের সময় চিত্তের প্রসার ঘটে বিভাব প্রভৃতির ফলে। বিভাব-প্রভৃতি সাধারণভাবে অথবা সার্বজনীন-আকারে প্রতীত হয়। ‘এগুঁলি আগার, এগুঁলি শত্রুর, এগুঁলি নিরপেক্ষের’—এরূপ বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে গৃহীত হয় না। অথবা ‘এগুঁলি আমার নয়, এগুঁলি শত্রুর নয়, এগুঁলি নিরপেক্ষের নয়’—এরূপ বিশেষ সম্বন্ধে বর্জিতও হয় না।

‘অভিব্যক্তঃ’ পদটি ‘স্থায়ী’ পদের বিণ। অভিব্যক্তঃ = ব্যঙ্গনয়া প্রকাশিতঃ।

অভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাত্মকতয়া দ্বিতঃ স্থায়ী

“ভট্টনায়কের মতে বিভাব এবং অনুভাবসমূহ যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া দেশকালানিয়ন্ত্রিত সাধারণীকৃতরূপে সামাজিকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ রতি-প্রভৃতি আস্তর-ভাবসমূহও বাহ্য নায়কেরই একান্ত নিজস্ব, কাব্য ও নাট্যের ‘ভাবনা’ ব্যাপারের গহিমাবশে অনুরূপভাবে সাধারণীকৃত হইয়া সহৃদয় শ্রোতা ও দর্শকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। ইহাকেই বলা হয় ‘হৃদয়সংবাদ’। সুতরাং শ্রোতা বা দর্শকের স্বকীয় কোনো স্থায়ীভাবের বাস্তব সত্তার অপেক্ষা নাই। আমার রতিরূপ স্থায়ীভাবের সংস্কার বা বাসনা না থাকিলেও কোনো ক্ষতি নাই। তথাপি আমি দৃশ্যসুগত শকুন্তলাবিষয়ক রতিভাবের সাধারণীকৃত রূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, কোনো বাধাই থাকিবে না। ভট্টনায়কের মতবাদের ইহাই দুর্বলতা।”...আসলে দেখা যায় “রতিবাসনাহীন ব্যক্তির নিকট প্রণয়ের মধ্যেও কোনো রস নাই, মাধুর্য নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কোনো একটি বিশিষ্ট রসের অনুভূতির প্রতি সেই রসের অনুরূপ স্থায়ীভাবের বাস্তব সত্তা নিয়ত অপেক্ষিত।”* তাই অভিনবগদ্যপুত্রের মতে “প্রতি মানুষ্যের মনেই বাসনাকারে সঙ্কল্পভাবে কয়েকটি ভাব বিদ্যমান থাকে। অলংকার-শাস্ত্রের ভাষায় ইহার স্থায়ীভাব।”

বাসনা = impression

পৃ: ১৩, ৬২

রত্যাদিকঃ নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন...সাধারণেন স্বীকার ইবাভিমোহপি গোচরীকৃতঃ

রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিশেষ-সহৃদয়গত** হলেও সাধারণীকরণের ফলে ঐ স্থায়ীভাব সহৃদয়-কর্তৃক সাধারণভাবে জ্ঞাত হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—‘রস’-রূপ বস্তু এবং ‘আস্বাদন’-রূপ জ্ঞান ত’ অভিন্ন, তাহলে ঐ ‘রস’রূপ বস্তুকে

* সাহিত্য-গ্রীমাংসা পৃ: ১।

** নিয়তপ্রমাতা = বিশেষপ্রমাতা, যিনি রসাস্বাদের জন্য তৈরী।

আম্বাদনরূপ জ্ঞানের বিষয় (গোচর) বলা যায় কি ভাবে? উত্তরে, যোগাচারমতের আশ্রয় নিয়ে অভিনবগুপ্ত বলেছেন, ব্যবহারিক দিক্ থেকে এই ভেদ এবং অভেদ দুইই বোধ্য।

সকলসহৃদয়সংবাদভাজা—সকলানাম্ সহৃদয়ানাম্ সংবাদভাজা
=সমানবুদ্ধিশালিনা।

পদটি ‘সাধারণ্যে’-এর বিশেষণ।

“সাধারণীকরণের দুইটি দিক্ আছে। সাধারণীকরণের বলে, একদিকে কাব্য-নাট্য-বর্ণিত চরিত্র ও বস্তুসমূহ সর্বদেশকাল সাধারণ শাস্বত প্রতীকরূপে সহৃদয়ের নিকট প্রতিভাত হয়, অন্যদিকে সহৃদয় স্বয়ং সাধারণ বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হয়।” অর্থাৎ “কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয়-দর্শনের সময় সহৃদয় পাঠক ও দর্শকের নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-শাকাঙ্খা লইয়া যে ভাবনাস্রোত চলে, তাহা সাময়িকভাবে ধীরে ধীরে স্তম্ভ হইয়া যায়। সহৃদয়ের নিজ ব্যক্তিজ্ঞানিত যে অসাধারণত্ব তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হওয়ায় সে পাঠক ও দর্শক সাধারণের সহিত এক হইয়া যায়।”

‘তৎকালবিগলিত-পরিমিতপ্রমাতৃভাব-বশোন্মিত-বেদ্যাস্তরসম্পর্কশূন্য-পরিমিত-ভাবেন’, ‘প্রমাত্রা’ পদের বিণ। অর্থ—বিভাব প্রভৃতিকে জানার মূহুর্তে প্রমাত্রার সীমিত বুদ্ধি দ্রবীভূত হওয়ায় উন্মত্ত হয় অসীম বুদ্ধি। অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক শূন্য বলে এ বুদ্ধি অসীম।

“তৎকালে রসাম্বাদকালে বিগলিতঃ অপ্ৰতীতঃ যঃ পরিমিত-প্রমাতৃভাবঃ ‘মমৈ-বৈতে, অহমেব রসাম্বাদয়িতা’ ইত্যেবংরীত্যা অননুভূয়মানঃ যঃ ব্যক্তি-বিশেষসম্বন্ধঃ তদ্বশেন উন্মিষিতঃ প্রাদুর্ভূতঃ এবং বেদ্যাস্তরস্য লৌকিকবিষয়স্য সম্পর্কেণ জ্ঞান-রূপসম্বন্ধেন শূন্যঃ রহিতঃ অপরিমিতঃ অগণিতঃ ভাবঃ চিত্তবৃত্তিবিশেষ যস্য সঃ।”

চৰ্য্যমাণতৈকপ্ৰাণঃ...শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।

‘চৰ্য্যমাণতৈকপ্ৰাণঃ’ থেকে ‘অলৌকিক চমৎকারকারী’ অর্থাৎ ৯টি বিশেষণ রয়েছে ‘রসে’র। এগুলিকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

১. চৰ্য্যমাণতৈকপ্ৰাণঃ

চৰ্য্যমাণতা একঃ প্রাণঃ ইব যস্য সঃ।

চৰ্য্যমাণতা = আম্বাদঃ। একঃ প্রাণঃ = অদ্বিতীয়ঃ স্বৰ্ণপনিপত্তিহেতুঃ।

২. বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ

বিভাবাদিঃ জীবিতস্য অবধিঃ যস্য সঃ।

জীবিতম্ = জীবনম্। অবধিঃ = পূর্বাপরসীমা।

বিভাবাদি-কালমাত্রস্থায়ী ইত্যর্থঃ।

৩. পানকরসন্যায়েন চৰ্য্যমাণঃ

পানকরস = সরবৎ। চৰ্য্যমাণঃ = আম্বাদ্যমানঃ।

৪. পদ্যঃ ইব পরিষ্করন
৫. হৃদয়ম্ ইব প্রবিশন
৬. সবাক্ষীগম্ ইব আলিঙ্গন
৭. অন্যৎ সর্বম্ ইব তিরোদধৎ
৮. ব্রহ্মাস্বাদম্ ইব অনুভবয়ন
৯. অলৌকিক-চমৎকার-কারী

এদের মধ্যে ‘বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ’, ‘[পানকরসন্যায়েন] চৰ্যমাণঃ’ এবং ‘অলৌকিক-চমৎকার-কারী’ বিশেষণ ৩টি বিশেষ গদ্যরূপদ্বয় এবং রস-লক্ষণ প্রয়োগে তাৎপর্যবাহ।

পৃষ্ঠা ১৩, ৬৩

স চ ন কার্যঃ ।.....উভয়া ভাবস্বরূপস্য.....ন তু বিরোধম্ ।

লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ—তাটস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞানবেদ্যাস্তরসংস্পর্শ-রহিত-স্বাত্মমাত্র-পর্ষবসিত-পরিমিতেতর-যোগি-সংবেদন-বিলক্ষণঃ লোকোত্তর-স্বসং-বেদন-গোচরঃ = (কর্মধারয়ঃ সমাসঃ) ।

সমগ্র পদটি ‘রসঃ’ এর বিশেষণ । বিলক্ষণ—ভিন্ন

‘বিলক্ষণঃ’ কথাটির সঙ্গে সম্বন্ধ হল—(১) ‘লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ’ (২) ‘তাটস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞান’ এবং (৩) ‘বেদ্যাস্তর-সংস্পর্শ-রহিত-স্বাত্মমাত্র-পর্ষবসিত-পরিমিতেতর-যোগি-সংবেদন’ ।

(২) তাটস্থ্যেন (চক্ষুরাদিলৌকিকপ্রমাণম্ অনপেক্ষ্য) অববোধঃ (জ্ঞানং) তচ্ছালিনাং (তত্ত্বতাং) মিতযোগিনাং (অপক্কযোগিনাম্) জ্ঞানম্ (সংবেদনম্) ।

যিনি [চোখ প্রভৃতি লৌকিক] প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই জ্ঞান আহরণ করেন, এমন অপরিণত যোগীর জ্ঞান ।

(৩) বেদ্যাস্তরস্য জ্ঞেয়-লৌকিকবিষয়স্য সংস্পর্শেন সম্বন্ধেন রহিতং স্বাত্মমাত্র-পর্ষবসিতং স্বাত্মমাত্রবিষয়কং পরিমিতেতরযোগিনাং পক্কযোগিনাং সংবেদনম্ জ্ঞানম্ ।

“অভিনবগুপ্তের মতে রস কার্য নয় ; কারণ কার্য হইলে বিভাবাদি বিনষ্ট হইলেও রস আশ্বাদিত হইত । কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা হয় না । রস বিভাবাদির দ্বারা জ্ঞাপ্যও হয় না, কারণ তাহা পূর্বসিদ্ধ নয় । যদিও কারক এবং জ্ঞাপক হেতু ব্যতীত অন্য কোন হেতু থাকিতে পারে না, তথাপি রসের ক্ষেত্রে কারক-হেতুজ্ঞাপ্যস্তের নিষেধ তাহার অলৌকিকত্বই সূচিত করিয়া দেয় । পক্ষান্তরে, চর্চণার উৎপত্তির দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহাকে কার্যও বলা যাইতে পারে । আবার লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে কিংবা অপরিপক্ক ও পরিপক্ক যোগীর যথাক্রমে জগদ্ভেদ-বিষয়ক ও আত্মমাত্র-বিষয়ক জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ স্ব-স্বরূপ-জ্ঞানের গোচর বলিয়া জ্ঞাপ্যও বলা যাইতে পারে । রসানুভূতি বিভাবাদিবিষয়ক জ্ঞানের

সহিত সম্বন্ধ বলিয়া নির্বিকল্পকও নয়", আবার রস স্ব-সংবেদন সিদ্ধ হওয়ায় রসাস্বাদনের মূহুর্তে অন্য জ্ঞান থাকে না। এবং সেজন্যেই নামরূপজাত্যাতির উল্লেখ থাকে না। তাই রসজ্ঞান সর্বিকল্পকও নয়।

“অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, রসের এই পরস্পরবিরোধী রূপের বর্ণনা তাহার অলৌকিকত্বের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।”

অভিনবগুপ্তের মতবাদ

ভট্টনায়কের পর রসবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন অভিনবগুপ্ত। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতকের আলংকারিক। তার মত ‘অভিব্যক্তিবাদ’ নামে প্রসিদ্ধ। ‘অভিনব-ভারতী’ এবং ‘লোচন’-টীকা থেকে তার মতকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন মন্মট। তার মতে সূত্রস্থ ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থ ‘অভিব্যঞ্জন’ বা ‘ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব’ এবং ‘নিষ্পত্তি’ শব্দের অর্থ হল ‘অভিব্যক্তি’ বা প্রকাশ। অর্থাৎ তার মতে সূত্রের অর্থ হল—বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে [স্থায়ীভাবের] সংযোগ বা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকসম্বন্ধবশতঃ রসোভিব্যক্তি ঘটে।

কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়ের সময় সহৃদয়^১ প্রথমে বিভাব-প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। বিভাব-প্রভৃতিকে সহৃদয় কোন বিশেষ ব্যক্তির^২ সঙ্গে সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধরূপে মনে করে না। এজন্যে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব এবং চরিত্র-নিষ্ঠ স্থায়ীভাব সহৃদয়ের কাছে দেশ, কাল ও পরিবেশের পরিচ্ছিন্নতা বিহীনভাবে বা সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়। সাধারণরূপে প্রতীয়মান এই সমস্ত বিভাবাদির মাধ্যমে সহৃদয়ের স্থায়ীভাব^৩ উদ্ভূত হয়। এই স্থায়ীভাবগুলিও প্রতীত হয় সাধারণরূপে অর্থাৎ সহৃদয় পাঠক বা দর্শক এগুলিকে আত্মনিষ্ঠরূপে গ্রহণ করে না। সহৃদয়ের চিত্তে উদ্ভূত স্থায়ীভাবগুলি চরিত্রগত অভিব্যঞ্জিত মানসিকভাবের অনুরূপ। বিভাবাদির দ্বারা যখন নায়ক-নিষ্ঠ রীতি অভিব্যক্ত হয়, তখন সহৃদয়ের চিত্তেও রত্যাখ্য ভাব উদ্ভূত হয়। এই উদ্ভূত স্থায়ীভাবগুলিকে সহৃদয় ‘পানক রস’ বা সরবতের মত চর্চন বা আস্বাদন করতে থাকেন। আস্বাদ্য-মান এই বস্তু বা জ্ঞানটির নাম ‘রস’ বা রসানুভূতি।

রসের প্রতীতি জ্ঞান-রূপেই সম্ভব। এজন্য ‘রস’ এবং ‘রসানুভূতি’, নিজের সঙ্গে নিজের আকারের মত অভিন্ন। কিন্তু তবুও আস্বাদনে কোন অসুবিধা হয় না। যোগাচারদর্শন এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. স্থায়ীভাবের অনুভব এবং স্বীকরণে পটু।

২. বিশেষ ব্যক্তি তিন রকম হতে পারে—শত্রু, মিত্র, নিরপেক্ষ।

৩. “প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে, বিশেষতঃ সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সুপ্ত ও সুক্ষ্ম-ভাবে কয়েকটি চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। অলংকার-শাস্ত্রের ভাষায় ইহারা ই স্থায়ীভাব নামে পরিচিত”। লক্ষণীয় হল : সহৃদয়ের চিত্তে বাসনার অস্তিত্ব স্বীকারে ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মতপার্থক্য।

আম্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ। আম্বাদনেই রসের চরম অস্তিত্ব। যতক্ষণ বিভাব-প্রভৃতি থাকে, ততক্ষণ রস-প্রক্রিয়া চলতে থাকে। রস অলৌকিক আনন্দের উৎস। রস-আম্বাদে যেমন তৃপ্তি, রসাম্বাদেও তেমনি। রসের প্রবেশ অস্তরের অন্তর্ভুক্ত। রসের ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বে। নিজের স্থান করে নেওয়ার সময় রস সব কিছুকে দূরে সরিয়ে দেয়। রসের বৈশিষ্ট্য অলৌকিক।*

রসবাদে ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত

ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত দুজনেই বলেন, বিভাব-প্রভৃতি সহৃদয়ের চিত্তে সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়। সহৃদয়ও নিজেকে দর্শক সাধারণের সহিত একীভূত বলে মনে করেন। কিন্তু দুজনের মতের মধ্যে পার্থক্য হল একটি বিষয়ে : ভট্টনায়ক ঐ দুইটি বিষয়ের জন্য কল্পনা করেছেন ভাবকত্ব-ব্যাপারের। আর অভিনবগুপ্ত বলেছেন, ঐ দুটি বিষয় সম্ভব, সহৃদয়ের সহৃদয়তা-ধর্ম বা বিশেষ মানসিকতার বলেই।

দুজনের মতেই, রসানুভূতি একটি বিশেষ বৃত্তির বলে সম্ভব। ভট্টনায়কের মতে এই বৃত্তির নাম ভোগ, অভিনবগুপ্তের মতে ব্যঞ্জনা। আসলে দুটি বৃত্তি অভিন্ন।

এভাবে দেখা যাবে, দুটি মতবাদের পার্থক্য কেবল এখানে : ভট্টনায়ক ভাবকত্ব-নামক একটি নতুন ব্যাপার স্বীকার করেছেন। অভিনবগুপ্ত করেন নাই।

কিন্তু ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হল একটি স্থলে : সেটি হল—ভট্টনায়ক সহৃদয়-চিত্তে ‘বাসনা’র অস্তিত্ব মানেন নি। রসানুভূতিকে তিনি আস্তর-বাসনা-নিরপেক্ষ করে তুলেছেন। অভিনবগুপ্ত ‘বাসনা’র অস্তিত্ব মেনে নিয়ে রসানুভূতিকে ব্যাখ্যা করেছেন, আস্তর-বাসনা-সাপেক্ষরূপে।

অভিনবগুপ্তের পর দীর্ঘদিন কোন নতুন রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাঁর মতকেই প্রামাণিক-রূপে গ্রহণ করেছেন প্রসিদ্ধ আলংকারিক যম্মট, বিশ্বনাথ এবং আরও অনেকে।

অভিনবগুপ্তের মতবাদও পুরোপুরি গ্রহণীয় নয়। অপয়োজনে এখানে আলোচনা করা হল না। এজন্য ডঃ মুরখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ ‘রস-সমীক্ষা’ দৃষ্টব্য।

এর পর শ্লোক ৫, ৬, ৭ এর নিম্নস্থ বৃ্ত্তি—‘যদ্যপি বিভাবানামনুভাবানাম্... নানৈকান্তিকত্বম্’... ইত্যাদির ব্যাখ্যার জন্য রসসমীক্ষার পৃঃ ১২২ দৃষ্টব্য।

* পূর্বের আলোচনা-দৃষ্টব্য।

১। ‘মতস্যৈতস্য পূর্বস্মাস্মতাদ্ভাবকত্বব্যাপারাস্তর-স্বীকার এব বিশেষঃ। ভোগন্ত ব্যক্তিঃ। ভোগকৃত্বং তু ব্যঞ্জনাৎ অবিশিষ্টম্’।—রসগঙ্গাধর।

নতুন প্রসঙ্গ

কা. ২ গ. ঘ. এ মশ্মট বলেছেন বিবক্ষিতান্য পরবাচ্য ধর্নি দুরকম : (১) অলক্ষ্য-
ক্সমবাস্য এবং (২) লক্ষ্যক্রমবাস্য। অলক্ষ্যক্রমবাস্য ধর্নিতে বাঙ্গ্যবস্ত্ত হল : রস,
ভাব, রসাতাস, ভাবাতাস, ভাবশাস্তি, ভাবোদয়, ভাবসম্মি এবং ভাবসংকর। এই
আটটি বস্ত্তর মধ্যে প্রথমে রসের লক্ষণ, উপকরণ, সংখ্যা এবং উপাদান প্রতিপন্ন
করেছেন কা. ৪ থেকে কা. ১২ ক. খ. অবধি অংশের মধ্যে। কা. ১২ গ. ঘ. এবং
১৩ ক. তে মশ্মট লক্ষণ দিয়েছেন ভাবের। ১৩ খ. এ লক্ষণ দিয়েছেন রসাতাস এবং
ভাবাতাসের। ১৩ গ. ঘ. এ ভাবশাস্তি, ভাবোদয়, ভাবসম্মি এবং ভাবসবলতার
লক্ষণ দেননি কিন্তু উল্লেখ করেছেন। ১৪ ক. খ. এ বলেছেন : ভাবশাস্তি থেকে
শুরু করে ভাবসবলতা অবধি ব্যাভিচারীভাবগুলি কখনো কখনো কিন্তু মদ্য
ভূমিকাও গ্রহণ করে।

আট রকমের অসংলক্ষ্যক্রম-বাস্যের আলোচনা শুরু হয়েছে তাই কা. ৩ এ। শেষ
হয়েছে কা. ১৪ এর ক. খ. অংশে।

কা. ৩ (পৃ. ১২. ৬০) কা. ১৪ (পৃ. ১১. ৬৯)

অসংলক্ষ্যক্রম-বাস্যের ব্যঙ্গার্থ আট রকম। কাজেই অ. স. ক্র. ব্যা.-ধর্নিও
আট রকম। দ্বিতীয় থেকে অষ্টমপ্রকার অবধি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে
তেইশ থেকে একত্রিশ অবধি শ্লোকগুলির মধ্যে। আর শ্লোক আট থেকে একদশ
অবধি প্রথম প্রকারের (রসবাস্যের) উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের
বিষয় শেষ পর্যন্ত আবার অ. স. ল. ক্র. ব্যা.-কে আবার একপ্রকার বলে ধরা হয়েছে
(কা. ১৯ ক. খ.)।

অবশ্য অনেক পরে অসংলক্ষ্যক্রমবাস্য ধর্নির ব্যাস্যের ব্যঙ্গক চার প্রকার বলে এই
ধর্নির আরও চারপ্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে (কা. ১৯ ক. খ.)।

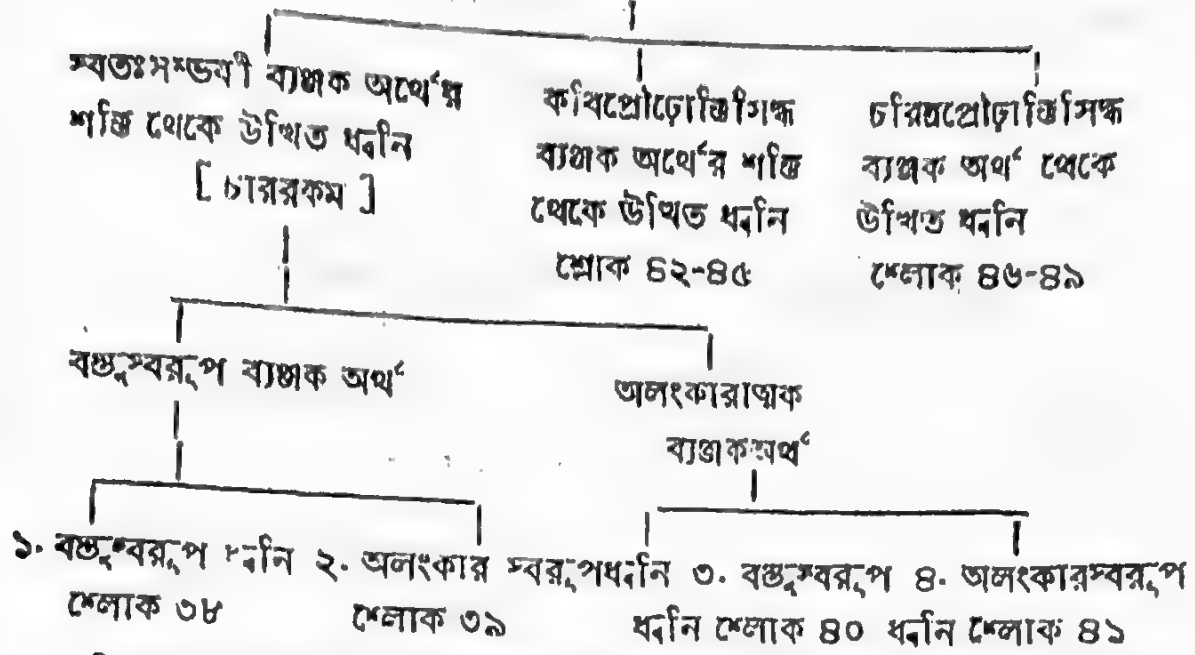
কা. ১৬ গ. ঘ. + ১৭ ক. খ. গ.

অপি, অর্থশক্ত্যান্ভবঃ ব্যঙ্গকঃ অর্থঃ—[কচিৎ] স্বতঃসম্ভবী, [কচিৎ] বা
প্রোচ্ছান্তিমাত্রাসিদ্ধঃ, [কচিৎ] বা কবেঃ উদ্ভিতস্য তেন [সিদ্ধঃ]। [সঃ ব্যঙ্গকঃ
অর্থঃ] [কচিৎ] বস্ত্ত [কচিৎ] বা অলঙ্কৃতিঃ ইতি [ব্যঙ্গকোহর্থঃ] ষড়্ভেদঃ।

১৭ ঘ. + ১৮ ক. খ.

অথ অসৌ (ব্যঙ্গকোহর্থঃ) [অপি] যৎ (স্বতঃ) বস্ত্ত অলংকারং বা ব্যান্বিতঃ,
তেন (ততঃ) অয়ং (ব্যঙ্গকোহর্থঃ) দ্বাদশাস্বকঃ।

অর্থশক্ত্যান্ভব ধর্নি



কবিশ্রোতোজ্ঞিসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধ প্রোতোজ্ঞিসিদ্ধ ও স্বতঃ সম্ভবীর মত প্রত্যেকে চাররকম। ∴ অর্থশক্ত্যান্ভব ধর্নি ১২ রকম।

শ্লোক ৩৮ থেকে ৪৯ এর মধ্যে অর্থশক্ত্যান্ভব ধর্নির ১২টি প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের আলোচনা শুরুর হয়েছে ১৪ গ. ঘ. থেকে। শেষ হয়েছে কা. ১৮ গ. অংশে। আবার শুরুর হয়েছে কা. ১৯ গ. অংশ থেকে। শেষ হয়েছে ১৯ ঘ. এ।

কা. ১৪ গ. ঘ. এবং ১৫ ক. খ. তে বলা হয়েছে : সংলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য তিন রকম—(১) শব্দশক্ত্যান্ভব (২) অর্থশক্ত্যান্ভব এবং (৩) উভয় শক্ত্যান্ভব। এদের মধ্যে শ. হল দুইরকম—(১) শব্দশক্ত্যান্ভব বস্তুধর্নি, (২) শব্দশক্ত্যান্ভব অলংকারধর্নি। (কা. ১৫ গ. ঘ. + ১৬ ক. খ.) অর্থশক্ত্যান্ভব হল প্রথমত তিনরকম। তিনরকমের প্রত্যেকের দুইরকম ভেদ হওয়ায় ছ রকম। এদের আবার প্রত্যেকের দুইরকম ভেদ হওয়ায় সব মিলিয়ে অর্থশক্ত্যান্ভব হল বারো রকম (কা. ১৬ গ. ঘ. থেকে ১৮ ক. খ.)। উভয় শক্ত্যান্ভব হল একরকম। সব মিলিয়ে সংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্য তাই ১৫ রকম। [১৯ গ. এবং ঘ. এ অবশ্য আরো কয়েক রকম ভেদ দেখানো হয়েছে।]

সংক্ষেপ :

অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য = অ. স.

সংলক্ষ্যক্রম ক্রমব্যঙ্গ্য = স.

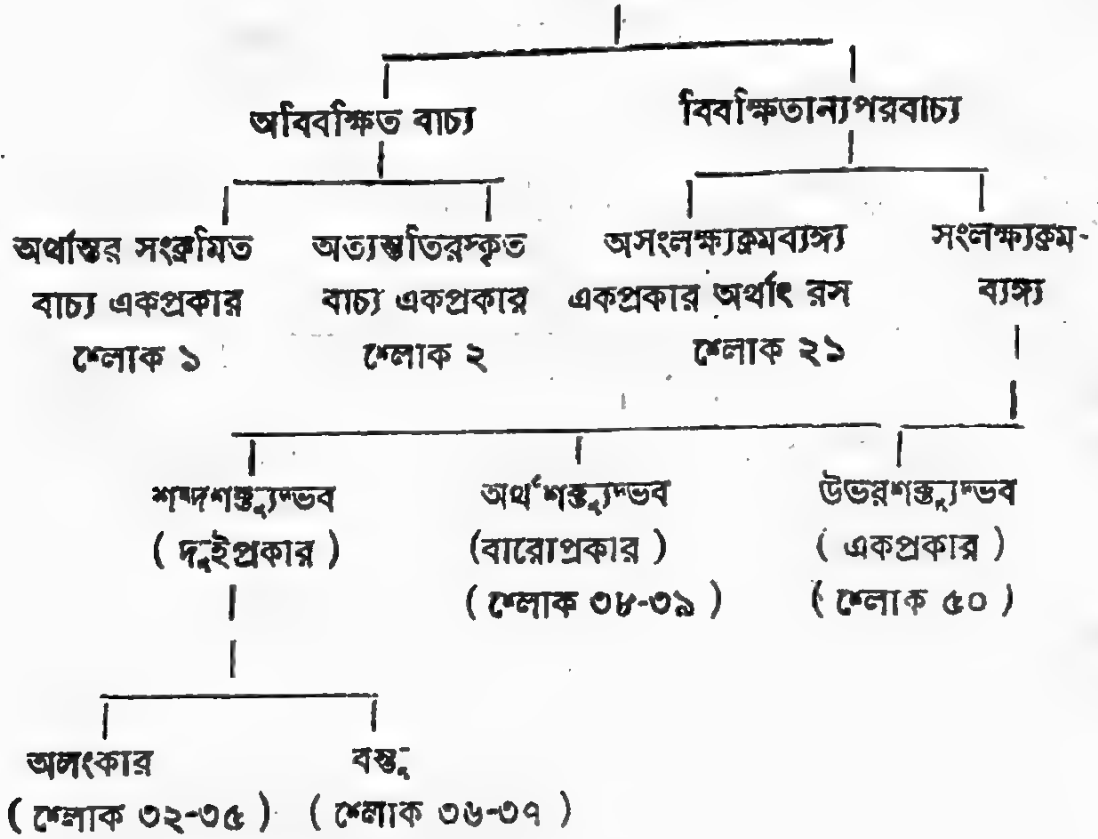
শব্দশক্ত্যান্ভব = শ.

অর্থশক্ত্যান্ভব = অ.

এখন দেখা যাবে অ. স. এবং শ. মিলিয়ে ধর্নির ভেদ হল ১৮ রকম (কা. ১৮ ঘ.)। পরের পাতায় একটি সরণীতে ঘটনাটি স্পষ্ট হবে।

ধর্নি (১৮ রকম)

(ব্যঙ্গ্য)



এই ১৮ রকম ধর্নির আবার ৫১ রকম ভেদ দেখানো হয়েছে।

এদের মধ্যে 'উভয়শক্ত্যান্ভব ধর্নি' ছাড়া ১৭ রকম ধর্নির প্রত্যেককে পদগত এবং বাক্যগত—এই দু' দিক থেকে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ 'উভয়শক্ত্যান্ভব' ছাড়া অন্যগুলির মোট ভেদ হল : $১৭ \times ২ = ৩৪$. উভয়শক্ত্যান্ভব (= উ.) কেবল 'বাক্যগত' হতে পারে*। ∴ উ. হল ১ প্রকার। এখন, সর্বমোট ধর্নিভেদ হল $১ + ৩৪ = ৩৫$.

'অর্থশক্ত্যান্ভব' এর ১২ রকম ভেদ-ই আবার প্রবন্ধ-গতও হতে পারে**। তাহলে $৩৫ + ১২ = ৪৭$ রকম ধর্নি-ভেদ পাওয়া গেল।

এবার 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য'র আবার আরও চারটি ভেদ পাওয়া যাবে। (আগে দুটি পাওয়া গেছে—পদগত এবং বাক্যগত)। ∴ অ. এর ব্যঙ্গ্যের (রস, ভাব

* বাক্যে স্বার্থঃ

** কা. ১৯ ঘ.

প্রভৃতির) ব্যঞ্জক হতে পারে আরও*** চার রকম—(১) পদাংশ, (২) রচনাশৈলী (৩) বর্ণ (৪) প্রবন্ধ (নাটক প্রভৃতি)। (কা. ২০ ক. খ.)।

∴ বাহ্য এখন ৫১ রকম ($৪৭+৪=৫১$)।

স্পষ্ট করে ৫১ রকম ভেদ এভাবে দেখানো যেতে পারে :

অবিবাক্তিত বাচ্য	১, ২ অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য (পদগত এবং বাক্যগত)—২ রকম
ধ্বনি ১—৪	৩, ৪ অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য (পদগত এবং বাক্যগত)—২ রকম
বিবাক্তিতান্যপর- বাচ্য (অ.) ৫-১০	অ. অর্থাৎ রস (পদগত, বাক্যগত, পদাংশগত, ৫—১০ রচনাগত, প্রবন্ধগত)—৬ রকম
বিবাক্তিতান্যপর- বাচ্য	১১-১৪ শব্দশক্ত্যান্ভব (বস্তুধ্বনি-পদগত, বস্তুধ্বনি-বাক্যগত, অলংকারধ্বনি-পদগত, অলংকারধ্বনি-বাক্যগত)—৪ "
(সংলক্ষ্যক্রম)	১৫-৫০ অর্থশক্ত্যান্ভব (১২টি প্রকারের প্রত্যেকটি পদগত, ১১—৫১ বাক্যগত এবং প্রবন্ধগত)—৩৬ "
	৫১ উভয়শক্ত্যান্ভব — ১ "

মোট ৫১ রকম

ধ্বনির এই ৫১ রকম সাধারণ (শুদ্ধ, অমিশ্রিত) ভেদের প্রত্যেকের [মিশ্রণ সহ] ৫১টি করে ভেদ আছে। তবে মিলিয়ে : $৫১ \times ৫১ = ২৬০১$ ।

এদের প্রত্যেকের আবার ৩ রকমের সংকর এবং ১ রকমের সংসৃষ্টি সম্ভব।

∴ মোট ধ্বনি হল $২৬০১(৩+১) = ২৬০১ \times ৪ = ১০৪০৪$

মিশ্রিত এই ভেদগুলির সঙ্গে শব্দ ভেদ ৫১ যোগ করলে দাঁড়ায় $১০৪০৪ + ৫১ = ১০৪৫৫$ ।

∴ মোট ধ্বনি হল ১০৪৫৫ প্রকার।

শ্লোক ৫, ৬, ৭ নীচের বৃত্তি (পৃ. ১৪, ৬৪)

ষদ্যপি.....নানৈকান্তিকত্বম্।

অসাধারণত্বম্ = অনাধারণতা।

আক্ষেপকত্বম্ = অনর্দমিতিঃ

অনৈকান্তিকত্বম্ = ব্যভিচারঃ

অনৈকান্তিক = একনিষ্ঠ নয়, ব্যভিচারী।

অন্যতমস্য দ্বয়স্য = অনর্দম্মিখিত আর দুটির।

শ্লোক ৫-এ উল্লেখ রয়েছে 'সখী' এই আলম্বন বিভাবের, কোকিলের কুহতান স্বরের গুঞ্জন ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাবের। কিন্তু অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাবের

*** 'আরও' বলার অর্থ হল : আগেই দেখেছি—অ. এর ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক পদ এবং বাহ্য। তার সঙ্গে এগুলি (৪টি)। সব মিলে অ. এর ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক ৬টি।

কা. ২০ ক. খ. এর 'অপি' পদের অর্থ হল 'পদেষু, বাক্যেষু, প্রবন্ধেষু চ'।

কোন উল্লেখ নেই। অথচ এখানে নিষ্পন্ন হয়েছে শৃঙ্গার রস। তাহলে প্রশ্ন উঠবে : কেবল বিভাবের সংযোগে কি রস নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব? অনুভাব এবং ব্যাভিচারী-ভাব—এই দুইটির প্রয়োজন নেই? তাহলে ভরতের সূত্র কি অসঙ্গত (ব্যাভিচারী)? উদা. ৬ এবং ৭ এ দেখা যাবে কেবল অনুভাব এবং কেবল ব্যাভিচারীভাবের উপস্থিতি। এই ক্ষেত্রে দুটিতেও ঠিক একই প্রশ্ন উঠতে পারে।

উত্তরে বলা হবে—প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হওয়ায় উদা. ৫এ বিভাব হল অসাধারণ। আর এর থেকে অন্য দুটি (অনুভাব এবং ব্যাভিচারীর) অনুমান সম্ভব। এভাবে দেখা যাবে : একটি প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত, অন্য দুটি পরোক্ষভাবে। বলা যাবে তিনটি রয়েছে। ∴ ভরতের সূত্রের কোন ব্যাভিচারও হয় নি। ৬ এবং ৭ উদাহরণেও এরকম বঝতে হবে।

কা. ১১ এর বৃত্তি (পৃ: ১৭, ৬৬)

নির্বোদস্য.....অভিধানার্থম্।

নির্বোদঃ—স্বাবমাননম্ (Self-disparagement)

অবমাননম্—তুচ্ছত্ববোধঃ।

উপাদানম্ = উল্লেখঃ, গ্রহণম্ : অনুপাদেয়ত্ব = উল্লেখের অযোগ্যতা।

‘নিজেকে তুচ্ছ মনে করা’র অনুভূতিটি অমঙ্গল-অনুভূতির মতই। ভারতীয় রীতি অনুযায়ী প্রথমে উল্লেখ করা হয় মঙ্গল-বস্তু। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে—৩৩টি ব্যাভিচারীভাবের মধ্যে এটির প্রথমে উল্লেখ করা হল কেন?

উত্তর হল : এই ব্যাভিচারীটি অনাগদলি থেকে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বতন্ত্র। এটি একদিকে ব্যাভিচারী, অন্যদিকে স্থায়ী হবারও যোগ্য। শাস্ত-রসের এটি স্থায়ীভাব। এই বিশিষ্টতার জন্যই সবার আগে স্থান করে নিয়েছে অনুভূতিটি।
কারিকা ১২ (পৃ: ১৭, ৬৭)

ক. খ. নির্বোদঃ স্থায়ীভাবঃ যস্য সং = নির্বোদস্থায়ীভাবঃ। ‘শাস্তঃ’ এর বিণ।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে শৃঙ্গার থেকে সূর্য করে অশ্রুত পর্বন্ত আটটি রসের কথা বলেছেন। শাস্তের কথা বলেন নি। তাই শাস্তরসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। প্রথম, উল্লেখই শাস্তরসের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেন নি। তাঁর মতে শাস্ত-সহ রস নয়টি।

অবশ্য নাট্যশাস্ত্রের অন্যত্র অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে কিন্তু ভরত আবার শাস্তরসের উল্লেখ করেছেন। সেজন্যে বোধ হয় মশ্যট বলেছেন : অস্তি। শাস্ত নামে নবম রস আছে অর্থাৎ ভরতই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু কেউ কেউ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ঐ অংশকে (৬. ১০৬) প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

শাস্ত-রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, তেমনি মতভেদ আছে এর স্থায়ীভাব নিয়ে। মশ্যট বলেছেন : ‘আত্ম-অবমাননা (নির্বোদ)’ এর স্থায়ীভাব।

অন্যেরা সম্যগ্জ্ঞান, নির্বিশেষচিত্তবৃত্তি, তৃষ্ণা-ক্ষয়সুখ, ধৃতি—এদের একটিকে স্থায়ীভাব বলেছেন।

শ্লোক ২২ কেউ বলেন শ্লোকটির রচয়িতা উৎপলরাজ (অভিনবগুরুপুত্র গুরুদ)।
কেউ বলেন : ভট্টহরি। 'মিথ্যা'-রূপে ভাবতে থাকা জগৎ এখানে আলম্বন।
তপোবন প্রভৃতি উদ্দীপন। সাপ এবং হার—দুয়ে সমবুদ্ধি অনুরূপ। মতি,
ধৃতি এবং হর্ষ ব্যভিচারী। নির্বেদ স্থায়ী। পরে শান্ত-রসে পরিণতি।

অম্বয় / অহৌ বা.....স্ট্রোণে বা সমদৃশঃ কদাচিৎপদ্যায়গো শিব.....শিবোতি
প্রলপতঃ মম দিবসাঃ শাস্তি।

কা. ১২ + ১৩ ক রতির্দেবান্দীবিশয়া ব্যভিচারী তথ্যাজতঃ ভাবঃ প্রোক্তঃ।

রতি যদি নায়ক-নায়িকা গত না হয়ে দেবতা, রাজা, মূর্খ, গুরু বা সন্তান
গত হয়, তাহলে তাকে স্থায়ীভাব বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয় অস্থায়ীভাব বা
সংক্ষেপে ভাব।

ব্যভিচারী এবং অনিয়ত—এই দুটিও এর প্রতিশব্দ। সোজা কথায়, স্থায়ীভাব-
রতির বিষয় যখন দেবতা প্রভৃতি, তখন তাকে আর স্থায়ীভাব না বলে বলা হবে
অস্থায়ীভাব।

আবার অসুয়া, হর্ষ, শঙ্কা—ইত্যাদি যখন গুণরূপে ব্যঞ্জিত হয়; তখন
তাকেও বলা হয় ভাব (= 'ভাব' বলে ধরা যায়)।

সাধারণতঃ হর্ষ, শঙ্কা ইত্যাদি অস্থায়ী ভাব রতি, হাস, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি
স্থায়ীভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে রসে পরিণত হয়। (অথবা, পারিভাষিক অর্থে
বিপরীতটি সত্য)। রসে পরিণত হয়ে যাওয়ায় এদের পৃথক অস্তিত্ব বোঝা যায় না
অর্থাৎ অস্থায়ী ভাবকে আর অস্থায়ী ভাব বলে ধরা যায় না। যেমন, সরবতে চিনি,
চেচাই-ইত্যাদির পৃথক্ স্বাদ বা অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উপাদানের তারতম্যে সেই উপাদানের একটা স্বতন্ত্র ও
মিশ্রিত আশ্বাদ থাকে। এ রকম অস্থায়ী ভাবের যেখানে স্বাতন্ত্র্য রসে যায়, সেখানে
তাকে স্পষ্ট ভাবে ভাব বলে ধরা যায়।

পৃ: ১৮

শ্লোক ৩০। মহাবীরচরিত নাটক ২. ৬। সীতা-জালিঙ্গনের মূহুর্তে এসে
গিয়েছেন গর্বিত পরশুরাম এবং রাম বলেছেন এরকম।

অম্বয় উৎসিক্তস্য.....মাং কষ'তঃ। অন্যতশ্চ এষ আনন্দী হরি—স্নিগ্ধঃ
বেদেহী-পরিব্রজঃ মূহুর্তঃ চৈতন্যম্ আমীলয়ন্ [মাং] রূপকি।

উৎসিক্তস্য-গর্বিতস্য। অভ্যাগম-আগমনম্। বীররত্নসৌফালঃ—বীরস্য রত্নসঃ
উৎসাহঃ, তস্য উৎসাহঃ উদ্রেকঃ।

কষ'তঃ—আকর্ষ'তঃ। কৃষ্ + লট্ তস্।

পরিব্রজ—আলিঙ্গন। আমীলয়ন্—বিলোপ করে।

শ্লোকের প্রথম দু'লাইনে আবেগ এবং দ্বিতীয় দু'লাইনে হর্ষের প্রকাশ।

শ্লোক ৩১। বিরমোবশীয় ৪.৪ উবশীকে দেখে পদরূপবার উক্তি।

শশলক্ষণ—চন্দ্র। অপকলয়াঃ—নিপ্পাপাঃ। নঃ—আমাদের। শ্রুতম্—
পাণ্ডিত্যম্।

পঃ ১৯

শ্লোক ৩২ অম্বয়। রণে জরঠোজি'তগজি'তেন যেন দেবেন কাল—স্ববাহম্
উল্লাস্য ধারাজলৈঃ ত্রিজগতি রিপণ্যম্ জবলিতঃ সকলঃ প্রতাপঃ নিবাণিতঃ।

১-২৪ শিবস্বামীর কপ্‌ফিণাভ্যুদয়।

জরঠম্ (কঠোরম্) উজ্জিতম্ (বলবৎ) চ গজিতম্ যস্য সঃ। তেন। কালঃ
করবালঃ (খজাঃ) মহাস্ববাহঃ ইব। তম্। অস্ববাহ—মেঘ।

পঃ ২০

কারিকা ১৭ / উদ্ভিত—কম্পিত চরিত্র।

বৃদ্ধি। ভণিত—কবি-প্রসিদ্ধি, কবির উক্তি। ঔচিত্যেন—যাথাথ্যেন, প্রমাণ-
ফেন। সম্ভাব্যমানঃ—জ্ঞায়মাণঃ।

অম্বয় / কারিকা ১৭ গ. ঘ. + ১৮ ক. খ.

অসৌ যৎ বস্ত্র অলংকারং বা ব্যনক্তি, তেন (—ততঃ) অয়ং দ্বাদশাঙ্কঃ।

শ্লোক ৩৮। বরের সম্পর্কে বলা হচ্ছে কনেকে। কনে খুশী। অলস বলে অন্য
মহিলার কাছে যাবেন না বর। ধনীও। ধূর্ত বলে রতি-তৃপ্তি পাওয়ার জন্য তৎপর
থাকবেন। আপাততঃ দোষ মনে হলেও কনের কাছে এগুনি খুশী করে তোলার
মত।

শ্লোক ৩৯। রতাস্তরেষু—সঙ্গমাবকাশেষু।

বিস্ত্রাধানাম্ বিশ্বাসযুক্তানাম্ চাটুকানাম্ প্রিয়বাক্যানাম্ শতানি। নীবী—
বন্ধন।

স্বতঃসম্ভবী বস্ত্র-কর্তৃক অলংকারের ব্যঞ্জনার উদাহরণ এটি।

শ্লোক ৪০। যদ্বিধস্য করে কৃপাণঃ বীরৈঃ ব্যলৌকিক।—মূল অংশ।

'কৃপাণঃ'-এর উপমান 'কালীকটাক্ষঃ'। 'কৃপাণঃ'-এর বিশেষণ দুটি—

১. কোপ-কষায়-কাঙ্ক্ষাঃ।

২. দপম্ভি—শোচিঃ।

পদটি এরকম। দপম্ভিস্য গম্ভগজস্য কুম্ভ এব কপাটঃ, তস্য কুটে সংক্রান্ত্য নির্যে
ঘনশোণিতৈঃ শোণশোচিঃ যস্য। সঃ।

শ্লোক ৩৩। বিভো। তিগ্ন-রুচির-প্রতাপঃ, বিধূর-নিশাকুং, মধুর-শীলঃ,
মতিমান্, অতত্ত্ব-বৃদ্ধিঃ, প্রতিপদ-পক্ষাগ্রণীঃ ভবান্ বিভাতি।

[বলেব্দ] তিগ্নঃ (তীক্ষ্ণঃ) [সদজনেব্দ] রুচিরঃ (মনোহরঃ) প্রতাপঃ যস্য
সঃ। বিধূর-নিশা—কালরাতি। লীলা—আচার-ব্যবহার। প্রতিপদম্ পক্ষাগ্রম্
সৈন্যানাম্ অগ্রণীঃ।

উপরের ছটি পদকে ভেঙে দিলে বিরোধাভাসের সৃষ্টি হয়। যেমন, তিস্মরুচিঃ = স্মৃঃ। অপ্রতাপঃ = শৌৰ্যহীন। বিধুঃ + অনিশাকুং = বিধুরানিশাকুং। মধুঃ = বসন্তঃ কিন্তু অলীলঃ = ক্রীড়াশূন্যঃ। প্রতিপৎ + অপক্ষাগ্রণীঃ।

এরকম হলে অর্থ হবে : প্রভু, আপনিও এক স্মৃৎ (= স্মৃৎের মত) কিন্তু প্রতাপহীন। আপনি চাঁদের মত কিন্তু রাতি জানেন না। আপনি বসন্তের মত কিন্তু নিষ্ক্রীড়। আপনি বুদ্ধিমান কিন্তু বুদ্ধি-ভিন্ন বস্তুতেই (অতন্তেই) আপনার প্রবৃষ্টি। আপনি প্রথম তিথির (প্রতিপদ) মত কিন্তু পক্ষের অগ্রভূত নন। এভাবেই আপনি শোভমান।

শ্লোক ৩৪। অভঙ্গৈহপি পদে বিরোধাভাসালংকারধ্বনেঃ উদাহরণম্ ইদম্।

সমিৎ—যুদ্ধ। সমিতঃ—যুদ্ধ থেকে। অমিত—মহৎ। সহিত—
যুদ্ধ। অসতাম্—দৃষ্টানাম্। অহিত—অ-হিতকারী। হর্ষদ—
হর্ষং দদাতি ছিন্তিতি ষঃ সং।

অর্থঃ। [হে] হর্ষদ প্রভো, সমিতঃ প্রাপ্তঃ উৎকর্ষৈঃ [ত্বম্] অমিতঃ। অসতাম্,
অহিতঃ সন্ [ত্বম্] সাধুবশোভিঃ সহিতঃ অসি।

বিরোধাভাস। অ-মিতঃ—পরিমাণশূন্যঃ। সমিতঃ—পরিমাণসহিতঃ।

অ-হিতঃ—হিতরহিতঃ অথচ সহিতঃ—হিতসহিতঃ।

শ্লোক ৩৫। নিরূপাদানসম্ভারম্ অভিভৌ এব জগচ্চিব্রং

তন্মতে, কলাশ্রাঘ্যায় তস্মৈ শূলিনে নমঃ।

নির্গতঃ উপাদানস্য সম্ভারঃ যত্র, তন্ যথা স্যাৎ তথা। ক্রিয়া বিণ।

উদাহরণ ব্যতিরেক অলংকারধ্বনির।

শ্লোক ৩৬। স্রুগুরম্ = কটাদ্যন্তরণম্। মনাক্ = অঙ্গপম্।

পয়োধর = মেঘ, স্তন।

এখানে শব্দশক্তিমূল বস্তুধ্বনি।

শ্লোক ৩৭। শনি—শনিগ্রহ। অশনি—বজ্র। উদার—মহান্।

অনুদার—অনুগতদার। অনুগতঃ দারঃ যস্য সং।

উক্লেঃ—দারুণভাবে।

গন্ধগজ—উৎকৃষ্ট হাতী।

কুম্ভ—গাল অথবা কপাল।

কূট—অগ্রভাগ।

সংক্রান্তি—পতন।

নিঘ্ন—সংবন্ধ।

ঘনশোণিত—জমাট রক্ত।

শোণশোচি—লাল দ্যাতি।

স্বতঃসম্ভবী অলংকারকর্তৃক বস্তুর ব্যঙ্গনার উদাহরণ এটি।

শ্লোক ৪১। যঃ শূন্যি রুদ্রা নিজাধরম্ নিদর্শনং অরিবধুজনস্য ওষ্ঠ-বিদ্রুমদলানি
গাঢ়-কাস্তদশনকৃত-ব্যথা-সংকটং অমোচয়ন্ ।
রেগে দাঁত কটমট করেতে আরম্ভ করলেন (শত্রুবধ করতে শত্রু
করলেন ।) মর্দন্তি দিলেন শত্রু-স্ত্রীদেব অধরের ক্ষত-ব্যথা থেকে । কাস্ত-
দশন = দায়িত-দাঁত । নিরু-দনশ্—কামড়ানো ।

পঞ্চম উল্লাস

পৃঃ ৩০, ৮২

কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ থাকলেই তাকে ধ্বনিকাব্য বলা হবে না । ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকৃতি
লক্ষ্য করে কাব্যের শ্রেণীবিন্যাস করা হবে । বাচ্যার্থের তুলনায় ব্যঙ্গ্যার্থ যদি গৌণ
(গুণীভূত) হয়, তবে কাব্যকে বলা হবে গুণীভূতব্যঙ্গ্য ; ব্যঙ্গ্যার্থের গৌণতা
নির্ধারণ করা হয় ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকৃতি দেখে । গৌণতার কারণ আটটি । এগুলি হল
ব্যঙ্গ্যার্থের—

(১) স্পষ্টতা (২) রস বা বাচ্যার্থের অঙ্গপ্রাপ্তি (৩) বাচ্যার্থবোধে
সহায়ক (৪) দূর্বোধ্যতা (৫) সন্দেহজনকভাবে প্রধান হওয়া / সন্ধিস্থপ্রাধান্য
(৬) সম-প্রাধান্য (বাচ্যার্থের মত) (৭) কাকুর দ্বারা আক্ষিপ্ততা এবং (৮)
অ-সৌন্দর্য ।

গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকৃতি আট রকম হয় । বাচ্যার্থের তুলনায়
গৌণতাও হয় আট রকম । তাই এই শ্রেণীর কাব্যকে আট ভাগে ভাগ করা হয় ।

গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য ব্যঙ্গ্যম্ এবম্ অণ্টো ভিদ্যাঃ স্মৃতাঃ । = গুণীভূতব্যঙ্গ্যের
ব্যঙ্গ্যার্থ এভাবে আট রকম বলে জ্ঞাত । ‘অগুঢ়ম্’ থেকে সূত্র করে ‘অসুন্দরম্’
অবধি সবগুলিই ব্যঙ্গ্যম্ এর বিণ । সন্ধিস্থপ্রাধান্যম্ চ তুল্যপ্রাধান্য চ =
সন্ধিস্থতুল্যপ্রাধান্যে ।

বাচ্যস্য সিন্ধৌ (অবরোধে) যৎ অঙ্গম্, তৎ বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গম্ । যুবতীর পদরংগ
শুন যেমন রাখা-ঢাকা থাকলেই মানুষ আনন্দ পায়, তেমনি ব্যঙ্গ্যার্থ অঙ্গবস্তুর
অস্পষ্ট অথবা দূর্বোধ্য হলে আনন্দের কারণ হয় । কিন্তু অগুঢ়তা বা স্পষ্টতা
যেমন খুশী করে না, তেমনি অতি-দূর্বোধ্যতাও দুঃখের কারণ । অতি দূর্বোধ্য
এবং অতি-স্পষ্ট—দুই ব্যঙ্গ্যার্থই বাচ্যার্থের তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে ।

যৎপরঃ = যদর্থপরঃ = যস্মিন্ অর্থে প্রযুক্তো ব্যবহৃতো বা ।

স শব্দার্থঃ = সৌহর্থঃ শব্দানাম্ এব অর্থঃ

= সঃ = শব্দঃ সাক্ষাদ্রূপেণ প্রতিপাদিতোহর্থঃ ।

শেষ পর্যন্ত (Finally) যে অর্থ বোঝাবার জন্য বাক্যস্থ শব্দগুলি ব্যবহৃত
হয়, সেই চরম অর্থটি শব্দগুলিই সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত করে । যেমন, ‘নিঃশেষ-
হৃত’—ইত্যাদিতে চরম অর্থ হল ‘তার সঙ্গে রমণ করতে গিয়েছিলে’ । এই অর্থ

বোঝানোর জন্যেই 'নিঃশেষচ্যুত'—শ্লোকের শব্দগর্দলি (বা পদগর্দলি) প্রয়োগ করা হয়েছে । এই অর্থ শব্দ-সমূহ-কর্তৃক । সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত । অর্থাৎ অভিধাই (সাক্ষাৎ-শক্তি) এই চরম অর্থটিকে বোঝাল, ব্যঞ্জনা নয় ।

ব্যঞ্জনাবাদী বলেন : শব্দসমূহের বা বাক্যের এই তদর্থপরম্ব বা তাৎপর্য* কি বস্তু তা উপরি-উক্ত-মতাবলম্বীরা জানেন না । 'স্বংপরঃ' নীতিটি মীমাংসা-দর্শনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি । মীমাংসাকেরা উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে বা অর্থ নীতিটির প্রয়োগ করেন না ।

শ্লোক ১ / অম্বয় অসদৃশ্য কৃত-তিরস্কৃতিঃ যস্য [সমীপম্] এত্য, তপ্তসূচী-ব্যধ-ব্যতিকরেণ কণেী বদনস্তি ; সো [হ্রয়ম্] এষ [অধুনা] কাণ্ঠী-গদগ-গ্রথন-ভাজনম্ । সম্প্রতি জীবন্ [অপি] ন ভবামি । কিম্ আবহামি ?

অসদৃশ্য—শত্রুঃ ।	বিরাটের বাড়ীতে বৃহন্নলার বেশে অজর্দন
তিরস্কৃতিঃ—তিরস্কারঃ ।	কাণ্ঠীর দাড়ি পরান । দ্রোপদী এ সময়ে
ব্যধঃ—বেধনম্ ।	অজর্দনকে খবর দিয়েছেন : কীচকের হাতে
ব্যতিকরঃ—পোনঃপদ্যম্ ।	পাণ্ডব-পক্ষীয় বীর পরাজিত । আক্ষেপের
বদনস্তি—ভিনস্তি ।	সঙ্গে দ্রোপদীকে উপরি-উক্ত কবিতাটি
ভাজনম্—পাত্রম্ ।	বলেছেন অজর্দন । * * *
আবহামি—করোমি ।	[শরণাগত শত্রুর তপ্ত লোহশলাকা দিয়ে কান
	ফোঁড়া দেশাচার ছিল ।]

'অসদৃ—স্কৃতিঃ', জনঃ (উহ্য) এর বিণ ।

'জীবন্' এই পদের [বাচ্য] অর্থ 'বেঁচে থেকে' । বাচ্য অর্থ অন্য অর্থ সংক্রমিত বা পরিবর্তিত হয়েছে । পরিবর্তিত অর্থ হল : 'হীন অবস্থায় বেঁচে থেকে' । এটিই ব্যঙ্গার্থ । এটি গঢ় নয় । একেবারেই স্পষ্ট । তাই বাচ্যার্থ 'বেঁচে থেকে'-র কাছে গৌণ ।

'অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্য' উহ্য পদ 'পদস্য' এর বিণ ।

পৃঃ ৩১, ৮২

শ্লোক ২ নারকের সঙ্গে এখনও ঘুমিয়ে থাকা নারিকার প্রতি সখীর উক্তি ।

অম্বয় । উন্মিষ্ট-কোকনদ-রেণু-পিণ্ডিতাঙ্গাঃ মধুপাঃ গৃহদীর্ঘিকাসু মঞ্জর গায়ন্তি । রবেঃ নব-বম্বুজীব-পদ্পঙ্কদাভম্ উদয়াচলচূষি চ বিম্বম্ এতৎ চকারি । 'উন্মিষ্ট—পিণ্ডিতাঙ্গাঃ', 'মধুপাঃ'র বিণ । 'বিম্বম্' এর বিণ ৩টি—

- (১) নব—দাভম্
- (২) উদয়া—চূষি
- (৩) এতৎ ।

পদ্পঙ্কদ—ফুলের পাপড়ি ।

*তৎপরম্ব, তদর্থপরম্ব, তাৎপর্য—সমার্থক ।

উন্মিত—প্রস্তুত।

কোকনদ—পদ্ম।

‘চুবন’ পদের ব্যঙ্গার্থ হল ‘উষা-আরম্ভ’। বাচ্যার্থ ‘চুবন দেওয়া’। এটি পদরোপনারি অস্বীকৃত। কারণ অচেতন রবিরবিস্ব বা সূর্যমণ্ডলের পক্ষে চুবন যাওয়া অসম্ভব।

পৃঃ ৩১, ৮২

শ্লোক ৩ সীতার প্রতি রামের উক্তি। রাবণ নিহত। রাম ফিরছেন বিমানে। সঙ্গে সীতা। —বালরামায়ণ। দশম-অঙ্ক।

বন্ধনবিধি—বন্ধনকাঙ্গ, বন্ধন।

বক্ষসি—ভাবে ৭মী

দেবরে—আধারাদিকরণে ৭মী।

তাড়িতে—‘বক্ষসি’র বিগ।

কৃতা—ছিন্না

কঠাটবী—কঠের বন / কঠের নারি।

‘কোন একজনের দ্বারা (বা কেউ একজন)’—এর ব্যঙ্গার্থ হল ‘রাম’। কেউ একজন = রাম। এই ব্যঙ্গার্থের মূল / ভিত্তি হল অর্থশক্তি। এই ব্যঙ্গ্যের নাম হল অনুরণন বা অনুস্বান। এই ব্যঙ্গার্থের ক্রম লক্ষ্য করা যায়।

‘অর্থ—রূপস্য’ পদটি ‘ব্যঙ্গ্যস্য’ পদটির বিগ। ‘ব্যঙ্গ্যস্য’ এবং ‘অগুচ্ছম্’—পদ দুটি উহ্য আছে।

বস্তুরধনি এবং অলংকারধনি সংলক্ষ্যক্রম। বাচ্যার্থবোধ থেকে ব্যঙ্গার্থ-প্রতীতিতে পেঁছানোর পথটুকু শব্দশক্তি বা অর্থশক্তি হতে বঝতে পারা যায় বলেই সংলক্ষ্যক্রম। অন্য কথায়, পূর্বপশ্চাৎ সম্বন্ধটুকু স্পষ্ট বঝতে পারায় রণন আর অনুর- (পশ্চাৎ) রণনের ক্রমটি সংলক্ষ্য।

‘অনুরণন’ ধনীর অন্য নাম অনুস্বানসম্মিত ধনি। স্পষ্ট করে বলা যায়ঃ বস্তুরধনি এবং অলংকারধনি অনুরণনরূপ।

শ্লোক ৪ মহাভারত / দ্রুপদ পর্ব / ২৪ অধ্যায়।

যুদ্ধে ভূরিপ্রবার কাটা হাত দেখে পত্নীর উক্তি।

শ্লোক ৫ পার্বতীর পায়ে পড়লেন শংকর। পার্বতীর মান ভাঙল—রাঙা চোখ শান্ত হল। শ্লোকটি এ সম্পর্কেই।

গিরিভূবঃ সা পাদনখদ্যতিঃ বঃ তদা গ্রায়তাম্—মূল অংশ।

পার্বতীর পায়ে পড়লেন শংকর। গিরিভূবঃ—পার্বত্যাঃ।

শংকরের চোখের ছটা রাঙা করে দিল নিবর্তিত—নিঃপাদিত।

পার্বতীর পায়ের নখ। পার্বতীর মান ব্যক্তিঃ—প্রকটতা, প্রকাশঃ,

ভাঙল। রাঙা চোখ শান্ত হল। কবি

দ্যতিঃ।

বলছেনঃ পার্বতীর পায়ের নখের

কৈলাসালয়ঃ—শিবঃ।

কৈলাসঃ

অরুণিমা স্পর্শার বলে বলীয়ান হয়ে

আলয়ঃ বস্য।

তাড়িয়ে দিল পার্বতীর চোখের

বন্ধঃ—অস্তিত্বম্।

অরুণিমায়ে ।

সদাঃ—মদহন্তের মধ্যে ।

নদদৃঢ়ম্—দৃঢ়ভাবে / একেবারে

কোকনদ—পশ্চিম ।

পৃঃ ৩১, ৮৩

শ্লোক ৬ পঞ্চাঙ্করী-নামক কবি ভোজরাজকে শ্লোকটি দিয়ে স্তুতি করেন ।

এখানে পৃথিবী-বিষয়ক শ্রদ্ধাভক্তি-

ক্ষারঃ—অত্যাচ্ছাঃ

রূপ ভাব, রাজ্যবিষয়ক শ্রদ্ধাভক্তিরূপ

অশ্বেভাষণঃ—সমুদ্রাঃ

ভাবের অঙ্গ ।

শ্লোক ৭ পশ্যতাং প্রেয়সাম্—দর্শনকারিণাম্ প্রিয়জনানাম্ ।

প্রত্যাধিভঃ—বৈরিভিঃ ।

রাজা অনুচিত কার্যের প্রবর্তনিতা হওয়া সত্ত্বেও শত্রুরা স্তুতি করল ।

শ্লোক ৮ দদৃশে তব বৈরিণাং মদঃ

—দেখা গেল শত্রুদের গর্ব ।

করবাল—তরুণবাল ।

শ্লোক ৯ অন্যাভিধারি—প্রসঙ্গান্তরে উচ্চারিতম্ ।

বিষমাম্—দঃসহাম্ ।

শ্লোক ১০ অভিষুভঃ—আক্রান্তঃ, শিকার হন ।

কথানাং বিশ্রম্ভেযু—প্রণয়েযু ।

উল্লসন্—প্রাদুর্ভবন্ ।

তৎকালে—বাল্যকালে ।

ভাবসম্বন্ধি অলংকার । অঙ্গ বলে ।

পৃঃ ৩২, ৮৪

শ্লোক ১১ পৃথ্বীপরিবৃঢ়, অরণ্যবৃন্তে ভবদ্বিধিষঃ কন্যা ফলকিসলয়ানি
আদদানা [সতী] কণ্ঠং ইক্ষম্ অভিধন্তে—

‘পশ্যেৎ কণ্ঠিৎ । চল চপল রে । কা ছুরা ? অহং কুমারী । হস্তালম্বং বিতর ।
হহহা ! ব্যংক্রমঃ ! কনাসি ? বাসি ?’

পৃথ্বীপরিবৃঢ়—রাজন্ । অরণ্যবৃন্তেঃ—বনবাসিনঃ ।

ভবদ্বিধিষঃ—তব শত্রোঃ ।

রাজার পরিজন শত্রু-রাজকন্যার কিছ্র সংলাপ রাজাকে জানাচ্ছেন । রাজকন্যা
যার সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁর সংলাপগুলি উদ্ধৃত করেন নি । উদ্ধৃত করেছেন,
কেবল রাজকন্যার সংলাপ । তরুণ মিলিত হতে চেয়েছেন । রাজকন্যা ভয়ে
(শংকা) বলেছেন, কেউ দেখে ফেলবে । কপট ক্রোধে (অসুদূরা) বলেছেন, চলে
যাও । তরুণ মিলিত হতে চাইলে বলেছেন, তাড়া কিসের ? (ধৈর্য) । কিছ্র
মানে হচ্ছে (স্মৃতি), এবার কৌমাৰ্য বিসর্জন দিতে হবে । মিলিত হয়েছেন ।

ক্লান্তি অনুভব করেছেন। হাতের সাহায্য চেয়েছেন। হতাশা জেগেছে মনে। জ্ঞান ফিরেছে—সব ওলট-পালট হয়ে গেল। তবুও যেতে দিতে চাইছে না মন। বলছেন ‘কোথায় তুমি? চলে যাচ্ছ?’

শ্লোক ১২ কনক-মৃগতৃষ্ণা-স্থিতধিরা [মরা] জনস্থানে লাস্তম্। দেহি বৈ ইতি বচঃ উদশ্রু প্রলপিতম্ প্রতিপদম্। ভতুঃ পরিপাটীষু কা ঘটনা অলম্ ন কৃতা?—বদ। মরা রামত্বম্ আপ্তম্। কুশল-বসদতা ন তু অধিগতা।

কনকায় স্বর্ণায় বা মৃগতৃষ্ণা দ্বারা অভিঃসা, তয়া অন্বিতা ধীৰ্ঘস্য, তেন। উহ্য ‘কবিনা’ পদের বিণ।

ভতুঃ—ধনিকস্য

পরিপাটীষু—সেবারচনাসু

অলম্—অত্যর্থম্

কুশল-বসদতা—ধনপ্রাচুৰ্যম্।

কনকমৃগস্য তৃষ্ণা অন্বিতা ধীৰ্ঘস্য > ‘রামেণ’ (উহ্য) পদের বিণ।

বৈদেহি ইতি—সীতে ইতি।

জনস্থানে—(১) জনানাং স্থানে গ্রামনগরাদৌ।

(২) দণ্ডকারণ্যে [রামপক্ষে]

কৃতা-লংকাভতু-বদনপরিপাটী-যুঘটনা।

কৃতা লংকাভতুঃ রাবণস্য বদন-পরিপাট্যাং মদখপঙ্ক্তৌ ইযুঘটনা শর-সংযোজনা।

কুশলবসদতা—কুশলবৌ সদতো যস্যঃ সা = সীতা।

শ্লোকটি রাজ-সেবায় হতাশ কবির (ভট্টবাচস্পতি) উক্তি-বিশেষ। ‘জনস্থানে’ ‘বৈদেহি’ ‘কৃতা...ঘটনা’ এবং ‘কুশলবসদতা’—এই চারটি শ্লিষ্টপদের প্রয়োগে একটি অপকৃত অর্থও ধরানিত হচ্ছে। ধরানিত হচ্ছে—কবি এবং রামের মধ্যে সাদৃশ্য বা উপমা। অর্থাৎ উপমা-অলংকারই এখানে ব্যঙ্গ্য। এই অলংকারধরনি চারটি শ্লিষ্ট শব্দের উপর নির্ভরশীল। তাই শব্দশক্তিমূল। ‘জনস্থানাদিশব্দানাং পরিবৃত্ত্য-সহস্রাং শব্দশক্তিমূলতা’। সংলক্ষ্যক্রম বলে অপরূপনরূপ। এই উপমা-ধরনি ‘মরাপ্তং রামত্বম্’ এই বাচ্যার্থের অঙ্গ হয়েছে। তাই অপরাঙ্গ।

অত্র.....বাচ্যঙ্গতাং নীতঃ।

উপমানোপমেয়ভাবঃ = সাদৃশ্যম্, উপমা। (তিনিটি পাদদ্যোত্য) রামেণ সহ কবেঃ ইতি শেষঃ।

বাচ্যস্য অঙ্গতাং নীতঃ। বাচ্যস্য = মরাপ্তং রামত্বম্ ইত্যস্য।

অর্থাৎ উদাহরণটি হল : বাচ্যঙ্গ-ব্যঙ্গ্য-অলংকারের।

পৃঃ ৩২, ৮৪

শ্লোক ১৩ তম্বজি। পশ্য : কবচিদিপি ক্ষপিতগ্রিষামঃ সহস্ররশ্মিঃ-২ সম্প্রতি প্রভাতে আগত্য বিয়োগবিসংখ্যুলাঙ্গীম্ এতাম্ অম্ভোজিনীং শনৈঃ প্রসাদয়তি।

(১) ক্ষপিতা অতিবাহিতা ত্রিযামা রাত্রির্যেন সং ।

(২) সূৰ্যঃ ।

বিসংষ্টলাঙ্গীম্—সঙ্কুচিতাঙ্গীম্ / বিযম্যাঙ্গীম্ ।

পাদপতনেন > কিরণসংযোগেনৈব চরণপতনেন ।

প্রসাদয়তি = বিকাশয়তি = অনন্দয়তি ।

অম্ভোজিনীম্ > পদ্মিনীম্ > পদ্মিনীসংজ্ঞকাম্ বা নায়িকাম্ ।

সুখী বলল : প্রিয় তোমার পরম্পরী সঙ্গ রাত কাটিয়ে এল । তাতে তোমার অভিমান হওয়া উচিত ছিল । তোমাকে এসে অনন্দন বিনয় করে খুশী করা উচিত ছিল তোমার প্রিয়ের । কিন্তু তুমি অনন্দন ছাড়াই অভিমান ছেড়ে দিলে । কিন্তু দেখ : সূৰ্যঃ.....।

‘নায়কবৃত্তান্ত’ এর বিগ দৃষ্টি : (১) অর্থশক্তিমূলঃ ।

(২) বস্তুরূপঃ ।

উহ্য বিগ—(৩) অনুরগনরূপঃ ।

বৃত্তান্তঃ—ব্যবহারঃ ।

নায়ক-নায়িকার বৃত্তান্ত ব্যঙ্গ্য । সূৰ্য-পদ্মিনীর বৃত্তান্ত বাচ্য । নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের সঙ্গে আপাততঃ এর কোন সম্পর্ক নাই (নিরপেক্ষ) । বাচ্যে এখানে ব্যঙ্গ্য আরোপিত অবস্থায় রয়েছে । ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনিটি এখানে একটি বস্তু বা ঘটনা । এর ভিত্তি শৈল্যকের অর্থশক্তি । এটি অনুরগন-বিশেষ এবং সংলক্ষ্যক্রমও ।

শ্লোক ১৫ অম্বয় / ‘গচ্ছামি অচ্যুত, দর্শনেন...তৃপ্তিঃ উৎপদ্যতে ? কিন্তু হতজনঃ এবম্ বিজনসংহয়োঃ অন্যথা সম্ভাবয়তি ।’ ইতি আমন্ত্রণ—খেদালসাম্ গোপীম্ আশ্লিষ্যন্ পদলকাং—তনুঃ হরিঃ বঃ পাতু ।

অচ্যুত = (১) কৃষ্ণ ।

(২) চ্যুতিরহিত = অস্থলিতধৈর্য = ধৈর্যে অচল ।

= নিজন এখানে আমার মত নায়িকা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি তোমার ।

হতজনঃ—দুর্জনঃ । সম্ভাবয়তি—চিন্তয়তি ।

আমন্ত্রণ—খেদালসাম্

আমন্ত্রণস্য (সম্বোধনস্য) ভঙ্গ্য (স্বরবিশেষেণ) সূচিতৌ বৃথাবস্থানজনিতৌ খেদালসৌ (হতাশাবসাদৌ) যয়া সা । তাম্ । ‘গোপীম্’ এর বিগ ।

পদলকোৎকরঃ—রোমাঞ্চসমূহঃ ।

অশ্লিষ্যন্—ব্যাপ্তা ।

পদলকোৎকরেণ অশ্লিষ্যন্ তনুর্ভস্য সং । হরিঃ’র বিগ ।

আশ্লিষ্যন্—আলিঙ্গন্ ।

‘হরিঃ পাতু বঃ’—মূল অংশ ।

...ইতি আমন্ত্রণ—সসাম্ গোপীম্ আশ্লিষ্যান্
পদলকো—তনুঃ হরিঃ বঃ পাতু ।

শ্লোক ১৬ দৃষ্টম্—দর্শনম্ ।

বিচ্ছেদভীরুতা—বিরহ-ভীতিঃ ।

ক্লিষ্টম্—অসুখম্, দুর্বোধ্যম্ ।

শ্লোক ১৭ পরিবৃত্তং—ছাতম্ ।

বিলোচনানি—শ্রীণি নেত্রাণি ।

ব্যাপারয়ামাস—সঞ্চারয়ামাস ।

‘বিস্ব—শেষ’ ‘উমামুখে’-র বিগ ।

পৃঃ ৩৩, ৮৫

শ্লোক ১৮ জামদগ্ন্যঃ—পরশুরামঃ ।

অতিক্রমঃ—অত্যাচারঃ ।

বাচ্যার্থ = ‘তিনি রাগবেন’ ।

বাক্যস্বত্ত্ব বস্তুমাত্রেন.....

কাব্যবৃত্তেঃ—কাব্যস্য অস্তিত্বস্য ।

তদাশ্রয়াৎ—অলংকারাশ্রয়াৎ ।

ধন্যঙ্গতা—ধনেরস্তুভাবঃ ।

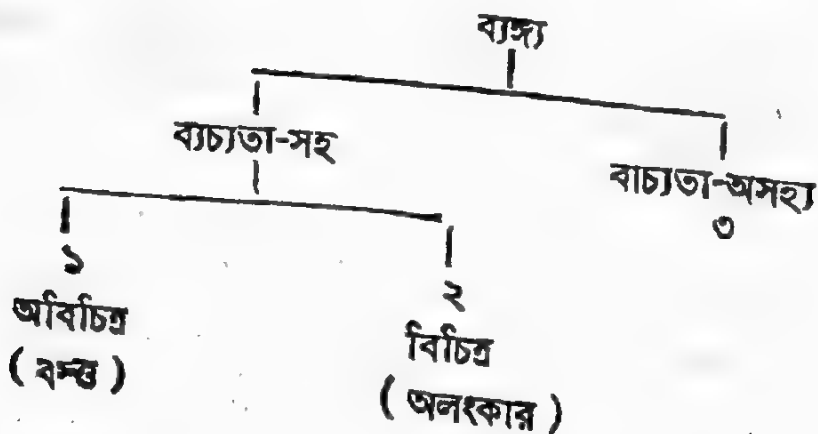
কারিকা ৩ ক. খ সংসৃষ্টিসংকরৈঃ যোগঃ—সংসৃষ্টি এবং সংকরের মাধ্যমে
মিশ্রণ = সংকর এবং সংসৃষ্টি-রূপে মিশ্রণ ।

সালংকারৈঃ তৈশ্চ = অলংকারযুক্ত [গদ্যভূতবাক্যের বিভাগগুলির] সঙ্গে এবং
অলংকারগুলির সঙ্গে ।

‘অলংকারযুক্ত গদ্যভূত বাক্যের ভেদ’ অংশটুকুতে অলংকার বলতে উপমাপ্রভৃতি
স্বাধীন অলংকার বোঝানো হয়েছে ।

‘অলংকারগুলির সঙ্গে’—অংশটুকুতে অলংকার বলতে রসবৎ, উজ্জ্বল, প্রেমান্-
প্রভৃতি অলংকারকে বোঝানো হয়েছে । এগুলি আসলে রস, ভাব ভাবভাস—
ইত্যাদি ছিল কিন্তু অঙ্গতা-বশতঃ পরিবর্তিত হয়েছে অলংকারে ।

৩ গ. ঘ.



প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ :

‘স্বা প্রতীতিমাধাতুম্...’, ‘নাভিধা সময়াভাবাৎ...’

এবং ‘এবমপ্যনবহা...’ ইত্যাদির দ্বারা পূর্বে (২য় উল্লাসে) দেখানো হয়েছে ।

পৃঃ ৩৫, ৮৭

অর্থশক্তিমূলোহপি.....অভিধেয়তাম্ম ?

বিশেষঃ = বৈশিষ্ট্য = অস্বয়ে । পদার্থানামস্বয়ে ইতি যাবৎ ।

কর্তৃম্ = স্বীকর্তৃম্ = বোদ্ধৃম্ বোধয়িতৃম্ বা ।

সংকেতঃ = পদস্য সংকেতঃ শক্তিবা ।

অভিহিতাস্বয়বাদে বাক্যের অর্থ, বিশেষ বা অস্বয়-রূপ (বিশেষবপদঃ) । পদের অর্থ বা সংকেতিত অর্থ সামান্য-রূপ । সংকেত বিশেষ (বৈশিষ্ট্য বা অস্বয়) অবধি বোঝা যুক্তিযুক্ত নয় ।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং সন্নিধির ফলে পদসমূহের অর্থ পরস্পর সম্বন্ধ হয় । পারস্পরিক এই সম্বন্ধ (অস্বয়, বৈশিষ্ট্য, বা বিশেষ) বাক্যের অর্থ । এই বাক্যার্থ পদার্থসমূহ হ’তে ভিন্ন (অপদার্থ) । পদের অর্থ অসম্বন্ধ থাকে । অর্থাৎ পদের অর্থ হল সামান্য (অ-সম্বন্ধ) । বাক্যার্থ হল বিশেষ (সম্বন্ধ) ।

বৈশিষ্ট্যম্ = বিশেষঃ = অস্বয়ঃ = সংসর্গঃ = সম্বন্ধঃ ।

সামান্যম্ = অনস্বয়ঃ = অসম্বন্ধঃ ।

পদার্থ সমূহের অস্বয় বা বৈশিষ্ট্য (বিশেষ) হল বাক্যার্থ ।...‘পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যং বাক্যার্থঃ’ ।

‘বিশেষবপদ.....বাক্যার্থঃ’ ।

বাক্যার্থ পদার্থসমূহ হতে ভিন্ন ।...‘অপদার্থোহপি বাক্যার্থঃ সমুজ্জসতি’... । বাক্যার্থ বিশেষায়ক । পদার্থ সামান্যায়ক । (সামান্যরূপাণাং পদার্থানাম্) ।

প্রথম ধাপে, পদসমূহের অর্থ বা সংকেতিত অর্থ অসম্বন্ধ (অনস্বিত, অবিশিষ্ট বা সমান) থাকে । অর্থাৎ পদার্থ হল সামান্যবপদ বা সামান্য-স্বরূপ ।

সংকেতিত অর্থ অবিশিষ্ট, অনস্বিত বা অসম্বন্ধ ।

নিম্ন হল : বিশেষ বা অস্বয় অবধি সংকেত স্বীকার যুক্তিযুক্ত নয় ।

যেহপ্যাহুঃ.....

কারিকা ১ / অস্বয় [বালঃ] চ অত্র প্রত্যক্ষেণ পশ্যতি শব্দ-ব্জ্জাভিধেয়ান্ । শ্রোতৃশ্চ চেষ্টয়া অনুমানেন [পদানাম্ শ্রোতৃঃ বা] প্রতিপক্ষম্ [জানাতি] ।

শব্দশ্চ ব্জ্জো চ অভিধেয়শ্চ = শব্দব্জ্জাভিধেয়ান্ তান্ । ব্জ্জো—উক্তম্ এবং মধ্যম ।

শব্দ—উচ্চারিত শব্দ (বাক্য) । যেমন, ‘দেবদত্ত গল্প আন’ । দুই ব্জ্জ =

আদেশকারী এবং আদিষ্ট—দুই ব্যক্তি ।

অভিধেয় = অর্থ, ‘গো-আনয়ন’ রূপ ।

অত্র—ব্যাংপন্থিকালে ।

প্রত্যক্ষণ—ইন্দ্রিয়েন । ইন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানে হেতুঃ ।

পশ্যতি—জানাতি, প্রত্যক্ষীকরোতি ।

‘প্রত্যক্ষণ পশ্যতি : কান দিয়ে শব্দ শোনে, চোখ দিয়ে দুই ব্যক্তিকে দেখে, মন দিয়ে ‘গো-আনয়ন’ অর্থ বোঝে ॥

পশ্যতি—জানাতি ।

শ্রোতুঃ—আদিষ্টজনস্য ।

প্রতিপন্নম্—বাক্যার্থে অভিজ্ঞতম্ ।

বাক্যের অর্থ যে শ্রোতা বুঝেছে, তাকে ।

[বালঃ] চেষ্টয়া (গবানয়নাদিচেষ্টারূপেন হেতুনা) অনূমানেন শ্রোতুঃ প্রতিপন্নম্ [পশ্যতি (জানাতি, অনূমিনোতি)] । অনূমানেন পশ্যতি (জানাতি) = অনূমিনোতি । চেষ্টা চাত্র করণম্ ।

বালক অনূমান করে : শ্রোতা বাক্যের অর্থ বুঝেছে । অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তিকে ‘গাম্ আনয়’ বলা হলে, ‘গো-আনয়ন’—এই অর্থ আদিষ্ট ব্যক্তি বুঝেছে : এটি অনূমিতার্থ । অনূমানের হেতু—শ্রোতার চেষ্টা (কাজ) । এখানে গরু আনয়ন ।

১ম শ্লোকটির বৃত্তি হল : ‘দেবদত্ত গামানয়.....তচ্চেষ্টয়ানুমায়া ।’

উত্তমবৃদ্ধ—নির্দেশক ব্যক্তি

মধ্যমবৃদ্ধ—আদিষ্ট ব্যক্তি । এখানে ব্যক্তিটির নাম দেবদত্ত ।

সাস্না—গলকম্বল ।

অর্থ—জিনিষ, এখানে প্রাণী ।

সাস্নাদিমন্তমর্থম্—গাম্ ।

মধ্যমবৃদ্ধে—ভাবে ৭মী ।

প্রতিপন্ন—জ্ঞাত ।

অনেন—দেবদত্তেন ।

তচ্চেষ্টয়া—তস্য (দেবদত্তস্য) চেষ্টয়া ।

‘অন্যথানুপপত্ত্যা তু.....অর্থাপত্ত্যা’ অংশটুকুর বৃত্তি হল : তয়োর্থখণ্ড.....
ব্যাংপদ্যতে ।

কারিকাস্থ ‘শক্তিম্’ এর বৃত্তি : বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধম্ ।

কারিকা ২ অম্বয়

[বালঃ] অন্যথানুপপত্ত্যা অর্থাপত্ত্যা তু বোধেঃ শক্তিং দ্বয়ান্বিকাম্ ।

দ্বয়ান্বিকাম্ শক্তিম্ = বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধম্ (বৃ.) ।

= দ্বিম্বরূপ শক্তি

= একটি হল বাচক (বাক্যের) ।

অন্যটি হল বাচ্য (বাচ্যার্থ) ।

বাক্যের শক্তি হল বাচক আর বাক্যার্থের বাচ্য অর্থাৎ বাচ্য হওয়ায় ।

অখণ্ড—অবিভাজ্য।

‘বাক্যবাক্যাথে’ এর বিণ। বাক্য থেকে বাক্যার্থ কখনও ছিনিয়ে নেওয়া যায় না।

মনে হয় : ‘অখণ্ড’—অংশটুকুই ‘অন্যথান্দুপপত্ত্যা,—অংশের খুব সংক্ষিপ্ত বৃদ্ধি। এর মধ্যেই ‘অ—ত্যা’-এর অর্থটি লুকিয়ে আছে।

অর্থপিত্ত্যা—অর্থপিত্তি-নামকেন প্রমাণেন।

মীমাংসকেরা ‘অর্থপিত্তি’ নামে একটি প্রমাণ স্বীকার করেন। দ্বিতীয় উল্লাসের ‘আলোচনার’ বলা হয়েছে : এর দুটি ভাগ—দৃষ্টার্থপিত্তি এবং শ্রুতার্থপিত্তি।

পদটির বিণ হল অন্যথান্দুপপত্ত্যা। দুটিতে বিভক্তি ওয়া। দুয়ের মধ্যে অভেদান্বয় বুদ্ধিতে হবে।

অন্যথান্দুপপত্ত্যা অর্থপিত্ত্যা = অন্যথান্দুপপিত্তিরূপয়া অর্থপিত্ত্যা

অর্থাৎ অর্থপিত্তি হল অন্যথান্দুপপিত্তি-স্বরূপ। “অনন্দপপিত্তিরর্থপিত্তিরেব”।

অন্যথান্দুপপত্ত্যা = ‘গাম্ আনয়’ ইত্যাদি বাক্যশ্রবণাৎ গবানয়নাদ্যর্থজ্ঞানম্ এতদ্বাক্যেন এতদর্থস্য বাচ্যবাচকসম্বন্ধং বিনা অন্দুপপত্তম্—ইত্যন্দুপপত্ত্যা।

বাক্য এবং বাক্যার্থের মধ্যে বাচ্যবাচক-সম্বন্ধ বিদ্যমান। অন্যথা বাক্য কি বোঝায়—তা বাক্য থেকে কেউ জানতে পারত না।

[অনন্তরম্] ত্রিপ্রমাণকম্।

সম্বন্ধম্ অববোধেত [বালঃ]।

বৃদ্ধি = পরতঃ.....অবধারণতীতি।

সম্বন্ধম্—সংকেতম্।

ত্রিপ্রমাণকম্—‘সম্বন্ধম্’ এর বিণ।

= প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং অর্থপিত্তি—তিনটি প্রমাণ সংকেতের জ্ঞাপকরূপে বিদ্যমান।

= তিনটি প্রমাণের দ্বারা সংকেত জানতে পারে।

‘চৈত্র, গরু আন’, ‘দেবদত্ত ঘোড়া আন’, ‘দেবদত্ত, গরু নিয়ে যাও’ ইত্যাদি বাক্যের শব্দগুলির তত্ত্বদর্থ জানে।

“পরতঃ.....অবধারণতীতি।”

অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্—আবাপোহাপাত্যাম্।

অন্বয়—সদর্থবাক্য (শিথিল অর্থে)।

ব্যতিরেক—নঞর্থবাক্য।

অন্যথায় : তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বমন্বয়ঃ,
তদসত্ত্বে তদসত্ত্বন ব্যতিরেকঃ।

পদ: ৩৫, অনং ১, ৪৪, অনচ্ছেদ ১

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকারি বাক্যমেব.....বিশিষ্টা এব পদার্থা.বাক্যার্থঃ ।

অম্বিতৈঃ পদার্থৈঃ—পদার্থান্তরেণ সংসৃষ্টেঃ

পদার্থৈঃ সহ ।

অম্বিতানাম্—পরস্পর সাক্ষাৎকাণাম্

বিশিষ্টাঃ—পরস্পরসংসৃষ্টাঃ সংবন্ধাঃ অম্বিতাঃ বা ।

বাক্যার্থঃ—বাক্যপ্রতিপাদ্যঃ ।

ন তু পদার্থাণ্যং বৈশিষ্ট্যম্ বাক্যার্থঃ ।

বৈশিষ্ট্যম্ = অম্বয়ঃ, সম্বন্ধঃ, সংসর্গঃ, বিশেষঃ ।

অভিহিতানাম্ পদানাম্ অম্বয় এব বাক্যার্থঃ ইতি অভিহিতান্বয়বাদিনঃ ।

পদার্থসমূহের অম্বয়ই (বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ)—বাক্যের অর্থ—অভিহিতান্বয়-বাদিদের মত । কিন্তু অম্বিতাভিধানবাদে বিশিষ্ট পদার্থ-সমূহই বাক্যের প্রতিপাদ্য । (বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ) ।

যদ্যপি.....তথাভূতত্বাৎ ।

সামান্যাবচ্ছাদিতঃ—সাধারণ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে ।

Being Overshadowed by universals.

‘পদার্থঃ’ এর বিণ ।

প্রতিপাদ্যতে—জ্ঞায়তে ।

ব্যতিষক্ত—পরস্পর-সম্বন্ধ ।

তথাভূতত্বাৎ—বিশেষরূপত্বাৎ ।

প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যয়ঃ—স্বীকৃতি-বোধঃ ।

তেষামপি মতে.....অবাচ্য এব যত্র পদার্থঃ প্রতিপদ্যতে ।

তেষাম্ = অম্বিতাভিধানবাদিনাম্ ।

সামান্যবিশেষরূপঃ = ‘পদার্থঃ’র বিণ ।

সামান্যেন সাধারণধর্মেন অবচ্ছাদিতঃ

(overshadowed) বিশেষঃ রূপম্ স্বরূপম্ যস্য সঃ ।

সাধারণধর্মঃ—অপরপদার্থাম্বিতানয়নত্বম্ ।

বিশেষরূপঃ—গবানয়নাদিরূপঃ ।

সংকেতস্য শব্দঃ বিষয়ঃ = সংকেতবিষয়ঃ ।

অতিবিশেষভূতঃ = গবানয়নত্বেন গবানয়নরূপ-বিশেষস্বরূপঃ ।

(২য়) ‘পদার্থঃ’র বিণ ।

বাক্যার্থান্তর্গতঃ—(২য়) ‘পদার্থঃ’ এর বিণ ।

অবাচ্যঃ—(২য়) ‘পদার্থঃ’ এর বিণ ।

= অনভিধেয়ঃ = অভিধায়াঃ অবিষয়ঃ ।

যত = যস্মিন্ মতে ।

প্রতিপদ্যতে = জায়তে ।

তত = তস্মিন্ মতে = অম্বিতাভিধানবাদে ।

নিঃশেষচ্যুতাদৌ বিধ্যাদেঃ ।

বিধেঃ সদর্থস্য (= নাস্তকাস্তিকগমনস্য)

চর্চা—প্রসঙ্গঃ ।

অর্থান্তরভূতস্য = 'বিধ্যাদেঃ'র বিণ ।

= অন্য অর্থ (নিষেধ ছাড়া অন্য অর্থ অর্থাৎ বিধি) ভূত ।

বিশেষ-স্বরূপ অথচ সামান্য-অবচ্ছাদিত যে পদার্থ (word-meaning) তাই হল সংকেতের বিষয় । বাক্যস্থ পদ যা অভিহিত (denote) করে, তা বাক্যের প্রতিপাদ্যের (অভিধেয়—denotation) একটি অংশ । এবং সাধারণভাবে (as such) যা প্রতিপাদিত করে (express—অভিহিত) করে, তা হল অত্যন্ত বিশেষ-স্বরূপ (extremely specific form) । অর্থাৎ বিশেষ বাক্যের অন্য পদগুলিও এর সঙ্গে সম্বন্ধ ।

পদ-প্রতিপাদিত এই অতি-বৈশিষ্ট্য (very specific form) সংকেতের বিষয় । [অতিবৈশিষ্ট্য = সামান্য-অবচ্ছাদিত বৈশিষ্ট্য] । তাই এই অতিবৈশিষ্ট্যকে সাক্ষাৎ-ভাবে পদ-প্রতিপাদিত (denoted letter / not deleted by word) বলা যায় না ।

এভাবে দেখা যায় : পদের সাধারণ অর্থই (ordinary meaning) পদের দ্বারা অভিহিত (অভিধা-প্রতিপাদিত) হতে পারে না । এক্ষেত্রে অসাধারণ অর্থ (ব্যঙ্গ্যার্থ) কি করে পদ-প্রতিপাদ্য (অভিধা-প্রতিপাদ্য) হবে ?

অর্থাৎ অভিধাই* বিধিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রতিপাদিত করে, কি করে বলা যায় ?

অতিবিশেষভূত.....পদার্থঃ ।

পৃঃ ৩৫, ৮৮

বাক্যার্থান্তর্গতঃ পদার্থঃ অতিবৈশিষ্ট্যরূপঃ ।

অতিবৈশিষ্ট্যম্ = সামান্যানবচ্ছাদিতম্ । স হি ন সংকেতিতার্থঃ । অতো-
অভিধায়াঃ অবিসম্বয়ঃ (অব্যচ্যঃ) ।

পৃঃ ৩৫, অনুচ্ছেদ ৫, পৃঃ ৮৮, অনুচ্ছেদ ৫

অনম্বিতোহর্থো.....বাক্যার্থঃ ।

অভিহিতান্বয়ে = অভিহিতান্বয়বাদে ।

অনম্বিতোহর্থঃ = অসম্বন্ধার্থঃ ।

অম্বিতবিশেষঃ = গবাম্বিতানয়নম্ ।

অপদার্থঃ = পদবৃত্তেরবিষয়ঃ ।

* অম্বিতাভিধানবাদী-স্বীকৃত অভিধা ।

বাক্যটি উপসংহার বাক্য। প্রসঙ্গটি নিয়ে দুই মতবাদের সারসর্ম্ম। সারসর্ম্ম হল : অভিহিতাশ্রয়বাদে অসম্বন্ধ অর্থই পদের অর্থ। অশ্রবতাভিধানবাদে কেবল সাধারণভাবে অন্য পদার্থসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থ পদের অর্থ।

কিন্তু দুই মতেই অন্য বিশেষ বস্তুর সঙ্গে বস্তুটি (Particular object) অভিধার বিষয় হতে পারে না। তাই দুই মতবাদেই বাক্যের অর্থ হল পদের শব্দের অবিষয়।

পৃঃ ৪১, অনুচ্ছেদ ৬, পৃঃ ১০৬, অনুচ্ছেদ ১

যদপ্যচ্যতে.....অবিচারিতাভিধানম্।

নৈমিত্তিকম্—ফলম্, কার্যম্।

নিমিত্তম্—কারণম্।

একদল মীমাংসক বলেন : ফল থেকে কারণের অনুমান করা হয় সর্বত্র : ব্যঙ্গার্থপ্রতীতির বেলায়ও তাই হোক। ব্যঙ্গার্থপ্রতীতি ফল। এখানে অন্য কারণের দেখা মেলে না, উপলব্ধিও হয় না। অতএব শব্দই কারণ। কাজেই ব্যঙ্গার্থের বেলায় বৃত্তি হল শব্দ-বৃত্তি বা অভিধা। ব্যঞ্জনা-ইত্যাদি কল্পনা করার কিছু প্রয়োজন নেই।

তত্র = 'নৈমিত্তিকানুসারেণ.....কম্প্যতে'—ইত্যুক্তো।

কারকত্বম্—জনকত্বম্।

জ্ঞাপকত্বম্ = প্রকাশকত্বম্, বোধকত্বম্।

প্রকাশকত্বাৎ = অর্থবোধকত্বাৎ

অজ্ঞাতস্য = 'শব্দস্য' এর বিণ।

জ্ঞাপকত্বং তু অজ্ঞাতস্ত কথম্ ?

সেই শব্দই অর্থের বোধক হতে পারে, যার নিজের অর্থ জানা গেছে।

অর্থাৎ সংকেতের মাধ্যমে প্রথমে শব্দ জ্ঞাত হয়। পরে সেই শব্দ অন্য অর্থের বোধক হতে পারে।

স চাশ্রিতমাত্রে

সঃ = সংকেতঃ।

অশ্রিতমাত্রে = ন তু অশ্রিতবিশেষে, ন বা বিধ্যাদৌ।

কেবল অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শব্দেরই সংকেত-গ্রহণ সম্ভব।

তত্র নিমিত্তত্বম্.....শব্দস্য।

মম্বট বলেছেন : উক্তিটির 'নিমিত্ত' কথাটির অর্থ হবে হয় কারক না হয় জ্ঞাপক। কেননা, হেতু বা নিমিত্ত হয়, হয় জনক (কারক) না হয় জ্ঞাপক। কারকহেতু যেমন—বিদ্যায়া যশঃ। বিদ্যা যশের জন্ম দেয়। জ্ঞাপকহেতু যেমন—ধূমেন বহিমান্। ধূম বহিকে জানায়।

নিয়ম অনুসারে, জ্ঞাপকহেতুর জ্ঞাপ্যের (বহি) সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) থাকে।

এদিক্ থেকে, শব্দকে যদি ব্যঙ্গ্যার্থের (কাৰ্য) হেতু বলা হয়, তাহলে শব্দকে হয় কারক হতে হবে, না হয় জ্ঞাপক হতে হবে।

কিন্তু শব্দ ব্যঙ্গ্যার্থের জনক নয়, প্রকাশকমাত্র। তাই কারকহেতু নয়। (প্রকাশকত্বান্ন কারকত্বম্)।

আবার শব্দের সঙ্গে ব্যঙ্গ্যার্থের সম্বন্ধ নিয়ত নয়। তাই জ্ঞাপকহেতুও নয়।

মন্মটের যুক্তি অবশ্য অন্যরকম। মন্মট বলেন : যে নিজের অজ্ঞাত, সে অন্যের জ্ঞাপক হবে কি করে? যে নিজের M. A. Pass করে নি, সে অন্যকে M. A. পাশ করাবে কি করে? 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যং সাধয়তি?'

শব্দ জ্ঞাত হতে পারে একমাত্র সংকেতের মাধ্যমে। সংকেতগ্রহণ আবার অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ পড়েই সম্ভব। (স চান্বিতমাত্র)। অন্বিতবিশেষ বা বিধি-প্রভৃতিতে* নয়।

এবং চ.....কথম্।

নৈমিত্তিকস্যা প্রতীতিঃ = ইদম্ এতৎ নিমিত্তকম্** ইতি জ্ঞানম্।

নিয়তনিমিত্তকম্ = নিমিত্তনিয়তকম্।

= হেতুগত (সামর্থ্যের) (পরিধি) নিয়ততা।

= হেতু-সামর্থ্যের পরিধিসীমা।

হেতুকে হেতু বলে জানার জন্যে প্রয়োজন হেতুর হেতুগত সামর্থ্যকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া। হেতুগত সামর্থ্যের পরিধি স্বতন্ত্র পৰ্বন্ত সীমিত (নিয়ত) রূপে না জানা যায়, ততক্ষণ পৰ্বন্ত হেতুকে হেতু বলে মনে হয় না।

অবিচারিতাভিধানম্ = অবিচারিতকথনম্।

মন্মটের সিদ্ধান্ত :

এক শ্রেণীর মীমাংসক ব্যঞ্জনা স্বীকার করার জন্য শব্দকেই ব্যঙ্গ্যার্থের কারণ (অথবা অভিধা ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির কারণ) বলতে গিয়ে 'নৈমিত্তিকানুসারেণ.....'-রূপে যে কথাটি বলেছেন : তা একান্ত অধৌক্তিক।

পৃঃ ৩৫, অনুচ্ছেদ ৭, পৃঃ ৮৯, অনুচ্ছেদ ১

যে স্বীকৃত্যতি.....দেবানাং প্রিয়াঃ।

'বাচ্যবৃত্তেঃ' এবং 'দেবানাং প্রিয়াঃ'—দুই স্থলে অলুক্ সমাস। বাচ্যবৃত্তি—বাক্যের বৃত্তি। বাক্যটি হল : যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ। তাৎপর্যবাচ্যবৃত্তেঃ—৬ষ্ঠী ১৮।

= 'যৎপরঃ শব্দ স শব্দার্থঃ' ইতি মীমাংসকনিয়মোক্তেঃ।

* নামকান্তিকগমনরূপ।

** নিমিত্তকম্—স্বার্থে ক।

=তাৎপর্য-সম্পর্কিত উক্তি-রূপ যুক্তির ।

দেবানাম প্রিয়াঃ = মৃগাঃ ।

সঃ ব্যাপারঃ = অভিধা-ব্যাপারঃ ।

ব্যাপারঃ = বৃত্তিঃ = শক্তিঃ = ক্রিয়া ।

“যথা বলবতা প্রেরিত এক এব ইষদুরেকেনৈব বেগাথ্যেন ব্যাপারেণ রিপোর্বর্মচ্ছেদঃ
মর্মভেদঃ প্রাণহরণঃ চ বিধস্তে ; তথা সুকবিপ্রযুক্তঃ, এক এব শব্দঃ, একেনাভিধা-
ব্যাপারেণ পদার্থোপস্থিতিম্, অম্বয়বোধঃ, ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিঃ চ বিধস্তে জনয়তি”।—
কল্কিকর ।

ষৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ

=ষদর্থে यस্য শব্দস্য তাৎপর্যঃ (বিবক্ষা) * স শব্দার্থঃ ।

ষম্মিন্ (অর্থে) পরঃ (বিবক্ষিতঃ) = ষৎপরঃ । ‘ষৎপরঃ’ ‘শব্দঃ’ এর বিণ ।

‘নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্’—ইত্যাদিতে সমগ্র বাক্যটি (শব্দ) ‘রমণ করতে গিয়েছিলে’
—এরূপ সদর্থেই বিবক্ষিত । তাই এই অর্থটিও (সদর্থটিও) বাক্যেরই (শব্দেরই)
অর্থ ।

অনু—‘নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্’—ইত্যাদি স্থলে

বিধিরেব—সদর্থই (‘রমণ করতে গিয়েছিলে’ এরকম) ।

কেউ কেউ বলেন : একমাত্র অভিধা-বৃত্তির সাহায্যেই সমস্ত অর্থ নির্ণীত হতে
পারে । কাজেই, এ বিষয়ে লক্ষণা প্রভৃতি পৃথক্ বৃত্তি স্বীকারের কোন প্রয়োজন
নাই । মনুকুল ভট্ট এই দলের লোক ।

পৃঃ ৩৫, অনুচ্ছেদ ৭, পৃঃ ৪৯ অনুচ্ছেদ ১

তথাহি.....প্রাপ্নুবন্তি ।

ভূতম্ = সিদ্ধম্ (= কারকাদি) ।

ভব্যম্—সাধ্যম্ (= ক্রিয়া) ।

ভব্যায় = সাধ্যায় ।

উপদিশ্যতে = অজ্ঞাতং জ্ঞাপ্যতে ।

সমুচ্চারণে = সহোচ্চারণে ।

ভূতভব্য.....উপদিশ্যতে ।

“সিদ্ধ এবং সাধ্য যখন এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তখন, সাধ্যের উদ্দেশ্যাসিদ্ধির
জন্য সিদ্ধ উল্লিখিত হয় ।” এটি একটি নিয়ম ।

কারকপদার্থঃ = ‘গাম্ আনয়’ ইত্যাদৌ গাম্ ইত্যাদয়ঃ ।

= সিদ্ধাঃ ।

ক্রিয়াপদার্থেন = আনয়নপদার্থেন = সাধ্যেন ।

* তাৎপর্যম্—বক্তারিচ্ছা ।

বক্তারিচ্ছা তু তাৎপর্যং পরিকীর্তিতম্ ।

অস্বীয়মানাঃ = সম্বন্ধাঃ ।

প্রধানক্রিয়ায়াঃ = আনয়নস্য ।

নিবর্তিকা = সম্পাদয়িত্রী ।

স্বক্রিয়া = গাবচ্চলনম্ ।

অভিসম্বন্ধঃ—আশ্রয়ত্বম্ ।

‘প্রধানক্রিয়ানিবর্তিকা’ ‘স্বক্রিয়া’র বিণ । প্রধানক্রিয়ানিবর্তিকা স্বক্রিয়া, তস্যাঃ
অভিসম্বন্ধাৎ (আশ্রয়তয়াঃ) ।

সাধ্যায়মানতাম্ প্রাপ্নবন্তি = সাধ্যা ইব ভবন্তি ।

[‘সাধ্যায়মানতাম্’ ইত্যত্র ক্যঙ্ ।]

= স্বরূপেণ সিদ্ধা অপি সাধ্যাক্রিয়াবিশিষ্টতয়া সাধ্যা ইব ভবন্তি ।

‘গো-আনয়ন’—ক্রিয়া সিদ্ধ হয় তখনই, যখন গরুটি নিজেও ‘চলন’ ক্রিয়া-
বৃত্ত হয় । অর্থাৎ গরুটি না হাটলে তাকে আনা অসম্ভব ।

কারকপদার্থাঃ.....প্রাপ্নবন্তি ।

কারকগর্দলি (সিদ্ধ বস্তুগর্দলি) ক্রিয়ার সঙ্গে (সাধ্যের সঙ্গে) অম্বিত হয়ে
সাধ্যের বৈশিষ্ট্যগর্দলি পায় (সাধ্যসদৃশ হয়) ; কারণ কারক (গাম্—এই) তখন
নিজের ক্রিয়ার (গরুর হাটার) আশ্রয় হয় ।

বিধীয়তে—জ্ঞাপ্যতে, উপদিশ্যতে is enjoined, the information sought
to be conveyed.

ততশ্চ = উপদেশস্য ভব্যার্থকত্বাৎ । উল্লেখ সাধ্যের প্রয়োজন সম্পাদিত করে:
বলে ।

অদম্বদহনন্যায় :

একরাশ ঘাস সমেত ছাই-এ আগুন দিলে দেখা যায় ঘাস (অদম্ব)

পুড়েছে (দহন) । ছাই (দম্ব বস্তু) আর পোড়ে না ।

ততশ্চ অদম্বদহনন্যায়েন যাবৎ অপ্ৰাপ্তং, তাবৎ বিধীয়তে ।

সাধ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ অবস্থায় সিদ্ধ বস্তু থাকে, তখন সাধ্যই জ্ঞাপিত হয় (গ্রহণ-
যোগ্য তথ্য রূপে জানা যায়) ।

যথা ঋত্বিক্.....লৌহিত্যোক্ষত্বমাত্রং বিধেয়ম্ ।

ঋত্বিকপ্রচরণে—ভাবে ৭মী । ঋত্বিক-প্রচরণ—একটি অনুষ্ঠানবিশেষ,
সোজা কথায়—ঋত্বিকের আগিয়ে চলা ।

সিদ্ধে—বিণ ।

প্রমাণান্তরাৎ—শ্যেনযাগে জ্যোতিষ্ঠোমার্তিদেশাৎ ।

উকীষ—পাগড়ি ।

“ঋত্বিকের আগিয়ে চলেন লালপাগড়ি সমেত”—একটি বিধিবাক্য । শ্যেনযাগ
প্রসঙ্গে বাক্যটি লক্ষণীয় । এই বাক্যের নির্দেশ বা জ্ঞাপ্য (বিধেয়) হল কেবল

লোহিতোক্ষীযতা । অর্থাৎ ঋষিকেরা চলে লাল পাগড়ি নিয়েই' (‘অন্য ক্ষিদ্ নিয়ে নয়’)।—‘ঋষিকেরা লাল পাগড়ি ধারণ করবেন’—এটিও হল বিধেয় ।

ঋষিকপ্রচরণে প্রমাণান্তরাং সিদ্ধে—ঋষিকদের প্রচরণ অন্য বিধিবাক্য হতে জানা গিয়েছে আগেই ।

ইবনস্য অন্যতঃ সিদ্ধেঃ.....করণত্বমাত্রং বিধেয়ম্ ।

অন্যতঃ—‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি’ ইত্যুৎপত্তিবাক্য্যৎ ।

কর্বাচিৎ.....দ্বিবিধীন্নিবিধির্বা ।

কর্বাচিৎ—কস্মিন্শিচ্চদ্বাক্যে । কোনও কোনও বিধিবাক্যে ।

উভয়োঃ বিধিঃ=উভয়বিধিঃ

ত্রিষ্ (তথ্যেষ্) বিধিঃ=ত্রিবিধিঃ

কোন কোনও বিধিবাক্যে দুটি তথ্যে নির্দেশ (বিধি) প্রযুক্ত হয় । যেমন ‘সোমেন যজ্ঞেত’ । এখানে সোমের উপকরণতা এবং যজ্ঞকার্য (যজ্ঞনীয়তা)—দুইই জ্ঞাপ্য । অর্থাৎ ‘যজ্ঞকার্য করবে’ এবং ‘সোম দিয়েই’—এই দুটি তথ্য জ্ঞানতে হবে, ‘সোমেন যজ্ঞেত’ বিধিবাক্য হতে ।

কোথাও আবার তিনটি তথ্যে নির্দেশ হয় ।

‘যদাগ্নেয়োহষ্টাকপালঃ’—তে হব্য, দেবতা এবং ষাগ—তিনটিই ।

একটি লৌকিক বাক্য (বেদবাক্য নয়) দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে । ‘লাল কাপড় বোন’—বাক্যটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন করণীয়ের (করণীয় অর্থের = বিধেয়ের = কর্তব্যের) জ্ঞাপক হয় ।

এক ভাতী রাস্তার থেকে একটি লোককে ধরে আনল । ভাতী লোকটিকে বলল : ‘লাল কাপড় বোন’ । লোকটি তিনটি তথ্য বুকল : তার কাজ হবে (১) বুনন (বয়ন) । বুনতে হবে (২) কাপড় (গামছা নয়) । কাপড়ের রং হবে (৩) লাল (নীল ; হলুদ নয়) ।

লোকটি এখানে তিনটি তথ্যই জ্ঞানল (খোঁজাল করল) ।

কোন এক ভাতী আর একটি ভাতীকে ধরে আনল । ধরে আনা লোকটিকে ভাতে বসিয়ে বলল : ‘লাল কাপড় বোন’ । ধরে আনা ভাতীটি বাক্যটির থেকে দুটি তথ্য জ্ঞানল : বুনতে হবে (১) কাপড় (গামছা নয়) । কাপড়ের রং হবে (২) লাল ।

‘বুননের কাজ করতে হবে’—এই অংশটুকু সে আর খোঁজাল করে না । কারণ সে পেশাগতভাবেই জানে : তাকে বুননের (wearing) কাজ করতে হবে ।

আবার কোন একটি ভাতী আর একটি উঁচুদরের ভাতীকে (যে কেবল কাপড়ই বোনে, গামছা-মণারি ইত্যাদি বোনে না) বাড়ীতে এনে বলল—‘লাল কাপড় বোন’ । উঁচুদরের ভাতী বিধেয়রূপে (করণীয়রূপে) কেবল একটি তথ্যই খোঁজাল করে । সেটি

হল : লাল (অর্থাৎ লাল কাপড়) ।* কারণ পেশাগতভাবে 'বয়ন' এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য 'কাপড়'—দুটি তথ্যই তার জানা ।

অর্থাৎ বিধিবাক্য অজানা তথ্যকে [অনাধিগতার্থকে] জানান [গম্ভ] । অথবা অপ্রাপ্ত অংশেরই (অজ্ঞাতার্থেরই) প্রাপক (জ্ঞাপন) হল বিধি ।

পৃঃ ৩৬, ৮৯ অনুচ্ছেদ ৩

যং তু 'বিষং ভক্ষয়... উপাস্তশব্দার্থে' এব তাৎপর্যম্ ।

মশ্মট দেখিয়েছেন : তাৎপর্য শব্দোপাস্ত । কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা একটি উদাহরণ খাড়া করেছেন মশ্মটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে । এরা বলেন—'বিষ খাও এবং এর ঘরে খেও না'—এই বাক্য দুটির অর্থ (তাৎপর্য) হল : এর ঘরে ভোজন উচিত নয় । এই অর্থ কিন্তু বাক্যটি সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত করে না । বাক্যটির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় (implied) ।

কাজেই তাৎপর্য শব্দোপাস্ত বা তাৎপর্য শব্দগুলির থেকে সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হয় । (জানা) যায় ।

মশ্মটের যুক্তি এখানে এরকম :

এখানে দুটি বাক্যকে এক বলে বোঝার জন্যই 'চ' এই অব্যয় । আর যদিও দুটি সম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যে অসঙ্গতিভাব হয় না, তবু 'বিষ খাও' বাক্যটি বন্ধুর উক্তি বলেই একে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয় বাক্যের (অঙ্গীর) অঙ্গ বলে ধরতে হবে । প্রথম বাক্যের এবার অর্থ হবে : বিষ খাওয়ার চেয়েও এই ব্যক্তির ঘরে খাওয়া বেশী ক্ষতিকর ।

অর্থটি লক্ষণার মাধ্যমে লভ্য ।

সুতরাং সমগ্র অর্থ হল : এই ব্যক্তির ঘরে কখনও খাওয়া উচিত নয়, কারণ এই ব্যক্তির ঘরে খাওয়া বিষ খাওয়ার চেয়ে দোষের ।

অন্য কথায় বলা যায় : 'এই ব্যক্তির ঘরে না খাওয়ার'—কেবল একটি কারণ সরবরাহ করে 'বিষ খাও'—বাক্যটি ।

এভাবে দেখা গেল—ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থকে আলোচ্য অর্থটি (তাৎপর্য) ছাড়িয়ে যায় নি ।

আখ্যাত—তিত্ত্ব ।

আখ্যাতবাক্যোঃ—তিত্ত্বটিতবাক্যোঃ । দুটি বাক্যেই তিত্ত্ব আছে ।

অনুচ্ছেদ ৪

যদি শব্দপ্রভেদনভরং.....বিধেরূপে সিম্বং ব্যাক্যতম্ ।

* কাপড়-বোনা তাঁতীর কাছে বিধের হল 'লাল' এই বিষয়টি (লাল-শব্দের অর্থটুকু) ।

একদল মীমাংসক বলেন : তীরের মত শক্তিশালী হল শব্দ । শব্দ নিজের শক্তি অভিধা দিয়ে যে কোন অর্থকে প্রতিপাদিত করতে পারে ।

মম্বট এ মতের বিরোধী । উপরি-উক্ত মতটিকে স্বীকার করলে তিনটি ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেবে—বলেছেন মম্বট ।

প্রথম ক্ষেত্রটি এ রকম :

(১) ‘ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে’, ‘তোমার (অবিবাহিত) কন্যা গর্ভবতী’ ইত্যাদি বাক্য ব্রাহ্মণের মূখে আনন্দ এবং দুঃখ দুটিয়ে তোলে । অভিধা-কে যদি তীরের মত শক্তিশালী বলা হয়, তাহলে ঐ আনন্দ এবং দুঃখকেও বলতে হবে শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ (অভিধা-প্রতিপাদিত অর্থ) ।

দ্বিতীয়তঃ,

(২) লক্ষণা-স্বীকারের কোন প্রয়োজন হবে না । লক্ষ্যার্থকেও বোঝাতে পারবে অভিধা । কেননা পূর্বপক্ষীর মতে বলা হয়েছে—যে অর্থই মনে ভাসে, সেই অর্থটিই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত ।

তৃতীয়তঃ,

(৩) প্রয়োজন হবে না একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি স্বীকারের । নীতিটি হল জৈমিনির একটি সূত্র—‘শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্য-মর্থবিপ্রকর্ষাৎ ।

[সমবায়ে—একত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে ।]

পরম্ এব পারম্ । স্বার্থে অণ্ । পরস্য দুর্বলতা = পারদৌর্বল্যম্ । অর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ—অর্থস্য বিপ্রকর্ষাৎ দূরবর্তিত্বাৎ = বিলম্বেন অর্থপ্রত্যায়কত্বাৎ ।]

সূত্রটির অর্থ হল : শ্রুতি, লিঙ্গ—ইত্যাদির কোন স্থলে প্রয়োগের প্রসঙ্গ হলে দুটির মধ্যে সব সময় আগেরটিকে প্রমাণ বলে মানতে হবে । কারণ, শ্রুতির চেয়ে লিঙ্গ, লিঙ্গের চেয়ে বাক্য দেরীতে অর্থ বোঝায় । এখন যদি বলা হয়—অভিধাই একমাত্র বৃত্তি এবং সমস্ত অর্থেরই প্রকাশ ঘটায় ; তাহলে শ্রুতি, লিঙ্গ বাক্য—সকলেরই অর্থ একই সময়ে অভিধা-কর্তৃক প্রকাশিত হবে । এগুনের মধ্যে তাই প্রামাণ্যগত কোনও পার্থক্যও থাকবে না ।

কন্যা—অনুঢ়া কন্যা ।

বিধেঃ—‘নিঃশেষচ্যুত...’ ইত্যাদি বিধিরূপো (নায়কাস্তিক-গমনম্) যোহর্থভস্য । বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের নিশ্চয় কোন সম্বন্ধ আছে, অন্যথা, যে কোন শব্দ থেকে যে কোন অর্থ ব্যঞ্জিত হতে পারত ।

ব্যঙ্গনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এগুলি দেখা যায় :

(১) বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে সম্বন্ধ সব সময়ের জন্য বর্তমান (নিয়ত) । নিয়ত-সম্বন্ধের অন্য নাম ব্যাপ্তি । ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যাপক (সাধ্য), বাচ্যার্থ ব্যাপ্য (হেতু) । হেতু (বাচ্যার্থ) সাধ্যাধিকরণে থাকে । অর্থাৎ হেতু (বাচ্যার্থ) সপক্ষবৃত্তি ।

(২) সাধ্যের অধিকরণ ছাড়া অন্য কোন অধিকরণে (সাধ্যানধিকরণ = বিপক্ষ) হেতু (বাচ্যার্থ) থাকে না। অর্থাৎ হেতু নিয়ত বা বিপক্ষব্যাবৃন্ত।

(৩) ব্যঙ্গ্যার্থের থাকার যেখানে সম্ভাবনা (সম্ভিদ্ধসাধ্যবান্), সেখানেই বাচ্যার্থ থাকে। অতএব হেতু পক্ষবৃন্তিও (ধর্মিনিষ্ঠ)।

সুতরাং অনুমানের সমস্ত শর্তই পূর্ণ হয়। অর্থাৎ হেতুর (বাচ্যার্থের) তিনটি বৈশিষ্ট্যই এখানে আছে। তিনটি বৈশিষ্ট্য হলঃ সপক্ষবৃন্তি, বিপক্ষব্যাবৃন্তি, এবং পক্ষবৃন্তিও (ধর্মিনিষ্ঠত্ব)।

ননু.....প্রসঙ্গাৎ।

বাচ্যাৎ = বাচ্যার্থাৎ।

তাবৎ = অর্থহীনো বাক্যালংকারঃ।

কুতশ্চিৎ = কুতশ্চিৎ শব্দাৎ।

বাচ্যাদসম্বন্ধং তাবন্ন প্রতীয়তে = বাচ্যার্থাৎ অসম্বন্ধং বস্তু ন প্রতীয়তে।

বস্তুতঃ, বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই—এ রকম অর্থ প্রতীত হয় না।

এবং চ.....পর্যবস্যাতি।

সম্বন্ধাৎ = সম্বন্ধেন প্রয়োজনাৎ। সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তার জন্য। হেতৌ
মৌ। সম্বন্ধহেতু = সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা হেতু।

ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাবঃ = ব্যঞ্জনা।

অপ্রতিবন্ধে = অনিয়তসম্বন্ধে = ব্যাপ্তাখ্যাসম্বন্ধরহিতে।

প্রতিবন্ধঃ = নিয়তসম্বন্ধঃ।

ব্যাপ্তত্বেন = সপক্ষসত্ত্বেন।

নিয়তধর্মিনিষ্ঠত্বেন/নিয়তশ্চ ধর্মিনিষ্ঠত্বেন। তয়োর্ভাবঃ নিয়তধর্মিনিষ্ঠত্বম্। তেন।

নিয়তত্বেন = বিপক্ষব্যাবৃন্ত্যা।

ধর্মিনিষ্ঠত্বেন = পক্ষবৃন্ত্যা।

ধর্মী = পক্ষঃ।

যৎ = 'অনুমানম্' এর বিণ।

অনুমানম্ = অনুমিতিঃ

তদ্রূপঃ = অনুমিতি-স্বরূপঃ। অনুমিত্যাশ্রকঃ। 'ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবঃ'-এর বিণ।

ত্রিরূপাৎ—'লিঙ্গাৎ'-এর বিণ। রূপ—বৈশিষ্ট্য। ত্রীণি রূপাণি বৈশিষ্ট্যানি

বস্যা, তৎ > ত্রিরূপম্।

হেতুর বৈশিষ্ট্য ৩টি—(১) সপক্ষে থাকা সপক্ষসত্ত্ব।

(২) বিপক্ষে না থাকা বিপক্ষাসত্ত্ব।

(৩) পক্ষে থাকা পক্ষসত্ত্ব।

লিঙ্গ—হেতু

লিঙ্গী—সাধ্য।

ত্রিরূপাৎ লিঙ্গাৎ লিঙ্গিত্বানং বৎ অনুমানম্, তদ্রূপঃ সন্ [ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবঃ]

পর্যবস্যাতি।—এ রকম অশ্বয় বৃকতে হবে।

তদ্রূপঃ সন্ পৰ্যবস্যাতি

অনুমিতি-স্বরূপ হয়ে ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাবে পৰ্যবসন্ন (=শেষ পর্যন্ত প্রতীত) হয়।
অন্যমানেই ব্যঙ্গনার পৰ্যবসান ঘটে। অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ অনুমিতার্থ।

অম্বয় / ভ্রম ধার্মিক—হে ধার্মিক। ভ্রম। বিশ্রামঃ :: শূনকঃ অদ্য তেন
গোদানদীকচ্ছকুজবাসিনা দৃপ্তসিংহেন মারিতঃ।

বিশ্রামঃ—বিশ্রান্তঃ। কচ্ছ—তীর।

ততঃ কথং.....ন বাচ্যতুম্ ?

‘ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে’ ‘ব্রাহ্মণ তোমার অবিবাহিত কন্যা গর্ভবতী’—
এই দুটি বাক্য থেকে ব্রাহ্মণ বোঝে—‘পুত্রের জন্ম’ ‘অবিবাহিত কন্যার গর্ভ’। এ
দুটি, বাক্য দুটির বাচ্যার্থ। কিন্তু বাক্য দুটি ব্রাহ্মণের মনে দুটি বস্তুর (অর্থের)
জন্ম দেয়। এ দুটি যথাক্রমে আনন্দ এবং দুঃখ। এ দুটি বস্তু (অর্থ) ঐ বাক্য
দুটিরই ফল। ব্যঙ্গনা-বিরোধী যদি বলেন : সমস্ত অর্থই অভিধা-প্রতিপাদ্য, তাহলে
উপরোক্ত অর্থ দুটিতেও বাচ্যার্থ হয়।

কিন্তু তা বলা যায় না।

কিমিতি চ শ্রুতি.....পূর্ব পূর্ববলীম্ভুতম্ ?

মীমাংসাদর্শনে বলা হয়েছে : শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রসঙ্গ ইত্যাদির একই ক্ষেত্রে
অর্থপ্রকাশের ঘটনা ঘটলে দেখা যাবে লিঙ্গের চেয়ে শ্রুতি আগে অর্থ প্রকাশ করছে।
বাক্যের চেয়ে লিঙ্গ আবার আগে। এ রকম প্রসঙ্গের চেয়ে বাক্য আগে। অন্যগুণের
ক্ষেত্রেও এ রকম জানতে হবে। কেননা, শ্রুতি হল স্বনির্ভর। তাই অর্থপ্রকাশে
দেবী হয় না। লিঙ্গ কিন্তু শ্রুতি-নির্ভর। এজন্যে দেবী। আবার বাক্যের
তুলনায় লিঙ্গ অনেকখানি স্বয়ম্ভর। এভাবে পরেরটির তুলনায় আগেরটি অর্থ-
প্রকাশের ক্ষমতায় বেশী শক্তিশালী।

জৈমিনির সূত্রটি হল : শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ—সমাখ্যানাং সমবায়ো পার-
দৌবল্যমর্থবিপ্রকষণাৎ।

[সমবায়ো—একত্রোপনিপাতে, পরস্য দুর্বলতা—পারদৌবল্যম্ অর্থস্য বিপ্রকষণাৎ
দূরবর্তিত্বাৎ = বিলম্বেনার্থ-প্রত্যায়কত্বাৎ]।

এখন ব্যঙ্গনা-বিরোধী যদি বলেন—অভিধা একমাত্র বস্তু, তাহলে শ্রুতি অথবা
লিঙ্গ-উপস্থাপিত অর্থও অভিধা-বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে এবং অর্থ প্রকাশের
সময়গত পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ শ্রুতি-উপস্থাপিত এবং লিঙ্গ-উপস্থাপিত অর্থ
একই মহাতে প্রকাশিত হবে।

তাহলে—মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠিত এই নীতিটিও স্বীকার করা যাবে না।

ব্যঙ্গনাবাদীর এখানে প্রশ্নই তাই—কিমিতি.....?

কিং চ ‘কুর্নু রুচিম্’.....ম্যাৎ।

‘কুর্নু রুচিম্’ এর বৈপরীত্য ঘটালে হয় ‘রুচিং কুর্নু’। এখানে চট করে

কাশ্মীরী পাঠকের মনে হবে ‘চিংকু’-র কথা। যদিও ‘চিংকু’ এখানে পৃথক শব্দ নয়। তবু পাশাপাশি দুটো অক্ষর থেকেই এ রকম মনে হবে। কাশ্মীরে ‘চিংকু’র অর্থ ‘ভগাস্কুর’। এই অর্থটি অন্য পদার্থের সঙ্গে অন্বিতও নয়, কাজেই অর্থটি বাচ্যার্থও নয়। কেননা, অম্বিতাভিধানবাদী অন্বিত অর্থেই অভিধা স্বীকার করেন।

তাই অর্থটি অভিধা-প্রতিপাদ্য নয়।

∴ ব্যঞ্জনা-প্রতিপাদ্য—বলবেন ধর্মানবাদী।

যদি চ বাচ্য.....

দোষকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়—নিত্য এবং অনিত্য। ‘ব্যাকরণগত ভুল’ সব সময়ে দোষ (নিত্য)। শ্রুতিকটুতা (ক্ষ, হু প্রভৃতি কঠোর বর্ণের সমাবেশ) কিন্তু কখনও (শৃঙ্গারসের চিত্রকপে অঙ্কনে) দোষ, কখনও (বীররসের ক্ষেত্রে) গুণ। তাই এটি অনিত্য দোষ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায়—বর্ণ বা অক্ষরও কিছু অর্থের প্রকাশক। এই অর্থকে বাচ্য বলা যায় না। কেননা, বর্ণ বা অক্ষরের অভিধা নেই, যা শব্দের আছে।

কাজেই একে ব্যঞ্জনা বলতে হবে, অন্যথায় শ্রুতিকটুতাকে অনিত্যদোষ বলা যাবে না। দোষের দুই ভাগও করা যাবে না। কিন্তু ভাগ করতেই হবে—সকলেই এ ভাগ করে বা বোঝে।

বাচ্যবাচকত্বম্ = অভিধা।

তদ্ব্যতিরেকেন = অভিধাতিরিক্তেণ।

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবঃ = ব্যঞ্জনা।

নাভ্যুপেয়তে = ন স্বীকৃত্যেতে।

প্রতিভাসাৎ = অনুভবাৎ।

ব্যঙ্গ্যস্য বহুবিধত্বাৎ = রসাদেঃ বহুবিধত্বাৎ।

কস্যচিৎ = দোষস্য।

কচিৎ = রৌদ্রাদিস্থলে যথা শ্রুতিকটুত্বস্য গুণত্বম্।

ব্যতিরেকঃ = ভিন্নতা।

আশ্রয়ণম্ = স্বীকারঃ।

‘দ্বয়ং গতং..... কাব্যানুগুণত্বম্’।

অনুগুণত্বম্ = উৎকর্ষকত্বম্।

কপালিনঃ > ভিক্ষাকপাল (মড়ার মাথার ভিক্ষাপাত্র) ধারণকারী শিবের।

দ্বয়ং শোচনীয়তাং গতম্ = পার্বতী এবং চন্দ্রকলা—এই দুটি বস্তু শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

উক্তিটি ব্রহ্মচারীবংশী শিবের। কুমারসম্ভবের ওম সর্গ হতে নেওয়া। ব্রহ্মচারী বলছেন পার্বতীকে।

এখানে ‘কপালী’র সমার্থক শব্দ ‘পিনাকী’ প্রয়োগ করলে অবস্থার শোচনীয়তা বোঝাতে পারত না। দুটি শব্দের অর্থই শিব। কিন্তু ‘কপালী’ শব্দটি শিব ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ বোঝায়। তা হল : মড়ার মাথার খুলি ধারণকারী। এটুকু বাচ্যার্থ নয়। এই অতিরিক্ত অর্থটুকু বোঝানোর জন্যে ব্যঞ্জনা স্বীকার করতেই হবে।

অপি চ বাচ্যার্থঃ.....প্রতিভাতি ।

নিরত—সীমিত ।

সপক্ষ প্রতি—শত্রু প্রতি ।

তত্র তত্র = বোদ্ধরি বোদ্ধরি ।

অবক্ষন্দনম্ = আক্রমণম্ ।

সুরভয়ঃ = গাবঃ ।

অনবধিঃ = অনন্তঃ ।

(১) সেনাপতি যখন রাজাকে বলেন ।

(২) সখী যখন প্রেমে পড়া যুবতীকে বলে ।

(৩) সখী যখন প্রিয়ের জন্য অপেক্ষারত বধূকে বলে ।

(৪) শ্রমিক যখন আর এক শ্রমিককে বলে ।

(৫) ব্রহ্মচারী যখন আর এক ব্রহ্মচারীকে বলেন ।

(৬) যখন বলা হয় পথিককে ।

(৭) যখন গরুর পালকে বলা হয় ।

(৮) যখন এক পথিক আর একজনকে বলে ।

(৯) একজন সেল্‌স্ম্যান যখন আর একজনকে বলে ।

(১০) প্রোষিতভৃত্‌কা যখন সখীকে বলে ।

বাচ্যব্যাক্যয়োঃ নিঃশেষেভ্যাদৌ.....

নিষেধবিধ্যাভ্যনা = নিষেধ-বিধিস্বরূপেণ ।

অর্থাৎ বাচ্যার্থ নিষেধ (নঞর্থ) । ব্যাক্যার্থ বিধি (সদর্থ) ।

স্বরূপেণ, আভ্যনা, বপদ্বা, রূপেণ—শব্দগুণি সমার্থক ।

১০০ অর্থ্যাঃ, উদাহরন্তু কাব্যম্—মাৎসর্যম্‌ৎসার্য, সম্বাদিং (সবৃত্তিকম্) বিচার্ [চ] : সেব্যঃ নিতম্বাঃ কিম্ ভূষণাম্ উত স্মরস্মেরবিলাসিনীনাম্ ? স্মরেণ প্রেমাস্মেরম্ স্মিতম্ ।

মাৎসর্যম্—পক্ষপাতম্

উৎসার্য—ত্যাগনা

...‘স্বরূপস্য’ এর সঙ্গে অস্বর হল ‘...ভেদেহপি যদ্যেকস্মৎ ; তৎ কচিদপি...’ ‘ন স্যাৎ’ । ঠিক তেমনি ‘কালস্য’ এর সঙ্গে অস্বর হল ‘ভেদেহপি’ থেকে ‘ন স্যাৎ’ অংশ পর্বস্তের । অর্থাৎ ‘ভেদেহপি’র অস্বর হল ‘স্বরূপস্য, কালস্য, আশ্রয়স্য, নিমিত্তস্য, কার্যস্য, সংখ্যার্যঃ, বিষয়স্য’—এই সাতটি বস্তুপদের সঙ্গে ।

বাচ্যার্থ এবং ব্যাক্যার্থের পার্থক্য এই সাতটি দিক থেকে । অর্থাৎ (১) স্বরূপগত (২) কালগত (৩) আশ্রয়গত (৪) কারণগত (৫) কার্যগত (৬) সংখ্যাগত (৭) বিষয়গত ।

কথমবনিপ.....

হে অবনিপ, স্বং নিশিতাসি...মুখ্য [স্বয়ং] বিধিবাং শ্রীঃ স্বীকৃতা [তৎ]
কথম্ দপঃ ? ননু (যতঃ) নিহতারেরপি তব অসৌ বদভা কীর্তিঃ অপগতাক্ষৈঃ
এভিঃ [তব বৈরিভিঃ] ত্রিদিবং কিং ন নীতা ?

অবনিপ—পৃথিবীরক্ষক, রাজন্ ।

নিশিতাসিধারা—ধারাল তরবারির ধার ।

দলন—ছেদন ।

গলিত—পতিত ।

নিশিতাসিধারায়ঃ দলনেন গলিতাঃ মুখ্যঃ স্বেষাং তেন ।...‘স্বয়ং’র বিণ ।

স্বীকৃতা—গৃহীতা । ‘শ্রীঃ’র বিণ ।

ননু—যতঃ । ধেহেতু, তো ।

নিহতারেঃ—মারিতশব্দেঃ । ‘তব’ এর বিণ ।

অপগতাক্ষৈঃ—হতাক্ষৈঃ । ‘এভিঃ’র বিণ ।

বাচ্যার্থ নিন্দা । ব্যঙ্গ্যার্থ স্তুতি ।

মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি-হরণে আর বীরকে কিসের ? গব’ই বা কিসের ? আর
তুমি যেমন ওদের শ্রী হরণ করেছ, তেমনি অঙ্গহারা ওরাও তোমার কীর্তিসুন্দরীকে
অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে স্বর্গে ।

—এটি বাচ্যার্থ নিন্দারূপ ।

কিন্তু আসলে বলা হয়েছে—সমস্ত শত্রুকে শেষ করে ফেলেছ তুমি। তোমার
কীর্তি ছাড়িয়ে গিয়েছে স্বর্গ অবধি ।

—এটি ব্যঙ্গ্যার্থ প্রশংসারূপ ।

শ্লোকটি ব্যঙ্গ্যস্তুতি ।

‘মাংসব’মুংসাব’ ইত্যাদৌ সংশয়শাস্তশৃঙ্গার’স্তরগতনিশ্চয়রূপেণ ।

সংশয়শ্চ শাস্তশৃঙ্গার’স্তরগতনিশ্চয়শ্চ > তয়োঃ রূপেণ (আত্মনা) ।

‘নিশ্চয়’ এর বিণ হল ‘শাস্তশৃঙ্গার’স্তরগত’ ।

শাস্তী চ শৃঙ্গারী চ = শাস্তশৃঙ্গারিণৌ, ‘ইনি’ অন্ত্যার্থে । ‘শাস্তরস’ ‘প্রধান’ রূপে
আছে যার ।

শাস্তী = শাস্তরসপ্রধান ।

শৃঙ্গারী = শৃঙ্গাররসপ্রধান ।

শাস্তরসপ্রধান পদ্যের নিশ্চয় হল—পর্বত-নিতম্ব সেব্য অর্থাৎ পর্বত-পাদদেশে
স্থান এখন বিধেয় । শৃঙ্গাররসপ্রধান ব্যক্তি মনে করেন : বিলাসিনী-নিতম্ব সেব্য

শৃঙ্গারক্রিয়ায় মেতে থাকা উচিত ।

অবগমঃ—বোধঃ ।

“প্রকরণাদিসহায়ং প্রতিভানৈর্মল্যম্, তৎসহিতেন তেন ।”

তেন = ব্যাকরণজ্ঞানেন ।

বিদ্যমব্যপদেশ = সঙ্গদয়াধ্য।

কাব্যস্য = ফলস্য।

বোধ্যমান.....কাব্যস্য

সাধারণবোধকার মনে বাচ্যার্থ কেবল একটি idea জন্মে দেয়। ব্যঙ্গার্থ কিন্তু কেবল idea জন্মায় না, চমৎকৃত বা মৃদু করে তোলে। দূরের ফলে 'তাই তফাৎ। নয়—নীতি বা রীতি।

“ইয়মেব হি ভেদো.....

এই উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। এমনিতেই বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে। মশ্মটের এক বিকার।

অধ্যাসঃ—অস্তিত্বম্।

আঘাতিগি, বারিতবাবে—দুটি পদে ভাবে ৭মী।

সহস্ব = সহ্য কর।

বাচকানামর্থাপেক্ষা.....বিষয়ভাসবলম্বতানিতি।

প্রতীয়মানমর্থমভিব্যাজ্য = ব্যঙ্গার্থঃ বোধগিহা বাচ্যঃ স্বরূপে এব যত্র বিশ্রাম্যতি।
—বাচ্যার্থঃ স্বস্মিন্ এব যত্র বিরতো ভবতি।

অতঃপৰ্ভূতোহপি অর্থঃ = তাৎপৰ্য্যবিষয়ঃ ব্যঙ্গ্যার্থঃ।

স্বশব্দানভিধেয়ঃ।

স্বম্—ব্যঙ্গ্যভিধানম্।

তস্য শব্দঃ = তদ্‌বোধকঃ শব্দঃ।

তস্য অনভিধেয়ঃ > স্বশব্দানভিধেয়ঃ। যেহেতু একমাত্র বিধেয়ই অভিধেয়।

বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থই কেবল ভিন্ন নয়। বাচক এবং ব্যঙ্গকও ভিন্ন। বাচক অর্থের (সংকেতিতার্থের) অপেক্ষা রাখে, কেননা, সংকেতিতার্থের জোরেই বাচক বাচক-বলে গণ্য হয়।

ব্যঙ্গক কিন্তু কোন অর্থের অপেক্ষা রাখে না, কারণ বর্ণ, অক্ষর—ইত্যাদিও ব্যঙ্গক হতে পারে, যাদের প্রথা-সিদ্ধ কোন অর্থ (সংকেতিতার্থ) নাই। বস্তুতঃ, একমাত্র শব্দেই প্রথাসিদ্ধ অর্থ থাকে, বর্ণ, অক্ষর ইত্যাদির নয়।

আবার। গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যাক্যের শব্দগুলি দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না, ঐ ব্যঙ্গ্যার্থ তাৎপৰ্য্যেরও বিষয় হয় না, ঐ ব্যঙ্গ্যার্থ তাৎপৰ্য্যেরও বিষয় হয় না কিন্তু প্রতীত হয়। এই প্রতীতিই এখানেই ব্যঙ্গ্যার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ। এখন প্রশ্ন—এই অর্থ অভিধা বা তাৎপৰ্য্যের বিষয় হচ্ছে না, অথচ অনুভূত হচ্ছে, তাহাল কিপের বিষয় হবে?

যদনিবাদী বলবেন—ব্যঙ্গনার।

বস্তুতঃ, এটিও ব্যঙ্গনাস্বীকারের অন্যতম কারণ।

নন.....প্রতীক্ষমানো নাম ।

অভিধা এবং লক্ষণা—এই দুটি বৃত্তি স্বীকার করেন, এরকম ব্যক্তিদের অতিমত হল এই অংশটুকু । এইরা ব্যক্তিবিরোধী ।

‘রামোহস্মি সর্বং সহ’—৯০ (৪র্থ উদ্ভাস) সংখ্যক পদের অংশবিশেষ । ‘রাম’ পদের অর্থ হল : এমন এক ব্যক্তি যিনি সমস্ত রকমের দুঃখ সহ্য করেছেন । ‘রামেণ প্রিয়জীবিতেন.....প্রিয়ে নোচিতম্’—নিম্নলিখিত পদের চতুর্থ পদ ।

প্রত্যাখ্যানরূঢ়েঃ কৃতং সমুচিতং কুরেণ তে রক্ষসা সোহয়ং, তচ্চ তথা স্বয়া কুলজনো ধত্তে যথোচ্চৈঃ শিরঃ । ব্যর্থং সম্প্রতি বিশ্বতা ধনুবিদং তদ্ব্যাপদাং সাক্ষিণা রামেণ.....

এখানে ‘রাম’ পদের অর্থ হল : নিষ্ঠুর মানুষ ।

‘রানোহস্মি ভুবনেষু.....পরাম্’—৮৭ (৪র্থ) সংখ্যক পদের অংশ ।

এখানে ‘রাম’ পদের অর্থ—‘এমন ব্যক্তি, যে সকলকে খুশী করে’ ।

‘রাম’ পদের এই অর্থগুলি লক্ষণার মাধ্যমে পাওয়া (লক্ষ্যার্থ) । ‘রাম’-পদের অর্থ এখানে ব্যঙ্গ্যার্থের মত (‘গতোহস্তমকঃ’-এর ব্যঙ্গ্যার্থের মত) অনেক ।

বিশেষ ব্যাপদেশহেতুঃ—‘অর্থ’ এর বিণ । ব্যাপদেশ—অভিধান, আখ্যা ।

এই লক্ষ্যার্থ বিশেষ বিশেষ অভিধানের কারণ । অর্থাৎ এই লক্ষ্যার্থের ও ব্যঙ্গ্যার্থের বিশেষ বিশেষ অভিধান বা নাম হওয়াও সম্ভব । তাই লক্ষণার এরকম নাম হতে পারে—অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য লক্ষণা, অর্থাতিরসংক্রমিতবাচ্য লক্ষণা—ইত্যাদি ।

তদবগমশ্চ শব্দার্থায়ত্তঃ

শব্দার্থায়ত্তঃ = লক্ষণরা শব্দেন প্রতিপাদ্যত্বাৎ শব্দায়ত্তঃ (শব্দাধীনঃ) ।

মুখ্যার্থবাধজ্ঞানে মুখ্যার্থজ্ঞানস্য আবশ্যকতয়া, অর্থায়ত্তঃ ।

লক্ষ্যার্থ-বোধ ব্যঙ্গ্যার্থবোধের মতই শব্দ এবং অর্থের উপর নির্ভরশীল ।

শব্দ লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করে । তাই লক্ষ্যার্থ বা লক্ষণা শব্দের উপর নির্ভরশীল ।

মুখ্যার্থবোধ লক্ষণার একটি প্রাথমিক শর্ত । অতএব লক্ষণাজ্ঞানের আগে মুখ্যার্থের জ্ঞান দরকার । তাই লক্ষণা মুখ্যার্থনির্ভর বা অর্থনির্ভর, তাও বলা চলে ।

প্রকরণাদি সব্যপেক্ষশ্চ ।—‘অর্থঃ’ এর যিণ । সব্যপেক্ষঃ—সাপেক্ষঃ, নির্ভরশীলঃ ।

উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে লক্ষণা প্রকরণ (প্রসঙ্গ), বক্তৃবৈশিষ্ট্য, বোকৃবৈশিষ্ট্য—প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ।

এভাবে দেখা যায়—ব্যক্তনাতেও এই শর্তগুলিই থাকে । তাই ব্যক্তনা-বিরোধীরা বলবেন : প্রতীক্ষমান বা ব্যঙ্গ্যার্থ নামে আর একটি নতুন অর্থ স্বীকার করার দরকার কি ?

অন্য কথায়, ব্যঞ্জনা-নামে আর একটি পৃথক্ বৃত্তি স্বীকারের কি প্রয়োজন?

লক্ষণীয়স্বার্থস্য.....নিয়তস্বমেব ।

অনেকার্থ শব্দ—গ্লিষ্টশব্দ (২.৭ সংখ্যক শ্লোকে 'ভদ্রাঙ্গনো' ইত্যাদি শব্দের মত) অভিধেয়—অর্থ ।

নিয়ত—সীমিত ।

লক্ষণীয় অর্থ একাধিক, কিন্তু গ্লিষ্ট শব্দের (অভিধামূল-বাক্য শব্দের) বাচ্যার্থের মত তা সীমিত । অর্থাৎ একটি বাক্যে কেবল একটি লক্ষ্যার্থই প্রযোজ্য । কিন্তু বাক্যার্থ একটি বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । এখানে কোন নির্দিষ্ট নীতি নেই । লক্ষ্যার্থের সঙ্গে ব্যঙ্গ্যার্থের একটি প্রথম ভেদ ।

ন শব্দ, মূখ্যার্থে ন.....ন্যোভ্যভে ।

নিয়তসম্বন্ধঃ—সামীপ্যসাদৃশ্যাদি প্রসিদ্ধসম্বন্ধঃ । সামীপ্য, সাদৃশ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধেই লক্ষণা প্রবৃত্ত হয় । এগুলিকে বলা হয় নিয়ত সম্বন্ধ ।

অনিয়ত সম্বন্ধঃ—উহ্য 'অর্থ' পদের বিণ ।

অনিয়তঃ সম্বন্ধঃ যস্য, তাদৃশঃ অর্থঃ । সামীপ্য, সাদৃশ্য, বিরোধ ছাড়া সম্বন্ধ-গুলিকে অনিয়ত সম্বন্ধ বলা হয় ।

প্রতীয়মানঃ—উহ্য 'অর্থঃ' পদের বিণ ।

=ব্যঙ্গ্যার্থঃ ।

প্রকরণাদি বিশেষবশেন = প্রকরণাদিবৈশিষ্ট্যপ্রভাবেন ।

নিয়তসম্বন্ধঃ, অনিয়তসম্বন্ধঃ, সংবন্ধসম্বন্ধঃ—তিনটিই 'অর্থঃ' এর বিণ । পরে একটি 'সন্' (উহ্য) বৃদ্ধিতে হবে ।

সম্বন্ধেন সম্বন্ধঃ যস্য = সম্বন্ধসম্বন্ধঃ ।

=সম্বন্ধ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ যার ।

'প্রতীয়মানার্থঃ' এর বিণ ।

মূখ্যার্থের সঙ্গে সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সম্বন্ধে যে অর্থ সম্বন্ধ, তাকে লক্ষ্যার্থ বলা চলে । অর্থাৎ মূখ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধের একটি হওয়া চাই ।

কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের সঙ্গে ব্যঙ্গক অর্থের সাদৃশ্য, সামীপ্যাদি সম্বন্ধ থাকতে পারে । এ সমস্ত ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ (accidental connection) থাকতে পারে অথবা পরস্পরা-সম্পর্ক ও (remote or iudirect) থাকতে পারে ।

যেমন, ২০, ২৪ এবং ২৬ সংখ্যক শ্লোকে যথাক্রমে প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ, অপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধ এবং পরস্পরা-সম্বন্ধের সাক্ষাৎ মিলবে ।

ব্যঙ্গ্যার্থের বেলায় মনে রাখতে হবে : এখানে প্রকরণ-প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কিছু অসীম । এটি দ্বিতীয় ভেদ ।

অন্তা এব.....নিমজ্জীহসি ।

‘স্বপ্নরত্ন নিমজ্জতি, অত্র অহম্’—দিবসকে প্রলোকয় । মা পথিক, রাত্র্যম্, শব্যায়াম্, আবয়োঃ নিমজ্জ্যাসি ।

নিমজ্জতি—শোয় ।

রাত্র্যম্—রাতকানা ।

নিমজ্জ্যাসি—উষ্টে পড়বে ।

ন চ.....মুখ্যার্থবাধঃ.....তৎকথমত্র লক্ষণা ?

‘অন্তা’ ইত্যাদিতে ধনি বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য । এখানে মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয় নি । তাহলে ব্যঞ্জনা ছাড়া লক্ষণা কি করে হ’তে পারে ? কেননা, লক্ষণার প্রাথমিক শর্ত মুখ্যার্থবাধ ।

লক্ষণায় মুখ্যার্থবাধ অবশ্য প্রয়োজনীয় । ব্যঞ্জনায় মুখ্যার্থবাধের প্রয়োজনীয়তা নেই ‘অন্তা’—ইত্যাদিই তার উদাহরণ । এটি তৃতীয় ভেদ ।

চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় উল্লাসে দেখানো হয়েছে—প্রয়োজনমূল লক্ষণায় ‘প্রয়োজন’-এর প্রতীতির জন্য ব্যঞ্জনা অবশ্য প্রয়োজনীয় ।

যথা চ.....সেত্যাহুঃ ।

সময়সব্যাপেক্ষা = সংকেতসাপেক্ষা ।

মুখ্যার্থবাধাদিত্রয়সময় বিশেষব্যাপেক্ষা লক্ষণা

= মুখ্যার্থবাধ, তদ্‌যোগ এবং রূঢ়ি প্রয়োজনের একটিই হল সংকেত লক্ষণার বেলায় । ‘বিশেষ’ শব্দটি নিরর্থক । যেমন—গরু একটি জন্তুবিশেষ (জন্তু) ।

অভিধা এবং লক্ষণার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । দুইই সংকেতের উপর নির্ভরশীল । লক্ষণার ক্ষেত্রে সংকেত হল মুখ্যার্থবাধ-প্রভৃতি । তাই লক্ষণাকে বলা হয় অভিধার লেজ । ব্যঞ্জনার সঙ্গে অভিধা অথবা লক্ষণা—দুয়েরই এরকম কোন সম্পর্ক নেই । এটি একেবারে পৃথক্ । এটি পঞ্চম ভেদ ।

ন চ লক্ষণাস্বকমেব.....অনপহবনীয় এব ।

ধননম্—ব্যঞ্জনম্, ব্যঞ্জনা ।

তদনুগমঃ = লক্ষণানুসরণম্ ।

তদনুগতম্—লক্ষণানুসারি ।

উভয়ানুসারি—

উভয় = অভিধা এবং লক্ষণা

অশব্দার্থক.....বিগতম্ ।

“অশব্দার্থকং যৎ নেত্রস্য বিকসন্নতর্কীনেত্রস্য ত্রিভাগেন কটাক্ষেন অবলোকনম্, আদিপদাদ্ অভিনয়াদি তদুগতম্ভোপাতিত্বাৎ” ।

অতিবর্তী = ব্যতিরিক্ত ।

অনপহ্বনীয়—নিষেধের অধোগ্য
= স্বীকার্য ।

কখনও কখনও দেখা যায় ব্যঞ্জনা লক্ষণার অনুসরণ করে (পশ্চাদ্-বর্তী হয়) । যেমন, 'লক্ষণা মূল ব্যঞ্জনা'র স্থলে ।* কিন্তু ব্যঞ্জনা সব সময় লক্ষণাকে অনুসরণ করে তা নয়, অভিধাকেও কখনও কখনও (অভিধামূলব্যঞ্জনা-স্থলে) অনুসরণ করে ।

ব্যঞ্জনা কখনও অভিধা, কখনও বা লক্ষণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু ব্যঞ্জনা কেবল এই দুয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—তা বলা চলে না । কেননা, কখনও কখনও ব্যঞ্জনা বর্ণ অথবা অক্ষরের উপরও প্রতিষ্ঠিত হয় ; যাদের অভিধা অথবা লক্ষণা দুইই নেই । যেহেতু শব্দেরই (বর্ণ বা অক্ষরের নয়) অভিধা বা লক্ষণা থাকা সম্ভব ।

আবার কেবল শব্দের (sound) উপরই নির্ভরশীল একথা চলে না । কেননা—অনেক সময় নর্তকীর 'কটাক্ষেরও ব্যঞ্জনা থাকে । কটাক্ষ শব্দাত্মক (শব্দ বা sound) নয় । তাই অভিধা, লক্ষণা, তাৎপৰ্য প্রভৃতি বৃত্তি থেকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা নামে একটি ব্যাপার (বৃত্তি) অবশ্য স্বীকার্য ।

‘অন্তা, এখ, —’ এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ শয্যা-প্রবেশ (নারিকার বিছানায় যাওয়া) ।
বাচ্যার্থ (নারিকা বলল—তুমি এসো না) ।

শয্যা—অপ্রবেশ ।

দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিরোধের । এটি নিম্নত সম্বন্ধগুলির অন্যতম ।

‘কস্ স ব গ —’ ইত্যাদিতে বাচ্যার্থ হল নারিকার দূর্বিনীততা (অর্থাৎ কথা না শোনা) । ব্যঙ্গ্যার্থ হল—‘সময়ই এর অধরে ক্ষত সৃষ্টি করেছে অন্য কোন প্রেমিক নয়’ । এদের দুয়ের মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ নেই । তাই যে কোন একটি কল্পনা করা যেতে পারে ।

বিপরীতরতে লক্ষ্মী: নাভিকমলম্ ব্রহ্মাণং দৃষ্ট্বা রসাকূলা [সা] কটিতি
হরেদক্ষিণনয়নং শৃগলতি ।

বিপরীতরতে—বিপরীত-বিহারের সময় ।

শৃগলতি—আচ্ছাদয়তি ।

বিপরীত সময়ের মহাহতে বিকর নিচে, লক্ষ্মী উপরে । বিকর নাভিপক্ষে তখনও বসে আছেন ব্রহ্মা । লক্ষ্মী কিন্তু শূঙ্গারে উৎবেল । তাই তাড়াতাড়ি বিকর ডান চোখটিকে আড়াল করলেন ।

আসলে বিকর ডান চোখ সূৰ্য, বাম চোখ চন্দ্র—এ রকম প্রসিদ্ধি আছে । বিকর ডান-চোখ চেপে ধরা মানে সূৰ্য আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া—প্রায় ছুবে যাওয়া । সূৰ্য

* তাই লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনার এটি বৃষ্ট ভেদ ।

ডুবলে পশ্ম পাগড়ি গোড়ায়। নাভি-পশ্মও তাই তখন পাগড়ি গোড়াল। ঢাকা পড়ে গেলেন ব্রহ্মা। বিষম লক্ষ্মীর গোপন অঙ্গও আর কেউ দেখতে পেল না। লক্ষ্মীর হাত থেকে রেহাই পেল লক্ষ্মী। সংগম নিবিঁয়ে চলতে থাকল।

নিমীলন—বৃক্ষে যাওয়া।

অন্তময়—অপ্রকাশ।

হৃগনম্—আচ্ছাদনম্ আচ্ছন্নতা।

গোপ্য-অঙ্গ—গোপন অঙ্গ।

অনিষ'ন্তগম্—যন্ত্রণা বা বাধা নেই যাতে।

নিধুবনস্য নদরতস্য বিলসিতম্ বিলাসঃ—নিধুবনবিলসিতম্।

সম্বন্ধসম্বন্ধঃ > 'উহ্য' 'ব্যঙ্গ্যার্থঃ' এর বিণ।

বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ কোন বস্তুর মাধ্যমে (via) পরোক্ষভাবে ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে সম্বন্ধ।

সম্বন্ধদ্বারেণ সম্বন্ধঃ যস্য নঃ।

বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থ



(উভয়ের সঙ্গে) সম্বন্ধ একটি বস্তু

= ব্যঙ্গ্যার্থের সম্বন্ধ—বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ একটি বস্তুর সঙ্গে।

অখণ্ডবুদ্ধি.....বিখ্যাদিব্যঙ্গ্য এব।

বৈদ্যাস্তিকেরা এবং বৈয়াকরণ ভট্টহরি বলেন : বাক্যের অর্থ এক এবং অবিভাজ্য প্রতীতির মাধ্যমে বোঝা যায় ; শব্দার্থসমূহের পৃথক পৃথক প্রতীতিগুলির মাধ্যমে নয়। আর বাক্যার্থ বাচ্যই। সমগ্র বাক্য এই অর্থের বাচক, পদগুলি নয়।

তাই তাঁদের মতে—বাক্য যে অর্থ প্রকাশিত করে, ব্যঙ্গ্যার্থ তার দাইরে নয়। কাজেই ব্যঞ্জনা নামে আলাদা বৃত্তি-স্বীকারের দরকার নাই।

উপরি-উক্ত মতের বিরুদ্ধে ধনিবাদী বলেন : ব্যবহারিক জীবনে বৈদ্যাস্তিকেরাও পদ-পদার্থের অস্তিত্বকে মেনে নেন। পদ-পদার্থ ছাড়া ব্যবহারিক জগৎ অচল। পদ-পদার্থ যখন মেনে নেন, ব্যঞ্জনাবৃত্তিও তাঁদের কাছে ইতিপূর্বে অবতারণিত বৃত্তিগুলি দিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থাপিত করা যাবে।

অখণ্ডবুদ্ধিমাধ্যমেন নিগ্রাহ্যঃ জ্ঞেয়ঃ—অখণ্ডবুদ্ধিনিগ্রাহ্য।

অবিদ্যাপদপতিতৈঃ—ব্যবহারিকজীবনমাগতৈঃ।

তৎপক্ষে—বৈদ্যাস্তিকদের পক্ষেও,
বৈদ্যাস্তিকদের মতেও।

উদ্বোধনহরণাদৌ বিখ্যাদিব্যঙ্গ্য এব।

∴ 'নিঃশেষচ্যুত'—ইত্যাদি উদ্বোধনহরণে সদর্থ (নায়কের কাছে যাওয়া) ব্যঞ্জনা-গম্যই।

শ্লোক ২৬ কোন এক যুবতী গোদাবরী তীরের লতাগৃহে প্রতি সকালে অভিসারে যায়। ধর্মপরায়ণ কোন এক ব্যক্তি ঐ সময়ে প্রতিদিন ফুল তোলেন। ধর্মভীরু ব্যক্তিটির আসাতে যুবতীর অসুবিধে হয়। যুবতী তাই ফন্দি আটল। ধার্মিক ব্যক্তিকে বলল : গোদাবরী-তীরের কূজে যে সিংহটি আছে, সেই সিংহটি ঘরের কুকুরটিকে মেরে ফেলেছে। তুমি ত' কুকুরটিকে ভয় করতে। এখন আর কুকুরের ভয় নাই। স্বচ্ছন্দে এবার ঘুরতে পার।

এখানে প্রকৃত অর্থ (ব্যঙ্গার্থ) কিন্তু অন্যরকম। আপাত অর্থ (বাচ্যার্থ) এখানে সদর্থক (বিধি)। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হল নঞর্থক (নিষেধ)—তুমি আর এসো না। এখানে সিংহ আসে। এখানেই সিংহটি এসে কুকুরটিকে মেরে ফেলেছে।

ধ্বনিবৃত্তা—কুকুরের মৃত্যুর দ্বারা।

নিবৃত্তি—মৃত্যু।

বিহিতম্—উপদিষ্টম্। 'নিষিদ্ধম্' এর বিপরীত। 'ভ্রমণম্' এর বিণ।

উক্তম্ (সদর্থকতয়া)।

সিংহোপলব্ধে—হেতৌ ওমী।

উপলব্ধি—জ্ঞান।

সিংহের অভিলেখের জ্ঞান থেকে।

ভ্রমণম্—নিরাপদে ঘুরে বেড়ান।

'ননু বাচ্যাদসম্বন্ধঃ' থেকে.....ইতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ,—অবাধি অনুমিতি-বাদীদের মত।

'অত্রোচ্যতে' থেকে শেষ অবাধি ধ্বনিবাদীর বক্তব্য।

অত্রোচ্যতে.....

ভীরুঃ—বভীরুঃ (কুকুরের থেকে ভয় পায় এমন লোক)

নিদেশেন—আদেশেন

এখানে অনুমানের রূপ এরকম :

যদ্ যদ্ ভীরুভ্রমণং, তৎ তৎ ভয়কারগনিবৃত্ত্যুপলব্ধিপূর্বকম্। গোদাবরীতীরং
ভয়কারগসিংহাধিস্থিতম্ ;

∴ তৎ বভীরুভ্রমণাযোগ্যম্।

গোদাবরীতীরং = পক্ষঃ।

দৃষ্টসিংহসম্ভাবঃ = হেতুঃ।

ভ্রমণাভাবঃ = সাধ্যঃ।

অত্র ভ্রমণস্য যদ্ ব্যাপকং ভয়হেতুনিবৃত্তিজ্ঞানং, তদ্বিরুদ্ধা ভয়কারগসিংহোপলব্ধিঃ
ভ্রমণরূপং ব্যাপ্তং নিবারণতি।

'ভয়কারণের অনুপস্থিতি'—ব্যাপক।

'ভয়কারণের উপস্থিতি'—ব্যাপকের বিরোধী (বিরুদ্ধ)।

'—অনুপস্থিতি'র সঙ্গে ভ্রমণ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে সম্বন্ধ।

[অর্থাৎ '—অনুপস্থিতি' ব্যাপক, ভ্রমণ ব্যাপ্য।]

∴ 'ভয়হেতুর উপস্থিতি' 'স্রমণ-বিরুদ্ধ' বস্তুত্ব অননুমিতি ঘটায়। 'স্রমণ-বিরুদ্ধ' বস্তু' = স্রমণাভাব।

মূলের 'ব্যাপকবিরুদ্ধোপলক্ষিঃ'র পরে 'অস্রমণ্য' অননুগাপয়তি' এই অংশটুকু বদ্ব্যভূতে হবে।

অর্থ হবে : ব্যাপকের (অনুপস্থিতির) বিরুদ্ধবস্তুর (উপস্থিতির) জ্ঞান স্রমণাভাবের অননুমান ঘটায়।

অননুমানের ব্যাপ্তি হল :

যদ্ যদ্ ভীরুস্রমণং, তত্তদ্ ভয়কারণনিবৃত্ত্যাপলক্ষিপদ্বকম্। এটি ব্যক্তিরেক ব্যাপ্তি। অশ্বয়ে পরিবর্তিত করলে দাঁড়াবে—যত্র যত্র ভয়কারণ (সিংহ-) সম্ভাবঃ, তত্র তত্র ভীরুস্রমণাভাবঃ। কিন্তু এই ব্যাপ্তি শব্দ নয়। কারণ 'সিংহের উপস্থিতি' থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও ভীরু ব্যক্তি স্রমণ-স্থানে যায়। যেমন, গুরুদর আদেশ, প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগ—ইত্যাদি।

অত্রোচ্যতে—ভীরুরপি... ইত্যনৈকান্তিকো হেতুঃ।

যে হেতু ঐকান্তিক (একনিষ্ঠ, একগামী, কেবল সাধ্যসহচর) নয়, অর্থাৎ সাধ্য এবং সাধ্যাভাব দুয়েরই সহচর, তাকে বলা হয় অনৈকান্তিক হেতু।

এখানে 'সিংহসম্ভাব' হেতুটি, সাধ্য 'স্রমণাভাব' এবং সাধ্যাভাব 'স্রমণ' দুয়েরই সহচর। অর্থাৎ 'সিংহের অস্তিত্ব' যেমন 'অস্রমণ' অননুমান করাতে পারে, তেমনি 'স্রমণ'ও অননুমান করাতে পারে। কারণ সিংহের অস্তিত্ব থাকলেই অস্রমণ হবে তা নয়; গুরুদর আদেশ, প্রিয়জনের আকর্ষণ—প্রভৃতির জন্যে সিংহ থাকলেও ভীতু মানুষ স্রমণ করে।

শুনো বিভূদপি—...বিরুদ্ধোপলক্ষিঃ।

অননুমানে যে হেতু সাধ্যের অস্তিত্বের বিরোধী (সাধ্যবিরুদ্ধ) অথবা সাধ্যাভাবের সপক্ষে, সেই হেতুকে বলা হয় বিরুদ্ধ।

এখানে 'সিংহ-সম্ভাব' হেতুটি 'স্ব-ভীরু-স্রমণাভাব' সাধ্যের বিরোধী। অথবা বলা যায়, 'স্বভীরুস্রমণ'—এই সাধ্যাভাবের সপক্ষে।

কেননা, সিংহের অস্তিত্ব কুকুরের থেকে ভয় পাওয়া ব্যক্তির স্রমণ ঘটাতে পারে। কারণ, অনেক মানুষ কুকুরকে ভয় করেন নগণ্যতা অথবা অশ্রদ্ধাচার জন্যে, কিন্তু সিংহকে ভয় না করে সিংহের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে সিংহবৃত্ত জায়গায় স্রমণ করেন।

গোদাবরীতীরে.....অসিদ্ধশ্চ।

যে হেতুটি প্রমাণ-সিদ্ধ নয়, তাকে বলা হয় অসিদ্ধ। 'সিংহ-সম্ভাব' প্রত্যক্ষ, অননুমান অথবা শব্দ প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি (সিদ্ধ হয়নি)। কারণ অননুমাতা সিংহটিকে দেখে নি অথবা অননুমান করে নি। কেবল অভিসারিণীর কাছ থেকে শুনছে। অভিসারিণীর উক্তি শব্দ-প্রমাণ নয়। কারণ অভিসারিণী আপ্তজন নয়।

পদে পদে মিথ্যে বলাই তার স্বভাব । অথের (fact বা ঘটনা) সঙ্গে অভিসারিণীর
কথার মিল থাকে না সব সময় ।

ভৎকথম্.....সাধ্যাসিদ্ধিঃ ?

হেতুটি তিন দিক্ থেকে দৃষ্ট । তাই এটি সঠিক হেতু নয় । একে বলা হয়
হেতুভ্রাস বা হেতুকল্প ।

সঠিক হেতু থেকেই সঠিক বস্তুর (সাধ্যের) অনুমান সম্ভব ।

অতএব এরকমের হেতু থেকে ব্যঙ্গার্থরূপ সাধ্যটিকে পাওয়া কি করে সম্ভব ?
প্রশ্ন করেছেন ধর্মনিবাদী ।

প্রশ্নটি করেছেন মহিম ভট্টের মত অনুমিতিবাদীর কাছে । শেষ পর্যন্ত হার
মানতে হবে অনুমিতিবাদীকে ।

মনে রাখার মত

ষদ্ ষদ্ ভীরুভ্রমণঃ, তন্ত্ৰ ভয়কারণবৃত্ত্যপলক্ষিপূর্বকম্ । গোদাবরীতীরে
চ ভয়কারণসিংহাধিষ্ঠিতম্

∴ তৎ স্বভীরুভ্রমণাযোগ্যম্ ॥

এই অনুমানে প্রথম বাক্যটি হল ব্যাপ্তিবাক্য ।

হেতু হল / ভয়কারণসিংহাধিষ্ঠিতম্

= ভয়কারণসিংহাধিষ্ঠান

(সংক্ষেপে) = সিংহসন্ভাব ।

সাধ্য হল / স্বভীরুভ্রমণাযোগ্যম্

= স্বভীরুভ্রমণাভাব

= (সংক্ষেপে) ভ্রমণাভাব বা ভ্রমণ

পক্ষ হল / গোদাবরীতীর ।

উপরের ব্যাপ্তিটি ব্যতিরেকব্যাপ্তি (negative) । অম্বয়ব্যাপ্তিতে রূপান্তরিত
করলে অনুমানের রূপ হবে এরকম :

যত্র যত্র ভয়কারণবৃত্ত্যপলক্ষিঃ,* তত্র তত্র ভীরোরভ্রমণম্ । গোদাবরীতীরে চ
ভয়কারণসিংহবৃত্ত্যপলক্ষিঃ । অতস্তত্র ভীরোরভ্রমণম্ ।

তথা নিঃশেষচ্যুতে.....ইত্যনৈকান্তিকানি ।

চন্দনচ্যবনম্ চন্দনচ্যুতিঃ / চন্দন মূছে যাওয়া ।

প্রতিবন্ধানি—নিয়তসম্বন্ধে সম্বন্ধানি ।

প্রতিবন্ধঃ—নিয়তসম্বন্ধঃ । 'তানি'র বিণ ।

গমকতয়া—সম্ভোগজ্ঞাপকতয়া । > গমক = হেতু ।

উপাস্তানি—গৃহীতানি > স্বীকৃতানি বলা হয়েছে ।

* বৃত্ত্যপলক্ষিঃ—অস্তিত্বজ্ঞানম্ ।

ব্যক্তিবাদিনা.....পুনস্তৎ অদৃশ্যম্ ।

ব্যক্তি—ব্যঞ্জনা ।

উপপত্তিঃ—ব্যাপ্ত্যাদিঃ । আদি বলতে পক্ষধর্মতা ।

অপেক্ষা—অপেক্ষা ।

অনপেক্ষা—অপেক্ষা ছাড়াই ।

এষাম্ = চন্দনচ্যবনাদীনাম্ ।

‘চন্দন মূছে যাওয়া’—প্রভৃতি জ্ঞাপকগুণির (ব্যঞ্জকগুণির) ।

অধমপদসহায়ানাম্ = ‘এষাম্’ এর বিণ ।

প্রতিপন্ন—জ্ঞাত ।

পুনস্তৎ অদৃশ্যম্

তৎ = অনৈকাস্তিকত্ব-প্রভৃতি ।

অদৃশ্যম্—ন দৃশ্যম্ ।

সংকীর্ণভেদ = উপবিভাগ ।

অতশ্চাশ্রয়ে স্নানকার্ষ্যেনোক্তানি, নোপভোগে এব প্রতিবন্ধানি । ইতি অনৈকাস্তিকানি ।

চন্দন মূছে যাওয়া, ঠোঁটের রঙ ফিকে হওয়া, কাজল হারিয়ে যাওয়া—প্রভৃতি হেতুগুণি স্নানকার্ষ্যেরই গমক, এখানে তাই বলা হয়েছে । উপভোগের সঙ্গে এগুণির নিয়ত সম্পর্ক নাই । এখানেও ঐ হেতুগুণি ‘অনৈকাস্তিক’ হবে যদি উপভোগ-রূপ অর্থের অন্তর্মান করতে যাওয়া যায় ।

ব্যক্তিবাদিনা.....উক্তম্ ।

‘চন্দনচ্যুতি’-প্রভৃতি ব্যঞ্জক হয়ে ওঠে । ‘অধম’পদ—এদের সহায়ক । ‘অধম’পদটি নায়িকার প্রেমিকের বিণ এবং ‘ব্যভিচার’-অর্থের ব্যঞ্জক । ‘চন্দনচ্যুতি’ প্রভৃতি বিশেষণের ক্ষেত্রে ব্যভিচার-অর্থটিকে মনে রাখলে ‘চন্দনচ্যুতি’—প্রভৃতির ব্যঙ্গার্থ দাঁড়াবে—সম্ভোগ । ‘চন্দনচ্যুতি’—ইত্যাদি হবে ব্যঞ্জক ।

ন চাত্তাধমত্বং.....কথমনুমানম্ ?

অনুমিতি-বাদী বলতে পারেন—‘অধম’ পদটি অনুমানের হেতু । কিন্তু ধর্ম-বাদী বলেন—তা বলা যায় না । কারণ হেতুকে প্রত্যক্ষ, শব্দ অথবা অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ (জ্ঞাত) হতে হয় । যেমন, মহানস-প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষীকৃত ‘ধূম’ই বহিঃ-অনুমানের হেতু হতে পারে ।

এখানে কিন্তু নায়কের অধমত্ব অথবা নায়ক যে অধম (হতভাগা) ; তা শব্দ বা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় নি । তাই কি করে ‘অধম’ বিণ থেকে সম্ভোগ-অনুমান সম্ভব ?

এবংবিবাদ.....প্রকাশতে !

অনুমিতিবাদী প্রশ্ন করতে পারেন—ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা (শব্দ অনুমানের

শত') ছাড়াই কি ভাবে শব্দ ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হয় ? উক্তের বলা হবে—ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাংগিত এবং পঞ্চধর্মতার প্রয়োজন নেই, এদের সম্ভাবনাই যথেষ্ট । আর এই সম্ভাবনা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে থাকেই ।

ষষ্ঠ উল্লাস [আলোচনা]

তস্য [কাব্যস্য] অলংকারঃ রূপকানিঃ [ইতি কেচিৎ] ।

[অলংকারঃ] বহুধা (বহুবিধঃ) উদিতঃ অন্যৈঃ ।

বনিতাননম্ কাস্তমপি নিভূষণং সং ন বিভাতি ।

রূপকাদিমলংকারং পরে বাহ্যমাচক্ষতে ।

[তে] সুপাং তিঙাং চ ব্যাংপত্তিঃ বাচাম্ অলংকৃতিং বাহুস্তি ।

তৎ আহুঃ—এতৎ সৌশদ্যম্ । অর্থব্যাংপত্তিঃ ঈদৃশী ন । বয়ং তু ইষ্টং নঃ শব্দাভিধেয়ালংকারভেদাং ।

একদল বলেছেন : আসলে উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালংকারই অলংকার । অন্যেরা অলংকারকে বহুপ্রকারে বলেছেন (বহুধা উদিতঃ), অর্থাৎ শব্দালংকার—অর্থালংকার ইত্যাদি নানাপ্রকারে বলেছেন । যাই হোক, শব্দালংকারই হোক, আর অর্থালংকারই হোক, অলংকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । কাব্য যতই মনোহর হোক, অলংকৃত না হলে তা শোভন হয় না ।

বাহ্য—আম্বাদোংপত্তিপরিবর্তী । অর্থপ্রতীতির পরে রূপকাদি অনুসন্ধান সম্ভব । তাই একে আস্তর বস্তু বলেন না ।

সুপাং তিঙাং চ ব্যাংপত্তিঃ = সুবস্তানাং তিঙস্তানাং চ বিন্যাসম্ ।

বাচামলংকৃতিম্ = শব্দালংকারম্ ।

এতৎ সৌশদ্যম্—শব্দনির্মিতসৌষ্ঠবম্, শব্দব্যাংপত্তিঃ ।

অথবা সুশব্দতা, শব্দানাং (রচনায়াঃ) সু-তা (শোভনতা)

অর্থব্যাংপত্তিঃ—অর্থালংকারঃ

অভিধেয়ালংকারঃ—অর্থালংকার ।

উপমারূপক প্রভৃতি অলংকারকে একদল আংলকারিক বাহ্য ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন । এঁদের মতে শব্দ শুনে শব্দালংকারের মাধ্যমে মন আকৃষ্ট হয় আর অর্থজ্ঞানের পর চলে রূপক-প্রভৃতির অনুসন্ধান । তাই রূপক প্রভৃতি অর্থালংকারও সাহিত্যের আস্তর ধর্ম নয় । এঁরা অবশ্য শব্দালংকারকেই বেশী পছন্দ করেন বলেন বলে এই উক্তি ।

ম্মমট তাই অনেকের মত মাঝামাঝি পথ মেনে নেবেন—ইষ্টং বয়ং তু নঃ ।

শ্লোক ১৩৯ । বিরহেন উত্তাম্যস্তী ক্রিশ্যামান্য যা তস্বী, তস্যঃ কপোলস্য দ্যুতিরিব দ্যুতিবিস্য তাদৃশঃ । পান্দুরবর্ণঃ ইত্যর্থঃ ।

ধনন্ত—অশ্বকার । কণদা—রাত্রি । বিসিনী—কমলিনী ।

ছেদ—খণ্ড । সরসবিসিনীকন্দছেদছবিং—একটি শব্দ ।
মৃগনাহন—চাঁদ ।

অত্র মকারয়োস্তকারাণাং ককাররোধকারয়োঃ আকারছকারয়োঃ সকারছকার-
লকারগামনপ্রাসঃ শব্দালংকারঃ । স এব প্রধানম্ আসমান্তিত । কবেল্লগ্ৰেধ সংরম্ভাৎ
প্রধান্যস্য কবিবিবক্ষ্যামাত্রনিবন্ধনত্বাং ইতি শব্দচিত্রতা । স্বভাবোক্ত্যুপময়োঃ চিত্রয়োঃ
সত্ত্বেইপি তরোগৌণিত্যেব তত্র কবিসংরম্ভাভাবাৎ ।”

শ্লোক ১৪০ । পক্ষ্মনদশাম্—ঘন পাতার চোখ যাদের ।

অলকাঃ—চুলগর্দলি

অলীক—(১) কপাল (২) মিথ্যে

কালতা—কৃষ্ণতা

সবিলাসম্—ক্রিয়া বিগ

অত্র—অস্মিন বিশ্বে

শ্লেষ এবং উপমা-র সংসৃষ্টি শ্লোকটিতে প্রধান ।

স্ফুটস্য = অন্যবৈচিত্র্যতিরোধানেন ঝটিতি প্রতীয়মানস্য ।

অনুপলম্ভাৎ = অননুভবাৎ ।

অত্র = শব্দার্থচিত্রকাব্যয়োঃ ।

তথ্যসারণীষু

কাব্যপ্রকাশোজ্জাসাঃ

(প্রথমঃ চতুর্থমবধি)

(KP in tabular Form)

প্রথম উল্লাস

১.

কাব্যবৈশিষ্ট্য

নিয়তিকৃতনিয়মরাহিত্য

আনন্দৈকময়ত্ব

সার্বভৌমত্ব

নবরসরুচিরত্ব

২.

কাব্যপ্রয়োজন

ব্রহ্মস্

অর্থ

ব্যবহারজ্ঞান

শিবেরতরুণ

সদ্যঃপরিনিবৃত্তি

উপদেশপ্রয়োগ
(+ আহরণ)

৩.

জগত জীবনের চ পরিচয়ঃ

সাহিত্য-প্রতিভা

সাহিত্যকৃত্তি
অভ্যাসঃ

কাব্যহেতুঃ

৪.

কাব্য

অর্দ্রান (উত্তম)

গদ্যগীতভাব্য (মধ্যম)

অব্যক্ত (চিহ্ন, অধম)

শব্দচিহ্ন

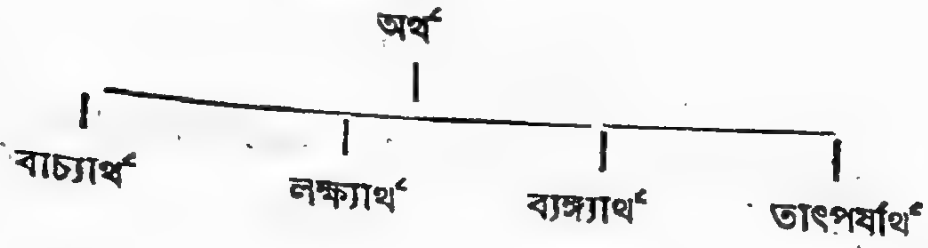
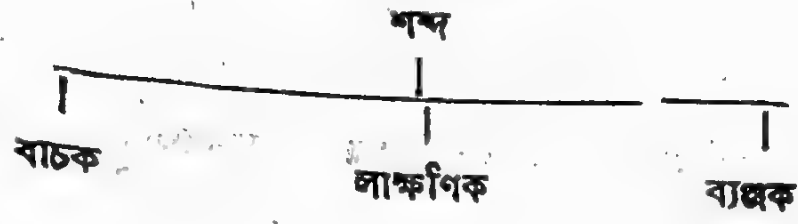
‘স্বচ্ছন্দোচ্ছল...’

বাচ্যচিহ্ন

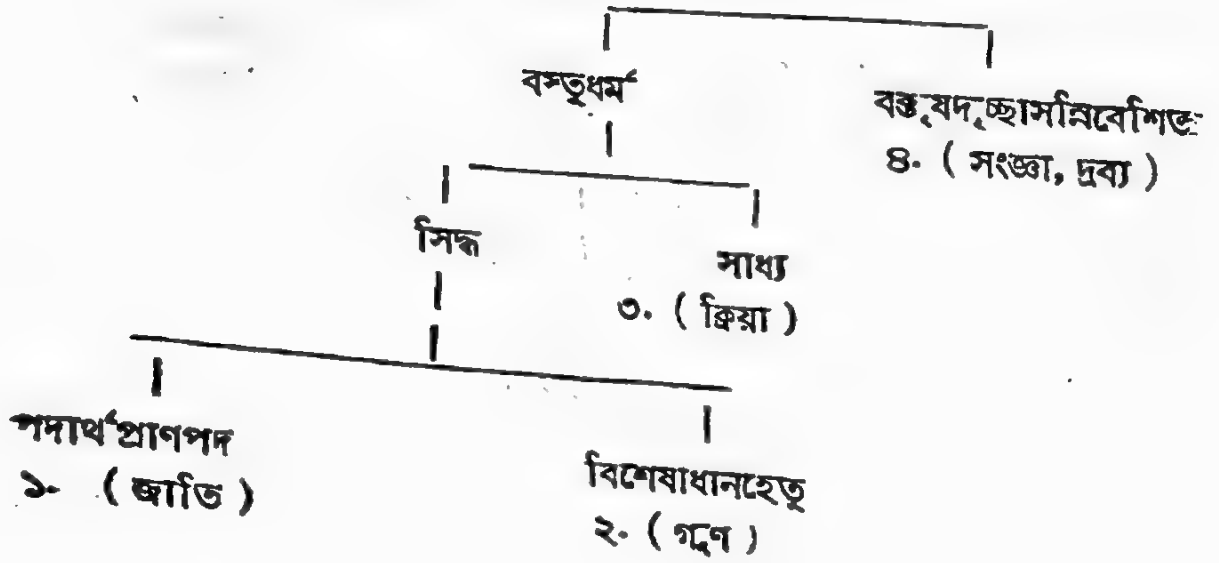
(অর্থচিহ্ন)

‘বিনিগত...’

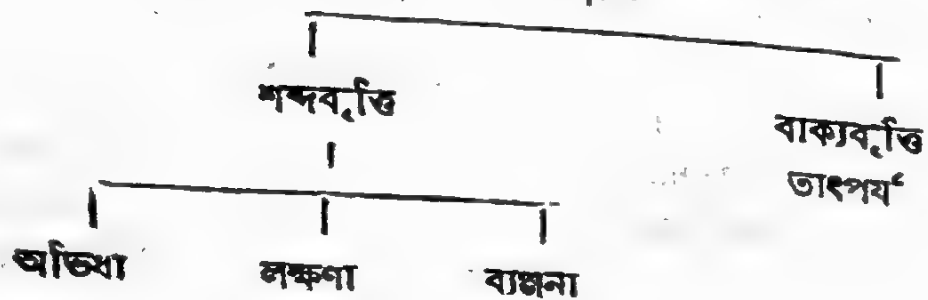
দ্বিতীয় উল্লাস



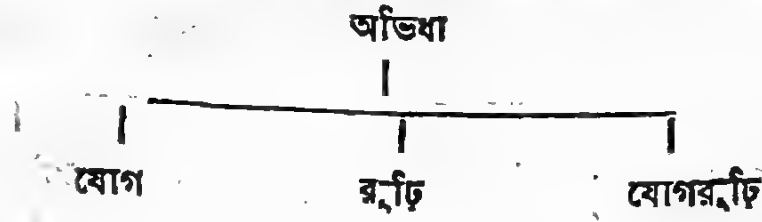
সংকেতিতার্থ (উপাধি)



বৃত্তি (ব্যাপার, ক্রিয়া)



৫. মন্মঠের নোয়াখিত: অভিযাবিভাগ: অস্মাভিভদ্র দস্ত: বিষয়বোধায় ।



৬.

লক্ষণা (প্রয়োদশধা)*

১০ নিরুঢ়া (অব্যঙ্গ্য) প্রয়োজনবতী (কা. ৭ ঘ.) ষড়্‌বিধা (সব্যঙ্গ্য)

কর্মণি কুশল: কলিঙ্গ: সাহসিক:

শুদ্ধ

গৌণ

উপাদান

লক্ষণ

সারোপ

সাধ্যবসান

‘কৃত্তাঃ প্রবিশন্তি’

‘গঙ্গায় ঘোষঃ’

‘অন্নম্ তম্’

‘আন্নং বেদম্’

‘আন্নং পিবতি’

১ গুঢ়ব্যঙ্গ্য ২ অগুঢ়ব্যঙ্গ্য

৫ গুঢ়—

৬ ‘অগুঢ়—’

৩ গুঢ়ব্যঙ্গ্য

৪ অগুঢ়ব্যঙ্গ্য

৭ গুঢ়ব্যঙ্গ্য

৮ অগুঢ়ব্যঙ্গ্য

সারোপ

সাধ্যবসান

৯ গুঢ়ব্যঙ্গ্য

১০ অগুঢ়ব্যঙ্গ্য

১১ গুঢ়

১২ অগুঢ়

• সপ্তম-কারিকায় লক্ষণায়াঃ বা বিভাজননীতিঃ, অন্তিমকারিকায় নীতির্ন সা । নীতিষয়স্য যেনেন উপবৃত্তো বিভাগ উপলব্ধঃ । ‘লক্ষণা তেন প্রয়োদশধা’ ইত্যস্মাভির্ভেদঃ শক্যতে, মন্মঠেন্দুসার্ব এব ।

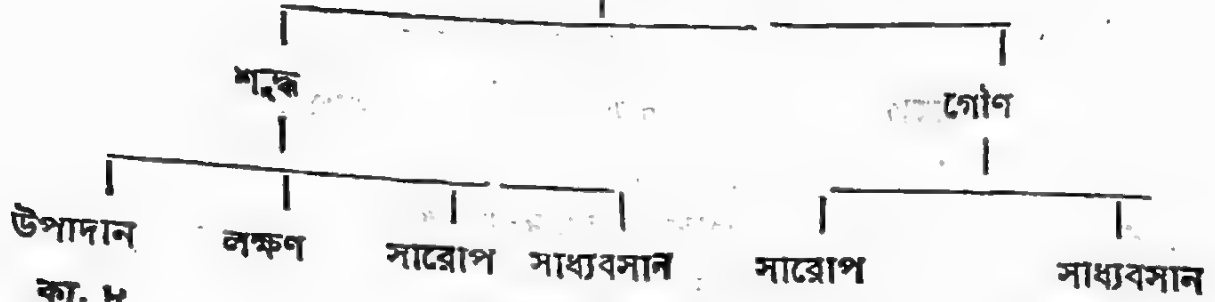
কাব্যপ্রকাশ

৭.

কা. ৭

পৃথক্‌তয়া চ এবমেব

লক্ষণা (প্রয়োজনবর্তী) (ষড়বিধা)



লক্ষণা (ত্রিধা)

১ নিরূঢ়ি
(অব্যক্ত)প্রয়োজনবর্তী
(সব্যক্ত)

২ গঢ়ব্যক্ত

৩ অগঢ়ব্যক্ত

৮.

ব্যঞ্জনা

শব্দমূল্য
(শাব্দী)

অর্থাদিমূল্য

অভিধামূল্য
(কা. ১৪)লক্ষণামূল্য
(কা. ১৫)অর্থমূল্য অর্থ বা* প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিমূল্য
| কা. ৩।১ গ ঘ.
| +২

'ভদ্রাশ্রমো—'

গঙ্গারাজ ঘোষ:

ইত্যাদিঃ প্রো. ২।৭

বাচ্যার্থমূল্য

'মাতগূহোপকরণম্—'

শ্লোক ২।১

লক্ষ্যার্থমূল্য

২।২-শ্লোক

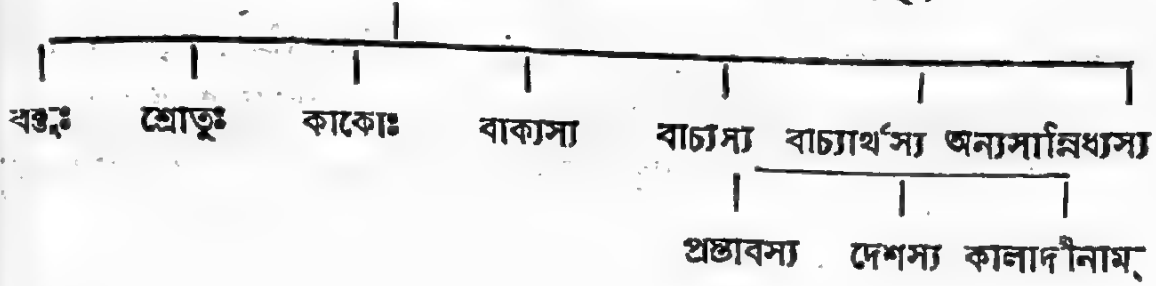
ব্যঙ্গ্যার্থমূল্য

২।৩ শ্লোক

* আর্থব্যঞ্জনায়াঃ লক্ষণং ৩।১ কা. ঘ. তথা ৩।১ কারিকায়ণেব তিষ্ঠতি।
উদাহরণানি তিষ্ঠন্তি দ্বিতীয়োক্তাসে।

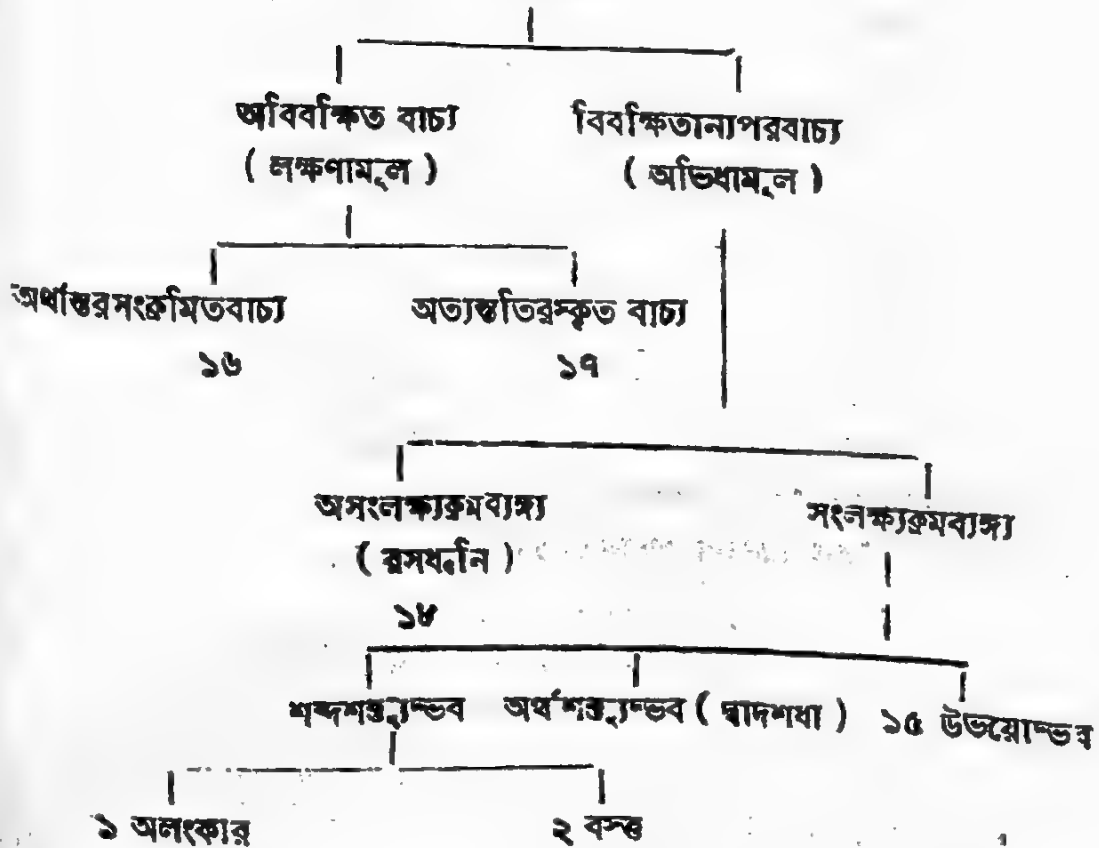
তৃতীয় উল্লাস

ব্যঞ্জনায়াঃ ক্রিয়াশীলতায়ৈ
পরিবেশ-বৈশিষ্ট্যানি (কা. ৩/১ গ. ঘ. + ৩/২)



চতুর্থ উল্লাস

ধ্বনি ১৮



২.

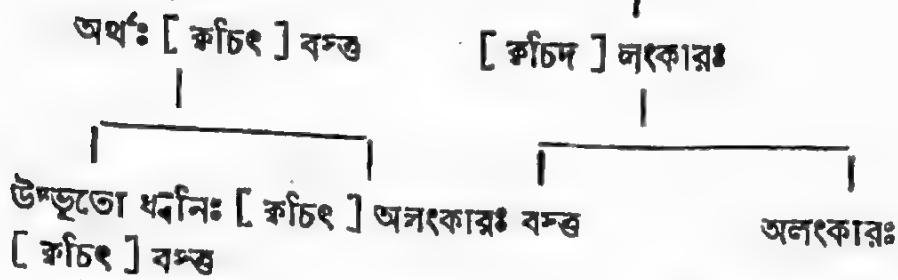
অর্থশব্দ্যন্তবঃ ১২

ধর্নিঃ

স্বতঃসম্ভবিনোহর্থশব্দ্যঃ
উখিতঃ ধর্নিঃ
(চতুর্বিধঃ)

কবিপ্রোড়োক্তিসিদ্ধস্য
অর্থস্য শব্দ্যঃ.....
(চতুর্বিধঃ)

সাহিত্যচরিত্রপ্রোড়োক্তিসিদ্ধস্য
অর্থস্য শব্দ্যঃ.....
(চতুর্বিধঃ)



স্বতঃসম্ভবী অর্থশব্দ্যন্তবো ধর্নিষ্যা চতুর্বিধঃ, তথৈব কবিপ্রোড়োক্তিসিদ্ধঃ চতুর্বিধঃ, তথৈব কবিনিবন্ধপ্রোড়োক্তিসিদ্ধঃ। এবং ত্রিলিঙ্গা দ্বাদশধা হি অর্থ-শব্দ্যন্তবঃ।

৩. স্থায়ী (নবধা)

রসঃ (নবধা)

১. রতিঃ

১. শৃঙ্গারঃ

২. হাসঃ

২. হাস্যঃ

৩. শোকঃ

৩. করুণঃ

৪. ক্রোধঃ

৪. রোষঃ

৫. উৎসাহঃ

৫. বীরঃ

৬. ভয়ম্

৬. ভয়ানকঃ

৭. জর্জরাসা

৭. বীভৎসঃ

৮. বিস্ময়ঃ

৮. অদ্ভুতঃ

৯. নিবেদঃ

৯. শান্তঃ

৪. ব্যভিচারিক — ৩৩ প্রকৃতিঃ।

৫. রসসম্পর্কিতাঃ স্বত্বাদাঃ প্রধানতঃ চত্বারঃ (৪)

কাব্যপ্রকাশ / কাব্যপ্রকাশ /
অর্থশব্দ্যন্তবঃ / চতুর্বিধঃ / চতুর্বিধঃ

কাব্যপ্রকাশ—কারিকাবলী

নিয়তিকৃত-নিয়ম-রহিতাং হলাদৈকগম্যমিনন্যপরতন্ত্রাম্ ।
 নবরস-রুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবেজ্জয়তি ॥ ১ ॥
 কাব্যং ষশসেহথকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতয়ক্ষতয়ে ।
 সদ্যঃ পরনিবৃত্তয়ে কাস্তাসম্মিততমো-পদেশযদুজে ॥ ২ ॥
 শক্তির্নিপুণতা লোক-শাস্ত্র-কাব্যাদাবেক্ষণাং ।
 কাব্যজ্ঞ-শিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুশুদ্ধভবে ॥ ৩ ॥
 তদদোষো^১ শব্দার্থে সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ কাপি ।
 ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধনি বদধৈঃ কথিতঃ ॥ ৪ ॥
 অতাদৃশি গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যে^২ তু মধ্যমম্ ।
 শব্দচিহ্নং বাচ্যচিহ্নমব্যঙ্গ্যং অবরং স্মৃতম্ ॥ ৫ ॥
 স্যাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোহত্র ব্যঙ্গকস্মিন্থা ।
 বাচ্যাদয়ন্তদার্থঃ সূত্র-স্তাৎপর্ষাথেহপি কেবুচিৎ ॥ ৬ ॥
 সর্বেষাং প্রায়শোহর্থানাং ব্যঙ্গকত্বমপীষ্যতে ।
 সাক্ষাৎ সংকেতিতং যোহর্থমভিধত্তে স বাচকঃ ॥ ৭ ॥
 সংকেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাতিজাতিরেব বা ।
 স মন্থ্যোহর্থস্তত্র মন্থ্যো ব্যাপারোহস্যভিধোচ্যতে ॥ ৮ ॥
 মন্থ্যার্থবাধে তদযোগে রুচিতোহর্থ প্রয়োজনাৎ ।
 অন্যোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥ ৯ ॥^৩
 স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থঃ স্ব-সমপর্ণম্ ।
 উপাদানং লক্ষণং চেতুস্তা শব্দৈব সা দ্বিধা ॥ ১০ ॥^৪
 সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা ।
 বিষয়যান্তঃকৃতেহন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা ॥ ১১ ॥
 ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতস্তথা ।
 গোঁয়ো শব্দৌ বিজ্ঞেয়ো, লক্ষণা তেন ষড়্বিধা ॥ ১২ ॥

১ 'তদদোষো' (কারিকা ৪) এবং 'তদ্ উত্তমভবে'-র 'তৎ' এই সর্বনাম পদটির বিশেষ্য হল 'কাব্য' (কারিকা ২) । কারিকা ৪ এর ইদম্ পদটিরও বিশেষ্য কাব্য ।

২ 'ব্যঙ্গ্যে' পদটির অর্থ 'অতাদৃশি'র সঙ্গে । বসেছে ব্যবধানে । দোষ ক্রমভঙ্গ ।

৩ ৯নং কারিকাটি লক্ষণা-বৃত্তির লক্ষণ ।

৪ ১০, ১১ এবং ১২নং কারিকার বিষয় 'লক্ষণা তেন ষড়্বিধা' ।

বাসোন রহিতা রুঢ়ৌ, সহিতা তু প্রয়োজনে ।
 তচ্চ গুঢ়মগুঢ়ং বা, তদেষা কথিতা ত্রিধা ॥ ১৩ ॥
 তদভূলাক্ষণিকস্তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাশ্রয়কঃ ।
 যস্য প্রতীতিমাধাতুং লক্ষণা সমুপাস্যতে ॥ ১৪ ॥
 ফলে শব্দৈকগম্যোহত্র ব্যঞ্জনাশ্রয়পরা ক্রিয়া ।
 নানিধা সময়াভাবাক্ষেপভাবান্ ন লক্ষণা ॥ ১৫ ॥
 লক্ষ্যং ন মূখ্যং, নাপাত্ত বাধো, যোগঃ ফলেন নো ।
 ন প্রয়োজনমেতন্নিম্ন, ন চ শব্দঃ স্থলদগ্গতিঃ ॥ ১৬ ॥
 এবমপানবস্থা স্যাৎ, যা মূল-ক্ষয়-কারিণী ।
 প্রয়োজনেন সহিতং লক্ষণীয়ং ন যদুজ্যতে ॥ ১৭ ॥
 জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যন্যঃ, ফলমন্যদদাস্ততম্ ।
 বিশিষ্টে লক্ষণা নৈবং, বিশেষাঃ সদাস্তদ লক্ষিতে ॥ ১৮ ॥
 অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্তিতে ।
 সংযোগাদৈর-বাচ্যার্থধীকৃৎ, ব্যাপ্তিরঞ্জনম্ ॥ ১৯ ॥
 তদ্যুক্তো ব্যঞ্জকঃ শব্দো যৎ সৌহর্থান্তরয়ক্ তথা ।
 অথোহপি ব্যঞ্জকস্তত্র সহকারিতয়া মতঃ ॥ ২০ ॥
 অর্থাঃ প্রোক্তাঃ পুরা তেষামর্থব্যঞ্জকতোচ্যতে ।
 বক্তৃ-বোদ্ধব্য-কাকুনাং বাক্যবাচ্যান্যসম্বন্ধে ॥ ২১ ॥
 প্রস্তাবদেশ-কালাদে-বৈশিষ্ট্যাং প্রতিভাজদুযান্ ।
 যোহসামান্যার্থধীহেতুর্ব্যাপারো ব্যক্তিরেব সা ॥ ২২ ॥
 শব্দপ্রমাণ-বেদ্যোহর্থো ব্যানন্ত্যর্থান্তরং যতঃ ।
 অর্থস্য ব্যঞ্জকত্বে তচ্ছব্দস্য সহকারিতা ॥ ২৩ ॥
 অবিবক্ষিত-বাচ্যো যন্তত্র বাচ্যং ভবেৎ ধ্বনৌ ।
 অথান্তরে সংক্রমিতম্, অত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্ ॥ ২৪ ॥
 বিবক্ষিতং চান্যপরং বাচ্যং যত্রাপরস্তদ সঃ ।
 কোহপ্যলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্যো লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যক্রমঃ পরঃ ॥ ২৫ ॥
 রস-ভাব তদাভাস-ভাবশাস্ত্রাদি-রক্রমঃ ।
 ভিন্নো রসাদ্যলক্ষ্যরাদলক্ষ্যার্থতয়া স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
 কারণান্যথ কার্যাণি সহকারীণি যানি চ ।
 রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে, জানি চেন্ নাট্যকাব্যয়োঃ ॥ ২৭ ॥
 বিভাবা অনুভাবান্তঃ কথ্যস্তে ব্যক্তিচারিণঃ ।
 ব্যক্তঃ স তৈবিভাবাদ্যোঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥

ও ১০নং এর বস্তব্য, লক্ষণা আবার তিন রকম—অব্যঙ্গ্য গুঢ়ব্যঙ্গ্য আর
 অগুঢ়ব্যঙ্গ্য ।

শঙ্কর-হাস্য-করণ-রৌদ্র-বীৰ-ভয়ানকঃ ।
 বীৰংসাম্ভুতসংজ্ঞো চেত্যেটো নাট্যে রসো স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥
 রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা ।
 ক্ষুণ্ণস্যা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়ীভাবাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩০ ॥
 নিবেদ-গ্রানি-শংকাখ্যান্তথাসূয়া মদ-শ্রমাঃ ।
 আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতিধূতিঃ ॥ ৩১ ॥
 স্বীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা ।
 গর্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপম্মার এব চ ॥ ৩২ ॥
 সুপ্তং প্রবোধোহমর্ষশ্চাপাবহিতম্ অথোগ্রতা ।
 মতিব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ ॥ ৩৩ ॥
 হাসশৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ ।
 ত্র্যস্তিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতান্তদ্ নামতঃ ॥ ৩৪ ॥
 নিবেদ-স্থায়ীভাবোহস্তি শান্তোহপি নবমো রসঃ ।
 রতিদেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাজ্ঞিতঃ ॥ ৩৫ ॥
 ভাবঃ প্রোক্তস্তদাভাসা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতাঃ ।
 ভাবস্য শান্তিরূদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা তথা ॥ ৩৬ ॥
 মূখ্যে রসেহপি তেহজিৎস্বং প্রাপ্নবন্তি কদাচন ।
 অনুস্বানাভ-সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য-স্থিতিস্তদ্ যঃ ॥ ৩৭ ॥
 শব্দার্থোভয়-শব্দ্যুপস্থিতা স কথিতো ধনিঃ ।
 অলংকারোহথ বস্তুব শব্দাদ্ যত্রাবভাসতে ॥ ৩৮ ॥
 প্রধানত্বেন স জ্ঞেয়ঃ শব্দশব্দ্যদ্ভবো বিধা ।
 অর্থশব্দ্যদ্ভবোহপ্যর্থো ব্যঞ্জকঃ সম্ববী স্বতঃ ॥ ৩৯ ॥
 প্রোক্তোক্তিমাত্রাং সিকো বা কবেশ্চেনোক্তিতস্য বা ।
 বস্তু বালংকৃতিবোতি ষড়্ভেদোহসৌ ব্যনক্তি যৎ ॥ ৪০ ॥
 বস্তুলংকারমথবা তেনায়ং দ্বাদশাত্মকঃ ।
 শব্দার্থোভয়ভূত্বকো ভেদা অষ্টাদশাস্য তৎ ॥ ৪১ ॥
 রসাদীনামনন্তশব্দ ভেদ একো হি গণ্যতে ।
 যাক্যে শব্দাঃ, পট্টেহপ্যন্যে, প্রবন্ধেহপ্যর্থশক্তিভূঃ ॥ ৪২ ॥
 পট্টকদেশ-রচনা-বর্ণেষাপি রসাদয়ঃ ।
 ভেদান্তদেকপঞ্চাশৎ তেষাং চান্যোন্যযোজনে ॥ ৪৩ ॥

সংকরেণ তিরুপেণ, সংসৃষ্ট্যা চৈকরুপয়া ।

বেদখাশ্বি-বিরচন্দ্রাঃ শরেষু-ষুগধেন্দবঃ ॥ ৪৪ ॥

অগদ্যম পরম্যঙ্গং বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গমক্ষুটম্ ।

সন্দিগ্ধ-তুল্যপ্রাধান্যে কাকাক্ষিপ্তমসন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥

ব্যঙ্গ্যমেবং গদ্যীভূতব্যঙ্গ্যস্যাণ্টো ভিদাঃ স্মৃতাঃ ।

এষাং ভেদা স্বথাযোগং বেদিতব্যশ্চ পূর্ববৎ ॥ ৪৬ ॥

সালংকারৈ-ধবনে ষ্ঠৈশ্চ যোগঃ সংসৃষ্টসংকরৈঃ ।

অন্যোন্মাদযোগাদ্ এবং স্যাদ্ ভেদসংখ্যাতীতভূয়সী ॥ ৪৭ ॥

শব্দার্থচিহ্নং যৎ পূর্বং কাব্যদ্বয়মবদাহতম্ ।

গদ্যপ্রাধান্যতত্ত্ব স্থিতিশিষ্টগ্রন্থশব্দয়োঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকসূচী

	উৎস	পৃঃ
৩।১ অই-পিহুলং জলকদম্বং	গাথাসপ্তশতী ৭৪৭	৯
৪।১০ অতম্ভ-চন্দ্রাভরণা	সুভাষিতরঙ্গাবলী ২৫০/৫	২২
৫।২৪ অস্তা এখ নিমজ্জই	গা. স. ৮/৬৭	৭
৫।৬ অতরুচাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি	পঞ্চাঙ্করী	৩১
৫।৩ অগ্রাসীং ফণিপাশ বন্ধনবিধিঃ	বাল রামায়ণ ১০/২০	৩১
৫।১৩ অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা	সু. ব. ব. ২৯১/১	৩২
৩।৮ অন্যত্র যুগ্মং কদম্ভাবচয়ং	সু. ব. ব. ৩৩৪/১০৬	১০
৪।১১ অন্যত্র ব্রজতীতি কা	ঐ ৩৫৮/৭৭	১৫
৪।৩৪ অগিতঃ সমিতঃ প্রাপ্তৈঃ	ঐ ১০২/৩৬,	১৯
৪।৭৪ অমৃৎ কনকবর্ণাভং	সাহিত্যদর্পণ ৪/৭	
৫।৪ অয়ংস রশনোৎকর্ষী	মহাভারত, শাস্তিপর্ব ৬৫ (?)	২৬
৪।৩৮ অলস-শিরোমণি ধুস্তাগং	ঐ স্ত্রীপর্ব ২৪।১৯	৩১
৪।৭২ অলং স্থিত্বা শ্মশানে	গা. স. ৯৭০	২০
৫।৮ অবিরলকরবাল-কম্পনৈ	ম. ভা. শাস্তিপর্ব ১৫০/১১	২৬
	দর্পণ ১০/৯৪	৩২
৫।১০ অসোঢ়া তৎকালোল্লসদ্-সহভাবস্য	সুভাষিত রঙ্গভাণ্ডাগার ১০৪/১৪	
	ঐ ৫/৫০	৩২
৫।২২ অহৌ বা হীরে বা	কুবলয়ানন্দ কারিকা	
৪।১৫ আকুণ্ঠ্য পাণিমশূচিং	উৎপলরাজ	১৭
৫।১৩ আগত্য সম্প্রতি বিরোগ-বিসংষ্টলাঙ্গী	সু. র. ভা ৩৬৪/৪৩ ৩৬৪/৪৩	১৫
৪।৭৩ আদিত্যোহয়ং স্থিতো	সু. র. ভা. ৩২৭/৭	৩২
২।৩ উঅ গিচ্ছল-নিম্পন্দা	মহাভারত, শা. প. ১৯	২৬
৪।২০ উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃষ্টিং	গা. স. ১/৪	৩৪
৪।৩০ উৎসিস্তস্য তপঃ পরা	মহাবীরচরিত ৫.১৬	১৬
৩।৫ উদ্দেশ্যোহয়ং সরসকদল	ঐ ২.১৬	১৮
৫।২ উমিদ্-কোকনদ রেণু		১০
৪।২ উপকৃতং বহু তত্র	শার্দধরপদ্ধতি ৩৭৩৬	৩১
৪।৩২ উল্লাস্য কালকরবার্জ	ধন্যলোকলোচন ৫৬	১২
৪।২৫ এ কস্মিন্ শয়নে	কপ্‌ফিগাড্যদয় ১২৪	১৯
	অমরদশতরক	১৭

	উৎস	পৃঃ
২১৬ এ শ্বেদমেতখণিআ	গাথাসপ্তশতী ১৭৩	৮
৩১২ ঔশ্ণিদং দোম্বলং	ঐ ১৫৬	৯
৪১৪৮ ওল্লোল করঅ রঅণ	ঐ ৯৭১	২২
৪১২৩ ক'ঠকোণ-বিনিবিস্টমীশ	উৎপল	১৭
৪১২২ কথমবনিপ দপো	সুভাষিত রত্নভাণ্ডার ১৩৬/৩৬	১৭
৪১২৩ কস্স ব গ হোই রোসো	গা. স.	১৭
৪১১৮ কৃতমননুতং দৃষ্টং বা যৈঃ	বেণীসংহার ৩.২৪	১৬
৪১৪৩ কেসেসু বলামোড়ির	পা. স. ৯৭১	২১
৪১৪২ কৈলাসস্যপ্রথমশিখরে	সু. রত্নভাণ্ডার ১৩৬/৩৪	২১
৫১৫ কৈলাসালয় ভাল	ঐ ১২/৩৯	৩১
৪১৩১ কাক্ষার্যং শশলক্ষ্মণঃ	বিষ্ণুমোবর্শীয় ৪/৪	১৯
৪১৬০ ক্ষণদাসাবক্ষণদা	সুভাষিত রত্নভাণ্ডার ১০৩/৭৪	২৪
৪১১৮ ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে	নাগানন্দ ৯/২	১৬
৪১৮৯ ঋণ পাহর্গিআ দেঅর	গা. স. ৯৬৩	৩০
৪১৫২ খলব বহারা দীর্ঘসি	ঐ ৯৭৮	২৩
৪১৪১ গাঢ়-কান্ত-দশমক্ষত	সাহিত্যদর্পণ ৪.৯	২১
৪১৪৪ গাঢ়ালিঙ্গ রহ সুজ্জ্ব অশ্মি	গা. স. ৯৩৪	২১
৪১৭৯ গাহারদুশ্মি গামে	ঐ ৭০৫	২৮
৩১৯ গদরুঅণ-পরবস পিঅ	ঐ ৮৫১	১১
১১৩ গ্রামতরুণং তরুণ্যঃ	রুদ্রশেটের কাব্যলংকার ৭/৩৯	২
৪১১৯ গ্রীবাভঙ্গাভিরামং	অভিজ্ঞান ১/৭	১৬
চত্বারো বয়ম্ ঋত্বিজঃ	বেণী সংহার ১/২৫	
৪১২১ চিত্রং মহানেষ বতাবতারং	কাব্যপরীক্ষা ২৯	১৬
৪১৫৯ চিত্তয়ন্তী জগৎসুতিং	বিষ্ণুপদ. ৫.১৩-২১	২৪
৫১১২ জনস্থানে শ্রান্তং	ভট্টবাচস্পতি, কাব্যপদ্ধতি ৬৬	৩২
৪১৪৫ জা চেয়ং ব হসন্তী	গা. স. ৯৮২	২১
৪১২৫ জানে কোপ-পরাজ্জ্বল্য	সুভাষিতাবলী (বাল্লভদেব)	১৭
৪১৪৬ জে লংকাগিরিমেহলাস	কপদ্রুমজরী	২২
৪১৭০ জোহ্রাই মহরসেন	পা. স. ৯৮৪	২৬
৪১৬৬ নব পল্লিমা-মিঅংকস্ম	গা. স. ৯৬৬	২৫
৩১৬ নোজ্জৈ অনোজ্জমগা	ঐ ৮৭৫	১০
৩১৪ ভইআ মহ গ'ডম্বহ	ঐ ৯৩৯	১০
৩১০ তথাভূতাং দৃষ্টা	বেণীসংহার ১১১	৯
৪১৫৮ তদপ্রাপ্তি মহাদঃখ	বিষ্ণুপদরাণ	২৪

উৎস	পৃঃ
৪৮৮ তরুণিমণি কলয়তি	২৯
৪২৮ তস্যাঃ সান্দ্রবিলেপন	১৮
৪১০০ তিম্বরুচির প্রতাপঃ	১৯
৪৬১ তুই বল্লহস্স গোসম্মি	২৪
৬২ তে দৃষ্টিমাত্রপতিতাঃ	৪০
৪১৯ ঞ্জ মদুখাঙ্কি, বিনৈব	১৫
৪১১ অমস্মি বচিম, বিদুমাং	১১
৪১৪ অমালিখ্য প্রণয়কুপিতাং	১৫
৪১৪০ দপাঙ্খগন্ধগজ	২১
৪১৭ দরাদুৎসুকমাগতে	১৪
৪১৪ দৈবাদ্ অহম্য তয়া	১৩
০১১০ দারোপান্ত-নিরন্তরে	১১
৪১৩৯ ধন্যাসি যা কথ্যাসি	২০
৪১৭২ ন চেহ জীবিতঃ কশ্চিৎ	২৬
৪১৩৫ নিরুপাদানসম্ভারঃ	১৯
৪১৬৩ নিশিত-শর-ধিয়া	২৪
১২ নিঃশেষচ্যুত-চন্দনং স্তনতটং	০২
৪১৭৭ পথি পথি শুকচণ্ড	২৭
৪১৩৬ পংখিঅ ণ এখ	২০
৪১৬ পরিমর্দিত-মংগালীল্লান	১৪
৪১৬৮ পবিসংতী ঘরবারং	২৫
৬১১ প্রথমমর. গচ্ছায়স্তাবৎ	৩৯
৪১১৭ প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং	১৬
৪১৭৬ প্রেয়ান্ সোহপ্যমপ্রমাকৃত	২৭
৫১৭ বন্দীকৃত্য নৃপ, দ্বিমাং মৃগদংশ	৩৬
২১৭ ভদ্রাঅনো দরুধিরোহতনো	৮
৫১২৬ ব্রহ্ম ব্রহ্মঅ বীসকো	৩৮
৪১৫৬ ভুক্তি মুক্তি-কদোকান্ত	২৪
৪১৮১ ভূয়া ভূয়ঃ সবিধ	২৮
৫১১৯ মথ্যামি কৌরবশতং	৩৩
৪১৪৯ মহিলা-সহস্প-ভরিএ	২২
২১১ মাচ ঘরোব অরণং	০৩
২১৪ মদুখং বিকসিত-স্মিতং	০৬
ব্যণিণবিবেক	
অমর ২৬	
গা. স. ৯৯৮	
অমর ২৩	
কাব্যালংকার রুদ্রট	
উত্তরমেঘ ৪৪	
কপ্ ফিগাভ্যদর ১১৩৭	
অমর ৪৪	
রুদ্রটের কাব্যালংকার ৭১২৯	
সং. র. ভ. ৩০৪১৬	
বিজ্ঞকা শাস্ত্র-ধর-পদ্ধতি	
মহাভারত	
নারায়ণভট্টঃ, চরচিত্তামণিঃ	
অমর ১০৫ সুভাষিতাবলী	
সুভাষিত রত্নভান্ডার ৩৩৩১৮৫	
সা. স. ৮৭৯	
মালতীমাধব ১১২২	
গা. স. ৮৮০	
অমর ৩৫	
কাব্যালংকারসুত্রবৃতি	
৩, ২, ১৫	
শিবস্বামী কপ্ ফিগাভ্যদর ১, ৩৮	
গাথাসপ্তশতী ১৭৫	
II, ৭৫	
মালতীমাধব ২৩০	
বেণীসংহার ১১১৫	
গা. স. ২১৮২	
ঐ ৮৮৯	
লোচনপ. ৬৩	

	উৎস	পৃঃ
৪।৫৪ মৃৎখৈ মৃৎখতৈব	অমর ৭০	২৩
১।১ ফঃ কৌমারহরঃ	শীলাভট্টারিকা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ৫০৮	০২
৪।৫১ ষস্য মিগ্রাণি মিগ্রাণি		২৩
৪।৭৫ রই-কৈলি-হিঅণিঅরুণ	গা. স. ৫।৫৩	২৭
৪।৬২ রাইসু চংদ-ধবলাসু	ঐ ৯৯২	২৪
৪।২৭ রাকা-সুধাকর-মুখী	কাব্যপরীক্ষা ৩৪	১৮
৪।৮৭ রামোহসৌ ভুবনেষু	বিশাখদত্ত	২৯
৪।৫৫ রুধির-বিসর প্রসাধিত		২৩
৪।৮১ রে রে চঞ্চল-লোচনাঙ্গিত		২৮
৪।৫৩ লাবণ্যং তদসৌ কান্তি	কাব্যপরীক্ষা ৫	২৩
৪।৭৮ লিখন্নাশ্তে ভূমিং	অমর ৬	২৭
৪।৬৪ বারিজ্জন্তো বি পদুগো	হা. গা. স. ৯৯৪	২৫
১।৫ বিনির্গতং মানদমাত্ম	হয়গ্রীববধম্	৩
৫।২৫ বিপরীঅ-রএ লচ্ছী	গা. স. ৮১৬	৩৮
৪।৫ বিয়দলিমলিনাম্বু		১৪
৪।৬৯ বিহলং খলং ভুয়ংসহি	গা. স. ৮৮০	২৬
৪।৩৭ শনিরশনিষ্ঠ তমুচ্চৈঃ	কাব্যপরীক্ষা ৪০	২০
৪।৮ শূন্যং বাসগৃহং	অমর ৭	১৫
২।৫ শ্রীপরিচয়াজ্জড়া অপি	রবিগদ্যপ্ত সুভাষিতাবলী	৬
৪।৬৭ সহি, নব-গিহুদবগ্ধমরুতি	সা. স.	২৪
৪।৪৭ সহি, বিরইউণ মাগস্স	ঐ ৯৩৬	২২
৫।৯ সাকং কুরঙ্গকদশা	সু. র. ভা. ১০৫।১৪২	৩২
৪।১২ সা পত্ন্যঃ প্রথমাপরাধসময়ে	অমরশতক ২৯	১৫
সায়কসহায়-বাহোঃ	সু. র. ভা. ১৮৯।৫৫	
৪।৫৭ সায়ং স্নানমুপাসিতং	ঐ ২৯৩।১২	২৪
২।২ সাহেতী সহি সুহঅং	গা. স. ৮৪০	০০
৩।৭ সুবই সমাগমিস্দি	গা. স. ৯৬২	১০
৪।৩ সেয়ং মমাস্বেষু সুধারস শংকরু	সু. র. ভা. ২৭৩।৬	১৩
৪।৬৫ সো সুদু-সামলংগো	গা. স. ৯৯৮	২৫
৪।২৬ ভূমঃ কং বামাক্ষি	কাব্যপরীক্ষা ৩৩,	১৮
৪।৯০ স্নিগ্ধশ্যামলকান্তি	ধন্যলোক ২	০০
১।৪ স্বচ্ছন্দোচ্ছলদচ্ছ	সু. র. ভা. ৯/১৩১	২
৪।২৪ হরতাষণ সম্প্রতি হেতু	শিশুপাল ১-২৬	১৭
৫।১৭ হরন্তু কিঞ্চিং পরিবৃত্তধৈৰ্ব	কুমার ৩.৬৭	৩৩
৪।১৬ হা মাতঙ্গরিতাসি	নারায়ণভট্ট	১৬

শব্দসূচী

- অতিবৈশিষ্ট্য ২০১
 অতীপ্তি ১৯৯
 অদ্বৈতদ্বন্দ্বন্যায় ২০৫
 অনিত্যদোষ ২১১
 অনুমিতিবাদীর প্রশ্ন ২২১
 অনৈকান্তিক ২৬২
 অন্যথানুপপত্তি ১১৯
 অতিহিতান্বয়বাদ ১১৭, ১৯৭
 অম্বিতাভিধানবাদ ১১৯, ২০০, ২০২
 অষ্টকপালঃ ২০৬
 অনবস্থা ১৪৬
 অব্যঙ্গ্যলক্ষণা ১৪৪
 অনুপলব্ধি ১৩৩
 অর্থক্রিয়াকারিত্ব ১২১
 অঞ্জন (ব্যঞ্জন) ১৫২
 অভিধামূল ব্যঞ্জনা ১৫২
 অবাচ্য ধর্মানির ভেদ ১৫৭
 অলক্ষ্য ধর্মানি ১৫৯
 অনুভাব ১৬০
 অভিনবের মতবাদ ১৭৫
 অর্থশক্ত্যন্তবধর্মানি ৭০
 অনুস্বানসম্মিভধর্মানি ১৯২
 অলঙ্কারধর্মানি ১৯
 আখ্যাত ২০৭
 আনন্ত্য ১২১
 আক্ষেপ ১৩২
 ইন্দ্রশত্ৰু ১৫৩
 উপাদানলক্ষণা ১৩০
 উপাধি ১২৩
 উপচার ১৩৪
 উৎপলরাজ ১৮৭
 উর্বশী ১৮৮
 আত্মক প্রচরণ ২০৬
 উচিত্য ১৫৩
 কপ্‌ফিগাভ্যাদয় ১৮৮
 কবিতারতী ১০০
 কবিপ্রোটোজিস্টিক ১৮০
 কপালী ২১১
 কালবৈশিষ্ট্য ১৫৬
 কারকপদার্থ ২০৫
 কান্তাসদৃশ উপদেশ ১০৩
 কাব্যভেদ ১১০
 কুশল ১২৭
 গঙ্গায়ান্বোধঃ ১২৭
 গুণীভূতব্যঙ্গ্য ৩০
 গৌরনুদ্বন্দ্ব্যঃ ৫
 ঘোষপল্লী ১২৮
 চন্দনচ্যুতি ২২০
 চিৎকু ২১১
 জগন্নাথ ১৪২
 জনস্থান ১৪৯
 জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যান্যঃ ১৪৯
 ত্রুষ্ণা ১৫৩
 দণ্ডকারণ্য ১৪৯
 দ্বিতীয়লক্ষণাবাদ ১৪৭
 ধর্নিকাব্য ১১০
 ধর্মানির শ্রেণীভেদ ১৮৫
 নায়কের মতবাদ ১৭১
 নিয়তসম্বন্ধ ২২৬
 নীলপদ্ম ১৪৯
 পণ্ডাকরী (কবি) ১৯৩
 পরমাণু ১২৪
 প্রভাকর ১৩০
 প্রয়োজন ১৫০

প্রতীভিজ্ঞাপ্রত্যয় ২০০
 প্রোটো ১০১
 পানকরস ১৭৮
 পারবৌবলা ২১০
 পিনাকী ২১১
 বস্তুধর্নি ১৯২
 ব্যক্তি ১৫৪
 ব্যঞ্জনাবাদী ১৯১
 ব্যঙ্গ্য ১৯৬
 ব্যাভিচারীভাব ১৬০
 বাচ্যবৈশিষ্ট্য ১৫৬
 বাসনা ১৭৭
 বিরুদ্ধ ২২১
 বিরোধসম্বন্ধ ২১৮
 বিশিষ্ট লক্ষণাবাদ ১৪৯
 বৈদ্যাস্তিক ২১৯
 ভরত ১৬১, ১৮৭
 ভর্তৃহরি ১৮৭
 ভদ্রহস্তী ১৫৪
 ভাবলক্ষণ ১৮৭
 ভাবসন্ধি অলঙ্কার ১৯০
 ভীম ১৫৫
 ছুরিধ্বা ১৯২
 ভোজ ১৯২
 মহিম ২২০
 মঙ্গুর ১০২
 মধ্যার্থবাদ ১২৭
 মনুকুল ১০১
 যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ ২০০
 রসের অলৌকিকত্ব ১৭৯-১৮০

রসলক্ষণ ১৬১, ১৭৯
 রাম ১৯২
 রূপক ২২৪
 রুচি ১০২
 লক্ষণামূল ব্যঞ্জনা ২৯৮
 লক্ষণার ভেদ ১৪১
 লাল কাপড় ২০৭
 লোল্লট ১৬৪-১৬৫
 শক্তি ১, ১০৪
 শব্দ ২১৭
 শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য ২১০, ২৪১
 শব্দীব্যঞ্জনা ১৫৪
 শিবস্বামী ১৮৮
 শ্যোনযাগ ২০৬
 শাস্তরস ২১০
 শীলা ১০৭
 শঙ্কুক ১৬৬
 শব্দলক্ষণা ১৪১
 ষড়বিধ লক্ষণা ১০৯
 সংকেতিতার্থ সম্পর্কিত মতবাদ ১২৬
 সংলক্ষ্য ধর্নি ১৯২
 সাহচর্য ১৫২
 সিংহসম্ভাব ২২১
 সিন্ধধর্ম ১২০
 স্ফোট ১১১
 সৌশব্দ্য ২২৪
 স্বেরিণী ১১৯
 হেতুবৈশিষ্ট্য ২০৯, ২৪৮
 হয়গ্রীব ১১৫

শুদ্ধি-পত্র

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	দৃশ্য
১	১২	ময়দুর	ময়দুর
১	২৪	খণ্ডগা	খণ্ডগা
১	২৪	গ্রন্থানাং ।	গ্রন্থানাং,
২	২০/৩০	ব্যংগ্যং/মহাষি	ব্যংগ্যং/মহাষি
৩	১৭	-পীষতে	-পীষতে
৩	২৭	দদনাহস	দদনাসি
৫	২৩	উভষ	উভয়
৫	২৬	প্রতিপাদয়িষিত	প্রতিপাদয়িষিত
৬	১০	ইত্যা দান	ইত্যাদৌ ন
৮	৩/২০	বিশেষাং বিভাতী	বিশেষাঃ/বিভাতী
১০	২০	-বচয়ং	-বচয়ং
১১	৭	শিয়োংইংশুকম-	শিরোহংশুকম-
	১২	শব্দপ্রমাণ বেদ্যেই-	শব্দপ্রমাণ-বেদ্যেই—
১২	পাদটীকা ৩	অন্ত্যন্ত	অত্যন্ত
	পঙ্ক্তি ৯	ইত্যন্তি	ইত্যন্তি
১০	২০	-ইভ্যাসপাটেববতাং	-ইভ্যাসপাটেববতাং
	২৯/৩০	তিরোদটং/তস্যগন্তব-	তিরোদধং/তস্য সন্তব- (ফাঁকি হবে)।
১৪	৮	নাম্বদ গভমেঘং	নাম্বদ-গভমেঘং
	২০	-মোৎসুক্য ব্রীড়া-	-মোৎসুক্যব্রীড়া-
১৫	শ্লোক ৯	তৃতীয় পদের শেষের পূর্ণচ্ছেদ	লুপ্ত হবে
	শ্লোক ১০	চতুর্থ পদে 'আনপদ' স্থলে	আনন্দ পড়তে হবে
	শ্লোক ১২	-সাখ্যোপদেশং	-সাখ্যোপদেশং
	শ্লোক ১৫	পবিবে	পবিত্রে
১৬	শ্লোক ১৯	শয়	শয়
	শ্লোক ২০	-কৃষ্টিং/পৃথু-	কৃষ্টিং/পৃথু-
	কারিকা ৮	পঙ্কা	শঙ্কা
১৭	৭	ব্যভিচারিভংপি	ব্যভিচারিভেংপি
		শ্লোক ১২-র সংখ্যা	২২ হবে
১৯	শ্লোক ৩২ এর	প্রাকরণিকা-	প্রাকরণিকা-

সং	পঙ্ক্তি	অর্থ	সং	পঙ্ক্তি	অর্থ
২০	পাদটীকা শ্লোক ৩৮	যত্ন	২০	পাদটীকা শ্লোক ৩৮	যত্ন
	" পঙ্ক্তি ৪	অর্থশত্ৰুত্ব-		" পঙ্ক্তি ৪	অর্থশত্ৰুত্ব-
	" শেষ পঙ্ক্তি	প্রভু—		" শেষ পঙ্ক্তি	প্রভু—
২১	পঙ্ক্তি ৬	এষ	২১	পঙ্ক্তি ৬	এষ
২২	পঙ্ক্তি ৩	নিঃস্বাসৈঃ	২২	পঙ্ক্তি ৩	নিঃস্বাসৈঃ
	শ্লোক ৪৯	-কম্মা		শ্লোক ৪৯	-কম্মা
২৪	পঙ্ক্তি ২৬	তৈনিশা-	২৪	পঙ্ক্তি ২৬	তৈনিশা-
২৫	শ্লোক ৬৪ পাদটীকা	বিশুদ্ধ	২৫	শ্লোক ৬৪ পাদটীকা	বিশুদ্ধ
	শ্লোক ৬৬	মৃগাম্বক		শ্লোক ৬৬	মৃগাম্বক
২৭	পাদটীকা পঙ্ক্তি ২	ব্যক্তক	২৭	পাদটীকা পঙ্ক্তি ২	ব্যক্তক
৩১	শ্লোক ৫	সমুৎসার্যতে	৩১	শ্লোক ৫	সমুৎসার্যতে
৩২	পঙ্ক্তি ২৯	নীতিঃ	৩২	পঙ্ক্তি ২৯	নীতিঃ
৩৩	পঙ্ক্তি ৫	শ্লোকের সংখ্যা	৩৩	পঙ্ক্তি ৫	শ্লোকের সংখ্যা
৩৫	পঙ্ক্তি ১৪	হতি	৩৫	পঙ্ক্তি ১৪	হতি
৩৭	শ্লোক		৩৭	শ্লোক	
	পঙ্ক্তি ১৩	গতো		পঙ্ক্তি ১৩	গতো
৩৮	২০	-বাংগ্য	৩৮	২০	-বাংগ্য
৩৯	শ্লোক ১	ক্ষণদামুখে	৩৯	শ্লোক ১	ক্ষণদামুখে
৪০	পঙ্ক্তি ৫	রূপ	৪০	পঙ্ক্তি ৫	রূপ
৪০	পঙ্ক্তি ২৯	বাণ প্রভৃতির	৪০	পঙ্ক্তি ২৯	বাণ প্রভৃতির
৪৪	" ১৪	বাঁদিকে বন্ধিতে হবে	৪৪	" ১৪	বাঁদিকে বন্ধিতে হবে
	" ২৯	বৈয়াকরণ		" ২৯	বৈয়াকরণ
৪৫	১৯ পঙ্ক্তিটি	বন্ধিতে হবে শুল্কাক্ষরে, বাঁদিকের পং: ৩' হবে লুপ্ত	৪৫	১৯ পঙ্ক্তিটি	বন্ধিতে হবে শুল্কাক্ষরে, বাঁদিকের পং: ৩' হবে লুপ্ত
৪৬	২২	" বাঁদিকের 'পং: ৪' বন্ধিতে হবে ২৫নং	৪৬	২২	" বাঁদিকের 'পং: ৪' বন্ধিতে হবে ২৫নং
৪৭	২৬	" বাঁদিকে 'পং: ৫'	৪৭	২৬	" বাঁদিকে 'পং: ৫'
৪৮	২৫	" বাঁদিকে হবে	৪৮	২৫	" বাঁদিকে হবে
৪৯	২০	" বাঁদিকে 'পং: ৬'	৪৯	২০	" বাঁদিকে 'পং: ৬'
৫১	৪	" বাঁদিকে হবে	৫১	৪	" বাঁদিকে হবে
	১৮	" বাঁদিক 'পং: ৭'		১৮	" বাঁদিক 'পং: ৭'
৫২	২৫	" বাঁদিকে 'পং: ৮' এর শুল্ক	৫২	২৫	" বাঁদিকে 'পং: ৮' এর শুল্ক
৫৩	১	বোঝানোয়	৫৩	১	বোঝানোয়
৫৪	১, ৫, ২১, ২৬	সম্বন্ধ, অর্থের ^{৪৫} ,	৫৪	১, ৫, ২১, ২৬	সম্বন্ধ, অর্থের ^{৪৫} ,
		পং: ৯ সম্বন্ধ			পং: ৮, সম্বন্ধ

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬	১২, ২৪		'পৃঃ ১০' লুপ্ত হলে
৫৭			২৪নং পঙ্ক্তি বাদিকে হবে [পৃঃ ৯]
৫৮			২নং শ্লোকের অনুবাদের বাদিকে 'পৃঃ ১১' লুপ্ত হলে
৫৯			৩নং শ্লোকের অনুবাদের বাদিকে হবে [পৃঃ ১০]
৬০			৯নং শ্লোকের অনুবাদের বাদিকে হবে [পৃঃ ১১]
৬১			১০নং পঙ্ক্তির বাদিকে লুপ্ত হবে 'পৃঃ ১১'
৬২		১০ নং	" " " " 'পৃঃ ১০'
৬৩		১৭ নং	" " " " 'পৃঃ ১৪'
৬৪		১নং	" " হবে [পৃঃ ১২]
৬৫		৭নং	" " হবে [পৃঃ ১০]
৬৬		২০ "	" " হবে [" ১৪]
৬৭		৮ " শ্লোকের	" " [পৃঃ ১৫]
৬৮		শ্লোক ৯ এবং ১৫ এর অনুবাদের বাদিকের	মার্জিনের 'পৃঃ ১৭, ১৮' স্থলে হবে [পৃঃ ১৫],
৬৯			[পৃঃ ১৬]
৭০		শ্লোক ২৪ এর বাদিকের মার্জিনের 'পৃঃ ১৯' লুপ্ত হবে।	
৭১		কারিকা ৮—১১র বাদিকের মার্জিনে হবে [পৃঃ ১৭]	
৭২		পঙ্ক্তি ১৯ এর বাদিকে লুপ্ত হবে 'পৃঃ ২০'	
৭৩		" ২৮ "	" " হবে [পৃঃ ১৮]
৭৪		শ্লোক ২৯ "	" " লুপ্ত হবে 'পৃঃ ২১'
৭৫		" ৩১ "	" " বদ্ব্যভাষে হবে [পৃঃ ১৯]
৭৬	পঙ্ক্তি ১৬	অশুদ্ধ 'দ্বারা'	হবে 'দ্বারা'।
৭৭	" ১৮	এর বাদিকের মার্জিনে লুপ্ত হবে 'পৃঃ ২২'	
৭৮		শ্লোক ৩৬ এর বাদিকের মার্জিনে হবে [পৃঃ ২০]	
৭৯		পঙ্ক্তি ১৭ "	" " লুপ্ত হবে 'পৃঃ ২০'
৮০		শ্লোক ৪১ "	নীচের " " 'পৃঃ ২১'
৮১		" ৪৬ "	বাদিকের মার্জিনে 'পৃঃ ২৫' এর
৮২			স্থলে হবে [পৃঃ ২২]
৮৩		কারিকা ১৯ই এর নীচে বাদিকের মার্জিনে	বদ্ব্যভাষে হবে [পৃঃ ২০]
৮৪		শ্লোক ৫৬ এর বাদিকে বদ্ব্যভাষে হবে [পৃঃ ২৪]	
৮৫		শ্লোক ৬০ "	" " " " [পৃঃ ২৫]
৮৬		" ৬৯ "	" " " " [পৃঃ ২৬]

শ্রু: পঙ্ক্তি	অনুবাদ	শ্রু: পঙ্ক্তি
ঐ	" ৬৫ " "	লক্ষ্য হবে 'পৃ: ২১'
৭৭ পঙ্ক্তি ১০	—শক্ত্যভাব	—শক্ত্যভাব
ঐ	৭৪ নং শ্লোকের নীচে 'পৃ: ৩১' লক্ষ্য হবে।	
ঐ	পঙ্ক্তি ২৭ এর বাঁদিকে বদ্ব্যভাব হইবে [পৃ: ২৭]	
৭৮	পঙ্ক্তি ২০ এর বাঁদিকে লক্ষ্য হবে [পৃ: ৩২	
ঐ	শ্লোক ৭৯ " " বদ্ব্যভাব " [পৃ: ২৮]	
৭৯	" ৮৪ " " " " [পৃ: ২৯]	
ঐ	" ৮৬ এর সংখ্যা হবে ৮৫	
৮০ পঙ্ক্তি ২	অনুদিত শ্লোকের সংখ্যা ৮৬	
৮০ শ্লোক ৮৮র বাঁদিকের মার্জিনে 'পৃ: ৩৪' অংশটুকু লক্ষ্য বলে ধরতে হবে।		
পঙ্ক্তি ৩০	২০ × ২১½	কা ২০ + ২১½
পঙ্ক্তি ৩১ এর বাঁদিকের মার্জিনে [পৃ: ৩০] বলে বদ্ব্যভাব হইবে।		
৮১ " ১৬ " " " 'পৃ: ৩৫' লক্ষ্য " " "		
৮২ " ৪ এ 'স্পষ্ট'-এর পরে কমা (Comma) এবং 'সন্দেহ'-স্থলে 'সন্দেহ'		বদ্ব্যভাব হইবে।
৮২ শ্লোক ১ এর অনুবাদের বাঁদিকে বদ্ব্যভাব হইবে [পৃ: ৩১] অর্থাৎ এখান		
থেকে ৩১ পৃষ্ঠার অনুবাদ সূত্র।		
শ্লোক ৩ এর অনুবাদের বাঁদিকে 'পৃ: ৩৬' অংশটুকু লক্ষ্য হবে।		
৮৩ শ্লোক ৭ এর অনুবাদের নীচে বাঁদিকের মার্জিনে হইবে [পৃ: ৩২]		
" ৯ " " বাঁদিকে 'পৃ: ৩৭' লক্ষ্য বলে ধরতে হবে।		
৮৪ শ্লোক ১৩ " " নীচে " [পৃ: ৩৩] বলে বদ্ব্যভাব হইবে।		
৮৫ শ্লোক ২০ " " বাঁদিকের মার্জিনে [পৃ: ৩৪] " " "		
৮৬ পঙ্ক্তি ১৯ " বাঁদিকের " 'পৃ: ৪০' অংশটুকু লক্ষ্য হবে বদ্ব্যভাব হইবে।		
৮৭ " ৮ " বাঁদিকে বদ্ব্যভাব হইবে [পৃ: ৩৫]		
৮৮ " ২ " " 'পৃ: ৪১'-কে লক্ষ্য বলে বদ্ব্যভাব হইবে।		
৮৯ " ১২ " " বদ্ব্যভাব হইবে [পৃ: ৩৬]		
" ১৭ " 'পৃ: ৪২' অংশটুকু লক্ষ্য বলে বদ্ব্যভাব হইবে।		
৯১ " ৩ " " 'পৃ: ৪৩' এর স্থলে হইবে [পৃ: ৩৭]।		
পাদটীকায় যে অনুবাদ তা হল ২১ এবং ২২ নং শ্লোকের অর্থঃ পাদটীকায়		
৩ এবং ৭ সংখ্যক পঙ্ক্তিতে বসবে ২১ এবং ২২।		
৯২ পঙ্ক্তি ৮ এর বাঁদিকে লক্ষ্য হবে 'পৃ: ৪৪', পঙ্ক্তি ১৪ এর বাঁদিকে বদ্ব্যভাব		হইবে [পৃ: ৩৮]
৯৩ পঙ্ক্তি ৬ এর বাঁদিকে 'পৃ: ৪৫' লক্ষ্য বলে ধরতে হবে।		

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	" ২০ "	" বদ্ব্যতে হবে	[পৃঃ ৩৯]
	" ৩ "	" বদ্ব্যতে হবে	[পৃঃ ৪০]
৯৫	১১	বেদ্যাস্তরং	বেদ্যাস্তরং
১০৩	১৪	পৃঃ ২, ৫০	[পৃঃ ২ এবং ৪৪]
১০৬	২০	পৃঃ ২, ৫১	পৃঃ [২ এবং ৪৪]
১১০	২১	ব্যাস্ত্র	ব্যাস্ত্র
১১৩	৭, ১৪, ৩৩	যদ্বকে, রমণ, [পৃঃ ৩, ৫২]	যদ্বকের, রমণ, [পৃঃ ২, ৪৫]
১১৬	দ্বিতীয় উল্লাসের নীচে	আছে পৃঃ ৩, ৫৩ হবে	পৃঃ ৩, ৪৬
১১৯	কারিকা ২ ক, খ, র	ব্যাক্যার বাঁদিকে আছে পৃঃ ৩, ৫৩ হবে	পৃঃ ৩, ৪৬
১২০	পঙ্ক্তি ৫ এর	ব্যাস্ত্রার্থ	" ব্যাস্ত্রার্থ
১২০	পঙ্ক্তি ১৫ এর	বাঁদিকে 'পৃঃ ৪, ৫৪' এর স্থলে হবে	[পৃঃ ৪, ৪৭]
১২০	" ৫	" 'পৃঃ ৪, ৫৪' " " "	ঐ
১২১	" "	এ আছে আত্যাদিঃ, হবে 'জাত্যাদিঃ' ।	
১২৩	" ১ এর	বাঁদিকে 'লুপ্ত হবে' পৃঃ ৪, ৫৫	
১২৩	" ১৫	আছে—ধানছেতু, হবে '—ধানছেতু'	
১২৩	" ২১	'পৃঃ ৫, ৫৫-৫৬'র স্থলে হবে	[পৃঃ ৪, ৪৮]
১২৪	" ২১	আছে 'আলম্বন' হবে 'আলম্বন' ।	
১২৫	" ৫	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	" ১৯	"	"
	" ১৮	"	"
১২৬	" ১৭	"	"
১২৭	" ১৬	"	"
১২৮	" ৩১	"	"
	পাদটীকা	অতিশয়া	অতিশয়া

গ্রন্থ-পঞ্জী

- ১- কাব্যপ্রকাশ—বামনাচাৰ্য ঝলকিকৰ
২. „ —হৰিশঙ্কৰ শৰ্মা (নাগেশ্বৰী টীকা)
৩. „ —গঙ্গানাথ বা
৪. „ —The Calcutta Sanskrit Series
৫. „ —A. B. Gajendragadkar
৬. „ —S. V. Diksit
৭. রসসমীক্ষা—ডঃ রমারঞ্জন মধুসোপাধ্যায়
৮. সাহিত্য-মীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচাৰ্য
৯. An Aesthetic
experience acc. to
Abhinava gupta —R. Gnoli
১০. History of Sanskrit
Poetics —P. V. Kane
১১. Sanskrit Poetics —S. K. De
১২. Literary Criticism
in Ancient India —Dr. Ramaranjan Mukherji
১৩. কাব্যতত্ত্বসমীক্ষা—নরেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা চৌধুৰী
১৪. কাব্যপ্রকাশ—R. R. Ambardekar
(Ch. IV)
১৫. শব্দার্থতত্ত্ব—রবীন্দ্রকুমার সিংহাস্ত্যশাস্ত্রী

मूल्याः २०० टाका